বিকল্প অর্থনীতি

প্রাকৃতিক পদ্ধতিগত অর্থনীতি

একটি অর্থনৈতিক এজেন্ডা – ভারতীয় সমাজের জন্য

ইশতেহার

বন্দনা চৌধুরী

সম্পাদনা করেছেন– নরেন্দ্র আগরওয়াল

প্রকাশক: বন্দনা চৌধুরী

বিকল্প অর্থনীতি-প্রাকৃতিক পদ্ধতিগত অর্থনীতি
ভারতীয় সমাজের জন্য একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচী - ইশতেহার

প্রথম সংস্করণ: মে-২০২৩
© লেখকের সাথে সংরক্ষিত,
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনও অংশই কোনওভাবেই পুনরুত্পাদন বা অন্য কোনও ভাষায় অনুবাদ করা যাবে না।
যদিও এই বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তবুও লেখক, প্রকাশক এবং মুদ্রক কোনও ব্যক্তির কোনও ত্রুটি বা ভুলের কারণে ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবেন না। যদি কোনও ভুল তাদের নজরে আসে তবে প্রকাশকরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করতে বাধ্য থাকবেন।

প্রকাশক: বন্দনা চৌধুরী
প্রথম তলা, সি-৬, অম্বিকা নগর, শক্তিনাট
ভারুচ, গুজরাট-৩৯২০০১, ভারত

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

- **ওয়েবসাইট**: resurrectionofdharma.com
- **ইমেইল**: resurrectionofdharma@gmail.com
- **মোবাইল নম্বর**: +৯১-৯২০২৯৭৪১২১

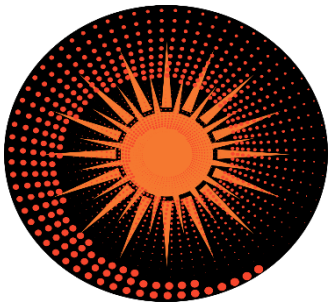

ধর্মের পুনরুত্থান

মূল বিষয়বস্তু নীচে তিনটি ভাগে দেওয়া হল

সূচিপত্র: **পৃষ্ঠা নং।**

1. প্রকাশকদের নোট,
2. ভূমিকা,
3. প্রস্তাবনা,
4. ভূমিকা,
5. সম্পাদকের টীকা,

পার্ট-১, অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নোটস

১. সামাজিক নিরাপত্তার অর্থনীতি এবং অর্থনীতির সামাজিক নিরাপত্তা।

২. অর্থনীতি: অর্থনৈতিক মূল্যায়নের সংজ্ঞা, তত্ত্ব এবং ব্যবস্থা,

৩. সোনার অর্থনীতি অথবা সোনালী অর্থনীতি।

৪. গণমাধ্যমের অর্থনীতি এবং গণমাধ্যম কর্তৃক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা।

৫. গরুর মাংসের তেজি অর্থনীতি এবং গরু ও খোজা ষাঁড়ের অর্থনীতি।

৬. নেশার মিতব্যয়িতা অথবা মিতব্যয়িতার নেশা।

৭. যুদ্ধের অর্থনীতি, যুদ্ধের কারণে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধ।

৮. ইকো-সিস্টেম, সৌর (আগুন), বায়ু, জল, পৃথিবী এবং মহাকাশের অর্থনীতি। ৮৮ ৯. পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি এবং পরিচ্ছন্নতার অর্থনীতি
এবং স্বাস্থ্যবিধি

১০. অর্থনীতির টেকসই কার্যকারিতার জন্য কাজের বন্টন।

১১. লাভজনক কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কর্মসংস্থানের পথ।

১২. একটি টেকসই অর্থনীতির জন্য শাসন, প্রশাসন এবং এর অপ্টিমাইজেশন।

১৩. পর্যটনের অর্থনীতি এবং একটি অর্থনীতির ভ্রমণ।

১৪. কৃষিবিদ্যা – কৃষি-সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক অর্থনীতির অর্থনীতি।

১৫. স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের অর্থনীতি।

১৬. ধর্ম প্রতিষ্ঠান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)-এর অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা – একটি অবাধ ও অবাধ প্রচেষ্টা।

১৭. একটি টেকসই অর্থনীতির জন্য পরিবার, দেশ এবং সমাজের মধ্যে আয়ের বন্টন।

১৮. (বিকল্প) অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য এবং বাস্তুতন্ত্রের অর্থনীতি।

পার্ট-২, অর্থনৈতিক সত্তা, সিস্টেম এবং পেরিফেরাল সম্পর্কিত নোটস, (মিতা-লাইফ স্টাইল এজেন্ডা থেকে সম্পাদিত উদ্ধৃতি)

1. জীবনধারা।
2. সফলতা (সাফল্য) – সঠিক ফল।
3. দায়িত্ব।
4. স্বাধীনতা।
5. ধর্ম (ধর্ম)।
6. বিজ্ঞান।
7. মৃত্যু এবং জীবন।
8. ব্রহ্মচারী, সাধু, সাধু এবং ঋষি।
9. পরিবার – পরিবার।
10. জাতি।
11. বৃদ্ধ এবং জ্ঞানী (পুরাতন জ্ঞানী)।
12. শিশুরা।
13. কিশোর-কিশোরীরা।
14. নারী।
15. পুরুষ।
16. সেক্স।
17. প্রতিবন্ধী।
18. জনসংখ্যা।
19. জিডিপি ভিসা জিএইচআর (গ্রস হ্যাপিনেস রেশিও)।
20. মূল্যবোধ ভিত্তিক নেতৃত্ব।
21. ধর্মনিরপেক্ষ ভিস-এ-ভিস ধর্ম নির্পেক্ষ।
22. আইন।
23. অর্ডার।
24. সরকার।
25. সংসদ।
26. পথ (কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, রাজ যোগ এবং এর সংমিশ্রণ)।
27. জীবনকাল এবং এর বিভাগ (আশ্রম ব্যবস্থ-ব্যবস্থা) শ্রম বিভাগের)।
28. শ্রেণী-বর্ণ ব্যবস্থা- (বর্ণ ব্যবস্থা- ব্যবস্থা পছন্দের নির্বাচন)।
29. সমাজ বিকাশের পর্যায়সমূহ।
30. বিশ্বাস, বিশ্বাস, আস্থা এবং সত্য।
31. আদর্শ এবং মতাদর্শ।
32. ইতিহাস ও ভূগোল।

33. আধুনিকীকরণ এবং ঐতিহ্য।
34. সিক্ষ্রোনিসিটি।
35. উপাসনালয় – মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার ইত্যাদি।
36. ব্যবস্থাপনা– প্রবন্ধ।
37. সবার জন্য খাবার।
38. পোশাক এবং ইউনিফর্ম।
39. ভাষা, এর বিবরণ
40. কর্মসংস্থান সৃষ্টি (ভারতের মতো দেশে)।
41. বিদ্যুৎ–শক্তি।
42. পতিতাবৃত্তি।
43. সংরক্ষণ (ভারতের মতো দেশে)।
44. স্থূলতা এবং অসুস্থ পুষ্টি।
45. সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসী।
46. দুর্নীতি।
47. 'অভিযোগ এবং অভিযোগ', 'পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া' এবং জমা।
48. গর্ব এবং আনন্দ।
49. হিংসা, অহিংসা, শান্তি এবং ছন্দ।

পর্ব–৩,

1. অর্থনৈতিক উপকরণ – অর্থ এবং মুদ্রা।

প্রকাশকের নোট

"বিকল্প অর্থনীতি" বিষয়ক এই দলিল/বইটি লেখক এবং এর সম্পাদকের আন্তরিক ইচ্ছার ফল বলা যেতে পারে, যুবকদের জন্য বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থান এবং বয়স্কদের সাথে সম্পৃক্ততার পথ খুঁজে বের করার জন্য, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে অতিথি সহ সমাজের সকল মানুষের জন্য সময়োপযোগী ন্যায়বিচার, উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করার উপায় এবং উপায় খুঁজে বের করার জন্য।

এই বইটি স্থানীয় পরিবেশ এবং বৃহত্তর বাস্তুতন্ত্র বজায় রেখে সকলের জন্য মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপায় এবং উপায় খুঁজে বের করার বিষয়ে আলোচনা করে বলা যেতে পারে, যা ভারতীয় সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক এজেন্ডা – ইশতেহারের উদ্দেশ্য পূরণ করে বলে মনে হয়।

"বিকল্প অর্থনীতি" বিষয়ক এই বইটিতে আমাদের অনেক মৌলিক প্রশ্ন, প্রশ্ন, উদ্বেগ এবং উদ্বেগের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন: কীভাবে একজন সুস্থ, সুখী জীবনযাপন করতে পারেন এবং তা বজায় রাখতে পারেন? কীভাবে জনগণের কাছে অবাধ ও ন্যায্যভাবে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং নির্দেশনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়?

আমাদের সকলের জন্য বায়ু, জল, খাদ্য, আশ্রয় এবং সূর্যালোকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্পদ এবং আয়ের সুষ্ঠু বন্টন কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? আমাদের সকলের জন্য শারীরিক, আর্থিক, মানসিক, জাতিগত এবং আধ্যাত্মিক নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? সেরা শহর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা কী হতে পারে এবং এটি কীভাবে স্থাপন করা হয়? এবং ভারতের জন্য সেরা অর্থনৈতিক মডেল কী হতে পারে?

যদিও অনেকেই এটিকে অদ্ভুতভাবে লেখা বই বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু মনে হচ্ছে, আমাদের জন্য মূল বিষয়গুলি থেকে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার এটাই সঠিক সময়; তাই বইয়ের লেখক এবং সম্পাদক মনে করেন যে বইটিতে এখানে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর যথাযথ আলোচনা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া জনগণের জন্য উপযুক্ত।

বন্দনা চৌধুরী

ভূমিকা

আধ্যাত্মিক মহলে বলা হয় যে মহাভারত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই গাণ্ডীবের শক্তি (অর্জুনের ধনুক এবং তীর)ও শেষ হয়ে গেছে, এবং ভগবান কৃষ্ণ যখন অন্ধকার ছেড়ে চলে যান তখনই অন্ধকার নেমে আসে এবং অন্ধকার যুগ বা কৃষ্ণ যুগ বা কালযুগ বা যন্ত্র যুগ (কাল-পুর্জা যুগ) বা কলিযুগ বা কাল-কলি যুগ শুরু হয়। কলিযুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত ঋষিরা তাদের পা পিছনে ফেলে তাদের নির্জনতা এবং প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করেন।

বলা হয়ে থাকে যে, অন্ধকার যুগের সূচনার সাথে সাথে সমস্ত নাইটি-আউল, ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যান, শিকারী, ডাকাত, চোর, প্রলোভনসঙ্কুল, জাদুকর, ডার্ক ওয়েবের অপারেটর, ধূর্ত শিল্প, কালো জাদু এবং ছদ্ম-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য প্রাণী এবং প্রচারক যারা সাধারণত অন্ধকারে কাজ করে তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাদের কার্যকলাপ শুরু করে।

অন্ধকারের প্রভাবে এবং সাধু-ঋষিদের যথাযথ সুরক্ষা এবং নির্দেশনার অভাবে সাধারণ মানুষ সহজেই ধূর্ত শিল্প ও কালো জাদুর প্রভুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

অন্ধকার যুগের প্রথম প্রভাব দেখা দেয় যখন মানুষ, দৈনন্দিন আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত, অন্ধকার যুগে অন্ধ, পচা ফল এবং শস্য দিয়ে তৈরি মদের নেশায় মত্ত হয়ে, স্নেহহীন, অসম্মানিত এবং দুর্বল হয়ে পড়ে যে তারা প্রাচীনদের, পাখি এবং প্রাণী, উদ্ভিদ এবং প্রাণী, মাছ এবং জলজ প্রাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কর্তব্যপরায়ণতা বজায় রাখতে পারে না। ফলস্বরূপ, তারা পারস্পরিক সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং হতাশ হয়।

হতাশ হয়ে মানুষ আত্ম-সংশোধনের পরিবর্তে মাটিতে প্রোথিত থেকে গেল, পবিত্রতাকে গ্রহণ এবং মূর্খতাকে প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে তাদের দৈনন্দিন কাজে, বিশেষ করে কৃষিতে অসহযোগিতার এই ঘটনাটিকে তাদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের উপর আক্রমণ হিসেবে গ্রহণ করল।

তারপর আসে সাধুর পোশাকে শয়তান, যে মানুষকে পরামর্শ দেয় পোষা প্রাণীদের বশ করতে, বাছুর হত্যা করতে বা ষাঁড়কে খোজা করতে হলেও, যেভাবেই হোক পোষা প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ নিতে, তাদের নাক ছিঁড়ে তাতে সুতো/দড়ি পরিয়ে, বিদ্রোহীদের উপর স্থায়ীভাবে বোঝা চাপিয়ে এবং বন্দী করে রাখতে। বন্ধুর পোশাকে এই শত্রুরা মানুষকে আরও পরামর্শ দেয় যে এগুলিকে পূর্ণরূপে কার্যকর জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা এবং ব্যবহার করা। সাধুর পোশাকে এই শয়তান, বন্ধুর পোশাকে শত্রুরা মানুষকে আরও পরামর্শ দেয় যে, পশু এবং সোনাকে নিজের হেফাজতে রাখা, পরিবেশকে নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা শক্তির লক্ষণ, এবং যার হাতে এগুলোর বেশি থাকবে সে-ই

হবে শক্তিশালী। এই সবই মানুষের চিন্তাভাবনা এবং ফলস্বরূপ আচরণ এবং কর্মে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে।

ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য পরিবেশকে ব্যবহারের এই ধারণাটি প্রাণীদের উপর, বিশেষ করে গরু বংশের উপর বিরাট অত্যাচারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ষাঁড়দের খোজা করে তাদের বলদ বানানো এবং কৃষিকাজে দাস প্রাণী হিসেবে ব্যবহার করা, আমরা যে সমস্ত খাবার খাই এবং দুধ পান করি তাতে ষাঁড় এবং গরুর অভিশাপ এনেছে।

এটাকে সবচেয়ে বড় আশ্চর্য বলা যেতে পারে যে, "খাদ্য/দুধই মেজাজ নির্ধারণ করে এবং জলই কণ্ঠস্বর নির্ধারণ করে" এই মৌলিক সত্যটি কীভাবে পুরো সম্প্রদায় ভুলে গেছে এবং নিজেকে তলানিতে নামিয়ে দিয়েছে, তাও ভারতের মতো দেশগুলিতে, যারা নিজেদের আঙিনায় সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বড় জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে। আরও আশ্চর্যজনক যে, গত তিন হাজার বছরে নতুন আবিষ্কৃত ধর্মের বেশিরভাগই, যারা মানব চেতনাকে উন্নত করার কথা বলে, পানীয় এবং খাবারের এই মৌলিক বিষয়টি নিয়ে নীরব ছিল, যা সমগ্র মানব মন এবং এর গতিশীলতাকে পরিবর্তন করে। হায়!

ভারতের জন্য গো-গোষ্ঠীর প্রতি এই উপযোগী আচরণ আরও আশ্চর্যজনক যে, এর অধিকাংশ মানুষ শিবের মন্দিরে নন্দী (ষাঁড়) এবং গাভীকে মা হিসেবে পূজা করে। তাছাড়া, এটা বুঝতে খুব অদ্ভুত লাগে যে, গো-গোষ্ঠীর প্রতি এই বাস্তব জীবনের অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতাকে কীভাবে অসংখ্য পণ্ডিত, সাধু এবং সাধুরা উপেক্ষা করে, যারা মাতা গরু, ভগবান শিব এবং তার সভাসদদের সম্পর্কে জপ করে এবং কথা বলে। এই ধরনের প্রচারকদের প্রতি অসম্মান, এই ধরনের সম্প্রদায়ের প্রতি দারিদ্র্য এবং এই ধরনের দেশের দাসত্ব হল গো-গোষ্ঠীর প্রতি দুর্ব্যবহারের স্বাভাবিক পরিণতি।
যারা গরুর দুধ পান করে তারপর গরুর মাংস খায়, তারা বলা যেতে পারে যে তারা যন্ত্রের মতো অসংবেদনশীল হয়ে পড়েছে এবং কোথাও না কোথাও তারা যন্ত্রের মতো ব্যবহারের জন্য নিজেদের সমর্পণ করেছে এবং যদি তারা ভ্রাতৃহত্যা এবং গণহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

গরম মরুভূমি বা বরফপূর্ণ দেশগুলির ঠান্ডা পরিবেশের দেশগুলিতে গরুর মাংসের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে তারা ভারতের মতো দেশগুলিতে দুগ্ধজাত পণ্যের বৃহত্তর ব্যবহারের জন্য নরম ঋণ এবং অন্যান্য প্রচারমূলক প্রকল্প বিতরণের মাধ্যমে দুগ্ধ ব্যবসা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত হয়েছে যাতে গরুর মাংসের ক্রমাগত চাহিদা মেটানো যায়। এর ফলে দুধ এবং চিনির সাথে চা এবং কফির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলেছে এবং গরুর বংশের বিরুদ্ধে অপরাধকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং এর ফলে বেশিরভাগ উর্বর জমির পঁচিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ ঘাস, আখ, চা এবং কফি চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা বন উজাড় এবং তারপরে জলবায়ু পরিবর্তন এবং সর্বত্র দুর্দশার একটি প্রধান কারণ বলা যেতে পারে।

উপরের দিকে তাকালে বলা যেতে পারে যে এই অবিরাম মন্দা থেকে পাল্টাতে পারা সম্ভব এবং আমরা যে খাবার খাই এবং পান করি তার সহজ সংশোধন দিয়েও একই অবস্থা শুরু হতে পারে। আধ্যাত্মিক মহলে তারা বলে যে উপরের বিষয়টিকে মরীচিকা, অসংখ্য বা মায়ার প্রভাব বলা যেতে পারে, অন্যথায় এত সহজ এবং ছোট কাজ এত দিন সফল হতে পারত না। আধ্যাত্মিক মহলে তারা বলে যে ভোর আসতে চলেছে এবং এটি প্রার্থনা, আত্ম-সংশোধন, পানীয় এবং খাবারে সংশোধন, সমস্ত প্রকৃতির প্রতি আমাদের আচরণে সংশোধনের সময় এবং তারপরে মন্থনের জন্য প্রস্তুত হোন যাতে যা কিছু মূর্খতা তা প্রত্যাখ্যান করা যায় এবং যা কিছু মূল্যবান তা আমাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য গ্রহণ করা যায়। এই বইটিতে উপরোক্ত সংখ্যাগুলির জন্য পর্যাপ্ত ইনপুট রয়েছে।

কৌস্তুভ আগরওয়াল

প্রস্তাবনা

বিকল্প অর্থনীতির উপর এই বই/ডকুমেন্ট/প্রকল্প প্রতিবেদন (যাকেই বলা হোক না কেন) দিল্লি-ভারত বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাদের জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন স্নাতক ছাত্রীকে নিম্নলিখিত যেকোনো একটি বিষয়ে "অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান" এর উপর একটি ছোট অধ্যয়ন ও গবেষণা প্রকল্প করতে বলা হয়েছিল, তার প্রচেষ্টা থেকে বেরিয়ে এসেছে:

১. ডিজিটাল মার্কেটিং
২. বিকল্প অর্থনীতি
৩. অনানুষ্ঠানিক খাত
৪. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ভিত্তিক অর্থনীতি
৫। গাড়ি, জুতা, ব্যাগ ইত্যাদির পণ্যের চেইন।
৬। ডিজিটাল মুদ্রা
৭। বিমুদ্রাকরণ (অনেক দেশে ঘটছে, বিমুদ্রাকরণ একটি ধারণা হিসেবে, ভারত এবং সুইডেন কেবল কেস স্টাডি)।
৮। শিকার এবং সংগ্রহ (আরও যুক্তি দেওয়ার সময় সাহলিনদের যুক্তির ধারা অনুসরণ করুন)
৯। মার্ক্সের আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারণা
১০। উদ্‌বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব
১১। অর্থনৈতিক চক্র
১২। ভারত, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদিতে ব্রিটিশ উপনিবেশের সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা (ল্যাটিন আমেরিকার স্প্যানিশ উপনিবেশবাদের মতো উপনিবেশবাদের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ব্যবহার করুন)
১৩। ক্রস-সাংস্কৃতিক ব্যবহার
১৪। মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতা
১৫। প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিশাস্ত্র এবং পুঁজিবাদের চেতনা
১৬। বস্তুবাদ।
১৭। এমবেডেডনেসের ধারণা
১৮। আনুষ্ঠানিকতা
১৯। পারস্পরিকতা এবং উপহার
২০। বাজার: উপজাতীয়, আধুনিক এবং ঐতিহ্যবাহী
২১। মধ্যযুগীয় সময়ে কৃষক ইত্যাদি।
২২। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (চীন, রাশিয়া, কোরিয়া)।

উপরের তালিকার বিষয়গুলি পর্যালোচনা করার সময় মনে হলো, "বিকল্প অর্থনীতি" বিষয় ছাড়া, উপরের যেকোনো বিষয়ের উপর অধ্যয়ন ও গবেষণা প্রকল্প করা হয় পোস্টমর্টেম করার মতো অথবা অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি করার মতো হবে, যেখানে বিকল্প অর্থনীতির বিষয়টি এখন পর্যন্ত প্রস্তাবিত সমস্ত অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যর্থতার ফলে সৃষ্ট বর্তমান অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করার এবং তারপরে কিছু ঝুলিয়ে রাখার প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অবদান রাখার সমস্ত উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চ প্রদান করে।

আর তাই আমরা "বিকল্প অর্থনীতি" বিষয়টি বেছে নিয়েছিলাম। যদিও কলেজ কর্তৃক জিজ্ঞাসা করা পাঁচ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি শিক্ষার্থী ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক মাসের মধ্যে জমা দিয়েছিল, তবুও আমি এবং আমার গাইড এই বইয়ের সম্পাদক এই বিষয়টি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং "বিকল্প অর্থনীতি" বিষয়ক একটি বিস্তৃত দলিল উপস্থাপন করেছি যাতে আমরা সকলেই এটি উপলব্ধি করতে পারি এবং পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে পারি। এই চেতনায় একটি বই/নথিপত্র/প্রকল্প প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।
ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন,

বন্দনা চৌধুরী

ভূমিকা

(ক)। একটি সিস্টেম মূলত দুটি ধরণের ওরিয়েন্টেশনে কাজ করে/এগিয়ে যায়, একটি হল সমন্বয় ওরিয়েন্টেশন এবং অন্যটি হল লক্ষ্য ওরিয়েন্টেশন। যদিও তৃতীয় ধরণের ওরিয়েন্টেশনের সম্ভাবনা রয়ে গেছে যা এই দুটির সংমিশ্রণ এবং এটিকে চিরন্তন/চিরন্তন/সনাতন বলা যেতে পারে যা পরমানন্দ দ্বারা অনুসরণ করা হয়। এটাও বলা যেতে পারে যে যে কেউ তৃতীয় ধরণের ওরিয়েন্টেশন অনুসরণ করে, তা সে ব্যক্তি, সমাজ বা দেশ হোক না কেন, সে আনন্দিত হবে। কেউ সমগ্র বিশ্বকে এটি অনুসরণ করার এবং সুখ উপভোগ করার জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

(i)। **"অ্যাডজাস্টমেন্ট ওরিয়েন্টেশন"** সিস্টেমটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং যেকোনো পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে প্রস্তুত থাকে। এই পরিস্থিতিতে উন্নয়ন ঘটে যেমন:
অসংগঠন – সংগঠন – অসংগঠন
অসামঞ্জস্য – সমন্বয় – অসামঞ্জস্য

সমন্বয়মুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে, ব্যবস্থার প্রধান ব্যক্তিরা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং এই ধরণের ব্যবস্থার সাথে জড়িত/সম্পর্কিত ব্যক্তিরা সাধারণত সময় বা এমনকি তাদের পুরো জীবন কোনও ঝামেলা এবং ফলস্বরূপ সুখ ছাড়াই কাটাতে বাধ্য হন। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক, ইত্যাদি চরম আবেগের মধ্যে ডুবে থাকেন।

(ii) লক্ষ্য ওরিয়েন্টেশনে , সিস্টেম লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগিয়ে যায় এবং নতুন এবং (সাধারণত) উন্নত পরিস্থিতি তৈরি করে। লক্ষ্য ওরিয়েন্টেশনে উন্নয়ন ঘটে যেমন: –
অসামঞ্জস্য – সমন্বয় – সূক্ষ্ম এবং পরিমার্জিত সমন্বয়,
অব্যবস্থাপনা – সংগঠন – সাংগঠনিক উন্নয়ন,

লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ব্যবস্থার শীর্ষে থাকা ব্যক্তিরা উন্নতি করার চেষ্টা করেন এবং এই ধরনের ব্যবস্থার সাথে জড়িত/সম্পর্কিত ব্যক্তিরা সাধারণত লক্ষ্যের দিকে রোমাঞ্চকর অগ্রযাত্রায় অংশ নেন, প্রতিটি পরবর্তী পদক্ষেপে সুখের গতিশীল অতীন্দ্রিয় শ্রেণিবিন্যাস উপভোগ করে এর ধীরে ধীরে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন।
লক্ষ্য অভিমুখীকরণ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা আরও আত্মবিশ্বাস, ইতিবাচক মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি, আত্ম-প্রেরণা, পর্যাপ্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য সর্বোত্তম গুণমান এবং সময় সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বলে মনে করেন। তবে, লক্ষ্য অভিমুখীকরণের সাথে থাকা প্রশ্নগুলি হল উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা এবং তাই এর স্থায়িত্ব এবং লক্ষ্য অর্জনের পরে কী হবে তা লক্ষ্য অর্জনের উপর প্রাপ্ত ফল বিতরণ ছাড়া?

(iii) সমন্বয় অভিমুখের পাশাপাশি লক্ষ্য অভিমুখের অন্তর্নিহিত সমস্যার কারণে, মাস্টাররা নিজেদেরকে **চিরস্থায়ী/চিরন্তন/সনাতন অভিমুখের কাছে সমর্পণ করেন** , যাকে সমন্বয় এবং লক্ষ্য অভিমুখের সংমিশ্রণের একটি উন্নত সংস্করণ বলা যেতে পারে: এই বিভাগটি তাদের অন্তর্গত যারা সর্বশক্তিমানের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং জীবনকে যেমন আসে তেমন গ্রহণ করে, এই ধরণের ব্যক্তি/সমাজ/দেশ লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং লক্ষ্য অর্জনের যাত্রায় এবং তার পরে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথেও খাপ খাইয়ে নেয়।

(খ) যদি আমরা বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করি, তাহলে হয়তো আমাদের স্বীকার করতে হবে যে বেশিরভাগ দেশই হয় সমন্বয়মুখী নীতি গ্রহণ করেছে অথবা বাধ্য হয়েছে এবং বলা যেতে পারে যে তাদের অর্থনীতির লক্ষ্যভিত্তিক নীতি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কোনও দেশই চিরস্থায়ী/চিরন্তন/সনাতন নীতির নীতি গ্রহণ করছে না। তাই আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা হল অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা বা ফলাফলহীন অর্থনৈতিক যুদ্ধ যা দিবালোকে ডাকাতি ও লুটপাট, দমন ও আগ্রাসন, উস্কানি ও সুরক্ষা, জীবন রক্ষাকারী এবং জীবন কেড়ে নেওয়ার কার্যকলাপের বৃদ্ধি দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বিকল্প অর্থনীতি (সরল, নিয়মতান্ত্রিক এবং টেকসই অর্থনীতি) সম্পর্কিত এই বই/ডকুমেন্ট/প্রকল্প প্রতিবেদনে (যাকেই বলা হোক না কেন) বর্তমান পরিস্থিতির সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ এবং আমাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য একটি সম্ভাব্য রোডম্যাপ রয়েছে, যাতে কেবল অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে পুনরুদ্ধার করা যায় না বরং ধনতন্ত্র থেকে উন্নত গণতন্ত্রে টেকসইভাবে বিকাশ এবং বিকাশের জন্য 'বিকল্প' প্রদান করা যায়। এমন একটি অর্থনীতি যা তার নাগরিকদের সকল ধরণের সামাজিক সুরক্ষা (খাদ্য, জল, বস্ত্র, আশ্রয়, বিনোদন, যুবকদের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থান এবং বয়স্কদের সাথে সম্মানজনক সম্পৃক্ততা এবং সমাজ পরিচালিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার এবং পরামর্শ/নির্দেশনা) প্রদান করতে পারে এবং এর অতিথি এবং দর্শনার্থীদেরও একই প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করে।

কন্টেন্ট তালিকার উপর একটি সংক্ষিপ্ত নজর এবং ফলো-আপ স্ক্যানিং আপনাকে জানাবে যে কীভাবে স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, সমাজ (অথবা ধর্ম বা স্থানীয় সরকার)-এর মধ্যে আয়/সম্পদ/প্রাপ্তির ন্যায্য বন্টন - জাতীয় সরকার এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষের (ছেলে-মেয়ে, মহিলা-ভদ্রলোক) মধ্যে পছন্দ-অনুযায়ী কাজের বন্টন একটি টেকসই সুস্থ অর্থনীতির পথ প্রশস্ত করে যা বাস্তুতন্ত্রের সাথে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। ভারত থেকে যেখানেই প্রয়োজন মনে করা হোক না কেন, একটি উদাহরণ বা পরিস্থিতিগত উপস্থাপনা নেওয়া হয়েছে।

(গ) 'অসীম সমন্বয় এবং অগণিত দুর্ভোগের ধনী-ভিত্তিক তথা রাষ্ট্র-সমর্থিত অর্থনীতি (প্লুটোক্রেসি)' থেকে সমাজমুখী সরল, সরল, নিয়মতান্ত্রিক এবং টেকসই অর্থনীতি এবং

প্রকৃত গণতন্ত্রে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রতিস্থাপনের জন্য 'বিকল্প অর্থনীতির মডেল' জমা দেওয়া।

(ঘ)। এই নথিটি পড়ার সময় নিম্নলিখিত বইগুলি উল্লেখ করা মূল্যবান হবে যা অবশ্যই বিকল্প অর্থনীতির উপর দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করতে সহায়তা করবে :

(1)। চিরস্থায়ী বিশ্ব ব্যবস্থা (আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক সুখের জন্য অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য) , আলোচনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি -

(২)। কাজ সম্পর্কিত বিষয় – " কাজ " এর **আলোচনা** : জল , জমি , বন কিন্তু বিশুদ্ধ পানি , বিশুদ্ধ বায়ু এবং পরিষ্কার জমি এর সমস্যা , অসঙ্গতি এবং ব্যবস্থাপনা কিন্তু ভাসাথ খোলা কাগজপত্র এর সংগ্রহ "–

(৩)। মিতা–জীবনধারার এজেন্ডা (সামাজিক–অর্থনৈতিক – ধর্মীয়–রাজনৈতিক এজেন্ডা)।

(৪)। দিব্যতন্ত্র (ঐশ্বরিক–গণতন্ত্র)– (হিন্দ স্বরাজের পুনর্বিবেচনা)

(5)। পরাঞ্জলি (গীতাঞ্জলির রিভিজিট) ডঃ কল্পনা সেঙ্গার

(6)। ধার্যতে ইতি ধর্ম (তাও তে চিং–এর পুনর্বিবেচনা) ডঃ কল্পনা সেঙ্গার

(ঙ)। আমাদের ইচ্ছা বা প্রকৃতির ইচ্ছা

সবাই বোঝে,
শেষ পর্যন্ত দেবতাদের (প্রকৃতির) ইচ্ছাই জয়ী হবে,

ব্যবস্থাপনা, পুরুষ, অর্থ, উপাদান,
যন্ত্র, বাজার, জনসাধারণকে কাজ দেওয়ার জন্য,

পরিকল্পনা মানুষ এবং পদার্থের সাথে সম্পর্কিত (উদ্দেশ্য, ধারণা,
(এটি সম্ভবপর গঠন এবং উপস্থাপনা), ব্যবস্থাপকদের কাজ দেওয়ার জন্য।

প্রকৃতি অন্তর্দৃষ্টি (কম্পন, শক্তি, দৃষ্টি), কল্পনা এবং
পরিকল্পনাকারীদের কাজ দেওয়ার স্বপ্ন (ধারণা এবং সংকল্প),
তাই শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির ইচ্ছাই জয়ী হয়।

তাই, যারা প্রকৃতির সাথে স্পন্দিত হন তারাই সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র থাকেন। বলা হয়, "যারা প্রকৃতি বা সর্বশক্তিমানের নির্দেশনা অনুসরণ করে এবং তাদের কর্ম (কর্ম–কর্ম–

ক্রিয়াকলাপ) প্রকৃতি/সর্বশক্তিমান/আল্লাহ/ব্রহ্মার কাছে সমর্পণ করে, তাদের কর্মের সাফল্য শীঘ্রই আসে এবং তারাই সুখী এবং প্রেমময়"।

উপরে জমা দেওয়া হল,
ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন,

বন্দনা চৌধুরী

সম্পাদকের নোট

এই বই – বিকল্প অর্থনীতি, মূলত ভারতীয় সমাজের জন্য একটি অর্থনৈতিক এজেন্ডা অথবা এটিকে ভারত, ভারতীয় সমাজ এবং বৃহত্তর বিশ্বের জন্য একটি এজেন্ডা বা অর্থনৈতিক ইশতেহার হিসেবেও অভিহিত করা যেতে পারে, কেবল একাডেমিক আগ্রহের জন্য বই নয়। বিকল্প অর্থনীতির উপর এই বই বা দলিলটি অর্থনীতির নীতিগুলির উপর একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা কেবল সীমিত স্থায়িত্ব প্রদান করে না বরং এক ধরণের চিরন্তনতা/চিরস্থায়ীতা প্রদান করে অথবা সংস্কৃতে – সনাতনতা (ধারাবাহিক – বহুবর্ষজীবী)। আশা করা যায় যে অর্থনীতি এবং শাসনব্যবস্থার অনেক বিশেষজ্ঞ এখানে উপস্থাপিত অনেক তত্ত্ব এবং প্রদত্ত সূত্র, উত্থাপিত বিষয় এবং এখানে প্রদত্ত বিষয়গুলি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে চান যাতে সমাজ নিজেকে বজায় রাখার জন্য একটি বিস্তৃত এবং সংক্ষিপ্ত কাঠামো এবং নির্দেশিকা পেতে পারে। আসন্ন কাজের জন্য উদ্বেগের প্রশংসা করার জন্য, উত্থাপিত তিনটি প্রশ্ন এবং প্রদত্ত উত্তরগুলি উল্লেখ করা মূল্যবান হবে:

প্রশ্ন: বিকল্প অর্থনীতিতে সরকার কেমন হবে? অথবা বিকল্প অর্থনীতি কেমন হবে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর: এটি আমাদের ইচ্ছা বা প্রত্যাশা অনুযায়ী হবে, অর্থাৎ, আমাদের অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, তা হোক বস্তুগত সুস্থতার জন্য বা মানসিক সুস্থতার জন্য। আমরা সকলেই মনে করি যে আমরা যেখানেই যাই না কেন, আমাদের কোনও অসুবিধা এবং অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা পোহাতে হবে না, তাই বলা যেতে পারে যে আমরা সকলেই সর্বাত্মক বৃদ্ধি এবং বিকাশ চাই অথবা স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, আমরা সকলেই চাই যে সমগ্র বিশ্বকে আমার পরিবার হিসেবে দেখার অনুভূতি বাস্তবে, বাস্তবে এবং কেবল ধর্মোপদেশের জন্য দূরবর্তী ধারণা হিসেবে নয়, বরং বাস্তবে রূপ লাভ করুক। বিকল্প অর্থনীতি পৃথিবীতে সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং আমাদের সমগ্র সমাজের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রদান করে।

প্রশ্ন: একটি বিকল্প অর্থনীতির প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে কিন্তু যারা এটিকে ধারণা দেবে এবং আলোয় আনবে তাদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। যদিও আমি পোপ, শঙ্করাচার্য এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতা এবং সামাজিক ক্ষেত্রের অন্যান্য নেতাদের কথা জানি, তারা আসলে এমন কেউ নন যারা এটি করতে যাচ্ছেন। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ জিনিস যা ঘটতে পারে তা হল ধর্মের বাণিজ্যিকীকরণ এবং পুরাতন ধর্মগুলি এতটাই পরিপূর্ণ যে তাদের সাথে কিছুই যোগ করা যাবে না (এছাড়াও পৃথিবীতে জ্ঞানের বন্যার কারণে)। একমাত্র সংযোজন হতে পারে একটি নতুন ধর্ম বা সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম অথবা একটি নতুন সম্প্রদায় যাতে বাজারে নতুন ধারণা আনা যায়। আমি, সত্যি বলতে, মনে করি যে পরিবর্তন আনতে পুরানো ধর্ম ব্যবহার করা যাবে না। তত্ত্ব এবং ব্যবহারিকতার মধ্যে পার্থক্য আছে। গণতন্ত্র এবং কমিউনিজম তত্ত্বগতভাবে ভালো কিন্তু বাস্তবে উভয়ই দূষিত। মানুষের বুদ্ধিমত্তা

বৃদ্ধি, অর্থ উপার্জনের উচ্চ হার এবং বিশ্বে মানুষের জন্য স্থান হ্রাস, এমনকি এখনও ধর্ম দূষিত, তাই আজ, আগামীকাল, শত বছর পরে অর্থনীতি সম্পর্কে আপনি কী বলতে পারেন?

উত্তর: আপনার প্রশ্নের দুটি অংশ আছে এবং আমি দুটি অংশে উত্তর দিতে চাই:
এটা জেনে ভালো লাগলো যে আপনিও একটি বিকল্প অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং এর কার্যপদ্ধতি নিয়ে চিন্তিত। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য আপনি এমন ব্যক্তির দিকে তাকাচ্ছেন যিনি হয় আর নেই অথবা তাদের নিজস্ব ধর্মের যুবকদের ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। একভাবে আপনি আপনার বাবা-মা, দাদা-দাদী অর্থাৎ অতীত প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে পড়ছেন, অন্যদিকে আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আশাবাদী।
কমিউনিজম তার জীবনযাপন করেছে; গণতন্ত্র (গণ-জনগণ, ক্রেসি-শাসন) তার জীবনের অর্ধেক সময় দানব হিসেবে কাটিয়েছে এবং অর্ধেক সময় টিকে থাকতে চলেছে, যার ভারসাম্য প্রায় পূর্ণ হতে চলেছে, উভয়ই তত্ত্ব এবং বাস্তব উভয় ক্ষেত্রেই তাদের মেয়াদ শেষ করছে। যে সরকার গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে দেবত্বের বিষয়বস্তু থাকবে এবং তাকে ঐশ্বরিক গণতন্ত্র বলা যেতে পারে যার অর্থনৈতিক কাঠামো এখানে বিকল্প অর্থনীতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রশ্ন : এটি একটি খুব বড় বিষয় বলে মনে হচ্ছে। বিকল্প অর্থনীতিতে উপস্থাপিত ধারণাগুলি স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কীভাবে গৃহীত হবে বলে আপনি মনে করেন? আমরা সবাই কখন এটি বাস্তবায়ন করব?

উত্তর : তারা বলে ' **যথা মুণ্ডে-তথা ব্রহ্মাণ্ডে** ' (যেমন মাথা, তেমনি মহাবিশ্বও)। আমার মনের ভাবনা নীল চাঁদ থেকে আসছে না, এটা অবশ্যই পরিবেশে আছে, পৃথিবীর প্রত্যেকেরই কিছু আভাস, কিছু ইঙ্গিত, বিকল্প অর্থনীতির কিছু চিন্তা/ধারণা এবং অর্থনীতির ন্যায্য ধারণা আছে।
প্রতিটি কাঠের মধ্যেই আগুন থাকে, এটি জ্বালানোর জন্য কেবল একটি দেশলাইয়ের কাঠির প্রয়োজন হয়, তাই এটি সময়, স্থান এবং ব্যক্তি বা ব্যক্তির গোষ্ঠীর শক্তির বিষয় হতে পারে যে আগুন স্থানীয় স্তরে বা আঞ্চলিক স্তরে থাকে বা এটি পৃথিবীর সমগ্র ভূগোলকে স্পর্শ করে।

আমাদের কাছে, 'বিকল্প অর্থনীতি'র এই বইটিতে উপস্থাপিত ধারণাগুলি কল্পনার চেয়েও দ্রুত বাস্তবায়িত হয়েছে বলে মনে হয়। যেহেতু উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরীণ আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকের হৃদয়ে থাকে, তাই কেবল এটিই প্রকাশ পেতে হবে। আমরা এখনই একটি সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র সমাজ গঠনের দিকে শুরু করতে পারি।
ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন।

নরেন্দ্র আগরওয়াল

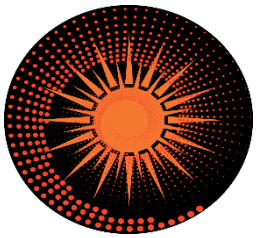

ধর্মের পুনরুত্থান

পর্ব-১

অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত নোটস

1. সামাজিক নিরাপত্তার অর্থনীতি এবং অর্থনীতির সামাজিক নিরাপত্তা

যাই হোক না কেন, এটা সত্য হোক বা কেবল আশঙ্কা, কিন্তু সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী লকডাউন এবং মহামারীর প্রাদুর্ভাবের ফলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভাইরাসে আক্রান্ত একজন ব্যক্তিও কেবল তার পরিবারের সকল সদস্য এবং একই বাড়িতে তার সাথে বসবাসকারী নিকটাত্মীয়দেরই নয়, বরং তার বসবাসের ক্লাস্টার/স্থানীয় এলাকার অনেককেই সংক্রামিত করতে পারে। তাছাড়া, এই ব্যক্তিরা রোগের সম্ভাব্য বাহক হতে পারেন এবং তারা কর্মক্ষেত্রে বা অন্য কোথাও যান না কেন এবং যারা তাদের বাড়িতে/স্থানে কাজ করতে আসেন তাদের মধ্যেও এটি সংক্রমণ করতে পারেন। যেহেতু বায়ু চলাচল এবং জলপ্রবাহের কোনও সীমানা নেই, তাই জীবিত বা মৃত ভাইরাসে আক্রান্ত একজন ব্যক্তির রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে অথবা সমগ্র পৃথিবী/বিশ্বের মানুষকে সংক্রামিত করতে পারে।

এই ম্যাট্রিক্সের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে হবে যে, যদি কেউ সুস্থ/রোগমুক্ত থাকতে চান, তাহলে তার স্বার্থে কেবল তার বাড়ি, ভবন, পাড়া, শহর, দেশ এবং সমগ্র পৃথিবীর সকল ব্যক্তিই সুস্থ/রোগমুক্ত থাকবেন তা নিশ্চিত করা। এভাবে কেউ যদি অন্যদের রোগমুক্ত করতে এবং তাদের রাখতে সাহায্য করে, তাহলে অন্যদের প্রতি বাধ্য হচ্ছে না। বরং বলা যেতে পারে যে সে এবং তার সমাজ তাদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা করছে এবং একে স্বার্থপরও বলা যেতে পারে। এই মুহূর্তে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, একটি বৃহৎ পরিবারের মতো বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা কেবল উদারতা, করুণা বা দানশীলতার কারণে নয়, বরং একইভাবে ভয়/বিপদ, সংকলন এবং সম্পূর্ণ স্বার্থপরতার কারণে (অন্যদের রোগ/সংক্রমণ, অসুস্থতা ইত্যাদি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য) উদ্ভূত হয়েছে।

এই বোধগম্যতার চেতনায়, যদি একজন ব্যক্তি নিঃস্বের মতো অসহায় হয়ে পড়ে এবং কোনও অর্থ/সম্পদ না থাকে, যাতে সে রোগের সহজ শিকার না হয় এবং তারপর আশেপাশের মানুষের জন্য সম্ভাব্য বিপদ না হয়? তাহলে কী হবে যদি সেই ব্যক্তি ইতিমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এর কারণে তাকে তার নিজের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় অথবা তার কাছের মানুষ তাকে বেঁচে থাকার জন্য বা মৃত্যুর জন্য দূরবর্তী কোনও অঞ্চলে একা ফেলে রাখে? এবং আরও কী, যদি একজন ব্যক্তির কাছে টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি একাকীত্বের কারণে নিঃস্ব হয়ে যান?

নিম্নলিখিতগুলি আরও জমা দেওয়া হল:

(ক) যদি বিদেশে কর্মসংস্থানের সন্ধানে আসা কোনও ব্যক্তি (যে স্থানীয় ভাষাও জানে না) আমাদের সমাজে, দেশে বা অন্য কোনও দেশে ডাকাতি করে এবং নির্মমভাবে মারধর করে এবং রক্তপাত করে? এবং সবশেষে, যদি কোনও ব্যক্তি যুদ্ধে আহত হয় এবং গ্রেপ্তার হয়? এবং যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে অযত্নে পড়ে থাকা

মৃতদেহগুলির প্রতি আমাদের মনোভাব কী হওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

এই ধরনের পরিস্থিতিতে, উদাসীন থাকা বা লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া বা তাৎক্ষণিক সাহায্য (ছোটখাটো তাৎক্ষণিক সাহায্য) এবং চোখ বন্ধ করে বধির মনোভাব দেখানো ছাড়াও, দুঃস্থ/অসহায়/পরিত্যক্ত/আহত এবং ভীত ব্যক্তির এই ধরনের অপ্রত্যাশিত প্রবেশ থেকে সংক্রামিত/রোগী হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেবল দুটি মূল্যবান বিকল্প রয়েছে: (১) ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং মৃতদেহটি শেষকৃত্য বা দাফন করে শেষ করা/সমাহিত করা, অথবা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া, অথবা শকুনের খাওয়ার জন্য একটি উঁচু পাত্রে রাখা, যাতে মৃতদেহটি কেবল সমাজের মানুষকেই নয়, বায়ু, ভূমি, জলাশয় এবং ভূগর্ভস্থ জলেও সংক্রামিত না হয়।

এই নতুন প্রবেশকারীর (যে কোনও রূপেই হোক – পুরুষ হোক বা মহিলা – ভিক্ষুক, নিঃস্ব, পতিতা, বন্দী শত্রু, বেসামরিক বা সৈন্য, পরিত্যক্ত শিশু, তাড়িয়ে দেওয়া যুবক বা একাকী বৃদ্ধ) দ্বারা সংক্রামিত/রোগী হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ থেকে নিজেকে, পরিবার এবং সমাজকে রক্ষা করার দ্বিতীয় বিকল্প হল তাকে সকল ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা, যাতে সে কেবল বেঁচে থাকে এবং পূর্বের কোনও আঘাত থেকে সেরে ওঠে না বরং সমাজকে অবদান রাখতে/শোধ করতে সক্ষম হয়।

(খ) সামাজিক নিরাপত্তার ধরণ যাই হোক না কেন অথবা সমাজ, এলাকা, জাতীয়তা এবং রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক–ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে কেউই নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে অন্তত একটি জিনিস চাই, তা হল, অসুস্থদের জন্য সম্ভাব্য সকল চিকিৎসা এবং খাদ্য, জল, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের মতো অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা, যা সামাজিক নিরাপত্তার প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সকলের জন্য, তা নির্বিশেষে ব্যক্তির অর্থ/সম্পদ/বীমা থাকুক বা না থাকুক।

এর থেকে বোঝা যায় যে, কেবল রোগের চিকিৎসাই নয়, বরং খাদ্য, পানি, বাতাস, পোশাক, বাসস্থান, শারীরিক নিরাপত্তা, সঠিক তথ্য, পরামর্শ ও নির্দেশনা, বিনোদন, ব্যায়াম ও ফিটনেস সেন্টার এবং ন্যায়বিচারের মতো অন্যান্য বিষয়গুলোও সহজে, সময়োপযোগী এবং প্রয়োজনে সকলের জন্য অবাধে পাওয়া উচিত, কোনও পূর্বশর্ত বা পরবর্তী বাধ্যবাধকতা ছাড়াই।

উপরন্তু, এই পরিষেবাগুলি কেবল উপরে উল্লিখিত সকল ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যেমন বাড়িতে মাঝে মাঝে ঝগড়ার সময় বা এমনকি যদি কেউ একবারের জন্যও ঘর থেকে দূরে কিছু সময় নির্জনতা চান, সমাজের সকল ব্যক্তির জন্যও উপলব্ধ। অর্থাৎ, যদি পরিবারে স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে বা সন্তানদের মধ্যে ছোটখাটো ঝগড়া হয়,

তাহলে পুরুষ বা মহিলা যে কোনও সময় (চব্বিশ ঘন্টা) সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে উপরের পরিষেবাগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

আরও, এটা সুপরিচিত এবং প্রমাণিত সত্য যে পোষা প্রাণী এবং পাখিরাও সংক্রমণ/রোগ ছড়ানোর উৎস হতে পারে, তাই এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে খাদ্য/খাদ্য, বিশুদ্ধ বাতাস এবং জল, পোষা প্রাণীর জন্য আশ্রয়স্থল এবং পাখিদের জন্য গাছের আচ্ছাদন এবং যেকোনো সংক্রামক বা সাধারণ অসুস্থতা এবং দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের বিরুদ্ধে চিকিৎসা সুবিধার মতো প্রয়োজনীয় সমস্ত জীবন রক্ষাকারী উপকরণ সমাজের খরচে, অর্থাৎ স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকে পাওয়া উচিত।

(ঘ) যদি আমরা উপরের দিকে তাকাই, তাহলে এটা খুবই স্পষ্ট যে চিকিৎসা সুবিধা, বিচার বিভাগ, শারীরিক নিরাপত্তা, খাদ্য, জল, আশ্রয়, বিনোদন, শারীরিক ব্যায়াম সহ খেলার মাঠ, শ্মশান/কবরস্থান, এবং শিক্ষা সহ তথ্য ও নির্দেশিকা কেন্দ্র অবশ্যই স্থানীয় সমাজের নজরদারিতে থাকতে হবে। এর কারণ হল জাতীয় স্তরে সরকার, যতই কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ঘোষণা করুক বা গ্রহণ করুক না কেন, সমাজ যা করতে পারে তার মূল্যে সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত স্পর্শ প্রদান করতে পারে না।

যদি সমাজ মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করতে চায়, তাহলে সমাজকে স্থানীয় নিরাপত্তা, সকল ধরণের ন্যায়বিচার (জুরি ব্যবস্থার মাধ্যমে), কর্মসংস্থান, স্থানীয় পরিকল্পনা এবং জাতীয় পরিকল্পনায় অংশীদারিত্ব, ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, মিডিয়া এবং বিনোদন, পরিবেশ এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, কর আদায়, তার আশেপাশে শিল্প পরিচালনায় অংশীদারিত্ব এবং অন্যান্য স্থানীয় বিষয়গুলির সম্পূর্ণ পরিসর গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে জাতীয় সরকার সাংবিধানিক আদালত, রিজার্ভ পুলিশ এবং সেনাবাহিনী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংযোগ (একদিকে সড়ক, রেল, জল এবং বিমান এবং অন্যদিকে অডিও, ভিডিও এবং তথ্য), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ কার্যক্রম, জাতীয় উৎসব এবং এর উদযাপন, গবেষণা ও উন্নয়নে অবদান, পররাষ্ট্র বিষয়ক এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য বিভাগ ইত্যাদি পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ***

2.অর্থনীতি: অর্থনৈতিক মূল্যায়নের সংজ্ঞা, তত্ত্ব এবং ব্যবস্থা

অর্থনীতির সংজ্ঞা: এখন পর্যন্ত প্রদত্ত অসংখ্য সংজ্ঞার মধ্যে, 'অক্সফোর্ড শর্টার' বা সংস্কৃত অভিধানই মূল সংজ্ঞাটি দেয়:
অর্থ: -অর্থনীতি (ইংরেজি শব্দ earth-the base এর থেকে উদ্ভূত হয়েছে)।
অর্থ: অর্থ- অর্থ এবং অর্থ। শাস্ত্র - শ্রুতি এবং স্মৃতি (বক্তব্য এবং স্মরণ) এর মাধ্যমে লেখার পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, পথ এবং ফলাফলের সংগ্রহ।
নীতি: নীতিশাস্ত্র, নীতি যা নিয়মক (প্রকৃতি) বা নীতিশাস্ত্র থেকে আসে, যা পরিবেশ থেকে আসে।
ইকো: পরিবেশের শব্দ বা বাস্তুতন্ত্র - ইকো সিস্টেমের সংক্ষিপ্ত রূপ।
নোমি: নীতি - আইন, প্রাকৃতিক নিয়ম - যা বাস্তুশাস্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়।
নমিক্স - পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা এবং ফলাফলের লিখিত সংগ্রহ।

অর্থশাস্ত্র - অর্থের জন্য, অর্থের জন্য, পদ্ধতি, পথ এবং ফলাফলের সংগ্রহ।
অর্থনীতি - পরিবেশে উপাদান (অর্থ) স্থানান্তরের প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা এবং পদ্ধতির সংগ্রহ।

অর্থনীতি হলো সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞান, অর্থ-উপার্জন, অর্থ এবং অর্থ উপার্জনের উপায় এবং এর অর্থ, যা কোনও জিনিস বা পরিষেবার মূল্য নির্ধারণ করে, এটিকে মূল্যহীন বা মূল্যবান বা অমূল্য করে তোলে।

চাণক্য-সূত্রে (১৫.১) অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা নিম্নরূপ: মানুষের প্রবৃত্তিকে অর্থ বলা হয়। মানুষের সাথে মিলিত ভূমি হল পৃথিবী/অর্থ/অর্থ। যে বিজ্ঞান এর অর্জন এবং পালনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে তাকে অর্থশাস্ত্র বলা হয়।

অর্থনৈতিক তত্ত্ব:
'বিনিময় ব্যবস্থা' থেকে শুরু করে পুঁজিবাদ, কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র, ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব থেকে শুরু করে সর্বশেষ 'নব্য ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব' পর্যন্ত সমস্ত অর্থনৈতিক তত্ত্বই তাদের জন্মস্থান এবং বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে এক বা অন্য কারণে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে যা প্রচলিত আছে তা হল সকলের মিশ্রণ এবং বেশিরভাগই নব্যধ্রুপদী অর্থনীতি তত্ত্বের অবশিষ্টাংশ। বর্তমান যে কোনও তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন সেই ব্যক্তিরা, যারা রেসিপিটি দেরিতে পেয়েছেন এবং অনেকেই নিভে যাওয়া চুরুট ধূমপানের অভ্যাসে আছেন।
এখন পর্যন্ত বিকশিত সকল অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যর্থতার কারণ হলো, কোন অর্থনৈতিক তত্ত্বই অর্থনীতি এবং অর্থশাস্ত্রের মৌলিক সংজ্ঞা বিবেচনা করেনি।

প্রত্যেক অর্থনীতিবিদ তাদের চাহিদার প্রাপ্যতা এবং উপযুক্ততা অনুসারে অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং ছোট ছোট জায়গা এবং সময়ের মধ্যে এটিকে সফল বলে

মনে করে এর সাধারণীকরণ প্রস্তাব করেছেন। 'পরিবেশ'-এর মূল নীতি বিবেচনা না করে যে কোনও অর্থনৈতিক তত্ত্বই বিকশিত হবে তা ব্যর্থ হবে এবং ব্যর্থ হতে বাধ্য (কোনও যদি এবং কিন্তু ছাড়াই)। * এটা নিশ্চিত যে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক তত্ত্ব এটি থেকে বিকশিত হবে এবং প্রশংসিত, গৃহীত এবং সমগ্র বিশ্বে প্রয়োগ করা হবে ।

অর্থনৈতিক মূল্যায়ন পদ্ধতি :

স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য, " একটি অর্থনীতির পরিকল্পনা, নির্দেশনা এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন"-এ রাজনেটিক/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দুটি স্তরে হওয়া উচিত, প্রথমত, সমসাময়িক কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া কী এবং দ্বিতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন অংশের আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা কী, যেখানে শাসনব্যবস্থায় "একটি অর্থনীতির পরিকল্পনা, নির্দেশনা এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন"-এর সাথে সম্পর্কিত কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে হওয়া উচিত।

" **অর্থনীতির পরিকল্পনা, নির্দেশিকা এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন কেন্দ্র** "-কে জনগণের আকাঙ্ক্ষা সঠিক, বাস্তবসম্মত এবং বাস্তবায়নযোগ্য কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে, এবং যদি হ্যাঁ হয় তবে এর অন্যান্য প্রভাব কী হতে পারে। এই ধরনের কেন্দ্র থেকে আশা করা যায় যে এটি নতুন আবিষ্কৃত পরামর্শ, প্রযুক্তি, নিজস্ব গবেষণা এবং প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে যাতে সংশ্লিষ্ট (স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক) স্তরে স্থায়িত্ব এবং ছন্দ বজায় রাখা যায়।

সরকারের ধরণ যাই হোক না কেন এবং "অর্থনীতির পরিকল্পনা, নির্দেশনা এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন কেন্দ্র" যে সরকারই গঠন করুক না কেন, তাদের নেতৃত্ব অবশ্যই গুরু, সাধু-সন্তদের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন সম্মানিত প্রভুদের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, তাদের জাতি, ধর্ম এবং বর্ণ নির্বিশেষে এবং জন্মগতভাবে যে কোনও অঞ্চল এবং ধর্মের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে। ***

3. সোনার অর্থনীতি অথবা সোনালী অর্থনীতি

"একটি সোনালী অর্থনীতি বা সোনার অর্থনীতি, সোনালী নিয়ম অথবা ভালোর নিয়ম; বর্তমানে পৃথিবী এক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, স্বাধীনতা, সম্মানজনক, সুস্থ ও সুখী জীবনের প্রচার করে কিন্তু টাকা, মধু এবং সোনার পিছনে ছুটছে। এই ক্ষেত্রে কি আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন নেই?

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে আমাদের বলতে হবে যে, সাধারণত এমন এক পর্যায় এসে পৌঁছেছে যেখানে সমস্ত সোনালী নিয়ম ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে এবং 'সোনার শাসনই এখন প্রধান', অর্থাৎ ভারত এবং বিশ্ব সোনার অর্থনীতির নির্দেশ অনুসরণ করছে এবং প্রকৃতির চিরস্থায়ী/চিরস্থায়ী নিয়ম ভুলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। অর্থনীতির ভিত্তির কথা বলতে গেলে, ভারত এবং বিশ্ব গত দুই-তিন হাজার বছরে মনে হচ্ছে, সোনার অর্থনীতির নির্দেশ অনুসরণ করছে এবং যখন মানুষ ভারতকে একসময় সোনার পাখি বলে উল্লেখ করে তখন আনন্দিত হয়, অন্যদিকে সোনালী লঙ্কা পোড়ানোর পর ভারতের নিজস্ব প্রশংসাপত্রগুলি প্রকৃতির নিয়মের উপর ভিত্তি করে অর্থনীতির দিকে ইঙ্গিত করে যা সোনালী আভা নির্গত করে তা সর্বোত্তম। **এই বিষয়ে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল**:

(১)। বলা হয়: " কনক কঙ্ক তে সৌ গুণী मादकता अधिकाय , वा খায়ে বৌরায়ে নার , বা পা बौराये |" (কনক, কনক তে সৌ-গুণী, মদক্ত অধিকারে, যাহ খায়ে বৌরে নার, পায়ে বৌরে - অর্থাৎ; কনক-সোনার মাদকদ্রব্যের প্রভাব কনক-ধাতুরা (কাঁটাযুক্ত আপেল) এর চেয়ে শতগুণ বেশি শক্তিশালী, কারণ মানুষ কেবল কনক-ধাতুরা খেয়ে পাগল হয়ে যায় কিন্তু কেবল এটি (কনক-সোনা) পেয়ে পাগল হয়ে যায়। এই সত্যটি জানার পরেও ভারত বর্তমানে কনক এবং অন্যান্য তথাকথিত মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে কিন্তু সোনা সংগ্রহকে উৎসাহিত করে, এটি একটি পরস্পরবিরোধী আচরণ, একটি ভণ্ডামিপূর্ণ অনুশীলন, ' পয়সা অনুযায়ী রুপি বোকা' বা পেনি অনুযায়ী পাউন্ড বোকা' এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

(২) বলা হয় যে, "রাবণ সোনার শাসন প্রদর্শন করেছিলেন, যেখানে রাম কেবল সোনার নিয়ম অনুসরণ করেছিলেন", এবং জয় করেছিলেন এবং ভারতে একজন প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। গত তিন হাজার বছরে ভারতের অনুশীলন আমরা যা শিখেছি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মনে হয়। অবাক করার বিষয় যে, সোনার লঙ্কা পোড়ানোর পর (অধিভুক্ত নয় এবং লুটও করা হয়নি) ভারত ছোট-ছোট সোনা সংগ্রহ করতে শুরু করেছে এবং এমনকি তাদের ক্ষুদ্র ও দুর্বল সোনার সংগ্রহের জন্য গর্বিত হয়েছে এবং এমনকি সোনার সিংহ (সোনে কা শের) বা সোনার ঈগল (সোনে কা বাজ) নয় বরং কেবল সোনার চড়ুই (সোনে কি চিড়িয়া) বলা হচ্ছে, যাকে যে কেউ ধরে রাখতে পারে, লুট করতে পারে

বা সহজেই হত্যা করতে পারে। হায়! 'কী বিড়ম্বনা', আরও আশ্চর্যজনকভাবে, তারা অযোধ্যায় রামের আবাসস্থলেও গর্বের সাথে সোনার মন্দির তৈরি করেছিল।

যারা বলেছিলেন যে সোনা হল স্বর্ণ সম্পতি কা শৃঙ্গার এবং বিপত্তি কা আহার আছে "সম্পত্তি কা শৃঙ্গার অর বিপত্তি কা আহার (সমস্যার সময় সোনা সম্পদ এবং সম্পদের অলংকার)" এবং এই প্রবাদটি সমাজে মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ভবিষ্যতবাদী করে তুলেছিল। এর ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সোনার সঞ্চয় স্তূপীকৃত হতে থাকে। এই জমানো সোনা আক্রমণকারীদের জন্য সহজ শিকারে পরিণত হয় কারণ আমরা সমাজের সুরক্ষা এবং সংহতির জন্য অর্থ ব্যয় না করেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলাম। অধিকন্তু, যেসব সম্প্রদায় এখনও এই প্রবাদে বিশ্বাস করে, তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সোনার ব্যবসার অপারেটর এবং ম্যানিপুলেটরের মাধ্যমে কাল্পনিক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মূলে শোষণ করা হচ্ছে। এই ধরনের সম্প্রদায়গুলিকে করুণ গোষ্ঠী বলা যেতে পারে যাদের সোনা কী, কেন, কীভাবে এবং সুস্থ ও সুখী জীবনের সাথে আন্তঃসম্পর্কের উপর সঠিক এবং উন্মুক্ত মিথস্ক্রিয়া প্রয়োজন।

(৩), এটা বিরাট আশ্চর্যের বিষয় যে ভারতীয়রা সোনার প্রতি এতটাই মুগ্ধ কেন যে সোনার সহজ শব্দ ব্যবহারও তাদের মধ্যে কৌশল তৈরি করে। তাই ব্যবসায়ীরা এই অনুভূতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এবং অনেক কিছুর নামকরণ করে – স্বর্ণপদক (প্রকৃত সোনা সহ বা ছাড়া), কৃত্রিম সোনার গয়না, সোনার কাপ, সোনার পরিকল্পনা, সোনার জুবিলি, সোনার চা, সোনার কফি, সোনার পর্যটন ইত্যাদি। কী বলব? এটা কি লোভ, নাকি লালসা, নাকি আসক্তি, নাকি মায়ার (মরীচিকা) একটি সহজ খেলা?

(৪), এই যুগে (কলিযুগ) ভারতবর্ষ তিনটি সম্প্রদায় বা তথাকথিত ধর্মীয় পবিত্রতার জন্ম দিয়েছে বলে বলা যেতে পারে – বুদ্ধ, জৈন এবং শিখ। এটি সুপরিচিত এবং সুপরিচিত যে এই সকলের প্রতিষ্ঠাতা কেবল সরল জীবনযাপন করেননি বরং কীভাবে সরল জীবনযাপন করা যায় তাও দেখিয়েছিলেন, তবুও তাদের শিষ্যরা তাদের নামে নির্মিত মন্দিরগুলিকে সোনা দিয়ে সাজিয়ে তুলছেন, কী বিড়ম্বনা? কী প্রদর্শন? এটাকে কি তাদের শিষ্যদের কর্মের অবনতি বলা যেতে পারে?

চিরন্তন বা চিরস্থায়ী ধর্মানুষ্ঠান অনুসারে, একজন ব্যক্তির আয়ের এক-অষ্টমাংশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করা হয়, কারণ এটি সম্প্রদায়ের সকল সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য এবং মন্দিরগুলিকে সোনা দিয়ে সাজানোর জন্য নয়। নানক খাদ্য নিরাপত্তা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো অন্যান্য সুরক্ষার যত্ন নেওয়ার জন্য এই এক-অষ্টমাংশ অর্থাৎ বারো-পয়েন্ট-পাঁচ শতাংশকে দশ শতাংশ – দশবন্ত (এক-দশমাংশ) এ পরিবর্তন করেছেন।

(৫), সোনা চিরকাল (সোনা হ্যায় সদা কে লিয়ে), যেন অন্যান্য ধাতু অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং জীবন ছোট, তবুও আমরা সোনার জন্য উন্মাদনা দেখতে পাচ্ছি। কী বৈপরীত্য, কী মনের কারসাজি। এস্টার যুগের সমস্ত সোনালী নিয়ম ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। সোনার নিয়মই এখন মাস্টার হয়ে উঠেছে।

(৬), যেখানেই সোনার মজুদ পাওয়া যায়, সেই এলাকার বাসিন্দাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তা সে কোলার সোনার ক্ষেত্র হোক বা অন্য কোনও এলাকা। একইভাবে, যে কেউ সোনা খুঁজে পায় এবং ধরে ফেলে, তার দুর্বিষহ হয়ে ওঠা নিশ্চিত, তা সে ভারতের কোনও প্রাসাদ হোক বা অন্য কোনও দেশের মানুষ। এমন পরিস্থিতি বর্ণনা করা যেতে পারে যেখানে লোকেরা সোনা না পেলে কিছুটা চিন্তিত হতে পারে কিন্তু লোকেরা সোনা পেলে খুশি হয় না।

(৭), কথিত আছে যে: 'একটি পরিবার তাদের বাড়িতে ধনদেবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। দেবীর আগমনে পরিবারের প্রবীণ ব্যক্তি দেবীকে বললেন, দয়া করে অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, আপনার জন্য কিছু নিয়ে আসি। দেবীর কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে, পরিবারের এই প্রবীণ ব্যক্তি ভেবেছিলেন যে এখন দেবীকে এই বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে, বাড়ির উঠোনে গিয়ে কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। বলা হয় যে এই সম্প্রদায়ে ধনদেবী এভাবেই থাকেন। এই ধরণের সঞ্চয় খুনি (হত্যাকারী)। এই ধরণের সম্পদের দর্শক, এই ধরণের সোনা জমাকারীর আচরণগত ধরণ কী হতে পারে? এই ধরণের লোকেরা কি সাহস বা সাহসী আচরণের কথা ভাবতে পারে? বৌদ্ধিক জগতেও প্রশ্ন উঠেছে: কীভাবে সম্পদের দেবী এই ধরণের গণহত্যাকারী প্রতারকদের হাত থেকে মুক্তি পাবেন?' উপরে একটি বিস্ফোরিত ধরণের সঞ্চয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, ভাল বা খারাপ নয় বরং একটি হতাশাজনক ধরণের যেখানে লোকেরা কেবল সম্পদের উপর অলসভাবে বসে থাকে, এই লোকদের পরজীবী (অথবা সাপের মুখে তিল ইঁদুর) হিসাবে সমতুল্য করা যেতে পারে।

(৮), সাহিত্যে আরও দুটি ধরণের সম্পদের বর্ণনা রয়েছে। তারা বলে যে সম্পদের দেবী পেঁচা বা রাজহাঁসের পিঠে ভ্রমণ করেন,

(ক), যারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য কাজ করার অনুশীলনে জড়িত হন তারা দুষ্ট পরিকল্পনা, ধূর্ত শিল্প এবং কালো জাদু দ্বারা উপার্জিত অর্থকে ঘৃণা করেন না (এই বোধগম্যতার সাথে যে "অর্থ (সম্পদ) অর্থই, এটি কীভাবে উপার্জন করা হয় তা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় – যেমন শিশুটি কীভাবে জন্মগ্রহণ করে বা অস্তিত্ব লাভ করে তা নির্বিশেষে শিশুই থাকে)" তাদের জন্য সম্পদের দেবী পেঁচার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেন বলে বলা হয়।

আরও বলা হয়েছে যে, এই ধরণের অর্থ/সম্পদ, সোনা এবং অর্থনীতি দৃশ্যমান জগতে (সমগ্র পরিবেশে – সমুদ্রে, ভূপৃষ্ঠে এবং আকাশে) শারীরিক, মানসিক এবং মানসিক সকল রূপে দুর্দশা এবং যন্ত্রণার কারণ হয়। এই ধরণের ব্যবস্থাকে পৈশাচিক এবং স্বৈরাচারী

বলা যেতে পারে যা বর্তমানে গণতন্ত্র বা স্বৈরাচারী গণতন্ত্রের নামে প্রচলিত। এই ব্যবস্থায় মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষ অর্থ, বাজার, বস্তুগত যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে এবং বাকিরা এমনকি তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যও কাজ করার সুযোগ খুঁজে পায়।

(খ), আরও একটি ধারার মানুষ আছে যারা বলে যে টাকা সকলের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি। খুব কম লোকই বলে যে যত বেশি তত ভালো এবং সঞ্চয়ের প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে যে শক্তি ধ্রুবক, এটি তৈরি করা যায় না বা শেষ করা যায় না, এটি কেবল রূপ এবং আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। ধীর এবং স্থির গতিতে শক্তি ব্যবহার করলে প্রকৃতি তার শক্তির চক্রটি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সময় পায়, যেখানে দ্রুত গতিতে শক্তি (অর্থ) ব্যবহার করা বা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উচ্চ শক্তির উৎস (তরল হাইড্রোজেন বা সোনা এবং মুক্তা) ব্যবহার করা সকলের জন্য ঝামেলার কারণ হতে পারে। তাই এই বোধগম্য ব্যক্তিরা বলে যে অর্থ অবশ্যই কল্যাণের সাথে আসতে হবে, লাভ অবশ্যই কল্যাণের সাথে আসতে হবে এবং সঠিক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে হবে।

এই ধরণের লোকেরা বলে যে যখন শক্তি (অর্থ) স্থির থাকে তখন এক জায়গায় এর সঞ্চয় অন্য জায়গায় অভাব সৃষ্টি করতে পারে, তাই শক্তি (অর্থ) সমগ্র পরিবেশে ছড়িয়ে থাকা উচিত যাতে সর্বদা সকলের কাছে সহজেই পাওয়া যায়। এই লোকেরা অর্থনীতিকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করে (পরিবেশে লেনদেন, বিজ্ঞান এবং শিল্প ইকো + নমি = অর্থনীতি, অর্থ–পৃথিবী, অর্থ, অর্থ + শাস্ত্র = অর্থশাস্ত্র)। স্রষ্টার পালনকর্তা এবং বিনাশকারী ত্রয়ীতে , সম্পদের দেবীকে পালনকর্তার সাথে চিত্রিত করা হয়েছে এবং এই বোধগম্যতা সম্পন্ন লোকেরা কেবল সম্পদের দেবীকে তার সঙ্গী পালনকর্তা (লক্ষ্মী + নারায়ণ = লক্ষ্মী নারায়ণ) দিয়ে প্রার্থনা এবং আমন্ত্রণ জানায়। এই ধরণের ঐতিহ্যের আরও অনুসারীরা সর্বদা (শুভ + লাভ) ভালো উপার্জন + ভালো লাভ বলে এবং লেখে।

কথিত আছে যে, সম্পদের দেবী তার স্বামীর সাথে হংস (হংস) ভ্রমণ করে এই ধরণের আমন্ত্রণকে আশীর্বাদ করেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। বলা যেতে পারে যে, এই ধরণের ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখে এবং তার সমগ্র জীবনে তার প্রয়োজন/প্রয়োজন অনুসারে অংশ নেয়/গ্রহণ করে। যারা প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝেন তারা প্রত্যেকের জীবনে প্রবাহিত কর্ম এবং সম্পদের বন্টনের একটি ব্যবস্থা তৈরি করার চেষ্টা করেন। এই ধরণের ব্যবস্থাকে সমাজভিত্তিক বা সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার চেয়ে ভালো বিবেচনা করা যেতে পারে এবং এটিকে ঐশ্বরিক বলা যেতে পারে। মনে হয় এই ধরণের লোকেরা নিঃসঙ্গতায় চলে গেছে অথবা তাদের একাকীত্বে রয়েছে।

(৯), ঝলমলে সোনা, ঝলমলে মুক্তা, হীরা এবং এর অলঙ্কারের চাহিদা হল তারা যারা অন্ধকারে কাজ করে এবং নিজেদের দেখানোর এবং শাসন করার ইচ্ছা পোষণ করে। প্রকাশ্য দিবালোকে এই জিনিসগুলি ব্যক্তিত্বের জন্য অতিরিক্ত মূল্য যোগ করে না তাই

ব্যক্তিত্বের মানব উপাসনা দ্বারা এগুলিকে অস্বীকার করা হয়েছে – তা নানক, যীশু, মহাবীর, বুদ্ধ, সীতা–রাম, রাধা–কৃষ্ণ এবং গৌরী–শঙ্কর হোক।

(১০), সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, প্ল্যাটিনাম, নিকেল, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি প্রতিটি ধাতুরই মানবজাতির পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর জন্য নিজস্ব ঔষধি মূল্য রয়েছে। মুক্তা এবং হীরা সহ সকল ধাতুরই জ্যোতিষশাস্ত্রীয় মূল্য রয়েছে (যাদের কিছু দুর্বলতা বা ঘাটতি আছে এবং তারা স্বাভাবিক হতে চায় এবং যারা কিছু সময়ের জন্য কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে এগুলি প্রয়োজন তাদের জন্য) এগুলিকে অস্বীকার করা যায় না বা অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম, হীরা এবং মুক্তার মতো কোনও ধাতু বা জিনিসকে অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করা অন্যদের বোকা বানানো বা প্রতারিত হওয়ার প্রচেষ্টা। আমরা যদি গত পঞ্চাশ বছর পর্যবেক্ষণ করি তবে সোনা এবং রূপার দাম অন্যান্য সমস্ত ধাতুকে ছাড়িয়ে গেছে এবং শতগুণ বেড়েছে যা কোনও পরামিতি সমর্থন করতে পারে না। সোনার দাম বৃদ্ধি এবং হঠাৎ ওঠানামা হল বিশ্বের কয়েকজন ধনী ব্যক্তির ঘৃণ্য প্রচেষ্টার ফলাফল যা মিডিয়ার সাহায্যে জনসাধারণের অনুভূতিকে ক্রমাগত জাগিয়ে তোলার জন্য করা হয় এবং তারপর স্টক বেলুনিং এবং পাংচারিংয়ের মাধ্যমে উপার্জন করে। এই আকস্মিক এবং সূচকীয় মূল্যবৃদ্ধিকে ন্যায্যতা দেওয়ার মতো আর কোনও মাপকাঠি নেই, কেবল ভালো, খারাপ বা কুৎসিত যে শক্তিই বলুক না কেন, তার হেরফের ছাড়া।

ভারতের মতো দেশের মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল এই জিনিসগুলি পরিহার করা এবং দ্রুত এবং বড় অর্থ উপার্জনের উত্তেজনা এবং লুটেরা এবং প্রতারকদের দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য আবেগপ্রবণ কৌশলগুলি থেকে দূরে থাকা। আমাদের ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে সুস্থ ও সুখী জীবনযাপন করার জন্য, দীপাবলি, ঈদ বা বড়দিন, জন্ম এবং বিবাহের সময় সোনা ও রূপা কেনার প্রলোভন থেকে দূরে থাকতে হবে, তারপর ব্যাংক লকারে মৃত অবস্থায় রেখে, খাদ্যদ্রব্য, খাদ্যশস্য, মশলা, ভেষজ, বিভিন্ন ধরণের ধাতু এবং মিশ্র ধাতুর গাছপালা এবং শিল্পকর্ম এবং অবশেষে গাছের চারা (অন্তত গাছটি অবশ্যই তাজা বাতাস দেবে) কেনা আরও ভাল হবে। এই জিনিসগুলি উপহারের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি বোঝা এবং ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করা কঠিন হতে পারে তবে অভিজ্ঞ জ্ঞানী বৃদ্ধ/মহিলার নির্দেশনায় সম্মিলিতভাবে অনুশীলন করা সহজ হবে,

(১১), তথাকথিত কঠিন মুদ্রার (ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং, ইউরো, ইয়েন) অস্থিরতার মধ্যে, সোনার লেনদেনের প্রস্তাব খুব কম দেশের রাষ্ট্রপতিই করেছেন, কিন্তু তারপর প্রশ্ন ওঠে যে সোনাকে তথাকথিত পাওয়ার ব্লকের মাধ্যমে সমানভাবে অস্থির করে তোলা হয়। এর সমাধান হল মৌলিক বিনিময় ব্যবস্থায় ফিরে আসা, অন্তত ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে পরিবর্তিত বিন্যাসে। যেসব মানুষ, সম্প্রদায় এবং দেশগুলির বিনিময়ে কিছু দেওয়ার নেই, তাদের জন্য একটি শুভেচ্ছা পুল বা দাতব্য পুল তৈরি করা প্রয়োজন। বলা হয় যে, বস্তুগত বিনিময়ের সময় যারা বিনিময়ে কোনও বস্তুগত উপহার দিতে পারে না, তারা তাদের শুভকামনা এবং আশীর্বাদ প্রদান করে, যা প্রত্যাশার চেয়ে

অনেক বেশি। অন্ধকার শাসনের অবসান ঘটাতে এবং ন্যায্য শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের কেবল প্রস্তুত থাকতে হবে না, বরং "পরিবেশ অর্জনের জন্য সোনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে"।

(১২), বলা হয়ে থাকে যে, টাকা হলো সকলের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি। খুব কম লোকই বলে যে টাকা (শক্তি যত বেশি) তত ভালো এবং এগুলো সম্পদ (অর্থ এবং শক্তি) সঞ্চয়ের প্রবণতা তৈরি করে। দীর্ঘমেয়াদী অভিজ্ঞতা বলে যে ধীর এবং স্থির গতিতে শক্তি ব্যবহার করলে আনন্দ পাওয়া যায় এবং প্রকৃতিকে তার শক্তির চক্রটি সুসংগতভাবে সম্পন্ন করার জন্য সময় দেওয়া যায় , অন্যদিকে দ্রুত গতিতে শক্তি (অর্থ) ব্যবহার করা বা উচ্চ শক্তির উৎস (তরল হাইড্রোজেন বা) অথবা ঘনীভূত অর্থ (সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম এবং মুক্তা) অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা দূষণের কারণ হয় এবং প্রকৃতিকে চক্রটি সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয় না এবং চক্রের সকলের জন্য (দৃশ্যমান হোক বা না হোক) ঝামেলার কারণ হয়। এই বোধগম্যতা সম্পন্ন লোকেরা বলে যে অর্থ অবশ্যই কল্যাণের সাথে আসতে হবে; লাভ অবশ্যই কল্যাণের সাথে এবং সঠিক উপায়ে আসতে হবে এবং সঠিক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে হবে।

উপার্জন একাধিক উৎস থেকে হতে পারে এবং হতে হবে, তবে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে অন্যদের কষ্ট দিয়ে আয় যেন না আসে, অন্যথায় এতে অভিশাপের বিষয়বস্তু থাকবে। যখন এই ধরনের উপার্জন পরিবার, সমাজ এবং সরকারের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়, তখন এটি ভালো ফলাফল বয়ে আনবে না বরং এটি সমস্ত সংযুক্ত মানুষের জন্য খারাপ ফলাফল বয়ে আনবে। এই বিবেচনায় ব্যয়ের পাশাপাশি উপার্জনের ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্য এবং সতর্কতা বজায় রাখাই ভালো।

ভারত (ভা–আলো, + ইঁদুর–ব্যস্ত=জগৎকে আলোকিত করতে এবং মানুষকে আলোকিত করতে ব্যস্ত) পরিচিত জগতে দুবার ছাই থেকে উঠে এসেছে এবং সোনার শাসনের (একটি রাবণের এবং অন্যটি দুর্যোধনের (দুর্যোগ–ভ্রান্ত মন + ধন–সম্পদ)) অবসান ঘটিয়েছে এবং সোনার শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে (একটি রাম এবং অন্যটি কৃষ্ণের দ্বারা) এই সোনার অন্ধকার শাসনের অবসান ঘটাতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সোনার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আবারও তার ছাই থেকে উঠে আসার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। ***

4. গণমাধ্যমের অর্থনীতি এবং গণমাধ্যম কর্তৃক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: গণমাধ্যমের মৌলিক চাহিদা, এর প্রয়োজনীয়তা এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত দায়িত্ব ছয়টি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে: (১)। সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (২)। গণমাধ্যমের উপর সাধারণ গ্রামাঞ্চলের আলোচনা, (৩)। গণমাধ্যমের অদ্ভুত দিক, (৪)। সমস্যার দৃষ্টান্ত, **(৫), সমাধানের দৃষ্টান্ত- (ক), সঠিক তথ্য এবং জ্ঞান ভাগাভাগির বিধান, (খ), বিনোদনের সুরক্ষার বিধান,**

(1), সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা:

(১.ক)। যেকোনো যোগাযোগের ক্ষেত্রে, মিডিয়া হলো ট্রান্সমিটার এবং রিসিভারের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী স্তর/মাধ্যম (বাতাস, জল/তরল, এবং কঠিন বা নকশাকৃত)। তাই মূল বার্তার প্রতিলিপি তৈরি করা ছাড়াও, মিডিয়ার মূল বার্তা প্রচার, ধ্বংস বা বিকৃত করার সমস্ত উপায় রয়েছে। মিডিয়ার এই ক্ষমতার কারণে (প্রচার, ধ্বংস, পরিবর্তন বা বিকৃত করার জন্য) যে কেউ সহজেই বুঝতে পারে যে সমগ্র বাজার এবং সমগ্র অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে মিডিয়ার চারপাশে ঘোরানো/নৃত্য করা যেতে পারে অথবা মিডিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস বা উচ্ছ্বাস তৈরি করা যেতে পারে। মিডিয়ার এই লুকানো শক্তির কারণেই, ধূর্ত শিল্প এবং ছদ্ম বিজ্ঞানের সমস্ত প্রভু কেবল মিডিয়ার মাধ্যমে কথা বলতে বা দৃশ্যমান হতেই নয় বরং মিডিয়াতে বক্তব্য রাখতে, মিডিয়াতে ভাগ করে নিতে এবং সম্ভব হলে বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

সকল প্রভুর কাছে এটা স্পষ্ট যে মিডিয়া (যেমন বায়ু, জল এবং সূর্যালোক) একটি আন্তর্জাতিক সত্তা এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে এটিকে আটকানো সম্ভব নয়, তাই যদি মিডিয়াকে আটকে রাখতে হয়/নিয়ন্ত্রিত করতে হয় বা বন্দী করতে হয় তবে তা কেবল আন্তর্জাতিক/বিশ্বব্যাপীই করা যেতে পারে, তাই যে কেউ তার উদ্যোগের বিকাশ, সমর্থন পেতে, তার ব্যবসার উন্নতি এবং তার সাম্রাজ্য গড়ে তোলা, স্থায়ী করা এবং টিকিয়ে রাখতে চায়, সে কেবল মিডিয়ার সাহায্য এবং সমর্থনই পছন্দ করবে না, বরং মিডিয়াতে বক্তব্য রেখে বা মিডিয়ার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে মিডিয়ার অবদান/সহযোগিতা নিশ্চিত করতে চাইবে।

অধিকন্তু, যারা গণমাধ্যমের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে চান তারা বিজ্ঞান ও তথ্য বিজ্ঞান, যন্ত্র ভাষা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তির উপরও নিয়ন্ত্রণ/নিয়ন্ত্রণ রাখতে চান যা মন থেকে মন, অনুভূতি থেকে অনুভূতি বা হৃদয় থেকে হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে যোগাযোগের যত্ন নিতে পারে। আরও বেশি করে, মানুষ, অর্থ, উপাদান, বাজার, মসজিদ-মঠ এবং আধুনিকীকরণের ব্যবস্থাপনা মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এবং আন্তঃসংযুক্ত মাতৃভাষার মধ্যে খুব কম, তাই গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রকরা এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন।

(১.খ)। প্রত্যেকেরই তার আশেপাশের পরিবেশ থেকে তথ্য, জ্ঞান এবং অন্যদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা উচিত এবং তার কাছে থাকা তথ্য, সংগৃহীত জ্ঞান এবং অর্জিত প্রজ্ঞা বিশ্বের কাছে ভাগ করে নেওয়া উচিত। এর পাশাপাশি, সুস্থ ও সুখীভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকেরই বিনোদনের প্রয়োজন।
জনসাধারণের এই প্রয়োজনীয়তাই গণমাধ্যমের সৃষ্টির দিকে পরিচালিত করেছিল (কারণ প্রয়োজনীয়তাই আবিষ্কারের জননী) কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে ইন্টারনেট-ভিত্তিক গণমাধ্যমের জগতে অনেক আবিষ্কার সংঘটিত হওয়ার কারণে, গণমাধ্যম চায় মানুষ সারাজীবন এর চারপাশে ঘুরুক। এখন গণমাধ্যম চায় যে মানুষ কেবল তাদের কথা/প্রচার শুনুক, তারা যা ছাপে তা পড়ুক এবং তারা যা সম্প্রচার করে তা দেখুক, বরং তারা যেন এটি বিশ্বাস করে, এতে অংশ নেয় এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানের অংশ হয়। অর্থাৎ, এখন প্রয়োজনীয়তা উদ্ভাবনের কন্যাতে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এটা স্পষ্ট যে, প্রচার, বাদ দেওয়া এবং কমিশনের মাধ্যমে ক্ষমতার ব্লকগুলি চাহিদা/প্রয়োজনীয়তা তৈরি করছে বা এগিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে কীভাবে একটি সুস্থ ও সুখী সমাজের ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে?

(১.গ)। যদি কেউ গভীরভাবে বুঝতে পারে যে, গণমাধ্যমের (গণযোগাযোগের মাধ্যম যেমন প্রকাশনা, সম্প্রচার, টেলিকাস্টিং এবং ইন্টারেক্টিভ ইন্টারনেট ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ সাইট) উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হলে, সকল ধরণের নতুন তথ্য এবং জ্ঞানের একটি টেকসই উৎস থাকা আবশ্যক। তারপর তথ্য, জ্ঞান, শিল্প ও বিজ্ঞানের রেকর্ড, সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্র, রেকর্ড করা অনুষ্ঠান এবং নতুন প্রকাশের বিষয়বস্তু প্রবাহিত করার জন্য, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রকদের বিশ্বের সকল দেশের সরকারের উপর একটি বক্তব্য রাখতে হবে।

শুধু মুখের কথার মাধ্যমে কি এই নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা সম্ভব? যে কেউ তার মন প্রয়োগ করে সহজেই বলতে পারে যে এই নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য প্রায় সকল ধরণের অর্থ – এবং অর্থ উপার্জনের সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং এর প্রক্রিয়াগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক, তার সাথে এর প্রতিক্রিয়া এবং সংশোধন ব্যবস্থাও থাকতে হবে। আরও কি কেবল অর্থের মাধ্যমেই কি এই নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা সম্ভব? এটা স্পষ্ট যে মিডিয়া এবং অর্থ, বাজার এবং অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে হলে আইন প্রণেতা, প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ এবং অবশেষে সেনাবাহিনী, সকল ধরণের অস্ত্র এবং অস্ত্রাগার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। যখন কেউ মিডিয়া, অর্থ, জ্ঞান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, শাসনব্যবস্থার উপর এই নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে, তখন অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা কঠিন নয়, বরং আশা করা যায় যে অন্যান্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণ এই বিশাল প্যাকেজের সাথে আসবে।

সাধারণত, এই ধরনের সাম্রাজ্যগুলি ত্রয়ী দ্বারা নির্মিত হয় – অর্থাৎ ধনী, রাজপরিবার এবং ধর্মীয় নেতারা যদিও কোনও দেশের সাথে সংযুক্ত ক্ষমতার একক পরিচয়ের কোলাহল হিসাবে আবির্ভূত হয় তবে এগুলি বহুজাতিক যাদের নির্দেশ বিশ্বের দশটি দিকেই চলমান বলে জানা যায় [এটি যে কোনও দেশে "দেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, দেশ প্রধান (সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ প্রধান, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগ) এবং মিডিয়ার ত্রয়ী থেকে কল্পনা করা যেতে পারে। এই সমস্ত দেশে তথাকথিত জনপ্রতিনিধি এবং প্রধানমন্ত্রী সহ আইন প্রণেতারা এই ত্রয়ী থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং এই ত্রয়ী দ্বারা সমালোচনামূলক, প্রশ্নবিদ্ধ এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য দল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে যা সংকটের সময় কামানের খোরাক হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে]।

বলা হয়ে থাকে যে, গণমাধ্যমের উপর এমন নিয়ন্ত্রণ এবং এমন একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে শত শত বছরের অবিরাম পরিশ্রমের প্রয়োজন । যদিও এটা সত্য যে সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ ছাড়া এমন একটি সাম্রাজ্য খুব কমই অর্জন/অধিগ্রহণ করা সম্ভব, তাই তথাকথিত সকল মহান ব্যক্তি সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি (তাদের নির্বাচিত দেবতার) প্রার্থনা করছেন।

(২). গণমাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ আলোচনা:

(২.ক)। সাধারণত বলা হয়: "কোনও সংবাদই সুসংবাদ নয়", এবং বর্তমান গণমাধ্যমের প্রচারের প্রবণতা থেকে এই বক্তব্যটি পুনরায় নিশ্চিত হয়ে ওঠে। অতীতে যেখানে গণমাধ্যম বিভিন্ন ঘটনাকে আয়না হিসেবে প্রতিফলিত করার মাধ্যম ছিল, এখন অর্থনীতি, পরিবেশ, সমাজ এবং সরকারের ধ্বংসকারী বা নির্মাতা হিসেবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

এটা সাধারণ ধারণা যে, মিডিয়ার কৌশলী উপস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তব অবাস্তব হয়ে ওঠে এবং অবাস্তব বাস্তব হয়ে ওঠে (যখন কেউ সিনেমা হল/থিয়েটারে অন্ধকার পরিবেশে উপযুক্ত আলো এবং শব্দ সহ একটি সিনেমা দেখে তখন সিনেমাটি সত্য বলে মনে হয়)। প্রায় সকল মিডিয়া হাউস জ্ঞানের উপর অনেক গবেষণার (যেমন পাভলভের জ্ঞান তত্ত্ব – কুকুরের উপর বারবার গবেষণার পর) মাধ্যমে ভার্চুয়াল বাস্তবতা তৈরি করতে এবং মানুষের মনকে শাসন করার চেষ্টা করতে সক্ষম হয়, এবং ফলস্বরূপ তাদের অনেক প্রকাশ্য ও গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রতিটি দেশে এত থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক থাকার পরেও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের এই খারাপ প্রভাবগুলি বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।

আজকাল, বিশেষ করে ইন্টারনেট-ভিত্তিক তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রবর্তনের পর, সঠিক পরামর্শ এবং সঠিক তথ্য পাওয়া অসম্ভব না হলেও কঠিন বলে মনে হচ্ছে। গণমাধ্যম – সঠিক তথ্য প্রদান, প্রকৃত জনসাধারণের উদ্বেগ দূর করার, একটি সামগ্রিক পদ্ধতিতে সুস্থ ও ভবিষ্যৎ আলোচনা আয়োজন করার এবং সুস্থ সমাজকে ক্রমাগত বিরক্তি, ভয়, সংবেদন, বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় ব্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করার

পরিবর্তে, যা অবশ্যই উদ্বেগের আরও বড় কারণ। যে গণমাধ্যমের উপর ভিত্তি করে মুনাফা বা আধিপত্যের জন্য ডিজাইন এবং পরিচালিত হয়, তাকে কি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে?

(২.খ)। "তুমি আমাকে খবর বলো, আমি তোমাকে অর্থের উৎস বলবো" এই বর্তমান প্রবণতা থেকে গণমাধ্যমকে বেরিয়ে আসতে হবে, অথবা তুমি একটি বিজ্ঞাপন দিলে গণমাধ্যম নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তুলবে। গণমাধ্যমকে কিছু নীতিমালা নিয়ে আসতে হবে যেখানে তারা অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে ছুটতে থাকা সাংবাদিক এবং রক্তচোষা ক্যামেরাম্যানদের প্রচার করবে না। সংবাদ উচ্চস্বরে বলা উচিত নয়, এবং মতামত উচ্চস্বরে প্রকাশ করা উচিত নয়, সেগুলো শান্ত ও নীরবে বলা এবং প্রকাশ করা যেতে পারে। আমাদের কি এত খবরের প্রয়োজন, ২৪×৭, যেন কেয়ামত আসন্ন?
সংবাদপত্রগুলিকে পরিপক্ক আচরণ করতে হবে, এবং সংবাদপত্রগুলিকে তাদের দর্শকদের (মডেলের) দ্বারা এর অনুপ্রবেশ দেখার কোনও প্রয়োজন নেই, সংবাদপত্র কেবল পড়ার জন্য। পৃষ্ঠা গণনা করে এক নম্বর সংবাদপত্র হওয়া পরোক্ষভাবে দূষণ ছড়ানোর সাথে জড়িত।
(২.গ)। গণতন্ত্রের এই তথাকথিত চতুর্থ স্তম্ভটি আরও শক্তিশালী হয়, এমনকি যখন অন্যান্য স্তম্ভগুলি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে, তাই এটা স্পষ্ট যে মিডিয়া দেশ ও সমাজকে সংশোধন এবং গঠনের বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ করে। মিডিয়া যদি চায় তবে ধ্বংস করে এবং যদি চায় তবে নায়ক করে তোলে এবং তারকাখ্যাতিতে গৌরব যোগ করে। এটি এত শক্তিশালী পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এটি অপরাধী, পুলিশ, রাজনীতিবিদ এবং বিচারকদের কাছ থেকেও ঘুষ নিতে পারে, সরকারি কর্মচারী বা বেসরকারি ব্যবসায়ীদের কথা তো দূরের কথা।

(২.ঘ)। , সমাজের যোগাযোগকারী হিসেবে গণমাধ্যম কর্মীরা সমাজের কাছ থেকে আরও ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য, দর কষাকষি এবং জালিয়াতির মাধ্যমে নয় বরং করুণা এবং সমাজের কর্তব্য হিসেবে। সমাজ এবং সরকারকে মিডিয়া ব্যারনদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে (যদি কোনও পরিস্থিতি দেখা দেয়) তার পরিবারকে যথেষ্ট পরিমাণে সুরক্ষা এবং ভরণপোষণ প্রদান করতে হবে। বিশ্বজুড়ে সুখ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সমাজ এবং সরকারকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া নেটওয়ার্কগুলিকে সমর্থন করতে হবে।

(২.ই)। মুম্বাই বন্যায় ডুবে থাকা বা লকডাউনে বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, গণমাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগ মুম্বাই/বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স বৃদ্ধির খবর দেখায়, যা স্থানীয় ও জাতীয় বিষয়গুলির প্রতি তাদের উদাসীন আচরণকে কেবল তুলে ধরে এবং এটি অকেজো, বিপরীতমুখী এবং বিপজ্জনক। দেশের গণমাধ্যম কেবল দেশবাসীর মালিকানাধীন এবং পরিচালিত হওয়া উচিত; গণমাধ্যমকে বুঝতে হবে যে স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব একসাথে চলে। গণমাধ্যমকে ধর্মনির্ধারক এবং জাতীয় ঐক্য ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের মশালবাহক হিসেবে আচরণ করতে হবে।

(২.চ)। সৎকর্মের প্রচার এবং সুখের প্রসারকারী এর ইতিবাচক দিক, সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় চুরি, ডাকাতি এবং হত্যার খবর তুলে ধরা এবং ইলেকট্রনিক সংবাদের প্রাইম টাইমে অবিরাম উদ্বেগহীন সংবাদ, মতামত এবং বিশ্লেষণের ঝরনা, এর দুঃখজনক আচরণ এবং মনোভাব, ব্ল্যাকমেইলিং, ঘৃণা ও শত্রুতার উৎপাদক, উদ্বেগ ও ভয়ের প্রচার এর নেতিবাচক দিক, যেখানে রোগের প্রচার, দেশগুলির পর দেশ শাসন নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা এবং ধনীদের, রাজপরিবার এবং ধর্মীয় প্রধানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রচেষ্টা এর সবচেয়ে অন্ধকার দিক।

(২.জি)। গণমাধ্যম এবং স্বচ্ছতা: কৌশলী মিডিয়া ব্যারন এবং নগ্ন মানসিকতার মানুষদের জন্য স্বচ্ছতা বজায় রাখা উচিত নয়। প্রাণী এবং নাগা-সাধুরা খুবই স্বচ্ছ, সামগ্রিকভাবে মানব সমাজ এত স্বচ্ছ থাকবে বলে আশা করা হয় না। মূলত, একজন নগ্ন ব্যক্তির কাছ থেকেও আরও বেশি স্বচ্ছতা চাওয়া, এটি মূলত কয়েকজনের নগ্নতাবাদী মানসিকতা এবং দুর্ভাগ্যজনক।

প্রধানমন্ত্রীর কাজের বোঝা পিওনের উপর চাপানো উচিত নয়; প্রাসাদে কী রান্না হচ্ছে তা নিয়ে প্রহরীদের মাথা ঘামানো উচিত নয়, এবং কিছুটা বিপরীতও। কেউ যদি উদ্বিগ্ন হন তবে কেবল প্রকাশ-স্বচ্ছতা চাই। দোষীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনও অতিরিক্ত দাঁত ছাড়াই তথ্যের অধিকার একটি অকেজো খেলনা যা তথ্যপ্রার্থীকে সান্ত্বনার চেয়ে বেশি হতাশা দেয়।

সাধারণ জনগণ কীভাবে কর আদায় করা হয়, কত ব্যয় হয়েছে এবং কোন খাতে এবং কোথায় ব্যক্তিরা এই ব্যয়ের প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন তা প্রকাশ করতে চান। সাধারণ জনগণ এমন একটি বিভাগ চায় যেখানে তাদের উদ্বেগের তথ্য এবং বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় যাতে আমলাতান্ত্রিক এবং বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা বজায় থাকে। আরও সাধারণ জনগণ এই বিষয়ে পরামর্শ এবং পদক্ষেপের অবস্থা জানতে চান। আমাদের কর্তব্য হল একটি বিশ্বাসযোগ্য আমলাতান্ত্রিক, বিচার বিভাগ এবং তথ্য ব্যবস্থা তৈরি করা।

(২. জ)। গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে যা প্রয়োজন তা হলো, তুলনামূলক ধর্ম, পরিবার, সমাজ ও দেশে কর্ম ও আয়ের বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি অভিজ্ঞদের মধ্যে আলোচনার আয়োজন করা, যাতে আমরা সত্যিকার অর্থে নিজেদের এবং বিশ্বকে উন্নতির দিকে রূপান্তরিত করতে পারি এবং সম্মিলিতভাবে একটি সুস্থ ও সুখী জীবনযাপন করতে পারি। উপরোক্ত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সমগ্র গণমাধ্যম এবং এর কার্যক্রমকে সুবিন্যস্ত করতে হবে, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

(২.১)। সুস্থ সমাজের সূচক হিসেবে গণমাধ্যম: মানুষ অভিযোগ করা বন্ধ করবে, যা যেকোনো বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের খবর কমে যাওয়ার মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের জন্য ব্যয়ের মতো বাজেট সম্পর্কিত সংবাদ এবং মতামত কমে আসছে; সরকারের সাথে তদবির এবং নিয়মকানুন ফটোকপি করার মতো কার্যকলাপ এবং ব্যয় কমে যাচ্ছে। বাজেট সম্পর্কিত সংবাদ এবং মতামতের মাধ্যমে, বিনোদন এবং উৎসব, গবেষণা এবং বিশ্লেষণ, উদ্যোগ এবং অ্যাডভেঞ্চারের ব্যয় বাড়ছে। সমাজ এবং সরকারের ব্যবস্থাপনাকে অভিশাপ দেওয়ার পরিবর্তে, মানুষ সমাজ এবং সরকারের ব্যবস্থাপনাকে রক্ষা করার জন্য যেকোনো কিছু করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।

(৩)। গণমাধ্যমের অদ্ভুত দিক:

এটা খুবই অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক যে বেশিরভাগ সংবাদ/বিজ্ঞাপন মহাভারতের একটি ঘটনা এবং মৌলিক বিশ্বাস গঠনের প্রক্রিয়া থেকে নেতৃত্ব নিয়েছে এবং সুস্থ ও সুখী সমাজ গঠনে অবদান রাখার পরিবর্তে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য কৌশলগতভাবে এগুলি ব্যবহার করছে।

(i) মহাভারতের যুদ্ধের সময় যখন গুরু দ্রোণাচার্যকে পরাজিত করা কঠিন বলে মনে হচ্ছিল। এটা জানা ছিল যে যদি গুরু দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্র অশ্বস্থমা নিহত হওয়ার খবর শুনতে পান, তাহলে গুরু দ্রোণাচার্য তাঁর সমস্ত অস্ত্র ত্যাগ করে গভীর শোকে ডুবে যেতেন এবং তারপরে তাকে নির্মূল করা যেতে পারে। অশুভ শক্তির অবসান ঘটানোর জন্য সবকিছুই ন্যায্য (এটাও বলা হয় যে প্রেম এবং যুদ্ধে সবকিছুই ন্যায্য) এই ধারণা নিয়ে একটি কৌশল খেলা হয়েছিল এবং অশ্বস্থমা নামে একটি হাতিকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তূরী বাজানো হয়েছিল যে অশ্বস্থমা নিহত হয়েছেন।

গুরু দ্রোণাচার্য এই কথা বিশ্বাস করতে পারেননি, তাই নিশ্চিত করার জন্য তাঁর শিষ্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যিনি ধর্মের আবাসস্থল হিসেবেও বিবেচিত এবং কেবল সত্য কথা বলার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, 'অশ্বস্থমাকে হত্যা করা হয়েছে কিনা'। এই প্রশ্নের উত্তরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন: ' अश्वस्थमा होता हटा- नरो नहीं कुंजरो 'অশ্বস্থমাকে হত্যা করা হয়েছে, একজন মানুষ নয়, একটি হাতি', কিন্তু প্রথম লাইনের পরে যা ' अश्वस्थमा होता हटा- नरो नहीं कुंजरो ' 'অশ্বস্থমাকে হত্যা করা হয়েছে, তখন একটি প্রচণ্ড শব্দ এবং সাইরেন বেজে ওঠে, যার উত্তরে তাঁর দ্বিতীয় অংশটি হল: नरो नहीं कुंजरो ', একজন মানুষ নয়, একটি হাতি', - গুরু দ্রোণাচার্য সহ কেউই তা শুনতে পাননি। ফলস্বরূপ, মহান যোদ্ধা গুরু দ্রোণাচার্য তাঁর অস্ত্র ত্যাগ করেন এবং তারপর শহীদ হন।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, অশ্বস্থমা- অশ্বস্থামা , একজন অমর-কাল-জয়ী, যাকে কোনও অবস্থাতেই বা সমস্ত পরিস্থিতিতে হত্যা করা যায় না। তবুও অশ্বথামার পিতা, একজন গুরু (মহান গুরু) এবং মহান যোদ্ধা গুরু দ্রোণাচার্য, কৌশলী উপস্থাপনা এবং শব্দ দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নির্মূল হয়ে গিয়েছিলেন।

(ii)। এটা সাধারণভাবে বোঝা যায় যে আমাদের অতীতের তথ্য, জ্ঞান এবং জ্ঞানের স্থানান্তরের একটি বিরাট অংশ মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে এবং তুলনামূলকভাবে লিখিত ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে খুব কম ঘটেছে , তাই লিখিত শব্দগুলিকে মৌখিক যোগাযোগের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সত্যটি সহজেই উপলব্ধি করা যায় আমাদের দৈনন্দিন ব্যবসায় যেখানে ঝুঁকি জড়িত থাকে, সেখানে লিখিত নথিগুলিকে মৌখিক প্রতিশ্রুতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাই আমাদের প্রায় সকলেই আমাদের জীবনে বিশ্বাস করতে বাধ্য যে লিখিত নথিগুলি মৌখিক মন্তব্যের উপর খাঁটি। অধিকন্তু, আমাদের সকলকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে যে মৌখিক সংবাদ/মতামত/মন্তব্য/প্রতিশ্রুতিকে খাঁটি এবং লিখিত সংবাদ/মতামতকে আরও খাঁটি এবং দৃশ্যমানকে সবচেয়ে খাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
যতই বিজ্ঞের কথা হোক না কেন, তোমার কান, নাক, চোখ যা শোনে, গন্ধ পায় বা দেখে তাতে বিশ্বাস করো না, বরং শুধু তোমার/আমাদের অভিজ্ঞতাতেই বিশ্বাস করো।

(৪), সমস্যার দৃষ্টান্ত:

(ক) সমস্ত মিডিয়া হাউস এবং ধূর্ত শিল্পের কর্তারা এই কৌশলটি চালানোর চেষ্টা করে যা মূলত মহাভারতের যুদ্ধের সময় অশুভ শক্তি এবং তাদের সমর্থকদের ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। যদি এই কৌশলগুলি মানুষ গ্রহণ করে এবং মিডিয়া দ্বারা প্রচারিত হয়, তবে এটা নিশ্চিত যে আমাদের মধ্যে একটি বড় অংশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং আরও বেশি করে গুরু দ্রোণাচার্যের মতো একই মর্যাদায় থাকার জন্য প্রলুব্ধ হচ্ছে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে নিহত হওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ করছে, তাহলে কী বলা যেতে পারে? হায়, কী ভ্রান্তি!

(খ)। গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রকদের ক্ষুধা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, টিকে থাকার জন্য তাদের একের পর এক দেশের লুণ্ঠনকে সমর্থন করতে হচ্ছে। এটি এমন আকার ধারণ করেছে যে, একের পর এক পণ্য মজুদ ও দালালি, লুণ্ঠন এবং চুষে নেওয়া তাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বলা হয় যে, শাসন করার আকাঙ্ক্ষা (নাম, খ্যাতি এবং ক্ষমতা অর্জনের) কখনও শেষ হয় না, সর্বদা আরও বেশি কিছুর জন্য ক্ষুধার্ত থাকে, (যদি এটি পৃথিবীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পায় তবে এটি তার ডানা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চাঁদ বা শুক্রের দিকে তাকাবে) তাই এটি সমস্ত অশুভের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং জঘন্যতম। এই ধরণের ব্যবস্থা কি টেকসই? এই ধরণের ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা কি এই নিয়ন্ত্রকদের দ্বারাও প্রশংসা করা যেতে পারে? গণতন্ত্রের পরিবর্তে এটিকে কি দানবতন্ত্র বলা যায় না? এটি কি আলোচনার যোগ্য নয় যে এটি পরিবর্তন করা হোক বা সরলীকৃত করা হোক? এটি কি আলোচনার যোগ্য নয় যে এটি পরিবর্তন করা হোক বা শেষ করা হোক?

(গ) সমগ্র শেয়ার বাজার, সোনার বাজার, মুদ্রা বিনিময়ের বাজার, ধাতু, খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল, জ্বালানি তেল ও ভোজ্যতেল, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সমস্ত পণ্য জুয়ার মতো নিস্তেজতা বা ষাঁড় বা ভালুকের অনুভূতি তৈরি করে কেনাবেচা করা হচ্ছে। যদিও মিডিয়া

দ্বারা আয়োজিত এই জুয়া নিরপেক্ষ বলে মনে হচ্ছে এবং প্রকৃত পাশা ছাড়াই খেলা হচ্ছে, তবে কেউ যদি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন যে অপ্রকাশিত জুয়ার এই খেলাটি তার মালিক, মিডিয়ার মালিক এবং অর্থের নিয়ন্ত্রকদের ইচ্ছা অনুসারে খেলা হচ্ছে। যদি আনুষ্ঠানিকভাবে জুয়া খেলার অনুমতি দেওয়া হয় তবে এটি বোঝা যায় যে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা খুব কম লোককেই মিডিয়া, অর্থ, উপাদান, বাজার এবং শাসনের নিয়ন্ত্রক হতে দিচ্ছি এবং অন্যদের ছাগল বা পালানো ছাগলের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করছি। এটিকে কি অর্থনীতি বলা যেতে পারে, নাকি একটি সুস্থ অর্থনীতি এবং একটি সুস্থ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে?

(ঘ)। বর্তমানে মিডিয়া হাউসটি এমন এক ক্ষমতা অর্জন করেছে বলে মনে হচ্ছে যে তারা আমেরিকার বর্তমান রাষ্ট্রপতি (২০২১ সালে মহামান্য মিঃ ট্রাম্প) এমনকি অন্য যেকোনো দেশের বিরোধীদলীয় নেতা এবং সাধারণ নাগরিকের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিও সরিয়ে ফেলতে পারে। সম্প্রতি একটি দেশ ইন্টারনেট-ভিত্তিক ব্যাংক লেনদেন বাতিল/স্থগিত করেছে এবং সামাজিক সুরক্ষা কভার প্রত্যাহার করেছে যা একটি গণতান্ত্রিক দেশে যারা সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করার অধিকার প্রয়োগ করেছিল, মিডিয়ার কোনও হৈচৈ ছাড়াই।

অতীতে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যেখানে রাবণ কর্তৃক গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত বা সম্পূর্ণরূপে বন্দী ছিল। রাবণ এত সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন যে তিনি সোনা দিয়ে তৈরি একটি সম্পূর্ণ শহর কিনতে পারতেন। অতীতের মতো, বর্তমান পরিস্থিতিতেও মনে হচ্ছে যে অন্যান্য সমস্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে মিডিয়াও বন্দী হয়ে পড়েছে। যদিও খুব কম সংখ্যকই প্রকাশ পাচ্ছে এবং নির্মূল হচ্ছে, আসলটি আসলেই মিডিয়াকে তার দাস বা বন্দী হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি করছে।

পূর্ববর্তী সময়ে রামই দাঁড়িয়ে সোনার শহর পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং মিডিয়াকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং কোনও ভয় বা উৎসাহ ছাড়াই মিডিয়াকে স্বাধীন ও ন্যায্য রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করেছিলেন। অবাক করার মতো বিষয় হল যে, যে দেশ এবং তার জনগণ সোনার শহর পুড়িয়ে দেওয়ার সাহস করেছিল তারা এখন অল্প পরিমাণে সোনা সংগ্রহ করতে এবং সোনার চড়ুই বলে গর্ব করতে ব্যস্ত। এর চেয়ে করুণ পরিস্থিতি আর কি হতে পারে?

(৫), সমাধানের দৃষ্টান্ত :

বলা হচ্ছে যে: – "যখন ভারত বৃদ্ধি পায়, তখন পৃথিবী বৃদ্ধি পায়, যখন ভারত সংস্কার করে, তখন পৃথিবী রূপান্তরিত হয়"! (ভারত যেখানে: ভারত (ভা-আলো, + ইঁদুর-ব্যস্ত = ভারত বিশ্বকে আলোকিত করতে এবং মানুষকে আলোকিত করতে ব্যস্ত)।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, উপরের বক্তব্য অনুসারে, কীভাবে একজন ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তনগুলি উপলব্ধি করবেন এবং সমাজে তা পর্যবেক্ষণ করবেন? পরিবর্তনগুলি উপলব্ধি করার জন্য, আমাদের (সমাজকে) " **(A)," ব্যবস্থা করতে হবে।** সমাজে, সমাজের দ্বারা এবং সমাজের জন্য, **ন্যায্য তথ্য এবং জ্ঞান ভাগাভাগির বিধান, (খ), বিনোদনের সুরক্ষার বিধান।**

(৫.ক) সঠিক তথ্যের প্রয়োগ এবং জ্ঞান ভাগাভাগি: আজকাল, বিশেষ করে ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রবর্তনের পর, সঠিক পরামর্শ এবং সঠিক তথ্য পাওয়া অসম্ভব না হলেও কঠিন বলে মনে হচ্ছে।
তথ্য ও জ্ঞান কেন্দ্র' খোলা কি একটি বিকল্প হতে পারে, যা কেবল সঠিক তথ্যই প্রদান করবে না বরং প্রয়োজনে আন্তরিক পরামর্শ এবং সম্ভাব্য সহায়তাও প্রদান করবে? এই ধরণের কেন্দ্র খোলার ফলে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ কর্মীদের সম্মানজনক সম্পৃক্ততা এবং তাদের শক্তির যথাযথ মুক্তির সুযোগ তৈরি হবে। এই কার্যক্রম প্রবীণ নাগরিকদের সম্পৃক্ততা এবং যুবকদের প্রচুর পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরণের একটি কেন্দ্র প্রায় এক হাজার লোককে তাদের ন্যায্য পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে এবং প্রতি শতকরা **দুই ভাগ লোকের জন্য কমপক্ষে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার প্রয়োজন হবে, অর্থাৎ প্রয়োজনে সম্ভাব্য সহায়তার পাশাপাশি** কার্যকরভাবে সঠিক এবং মানসম্পন্ন **তথ্য** এবং আন্তরিক পরামর্শ প্রদানের জন্য নিযুক্ত/নিয়োজিত হওয়ার জন্য। এই জাতীয় কেন্দ্রগুলি একটি প্রশস্ত ধর্মীয় কেন্দ্র থেকে সমগ্র সমাজের পাশাপাশি দর্শনার্থী/পর্যটকদের জন্য সম্পূর্ণ ধর্মনির্দেশনামূলক উপায়ে পরিচালিত হতে পারে।

(৫.খ) বিনোদনের বিধান নিরাপত্তা:

(ক) অসংখ্য অনুসন্ধান এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে সুখই একমাত্র জীবন ধারণকারী শক্তি। আরও জানা গেছে যে বিনোদন হল সুখ, জীবন ধারণকারী শক্তি সমৃদ্ধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এটা বলা যেতে পারে যে অংশগ্রহণমূলক বিনোদনের সক্রিয় উপায়গুলির প্রাপ্যতা সংশ্লিষ্ট পরিবার, সমাজ এবং দেশের সুখের একটি সূচক এবং পরিমাপ।

(খ)। একটি প্রবাদ আছে: " पराधीन सपनेहु सुख नहीं –পরাধীন সপনেহু যস্তো নহী" (স্বপ্নেও দাসত্বে সুখ নেই)। এই উক্তিটির একাধিক অর্থ রয়েছে–
(১) সহজ ও সোজা কথা হলো, দাসত্বে কোন সুখ নেই।
(২) যদি সুখ না থাকে, তাহলে বোঝা যায় যে, একজন ব্যক্তি দাসত্বের মতো পরিস্থিতিতে রয়েছেন।
(৩)। যদি কেউ সুখী হয়, তাহলে বোঝা যায় যে সে দাসত্বে নেই।
(৪) দাসদের সুখের অনুভূতি থাকা উচিত নয়।

(৫) আধিপত্য বিস্তারের জন্য, একজন শাসককে নিশ্চিত করতে হবে যে তার প্রজা বা দাস কখনও সুখী বোধ করবে না বা সুখে থাকবে না। এটি নিশ্চিত করার জন্য, মালিক বা শাসক সাধারণত প্রজা বা দাসদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত বিনোদনমূলক কার্যকলাপ এবং পথ বন্ধ করে দেয় বা নিয়ন্ত্রণ করে। শাসকের জন্য সমস্যা হল প্রজা/দাসদের বিনোদন এবং ফলস্বরূপ সুখ থেকে কীভাবে বঞ্চিত রাখা যায়।
(৬) শাসকের মতে, দাসদের জীবিত রাখতে এবং দাসত্ব বজায় রাখার জন্য দাসদের ভজন শোনা, ক্রিকেটের ধারাভাষ্য, সিনেমা দেখা, মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নিষ্ক্রিয় বিনোদনের সুযোগ করে দেওয়া প্রয়োজন, তবে সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক বিনোদন এবং খেলাধুলার সুযোগ নয়।
(৭) দাসত্ব ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য বিনোদন এবং খেলাধুলাকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অথবা বিনোদন কর অথবা উভয়ের মাধ্যমে ব্যয়বহুল বিষয় হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন।
(৮) প্রজা বা দাস দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি রাস্তার উপর কর আরোপ করুন যা মানুষকে কিছু পরিমাণ অর্থ বা সুখ বা উভয়ই দিতে পারে, তা সে পরিষেবা হোক বা বিনোদন, কিন্তু শাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকা সবকিছুকে করমুক্ত করুন, যেমন হাসপাতাল, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচার, যা সর্বাধিক সন্তুষ্টি প্রদান করতে পারে কিন্তু জনসাধারণকে কোন সুখ প্রদান করতে পারে না।

(৯)। তারা বলে, "যদি তুমি কোন মানুষ, তার সম্প্রদায় এবং দেশকে ভাঙতে চাও, তাহলে তাদের বিশ্বাস ভেঙে দাও এবং একই কাজ করার সর্বোত্তম উপায় হল তাদের বিশ্বাস কেন্দ্রগুলি (মন্দির, গুরুদ্বার ইত্যাদি) ভেঙে ফেলা অথবা বিশ্বাস কেন্দ্রগুলিকে নিষ্ক্রিয়, নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া অথবা তাদের সংকীর্ণভাবে কার্যকর হতে দেওয়া। আর যদি আমরা মানুষ, তার সম্প্রদায় এবং দেশকে ভাঙতে চাই, তাহলে সর্বোত্তম উপায় হল তাদের বিশ্বাস কেন্দ্রগুলিকে সক্রিয় এবং কার্যকর করা।"
শাসিত জনগণের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের এই চিন্তাভাবনা থেকেই তথাকথিত শাসক অধিকৃত দেশের সমস্ত ধর্মীয় স্থানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এগিয়ে যান, কিন্তু একই সাথে খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য ছাড়াই নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিকাশের অনুমতি দেন।

যখন দেখা গেল যে অধিকৃত দেশের একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থানগুলি খুব বেশি অর্থ আকর্ষণ করে না এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা বোঝা, তখন এগুলিকে কেবল সাধারণ প্রার্থনা পরিচালনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এর প্রধান পুরোহিত, সরকারি পুরোহিতকে মাসিক বেতনের কর্মচারী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। আরও যখন দেখা গেল যে মধ্য ও উত্তর ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থানগুলি খুব বেশি অর্থ আকর্ষণ করছে না, তখন এগুলিকেও পুরোহিত এবং তার পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।
দক্ষিণ এবং ভারতের অন্যান্য অংশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং এগুলি থেকে অর্থ আহরণের জন্য দান বিভাগ তৈরি করা হয়েছিল। কম অনুসারী/শিষ্যের সংখ্যা কম এমন কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেও কোনো না কোনো কারণে মুক্ত রাখা হয়েছিল।

হায়! স্বাধীন ভারতে (এবং অন্যান্য অনেক দেশে) এই প্রথা এখনও দৃশ্যমান, যেখানে এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি দান মন্ত্রণালয় এবং একই সাথে অন্যদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

(১০)। একটা সময় ছিল যখন বাড়িতে বাচ্চারা বলত– মা–পা (মা–বাবা), একঘেয়ে লাগছে, চলো মন্দিরে যাই, যেখানে আমরা মজা করব এবং বিনোদন করব, কিন্তু এখন এমন সময় এসেছে যখন বাচ্চারা বলত– মা–পা, মন্দিরে যাওয়া বিরক্তিকর, আমরা সেখানে যাব না, যেখানে আমাদের একঘেয়ে এবং জাগতিক কার্যকলাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এর কারণ হল বিনোদনের ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত ধর্মীয় স্থান মৃত হয়ে গেছে।

উন্মুক্ত ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ নৃত্যধারা (যেমন ভারতনাট্যম, কত্থক, কাচ্চিপুড়ি, কথাকলি, ওড়িশি ইত্যাদি) এবং ভারত, চীন, জাপানের মার্শাল আর্টের ধরণ যেমন কৈরালি–কলা, মল্ল–যুদ্ধ, কুংফু, জুডো–ক্যারাটে, শাওলিন, তীরন্দাজি, বেড়া, তরবারি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ধর্মীয় স্থানগুলি দ্বারা বিকশিত, প্রচারিত এবং সুরক্ষিত হয়েছিল।
এখন তারা যা বাজায় তা বিরক্তিকর, আরও জোরে এবং কোলাহলপূর্ণ, এবং তারা যে ধর্মোপদেশই আয়োজন করে তা বিভিন্ন নিয়ম এবং ধর্মগ্রন্থ থেকে একটি তোতাপাখির ডাক বা ডাকের মতো।

(গ), সঠিক বিনোদনের অভাবে, ব্যক্তিগতভাবে এবং সামগ্রিকভাবে (স্থানীয়ভাবে, জাতীয়ভাবে এবং বিশ্বব্যাপী) মানুষ কেবল বিনোদনের অভাবে ভুগছে না বরং তারা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, কেবলমাত্র শূন্যতা পূরণের জন্য অনেকেই নিম্নমানের নিষ্ক্রিয় বিনোদনের আশ্রয় নিয়েছে। সঠিক কার্যকলাপের যেকোনো দমনের ফলে ভুল বা ক্ষতিকারক কার্যকলাপের প্রতি আসক্তি এবং আসক্তি তৈরি হয়, তা তা তথাকথিত মাদকদ্রব্য হোক বা ইন্টারনেট ভিত্তিক বিনোদন, যার মধ্যে রয়েছে বৃহৎ পরিসরে পর্নো সাইট দেখা।

(ঘ), বিনোদনে নৃত্য, সঙ্গীত, গান, কৌতুক, ফ্যাশন প্যারেড, ফ্যান্সি ড্রেস বা অন্যান্য বিনোদন প্রতিভার সকল ধরণের সুস্থ চিত্রায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং টিকিট সহ বা ছাড়াই সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে। বিনোদন এবং খেলাধুলায় প্রচেষ্টা এবং ব্যয় চিকিৎসা বিল হ্রাসের সাথে সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি একটি অভিজ্ঞতা যে বছরে একটি সাধারণ নয় দিনের গরবা (নৃত্যের উৎসব) চিকিৎসা বিল কমপক্ষে দশ শতাংশ কমাতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের একটি কথা আছে যে 'প্রতিদিন নাচ ডাক্তারদের দূরে রাখতে পারে'।

সকালে ব্যায়াম, দিনের বেলায় আগ্রহ প্রকাশ, সন্ধ্যায় বিনোদন দিনটিকে আনন্দের সাথে শেষ করে এবং ভালো ঘুম এবং প্রফুল্ল সকাল বয়ে আনে। এটিকে একটি নিখুঁত জীবনধারা

বলা যেতে পারে। বিনোদনকে বিশেষ করে শিশু, মহিলা এবং শিল্পীদের সৃজনশীল সাধনা প্রদর্শনের সুযোগ হিসেবেও বিবেচনা করা উচিত।

সরকারগুলির কাছ থেকে যা প্রয়োজন তা হল কেবল বিনোদন কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা নয়, বরং সমাজে বিনোদনের সুযোগ–সুবিধা যেমন অবকাঠামো এবং সরবরাহ সহায়তা প্রদানে সমান অংশীদার হওয়া। যেকোনো সম্প্রদায় বা দেশের জন্য এর মোট সুখ সূচক (GHI) মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) চেয়ে বেশি না হলেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সমান আচরণের দাবি রাখে।

(ঙ), বিনোদনের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাও কর্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস। বিনোদনের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বিধান এবং প্রয়োগের মাধ্যমে বিধিনিষেধের পরিবর্তে সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন। দেখা গেছে যে যেকোনো বিনোদন অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ছয় শতাংশ মানুষ এর ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকের সাথে জড়িত থাকে (সেটি প্রকৃত পরিবেশনা, শিক্ষিত ও দক্ষ হওয়া, শিক্ষা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ প্রদান)। এর অর্থ হল এই বিনোদন সমাজের দ্বারা জনসংখ্যার কমপক্ষে ছয় শতাংশের জন্য কর্মসংস্থান/প্রবৃত্তি প্রদান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, **ভারতে বিনোদন প্রায় আট কোটি মানুষকে সরাসরি সম্পৃক্ততা/কর্মসংস্থান প্রদান করবে বলে অনুমান করা হয়।**

বলা হয় যে ঘুমের আগে শেষ জিনিস এবং অনুভূতি (এমনকি মৃত্যুও) পরের সকালের প্রথম স্মৃতি হয়ে ওঠে, তাই আমরা বলি যে – শেষ ভালো হলে সবকিছু ঠিক আছে (অন্ত ভলা তো সব ভলা), কারণ পরের সকাল, পরবর্তী ঘটনা এমনকি পরবর্তী জন্মও একটি আনন্দের সুর দিয়ে শুরু হবে। সন্ধ্যায় একটি বিনোদন অবশ্যই পরের দিন সকালে ভালো অনুভূতি নিয়ে আসবে, তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বিনোদন সুরক্ষা একটি সমাজ এবং জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি তার নাগরিকদের প্রদান করতে পারে।
বিনোদনের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে আমরা ভারত এবং অন্যত্র প্রয়োজনীয় আলোচনা এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে চাই। ***

5. গরুর মাংসের অর্থনীতিতে তেজি ভাব এবং গরু ও খোজা ষাঁড়ের অর্থনীতিতে

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল, জমা দেওয়াটিতে রয়েছে: (১)। গরুর মাংসের উপর কাল্পনিক আলোচনা (২)। গ্রামাঞ্চলের গল্প এবং শিক্ষকদের মধ্যে সমাধান কেন্দ্রিক আলোচনা:

(১) গরুর মাংস সম্পর্কে কাল্পনিক আলোচনা:

গরুর মাংস ভক্ষণকারী দেশগুলির খাদ্য নিরাপত্তা পরিষদের কাল্পনিক আলোচনাটি নিম্নরূপ:

সদস্য– প্রশ্ন: আমাদের এখানে যখন জলবায়ুর কারণে গরুর মাংসের মালিকানা নেই এবং গরু পালনও কষ্টকর, তখন আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে আমাদের জন্য গরুর মাংসের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে?

প্রধান– উত্তর: আমরা ভারতীয় উপমহাদেশ, ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকান দেশগুলি থেকে একই জিনিস আমদানি করি এবং চিন্তার কোনও কারণ নেই, বরং তারা প্রচুর পরিমাণে এটি রপ্তানি করতে পছন্দ করে।

প্রশ্ন: ঠিক আছে, কিন্তু কেউ কখনও জানে না, যদি গরুর সরবরাহ কমে যায়, তাহলে গরুর মাংসের উৎপাদন কম হবে, যা একদিকে দাম বাড়িয়ে দেবে এবং অন্যদিকে আমাদের দেশে গরুর মাংসের ক্ষুধা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, আমরা কি এই দিকে কোনও পদক্ষেপ নিয়েছি?

উত্তর: যদিও আমরা এখানে সাধারণ চা এবং কফি গ্রহণ করি, আমরা ঐ দেশগুলিতে দুধ এবং চিনির মিশ্রণকে উৎসাহিত করেছি।

ভারতের মতো দেশে, সাধারণ চা এবং কফি মানে চা, যাতে চা পাতা/দানা, জল, দুধ এবং চিনি থাকে এবং বিশেষ চা মানে এলাচ, আদা, তুলসী ইত্যাদি যোগ করা হয়, কারণ এই কারণেই তাদের দুধের চাহিদা বেশি থাকবে যার ফলে গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদির সংখ্যা বেশি হবে।

যখন দুধের সরবরাহ কমে যায়, তখন এই পোষা প্রাণীগুলিকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়; এই অবসরপ্রাপ্ত গরু এবং মহিষগুলি আমাদের গরুর মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট।

আমাদের কাছে গরুর মাংসের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আমরা নিশ্চিত করি যে চা এবং কফির সাথে কেবল দুধযুক্ত এই দেশগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে, তারপরে আমরা দুগ্ধ শিল্প, চিনি শিল্প, চা এবং কফি বাগানের প্রচারের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করি, তারপরে আমরা চিনি এবং দুগ্ধজাত পণ্যের উপর ভর্তুকি কীভাবে প্রয়োজনীয় তা তুলে ধরি, যাতে এই পণ্যগুলি এই দেশগুলির সাধারণ মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে থাকে। তারপরে আমরা গরুর জন্য পশুখাদ্য এবং ঘাস নিশ্চিত করার জন্য কৃষিকে উৎসাহিত

করি, এবং আমরা নিশ্চিত করি যে বন কাটা হলে বা বন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কৃষি এবং তৃণভূমি বৃদ্ধির জন্য কেউ বেশি শব্দ না করে।

প্রশ্ন: যদি তাই হয়, তাহলে আমরা কি গরুর মাংস খাওয়ার জন্য এত টাকা বিনিয়োগ করছি? এই টাকা গণনা করার জন্য আমরা কি কিছু করি?
উত্তর: ওহ! হ্যাঁ। এটা সাধারণ যে যদি কেউ চিনি এবং দুধের সাথে চা এবং কফি মিশিয়ে পান করতে থাকে, তাহলে অবশ্যই স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেবে যার শুরু হবে মুখের স্বাস্থ্যবিধি এবং হজমের অবনতি। শরীরের এই দুটি ক্ষেত্র থেকেই সমস্ত রোগের সূত্রপাত হয়। তাই এটা নিশ্চিত যে দুধ এবং চিনি দিয়ে চা এবং কফি মিশিয়ে খাওয়ার প্রায় সকল গ্রাহকই স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়বেন এবং ডাক্তারের কাছে যেতে বাধ্য হবেন এবং ওষুধ কিনতে বাধ্য হবেন। আমরা শেষ পর্যন্ত ওষুধ কোম্পানি এবং হাসপাতালের শৃঙ্খলের বিশাল মালিকানা অর্জন করেছি। এর ফলে আমাদের প্রচুর লাভ হবে যা ঐসব দেশে দুগ্ধ এবং চিনি ব্যবসার প্রচারে আমরা যে বিনিয়োগ করি তার চেয়ে অনেক বেশি।

এছাড়াও, আমরা গণমাধ্যমে (সংবাদপত্র, সংবাদ চ্যানেল এবং সোশ্যাল সাইটের যথেষ্ট অংশ) পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ করেছি যাতে তারা আমাদের কণ্ঠস্বর এবং অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে (তাদের বা অন্য কারোর নয়)। এটি আমাদেরকে সেই দেশগুলিতে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলেছে যে আমরা আমাদের শর্তাবলী নির্ধারণ করার অবস্থানে থাকতে পারি এবং একই সাথে এই বিনিয়োগ থেকে আমাদের লাভের অংশও অর্জন করতে পারি।

প্রশ্ন: শোনা যায় যে খুব কম লোকই গরুকে মা বলে মনে করে, তাদের কীভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে?
উত্তর: আমরা মাদার ডেয়ারির ধারণা প্রচার করেছি, এবং প্রতিদিন অন্তত এক গ্লাস দুধ পান করা কতটা ভালো, আমরা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ এবং লেখার ফাঁদে অন্ধ, ভীতু, কাপুরুষ রাখার জন্য সবকিছু করি, যেমন, দুধ অমৃত – সুধা, তাই সুধা ডেইরি, দুধ অমূল্য: অমূল্য – আমুল ডেইরি, তাই আমুল দুধ – ভারতের স্বাদ, এভাবেই তারা সন্তুষ্ট এবং সংযত থাকে।
তুমি অবাক হবে যে, তথাকথিত জ্ঞানী বক্তারা গরুকে মা বলে সম্বোধন করেন কিন্তু তাদের ধর্মোপদেশের সময় দুধ ও চিনির সাথে চা-কফি মিশিয়ে পরিবেশন করতে আপত্তি করেন না, বরং তারা নিজেরাই তা খেতে আপত্তি করেন না।
এদের মধ্যে খুব কম লোকই চায়ের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছিল, কিন্তু তারা দুধ এবং চিনির কোনও উল্লেখ না করেই আয়ুর্বেদিক চা দিয়েছিল।
তাছাড়া, এই ধর্মপ্রচারকরা আমাদের দেশগুলিতে ভ্রমণ করে এবং গরুর মাংস ভক্ষণকারী সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাদের জ্ঞান (যাকে তারা প্রজ্ঞা বলে) ভাগ করে নেওয়ার সময় আনন্দিত বোধ করেন, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নৈবেদ্য দেখে তারা অন্ধ হয়ে যান বলে মনে হয়।

তারপর বেশিরভাগ পুরুষ এবং মহিলা তাদের জীবনের শূন্যতা পূরণের জন্য চা এবং কফির মধ্যে পদার্থ খুঁজে পান।
যখন ধর্মীয় প্রচারক এবং মহিলারা বাড়িতে, কর্মী এবং অফিসার, অনুসারী এবং নেতারা "গরু তাদের মা" স্লোগানের মধ্যে চিনি এবং দুধ মিশিয়ে চা এবং কফি তৈরি, খাওয়া এবং পরিবেশন করতে ব্যস্ত হন, তখন কেউ নিশ্চিত হতে পারেন যে কেবল গরুর মাংসের সরবরাহই নয়, আরও অনেক জিনিস এবং পরিষেবাও অব্যাহত থাকবে। এর পাশাপাশি, তারা স্বাগত পানীয় হিসাবে দুধ এবং চিনি মিশ্রিত চা এবং কফি সরবরাহ করার একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, তাই আমাদের এই ভণ্ডদের কাছ থেকে যে কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত।

প্রশ্ন: এর মানে হল আমরা গরুর মাংসের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে আয়ও করছি, এটা কি আমাদের বুদ্ধিমত্তা এবং তাদের নিছক বোকামি বলে মনে হয় না?
উত্তর: হা হা,

প্রশ্ন: যদি তারা বাস্তবতা বুঝতে পারে?
উত্তর: এটা এমন নয় যে কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু তারা সংখ্যায় খুব কম এবং প্রতিবারই যখন তারা চিনি ও দুধ মিশ্রিত চা ও কফির প্রতি আসক্ত, দুগ্ধজাত পণ্য থেকে লাভবান ব্যক্তিদের পাশাপাশি হাসপাতাল ও ওষুধ কোম্পানির লোকজনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে, তখনই তারা কমবেশি দমন করা হয়।
এটাকে সহজে দূর করা যাবে না; এটা এই দেশগুলিতে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের কারণ হতে পারে যা তাদের নেতারা যেকোনো মূল্যে এড়াতে চান এবং যদি তারা (ওই দেশগুলির নেতারা) ব্যর্থ হন তবে আমাদের এই দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। আমাদের জন্য অন্যদের উপর নির্যাতন চালানো, মারামারি, সংঘর্ষ, যুদ্ধের জন্য অন্যদের উস্কে দেওয়া একটি খেলা/খেলা যা এই নেতাদের অনেকেই জানেন, তাই আমাদের ভয় পান।
তাছাড়া দুধ ও চিনি মিশ্রিত চা ও কফি থেকে আসক্তিমুক্ত হতে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগে যা আবার সমগ্র সম্প্রদায় এবং দেশের পক্ষে জড়িত হওয়া এবং পর্যবেক্ষণ করা কঠিন।

প্রশ্ন: আপনি যে লম্বা দাবি করছেন তার কোন উদাহরণ দিতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, তারা আছে:
(ক) উদাহরণস্বরূপ, রাজনৈতিক মহলে এই বিশ্বাস প্রচার করা হয়েছিল যে মুসলমানরাই গরু জবাই করছে এবং মুসলমানদের মধ্যেও এটা তাদের মৌলিক অধিকার, এবং এর ফলে গরুর মাংস নিয়ে একটি শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে বাস্তবতা হল যে গরুর মাংস সরবরাহকারী বেশিরভাগ স্বয়ংক্রিয় কসাইখানা অমুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত এবং মালিকানাধীন (যাদের মধ্যে সেই সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত যারা প্রতিটি নিয়ম এবং প্রতিটি রূপে অহিংসার পক্ষে পূর্ণ আওয়াজ/আওয়াজ তোলে)।

(খ) ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ শুনানির সময় ২০০৫ সালে গরু রক্ষার জন্য একটি রায় দেয় কিন্তু সরকারের কেউ তাতে কর্ণপাত করেনি।

(গ) নিষিদ্ধকরণ বিলটি সংসদে তিনবার পাস হয়েছে কিন্তু
(i) প্রায় দুই হাজার এক বছরে একবার সরকার সকালে বিলটি উপস্থাপন করে কিন্তু সন্ধ্যায় বিলটি প্রত্যাহার করে নেয় এই বলে যে এটি পরে আলোচনা করা হবে,
(ii) অন্য একটি ক্ষেত্রে, গরুর মাংস নিষিদ্ধ করার বিলটি পাস হতে চলেছে, ঠিক তখনই একজন মহিলা সংসদ সদস্য (হিন্দু সম্প্রদায়ের বলে দাবি করে) বললেন, আমি গরুর মাংস খাই, তাই যদি বিলটি পাস হয় তবে আমার পছন্দের খাবার খাওয়ার মৌলিক অধিকারের কী হবে, এবং বিলটি বাতিল হয়ে গেল?
(iii) তৃতীয় দফায় যখন বিলটি পেশ করা হয়েছিল, তখন কলকাতার একজন হিন্দু সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক (যিনি একবার ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাখিল করেছিলেন) লিখেছিলেন যে তিনি গরুর মাংস খান এবং তার এবং তার মতো ব্যক্তিদের কী হবে – এই বক্তব্যকে চলচ্চিত্র শিল্পের কয়েকজন ব্যক্তিত্ব (সকলেই হিন্দু) সমর্থন করেছিলেন এবং বিলটি আবারও বাদ পড়ে যায়। তারপর থেকে, আমরা খুব কম কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু এমন কোনও উল্লেখযোগ্য কথা নেই যে কেউ বলতে পারে যে গরুর মাংস নিষিদ্ধ করার জন্য একটি বিল সংসদে পেশ করা হবে।
(ঘ) স্পেনে পূর্ণাঙ্গ ষাঁড়ের লড়াইয়ের আসর রয়েছে কিন্তু ভারতের তামিলনাড়ুর মিডিয়াও এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে।
(ঙ) আমরা গরুর মহিমা প্রচার করি, ষাঁড়ের ব্যাপারে নীরব থাকি; কেউ গরু ও ষাঁড়, মহিষ ও বাফের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পার্থক্য, অল্প বয়সে গরু ও মহিষের পুরুষ সন্তানদের খাবার বন্ধ করে হত্যা, অল্প বয়সে ষাঁড় ও বাফের খোজাকরণ, সহজে মালচিংয়ের জন্য গরু ও মহিষকে ইনজেকশন দেওয়া, গরু ও মহিষের মালচিংয়ের জন্য মেশিন ব্যবহার এবং গরু ও মহিষের কৃত্রিম প্রজননের কথা বলে না।
এরকম অনেক উদাহরণ আছে।

প্রশ্ন: তাই কি? তারা কেমন মানুষ?
উত্তর: তুমি নিজের সিদ্ধান্তে আসতে পারো, ভণ্ড, অথবা আবেগগতভাবে, নৈতিকভাবে, জীবিত অবস্থায় মৃত অথবা তুমি যা ইচ্ছা কর। এই লোকেরা যখন বেশিরভাগ ষাঁড়কে খোজা করতে শুরু করে, তখন থেকেই তাদের অধঃপতন ঘটে, যার ফলে বংশধরদের জন্য খুব কমই থাকে, তারপর এই লোকেরা খাজা ষাঁড় নামক ষাঁড়টিকে কৃষিকাজে এবং গরুর গাড়িতে ব্যবহার করতে শুরু করে, যার ফলে এই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষত্বহীনতা, অজাচার, হতাশা, অসহায়ত্ব দেখা দেয়।
অধিকন্তু, যখন খুব কম ধর্মই আনুষ্ঠানিকভাবে মাংস খাওয়াকে গ্রহণ করেছিল, পছন্দের অযোগ্যতার মূল্য উল্লেখ করে এবং ধর্মোপদেশ দিয়েছিল যে এই ধরণের শিষ্যদের তাদের খাবার নির্বাচন করার কোনও বিচক্ষণতা থাকা উচিত নয়, এবং অন্য ধর্ম বলেছিল যে

সরাসরি হত্যা থেকে দূরে থাকা উচিত, তবে হত্যার ফল উপভোগ করা যেতে পারে (যেমন কৃষি অনেক সহিংসতা সৃষ্টি করে, তাই কৃষি থেকে দূরে থাকা উচিত, কিন্তু কৃষির ব্যবসা করা যেতে পারে), তখন এই মানুষগুলিকে কমবেশি উপযোগী করে তুলেছিল।

প্রশ্ন: আরও দুটি প্রশ্ন আছে, একটি হলো আমরা যে গরুর মাংস পাচ্ছি তার মান এবং দ্বিতীয়ত, পরিবেশগত বিপর্যয় কি আমাদের উপর প্রভাব ফেলবে? আখ, চা, কফি, ঘাস চাষের জন্য অতিরিক্ত গাছ কাটার ফলে কি এই পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটছে? সেই সাথে অল্প পরিমাণে আদা, এলাচ, যা চা তৈরির জন্য প্রয়োজন, দুধ, চিনি এবং মশলা দিয়ে তৈরি।
উত্তর: এটি অবশ্যই উদ্বেগের কারণ যার জন্য আমরা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলি প্রচার করেছি, আশা করা হচ্ছে যে এই অনুশীলন থেকে কিছু সমাধান বেরিয়ে আসবে, চিন্তা করবেন না।
প্রশ্ন: তাহলে, আমরা কি গরুর মাংসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই, যতক্ষণ না আমরা আমাদের আধিপত্য বজায় রাখি, ততক্ষণ বিশ্রামের সময়ই মূল বিষয়।
প্রশ্ন: শেষ একটা প্রশ্ন, আমরা আর কতদিন তাদের উপর নির্ভরশীল থাকব?
উত্তর: এই প্রশ্নটি তাদের আরও বেশি মাথা ঘামানো উচিত। আমরা সকলেই মানুষ এবং প্রতিটি জাতি আমাদের শারীরিক, মানসিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে প্রায় সমান। তাদের উপর আমাদের সুবিধা আমাদের অতিরিক্ত শক্তির কারণে নয় বরং তাদের দুর্বলতার কারণে বেশি। এটা সহজ যে কেউ যদি ষাঁড় হত্যা করে, তাহলে তাকে নির্যাতন করা হবে, যদি কেউ নির্দয়ভাবে ষাঁড় খোজা করে, তাহলে তার সাথে ষাঁড়ের মতো নির্দয় আচরণ করা হবে এবং এভাবে সে কাপুরুষ হয়ে যাবে এবং প্রতিরোধ করার অবস্থানে থাকবে না। যারা ষাঁড়, গরু, বাঘ এবং মহিষ ব্যবহার করে এবং নির্যাতন করে, তাদের অবস্থা দেখুন, এটি কতটা করুণ, তারা কৃষক, দুধওয়ালা বা তাদের পুরোহিত যাই হোক না কেন, আপনার কি মনে হয় তাদের কখনও তাদের পথ সংশোধন করার মন থাকবে? একভাবে তারা যে দেবতাকে প্রার্থনা করে তাকেই বিরক্ত করেছে। তাদের উপর আমাদের সুবিধা সম্পর্কে আপনি আর কী শুনতে চান?

(২)। <u>গ্রামাঞ্চলের গল্প এবং সমাধান কেন্দ্রিক আলোচনা, মাস্টারদের মধ্যে</u>:

(২.ক)। আধ্যাত্মিক মহলে বলা হয় যে এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার (স্থানীয় এবং ল্যাটিন) মানুষ প্রায় একই সমতলে কম্পিত হতে দেখা গেছে, কমবেশি একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে খুব ছন্দবদ্ধ সুরে। তারা একসাথে উঠে আসে এবং শিখর স্পর্শ করে, শতাব্দী ধরে শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে সেখানে থাকে এবং প্রকৃতির চক্রের ঘটনাগুলি একসাথে অতল গহ্বরে (পাথরের নীচে) পড়ে যায়।

যখন এগুলো শীর্ষে ছিল, তখন জীবন বিজ্ঞান, শিল্পকলা, পরিবার ও সমাজের ব্যবস্থাপনা, কাজ ও সম্পদ, প্রশাসন ও ন্যায়বিচার ইত্যাদি বিষয়ে সর্বোত্তম বিজ্ঞান আলকেমি (পারদ

ও অন্যান্য ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করা) গ্রন্থ তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পরিবেশে টিকে ছিল যা আজ অনেকেই কল্পনাও করতে পারে না।
যারা এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা বোঝেন যে, সমস্ত কম্পন, এর ফলে সৃষ্ট তরঙ্গ, এই তরঙ্গের উত্থান-পতনকে ঈশ্বরের প্রদত্ত বিধান বলা যেতে পারে এবং পূর্ণ নম্রতার সাথে পরিবর্তনগুলি গ্রহণ করেন।

(২.খ) একটি সংক্ষিপ্ত গল্প :

খুব কম লোকই জিজ্ঞাসা করে যে যদি সিস্টেমটি এত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তবে আমাদের এই পতন কীভাবে হল?
বলা হয়ে থাকে যে, এমন এক সময় ছিল (প্রায় তিন-চার হাজার বছর আগে) যখন পৃথিবীর সবকিছুই যথেষ্ট সোজা এবং সূক্ষ্মভাবে চলছিল।
কিন্তু একদিন ঈশ্বর নরক থেকে একটি প্রতিনিধি পেলেন, যিনি বললেন: "হে প্রভু, আপনার প্রভু স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি করেছেন, এবং আপনার বিবেচনার ভিত্তিতেই আমরা নরকে কাজ করতে পারি। প্রভুর আদেশ অনুসারে আমরা "২৪x৭x৩৬৫ নরক পরিচালনা করছি", কিন্তু আপনার প্রভু হয়তো লক্ষ্য করতে চাইবেন যে গত কয়েক শতাব্দী ধরে আমরা আমাদের সেবা প্রদানের জন্য শূন্য (কেউ) পাইনি।

প্রতিনিধিরা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এটা, আপনার প্রভু খুব ভালোভাবে নরক বন্ধ করে আমাদের অন্য কোথাও পাঠাতে পারেন? আপনার প্রভু আমাদের প্রতি করুণা করেছেন! দয়া করে আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য বিরক্ত, অযোগ্য, অলস এবং একরকম অকেজো বোধ করা থেকে বাঁচান।

একই সাথে স্বর্গ থেকেও তাৎক্ষণিকভাবে একটি প্রতিনিধিত্ব পাওয়া যায় যেখানে দীর্ঘ অপেক্ষার লাইন, অবিরাম কাজ সহ স্বর্গের মানের অবনতির বিষয়টি জমা দেওয়া হয়।

এই দেবতা স্বর্গ ও নরকের কর্মীদের দুর্দশা দেখে করুণা বোধ করলেন এবং বললেন চিন্তা করো না, ধৈর্য ধরো, এতে যা প্রয়োজন তা হবে।

(২.খ.১), বলা হয় যে, ঈশ্বর স্বর্গ ও নরকের প্রতি এতটাই অনুগ্রহ করেছিলেন যে, সমগ্র মানবজাতি নিজেদেরকে কলুষিত করে ফেলেছে এবং এর ফলে স্বর্গের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং কেবল নরকের জন্যই নয়, বরং পৃথিবীতে তাদের জীবন নরকের মতো কাটানোরও যোগ্য হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর পুরো দৃশ্যপট একসময়ের স্বর্গ থেকে এখন পৃথিবীর প্রতিটি কোণে সমস্যায় পরিণত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বলা হয় যে গত কয়েক হাজার বছরে স্বর্গ ও নরকের জন্য টেবিলটি পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এখন ঈশ্বরকে স্বর্গ ও নরক, শূন্যতার স্বর্গ এবং জনতার নরকের বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। প্রতিনিধিরা বলছেন যে স্বর্গ সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া অতীতের জিনিসে পরিণত হয়েছে এবং নরকই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(২.খ.২), মাস্টার্স নিম্নলিখিত কারণগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছেন কেন মানুষ একটি অবনমিত পরিস্থিতিতে আটকা পড়ে এবং তারপর নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়:

ক) কারণ ঈশ্বর চান যে এটি এমনই হোক, অথবা এটি আমাদের দুর্ভাগ্য, অথবা এটি আমাদের কর্মের (কর্ম–কর্মের) ফলাফল, অথবা, সবকিছুই একটি মায়া (মায়া),

খ) পরিবারের পিতামাতা অথবা বৃদ্ধদের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা তীর্থযাত্রা বা সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন এবং ধূর্ত শিল্পের কর্তারা সেই অবশিষ্ট স্থানে আশ্রয় পেয়েছেন এবং নিজেদেরকে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে দাবি করেছেন যারা এই পরিবার বা সমাজকে নীচে ঠেলে দিয়েছেন।

গ) , এটা তখনই ঘটে যখন সবকিছু সহজ হয়ে যায় এবং রাজা/রানী, রাজপুত্র/রাজকন্যা, রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট যোগ্য বোধ করতে শুরু করেন এবং সরলতা এবং দয়ালুতার এই গুরু/দ্রষ্টা/ঋষিদের উপেক্ষা করেন। অবহেলার পরিবেশে, গুরু/ঋষি/ঋষিরা স্থান ত্যাগ করেন।

ঘ) যখন সম্মানিত সদস্য এবং সম্মানিত সিনিয়ররা কেন্দ্র ত্যাগ করেন, তখন গতির কারণে কিছু সময়ের জন্য জিনিসপত্র সহজেই চলে যায়, কিন্তু সেই গতির পরে একটি ছোট সমস্যাও ঝড়ে পরিণত হয় এবং সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

ঙ) সাধু/সাধু এবং ঋষিদের অনুপস্থিতিতে যে পরিবর্তন আসে তা হল পানীয়, খাদ্য এবং কামোদ্দীপক পরিবার এবং সমাজের ব্যবহার যা সবকিছুকে উল্টেপাল্টে বা বিপরীতভাবে পরিবর্তন করে। এটা সাধারণ যে এই জিনিসগুলি (পানীয়, খাদ্য এবং কামোদ্দীপক) সমাজে যেকোনো পরিবর্তন আনতে যথেষ্ট, ভালো থেকে খারাপ, খারাপ থেকে খারাপ, রাজত্ব থেকে দাসত্ব এবং বিপরীতভাবে।

একটি সময় পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত সত্য যে কোনও সন্দেহের বাইরে যে পানীয় (জল, দুধ, ফলের রস, স্যুপ) কণ্ঠস্বরকে প্রভাবিত করে, খাবার মেজাজ/মনকে প্রভাবিত করে এবং নেশা অবস্থা/ভাগ্য নির্ধারণ করে (যেমন জল ভাইসি ভয়েস , যেমন খাদ্য ভাইসা মন , যেমন ওষুধ ভাইসি অবস্থা : যেমন জল, তেমন কণ্ঠস্বর, যেমন খাদ্য, তেমন মেজাজ/মন, যেমন নেশা, তেমন অবস্থা)।

আরও-পানীয় এবং খাদ্য কেবল মুখে বা ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় না বরং খাদ্য এবং পানীয় এমন অনেক জিনিস যা মানুষ চোখ, কান, নাক এবং স্পর্শ থেকে গ্রহণ করে। বলা হয় যে সম্পদ, নাম, খ্যাতি, ক্ষমতা এমনকি জ্ঞানের নেশা আরও পরিশীলিত এবং আরও স্থায়ী, তাই বলা যেতে পারে যে এটি মানবজাতিকে নষ্ট করার জন্য আরও বিপজ্জনক/বিষাক্ত।
আরও কী, যেভাবে এই (পানীয়, খাদ্য এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য) সংগ্রহ করা হয়েছিল (উত্থিত, সংগ্রহ করা, প্রক্রিয়াজাত করা, সংরক্ষণ করা, রান্না করা বা ফ্রিজে রাখা), পরিবেশন করা এবং গ্রহণ করা হয়েছিল (মাতাল এবং খাওয়া) তা গ্রহীতার কণ্ঠস্বর, মন এবং অবস্থা গঠন করে। এইভাবে পানীয়, খাদ্য এবং নেশার এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি দিক মানবজাতি এবং আমাদের সমগ্র বায়ুমণ্ডল/পরিবেশকে প্রভাবিত করছে বলে বলা হয়।

চ) , মাস্টারদের অনুপস্থিতিতে, যদি সাধারণ মানুষকে অবাধে নেশাজাতীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হয়, তাহলে তারা ধূর্ত শিল্পের মাস্টারদের সহজ শিকারে পরিণত হয় এবং এমনকি এমন গুরুতর অপরাধও করতে পারে যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।
বলা হয়ে থাকে যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা যখন ধূর্ত শিল্প ও নিষিদ্ধ বিজ্ঞানের প্রভুর সংস্পর্শে আসত, তখন তারা একটি অপরাধ করত, যেমন পশুদের দুধ ঘষে ঘষে বাছুরদের ক্ষুধার্ত রেখে, ষাঁড়, বাঘ, ছাগল, ভেড়াকে খোজা করে বন্ধু/আত্মীয়দের পরিবর্তে দাস/যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা, যা দুর্ভাগ্যবশত এখনও আরও জঘন্যভাবে সংঘটিত হচ্ছে।
বিনিময়ে মানবজাতি এই সমস্ত প্রাণীর দ্বারা অভিশপ্ত হচ্ছে। বলা যেতে পারে যে সমস্ত দুধ এবং ক্ষেতের সমস্ত ফসল অভিশপ্ত হয়ে যাবে। এই অভিশপ্ত দুধ পান করা এবং এই অভিশপ্ত খাবার খাওয়া মানবজাতির সমস্ত মন্দ কাজের মূল বলা যেতে পারে।

(ছ) কথিত আছে যে মহর্ষি দুর্বাসাই প্রথম যিনি "মাতা গরু" বলেছিলেন এবং প্রেম ও শক্তির প্রতীক ষাঁড়ের সাথে গরুর প্রার্থনা করেছিলেন।
পৃথিবীর সকল ধর্মেই গরু ও ষাঁড়ের সাথে কিছু সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়, খুব কম লোকই গরুকে তাদের বলিদান এবং শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ বলে মনে করে, যেখানে খুব কম লোকই গরু ও ষাঁড়কে পবিত্র বলে মনে করে। একটি ধর্ম বলে যে বর্তমান জ্ঞানী ব্যক্তিত্বরা মুক্তির আগে তাদের পূর্ববর্তী জন্মে গরু হতেন, তাই, তাদের ধর্মে একটি গরুকে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে মুক্তি পাওয়ার পরে পূজা করা হবে। খুব কম ধর্মীয় ব্যক্তিই এমনকি যোগ করেন যে বর্তমান অবতারে গরু ও ষাঁড় দেবতা ও দেবীর অভিশাপ হিসাবে জীবনযাপন করছে। কিন্তু একটি বিষয় অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে হয় যে, এই সমস্ত ধর্মের লোকেরা একসাথে গরু ও ষাঁড়ের উপর অপরাধ করার কোনও কসরত রাখেনি, যা পারস্পরিকভাবে সমগ্র মানবজাতিকে কেবল দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছে না বরং সমগ্র পৃথিবী এবং এর বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করেছে।

(জ) বলা হয় যে, মানুষের অতিরিক্ত দুধের উন্মাদনা ছোটবেলা থেকেই তাদের সন্তানদের এতটাই কলুষিত করে ফেলেছে যে, যখন তারা বড় হয় তখন তারা প্রথমেই এটিকে (বাছুরদের তাদের মায়ের দুধ পান করতে বাধা দেওয়া, পুরুষ সন্তান হত্যা এবং খোজাকরণ) অপরাধ বলে মনে করে না।
এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে দুধ দেওয়া পশুদের উপর এই অপরাধ তাদেরও বিরক্ত করে না যারা মা গরু এবং শক্তিশালী নন্দীর প্রশংসায় স্লোগান দিতে থাকে।

হায়! এমনকি সাধু-সাধ্বী, শুভগুরু এবং সদ-গুরুর সমগ্র জাতও পশুদের উপর অপরাধ প্ররোচিত করে সংগৃহীত দুধ পান করে এতটাই কলুষিত হয়ে গেছে যে সমাজে তাদের অধিকার আর চলে না।

এটা বলা যেতে পারে যে সাধু, সাধ্বী, স্বামী, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি ধারার জন্য সমস্ত আরাম-আয়েশ পরিহার করে আত্মশুদ্ধি, গভীর ধ্যান এবং বৃহৎ যজ্ঞ (নিঃস্বার্থ কর্ম) প্রয়োজন। তাদের প্রতি তাদের নিজস্ব আস্থা ও বিশ্বাস পুনরুদ্ধার এবং জনসাধারণকে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং গৌরব অর্জনের অধিকারী হওয়ার জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপ।

এটি সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করে এবং সকলকে এই প্রার্থনায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করে যাতে আমরা গরু ও ষাঁড়ের উপর আরও অপরাধ করা থেকে বিরত থাকতে পারি এবং সমগ্র জীব ও নির্জীবের সম্মান পুনরুদ্ধার করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি পাই। এটি ছাড়া কোনও অর্থনীতি টিকতে পারে না।
ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন,

6. নেশার মিতব্যয়িতা অথবা অর্থনীতির নেশা

(১), মদ, সিগারেট এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য বিক্রি থেকে সংগৃহীত কর থেকে সরকারের আয় সর্বদা এই পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট রোগের চিকিৎসায় ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম বলে দেখা যায়, তবুও সরকার এই ধরণের বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের প্রতি এতটাই মুগ্ধ হয়ে পড়ে যে সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী লকডাউনের পর সরকার প্রথম কাজটি করেছিল বিয়ার এবং ওয়াইন বিক্রির দোকানগুলি খুলে দেওয়া।
হায়! এ কেমন অর্থনীতি – মাতালদের কাঁধে ভর করে চলছে? এমন অর্থনীতি কি সমাজের জন্য একটি সুস্থ ও সুখী পরিস্থিতি বয়ে আনতে পারে?

(২), মদ, সিগারেট এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য বিক্রি থেকে আদায় করা কর থেকে সরকার যে আয় করে, এই ধারণাটি কেবল অসুস্থতাই নয় বরং এটিকে শয়তানীও বলা যেতে পারে। উৎসব এবং অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করার স্লোগান মূলত মাদকের প্রচারের একটি বিজ্ঞাপন, যেখানে সিগারেট এবং বিড়ির প্যাকেটে সতর্কতা এবং ভয়ঙ্কর ছবি ছাপিয়ে এগুলোর উপর কর উপভোগ করা আমাদের সন্দেহজনক আচরণ।

(৩), নিজেকে বা অন্যদের ক্ষতি করার জন্য, মাদক ও মদই সবচেয়ে ভালো উপায়, তথাকথিত লাভ জিহাদ (প্রেম-যুদ্ধ) এবং নারকো জিহাদ (মাদক-যুদ্ধ) – ভারতের কয়েকটি রাজ্য এবং অন্যান্য অনেক দেশে ব্যবহৃত শব্দগুলি এর সামাজিক প্রভাব যা দেহ এবং এর অঙ্গগুলির ধূসর বাজারের দিকে পরিচালিত করে। উড়তা-পাঞ্জাব (উড়ন্ত পাঞ্জাব) এর মতো মাদকের উপর নির্মিত একটি সিনেমা কেবল একটি ট্রেলার ছিল, যেখানে বাস্তবতা হল, মাদকদ্রব্যও সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ হয়ে উঠছে। দেখা গেছে যে দেশের অনেক অংশে দশ বছরের কম বয়সী শিশুরা কাশির সিরাপ, ক্যাপসুল খাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের ইরেজার, বুটপলিশ সেবন করছে।

(৪), এটা আশ্চর্যজনক যে দুধ এবং চিনিযুক্ত চা এবং কফি মাদকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়, যা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি, পরিবার, দেশ এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য হ্যাশ, হেরোইন এবং এলএসডি-র মতো অন্য যেকোনো মাদকের চেয়ে বড় ক্ষতিকারক প্রজননকারী পদার্থ। দুধ ও চিনি মিশিয়ে চা ও কফির আসক্তি মদের তুলনায় অনেক বেশি অর্থহীন। তাছাড়া দুধ ও চিনি মিশিয়ে চা ও কফি নারীর মায়ের (গাই, গঙ্গা, গৌরী) অর্থাৎ গরু, নদী এবং পৃথিবীর সমগ্র পরিবেশের, অর্থাৎ আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের জন্য প্রচণ্ড যন্ত্রণার কারণ হয়।

(৫), সাধারণত প্রতিটি জীব (মানুষের ক্ষেত্রেও) স্বাধীন (আদর্শভাবে স্বাধীন হওয়া উচিত) যে সে কী করবে, কী খাবে, পান করবে এবং কোথায় থাকবে, ঘুমাবে তা নির্ধারণ করবে, যদিও সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করবে। যাইহোক, দাসত্ব এবং বন্ধনের পরিস্থিতিতে,

দাসদের তাদের প্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করতে হয় এবং দাস কী করবে, দাস কী পরবে (এবং বহন করবে), দাস কী খাবে, পান করবে এবং ধূমপান করবে, দাস কোথায় এবং কখন ঘুমাবে তা নির্ধারণ করে প্রভুই।
যদিও দাসদের জন্য পালানো, প্রভুকে হত্যা করা, হত্যা করা বা আত্মহত্যার বিকল্প সর্বদা উন্মুক্ত, কিন্তু ভারতের মতো দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জনের পরেও একই নিয়ম এবং নিয়ন্ত্রণ অনুসরণ করা ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তি দাস মানসিকতার অধিকারী, অন্যথায় সরকার কীভাবে চিন্তা করে যে সে কী খায়, পান করে এবং ধূমপান করে? এগুলি কি ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সর্বোপরি সামাজিক সমস্যা নয় এবং কেবল তাদের উপর ছেড়ে দিতে হবে?

(৬) তথাকথিত মাদকদ্রব্য – আফিম, গাঁজা, ধাতুরা (শিং আপেল) যা ভগবান শিবের কাছে কাঁচা অবস্থায় উৎসর্গ করা হয়, তা স্নায়ুতন্ত্রকে শিথিল করে, অন্যদিকে মদ – পচা ফল এবং শস্য দিয়ে তৈরি ওয়াইন ইন্দ্রিয়কে অন্ধ করে। এই কারণেই সাধু এবং সাধুরা গাঁজার সাহায্য নেন, যেখানে পরিবারের পুরুষরা কেবল সাধুদের প্রসাদ হিসেবে গাঁজা গ্রহণ করেন এবং সাধারণ পরিস্থিতিতে তামাক – বিড়ি এবং হুক্কা ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন।
বলা হয়ে থাকে যে, মৃত্যুবরণকারীর জন্য মদের প্রয়োজন, ফলস্বরূপ কালভৈরব (ভারতের উজ্জয়িনী মন্দির, কালভৈরবকে ভগবান শিবের সেনাপতি বলা হয়) –এর কাছে মদ উৎসর্গ করা হয় এবং শিষ্য এবং দর্শনার্থীদের প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয়। এই কারণেই মদ পান করার পরে অপরাধ সংঘটিত হতে পারে – মদ কিন্তু গাঁজা সেবনের পরে নয়। এই কারণেই মৃত্যুর জন্য নিযুক্ত সেনাবাহিনীকে মদ পান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু পুলিশ কর্মীদের নয়।
তাদের একটি কথা আছে: " মদ বিপ্লব আনে , গাঁজা শান্তি আনে। মদ একজন শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিকে যেকোনো অপরাধ করতে বাধ্য করতে পারে ; গাঁজা/ গাঁজা যেকোনো অপরাধীকে শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে"।" মদ/গাঁজা বিপ্লব আনে, গাঁজা শান্তি আনে। মদ একজন শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিকে যেকোনো অপরাধ করতে বাধ্য করতে পারে; গাঁজা/গাঁজা যেকোনো অপরাধীকে শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে"।

(৭), এটা একটা সুপরিচিত সত্য যে আফগানিস্তান এবং কলম্বিয়ার মতো দেশগুলি আফিম এবং কোকো এবং তাদের সীমানা রক্ষা করতে অক্ষমতার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকে "সিআইএকে – গাঁজা/কোকেন আমদানিকারক সংস্থা" বলে ডাকে, যেখানে খুব কম লোকই বলে যে বিভিন্ন শহর এবং বন্দরে আটক করা পাচার হওয়া মাদকের একটি খুব ছোট অংশ এবং মূলত অনেক দেশের প্রতিরক্ষা ঠিকাদাররা মাদক পাচারের সাথে জড়িত।
যদি দুর্নীতি রোধ করতে না পারো, তাহলে প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে দাও।
যদি আমরা মাদক পাচার এবং অপব্যবহার রোধ করতে না পারি, তাহলে আমাদের এইসব মাদক, মদের প্রয়োজনীয়তা দূর করতে হবে এবং সমাজ, সাধু-সন্তদের নজরদারির মধ্যে

গাঁজা এবং গাঁজার রজন, তামাক, আফিম চাষ এবং সেবনের অনুমতি দিতে হবে। ভারতের গুজরাট এবং বিহারের মতো আংশিক নিষেধাজ্ঞা বা পৃথকীকরণের ফলে জনসাধারণের পাশাপাশি তাদের সমষ্টিগত সমষ্টি অর্থাৎ সরকারের ক্ষতির চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়।

সাধু, সাধু এবং তাদের নজরদারির অধীনে সাধারণ মানুষের প্রতি এর চেয়ে ভালো শ্রদ্ধা আর কি হতে পারে, যাতে তারা তাদের কেকের জন্য চাষাবাদ করতে পারে, তাদের কেক তৈরি করতে পারে, তাদের কেক সাজাতে পারে এবং (খাওয়া, পান করা, ধূমপান) করতে পারে। ***

7. যুদ্ধের অর্থনীতি, যুদ্ধের কারণে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধ

বলা হয়ে থাকে যে, দেশের সকল ব্যক্তি যখন শারীরিকভাবে মুক্ত থাকে, তখনই উন্নত অর্থনীতির সূচনা হয়, যখন সমাজ মানসিকভাবে মুক্ত থাকে, অর্থাৎ যখন সমাজ সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণ, ধর্ম এবং বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে সামগ্রিকভাবে দেখে এবং সর্বোত্তম অর্থনীতি তখনই গড়ে ওঠে যখন সমগ্র দেশ শারীরিক ও আর্থিকভাবে, মানসিকভাবে, মানসিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে স্বাধীনতার দায়িত্বশীল অবস্থায় থাকে না, বরং সমগ্র বিশ্ব স্বাধীন এবং একটি বৃহৎ পরিবারের মতো থাকে।

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: "যুদ্ধের অর্থনীতি, যুদ্ধের কারণে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধ" সম্পর্কিত জমাটি পাঁচটি ভাগে উপস্থাপন করা হচ্ছে, (1)। সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (2)। বৃহত্তর সমস্যা, (3)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ আলোচনা, (4)। ধর্মীয় বিদ্বেষ যুদ্ধপ্রধান এবং ব্যবসায়ী/যুদ্ধের নারীদের একটি সহজ হাতিয়ার, (5)। সমাধানের দৃষ্টান্ত,

(১). বিষয় এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা: " যুদ্ধের অর্থনীতি, যুদ্ধের কারণে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধ" সম্পর্কে , নিম্নলিখিতটি একটি বিস্তৃত রূপরেখা হতে পারে:

(১.ক.)। যেসব দেশ যুদ্ধ করেছে কিন্তু হেরে গেছে, তাদের নেতৃত্ব পরাজিত হয়েছে যার ফলে তাদের জনগণকে মৃত্যুবরণ করতে বা দাসের মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে, তাদের অর্থনীতির বিষয়ে কোনও বক্তব্য রাখার আশা করা যায় না। এই ধরনের ভুক্তভোগী, তাদের জ্ঞাত বা অজানা অপকর্মের অভিশাপে, তাদের প্রভুদের সেবা করতে এবং স্বাধীনতার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়।

(১.ক.১)। যাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাদের জন্য যুদ্ধ কেবল একটি প্রয়োজনীয়তাই নয়, বরং একটি জরুরি অবস্থা হয়ে ওঠে যাতে পরাজয়ের সম্ভাবনা এবং যুদ্ধে জয়লাভের প্রতিটি সম্ভাবনা এড়ানো যায়, এমনকি যোদ্ধাদের বেঁচে থাকার জন্য এবং প্রতিকূলতার ক্ষেত্রে তাদের নিকটাত্মীয়দের দাসত্ব অনুসরণ করার জন্যও। যুদ্ধে বাধ্য হওয়া বা আটকা পড়া মানুষ, পরিবার, সমাজ এবং দেশ কেবল তাদের সমগ্র সেনাবাহিনী, অস্ত্র এবং অস্ত্রাগারই নয়, বরং তাদের সমগ্র অর্থনীতি, যার মধ্যে অস্থাবর সম্পদও রয়েছে, ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। অতীতে যখন তাদের দেশ যুদ্ধে বাধ্য হয়েছিল এবং তাদের আপাত আর্থিক সংকট/সংকটের সময় বাড়ির মহিলারা কীভাবে তাদের গয়না অবদান রেখেছিলেন তার গল্পগুলির সাথে সকলেরই পরিচিত হওয়া উচিত।
এই পরিস্থিতিতে যদি কেউ লক্ষ্য করে যে খাদ্য ও ফ্যাশন, ভ্রমণ ও ভ্রমণ, উদযাপন ও পার্টি, হোটেল এবং আতিথেয়তা সংক্রান্ত ব্যবসায়িক লেনদেন হ্রাস পায়, অন্যদিকে মর্গ, হাসপাতাল, ভবিষ্যৎবাণী, জ্যোতিষী, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়, সেনাবাহিনী, যোদ্ধা,

গুপ্তচরবৃত্তির এজেন্টদের সহায়তা সুবিধা এবং সরবরাহ, তথ্য, সংবাদ, মতামত এবং বিশ্লেষণের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধ বা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিতে যুদ্ধে জড়িত পক্ষগুলির মানুষ এবং সমাজ কেবল পণ্য এবং পরিষেবা, নীতি এবং নেতা, জনগণ এবং বিরোধী এবং তাদের সমর্থকদের বিশ্বাসের সমালোচনা শুরু করে না, এমনকি এই সমস্ত কিছুর উপর অবরোধ আরোপ করার চেষ্টা করে। এই ব্যক্তিদের পাশাপাশি, যাদের জোরপূর্বক যুদ্ধে নিযুক্ত করা হয়েছে তারাও সুযোগের জন্য কিছু ছেড়ে দিতে পছন্দ করে না এবং প্রশ্নও ওঠে যে কেন এই ধরণের পক্ষগুলি সুযোগের জন্য এবং কখন সবকিছু ছেড়ে দেবে। একরকমভাবে এগুলিও এই কথাটিকে সমর্থন করে যে প্রেম এবং যুদ্ধে সবকিছু ন্যায্য।

(১.ক.২)। যেসব সমাজ এবং দেশ শত্রুতার মধ্যে রয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যেকোনো সময় সংঘর্ষ, মারামারি এমনকি যুদ্ধের আশঙ্কা করতে পারে, তাদের জন্য তাদের সম্পূর্ণ কার্যকলাপ, জীবনযাত্রা, মানসিকতা এবং যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়, যা অবশ্যই তাদের অর্থনৈতিক লেনদেন, ব্যয়ের ধরণ, অর্থাৎ তাদের সমগ্র অর্থনীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। এই ধরনের দেশগুলিকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র, গোলাবারুদ, সরঞ্জাম এবং গ্যাজেট, সহায়তা ব্যবস্থা এবং ব্যাকআপ সহ সকল ধরণের নিরাপত্তা বাহিনীর একটি বিশাল দল তৈরি করতে বাধ্য করা হয়, এমনকি যখন দেশগুলির বিশাল জনসংখ্যা দরিদ্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং তাদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধাও থাকে না।

(১.খ)। ভারতের মতো দেশের জন্য যুদ্ধের অর্থনীতি এবং সংঘর্ষ, লড়াই, সন্ত্রাস, দাঙ্গা, যুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণে অর্থনীতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ (অন্তত বর্তমান পরিস্থিতিতে) কারণ এটি ছিল বুদ্ধ এবং মহাবীরের মতো মহান ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদত্ত শান্তির প্রচার যা ভারতকে এতটাই টুকরো টুকরো করে ফেলতে থাকে যে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি যারা তাদের প্রধান জাতীয় ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করছিল তারা এতে বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং কেবল অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য অস্ত্র ব্যবহারের পক্ষেই কথা বলতে শুরু করেনি, বরং এর ধর্মীয় নেতারা দুর্বৃত্তদের মোকাবেলায় নেতৃত্বকে অস্ত্র ব্যবহার করতে বলেছিলেন।

(ক) । ভারতবর্ষ অন্তত গত চব্বিশশ বছর আগে (মহান চাণক্যের সময় থেকে লিপিবদ্ধ ইতিহাস) বাইরের আগ্রাসনের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার মুখোমুখি হতে শুরু করেছে কারণ শক্তি ও দানশীলতা ছাড়াই শান্তি ও সম্প্রীতির এই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলি তার জনসাধারণের পাশাপাশি শ্রেণীর মানসিকতায় জোর করে স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) জনসাধারণের মধ্যে প্রতিকূলতার ক্ষেত্রে নিজেকে, পরিবার এবং সমাজকে রক্ষা করার অন্তর্নিহিত শক্তি ছাড়াই শান্তির অনুভূতি আরও প্রতিধ্বনিত হওয়ার ফলে জনগণ প্রথমে রাষ্ট্র পরিচালিত নিজস্ব পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে পড়েছে এবং তারপরে এই রাজ্যগুলিকে এতটাই দুর্বল করে ফেলেছে যে তারা নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী

সুবিধাবাদী, ক্ষমতালোভী রাজ্য/রাজ্য এবং লুটেরাদের আক্রমণ এবং লুণ্ঠনের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়েছে, যা অবশেষে ভারতীয় সমাজকে একটি অসহায় জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে।

(গ) জনগণের মধ্যে শান্তির উপর অতিরিক্ত ধর্মোপদেশ এবং আলোচনার ফলে কী ঘটেছিল যে ক্ষমতা রাজপরিবার, ধনী, ধর্মীয় নেতা এবং সেনা জেনারেলদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে জমা হয়ে গিয়েছিল, যা (ইতিহাসের পূর্ণ রেকর্ড রয়েছে) তাদের ইচ্ছা এবং ইচ্ছা অনুসারে জনসাধারণের সাথে খেলতে দেয়। এছাড়াও এই রাজ্যগুলি অনেক প্রতারক, কৌশলী, গুন্ডাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল যার ফলে তাদের নিজস্ব নাগরিকরা দূরবর্তী শাসকদের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। আজও বেশিরভাগ তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে ক্ষমতা কীভাবে অল্প কিছু হাতে কেন্দ্রীভূত এবং এই রাজ্যগুলি কতটা দুর্নীতিপ্রবণ, যা এখনও সেই দেশগুলিতে আরও স্পষ্ট যেখানে সামরিক একনায়কতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তির চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

(ঘ) উপরোক্ত ঘটনাবলী ছাড়াও, ক্ষমতার পুঞ্জীভূতকরণের ফলে (যার ফলে সমস্ত নাগরিক ক্ষমতাহীন এবং নিজস্ব সরকারের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে), বিদেশী শক্তিগুলোর চোখে এই শক্তিগুলো দুর্বল এবং শক্তিহীন হয়ে পড়ে। বিদেশী শক্তিগুলো এখন পর্যন্ত শেয়ার বাজার, মুদ্রা বিনিময়, ধাতু বিনিময়, নিষেধাজ্ঞা, বিভিন্ন নামে এবং নানা ধরণের খেলাধুলার মাধ্যমে জনসাধারণকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয়ভাবে চাপাচাপি এবং লুটপাট করার কোন কসরত রাখেনি, দেশগুলোর উপর একের পর এক বিশেষ মুদ্রা/মুদ্রা বাণিজ্য করতে বাধ্য করেছে, অভ্যন্তরীণ বাজার খোলা রেখেছে, দেশগুলোকে এটি কিনতে এবং ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে, এমনকি ক্ষীণ ভিত্তিতেও। এই সমস্ত কারণে অনেক দেশ অনুন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল হয়ে পড়েছে এবং খুব কম দেশই দরিদ্র বা ভিক্ষুক হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনও ঘটনা নেই যা একই পৃথিবীতে পাঁচ তারকা হোটেল এবং পাঁচ বর্গ গজের কুঁড়েঘরকে ন্যায্যতা দিতে পারে, কেবল অন্ধকার কালো যুগে শয়তানের শাসন।

(ঙ) এই দলিল/বইয়ের অনেক জায়গায় যেমনটি আনা হয়েছে যে, একটি মৌলিক ও শাশ্বত/চিরন্তন (সনাতন ধর্ম) ধর্ম কীভাবে ধীরে ধীরে প্রথমে অলসতা, তারপর তার ফলে সৃষ্ট দুর্বলতা, তারপর ধর্মোপদেশ, বক্তৃতা এবং অস্বাভাবিক শান্তির অনুশীলন এবং বিভিন্ন ধর্মের তথাকথিত মহান অনুসারীদের দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে প্রথম সীমানা নির্ধারণের দ্বারা বশীভূত হয়ে পড়েছিল, এমনকি ধর্মকেও একটি পৃথক সত্তা হিসেবে ব্যবহার এবং অপব্যবহারের জন্য তৈরি করেছিল, যা মূলত ক্ষমতালোভী ধনীদের দ্বারা পরিচালিত বাজার শক্তি দ্বারা ব্যবহৃত এবং অপব্যবহার করা হয়েছিল, এমনকি ধর্মীয় প্রধানদের দ্বারাও। এর ফলে ধর্ম মানুষকে যুদ্ধের জন্য উস্কে দেওয়ার এবং তারপরে কেবল পরাজিত সমাজ ও দেশকেই নয়, বিজয়ীকেও ক্রমাগত লুট করার প্রধান ব্যবহারযোগ্য অজুহাত হিসেবে পরিণতি সম্পর্কে ভীত করে এবং তাদের পরমাণু অস্ত্র এবং অস্ত্রাগার সহ যুদ্ধের নতুন নতুন খেলনা প্রদান করে।

(চ) যদিও গত পঁচিশ-শত বছরে ভারত তার সীমানা দীর্ঘকাল ধরে বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তবুও এমন একটি কার্যকর অর্থনীতির মডেল স্থাপন করতে পারেনি যা প্রাথমিক শারীরিক সুরক্ষা থেকে শুরু করে সামাজিক সুরক্ষা পর্যন্ত জীবনের সকল স্তরের যত্ন নেয় এবং অন্যান্য দেশ ও মহাদেশের মর্যাদাপূর্ণ এবং যোগ্য রাজনৈতিক শরণার্থীদের জন্য শেষ আশ্রয় প্রদান করে।

যুদ্ধ এবং যুদ্ধের উসকানি দ্বারা অর্থনীতির অসংখ্য নেতিবাচক পরিণতি এবং পরিস্থিতি নির্ধারিত হতে শুরু করে, কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে উপজাতিদের জীবনযাত্রার মধ্যে যারা সাহসের সাথে বলে: "আপনি আমাকে/আমাদের হত্যা করতে পারেন কিন্তু আপনি আমাকে/আমাদের জয় করতে পারবেন না।" উপজাতিগুলিতে প্রতিটি ব্যক্তি, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক, ছেলে এবং মেয়েদের প্রতিরক্ষা, সংরক্ষণ এবং নিজেদের খাওয়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং শুধুমাত্র জরুরি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যখন মৌলিক বেঁচে থাকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

সভ্য বিশ্বে এটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে প্রতি চতুর্থ ব্যক্তিকে তাদের সম্মিলিত বিশ্বাস কেন্দ্রের মাধ্যমে সমাজের সজাগ দৃষ্টিতে সুরক্ষার দিকটি দেখাশোনা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়, যেখানে অস্ত্র ও গোলাবারুদের উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ দেশ ও সমাজের মধ্যে ভাগ করা হয়, সমাজের জন্য ছোট অস্ত্র এবং বড় অস্ত্র ও গোলাবারুদ। এইভাবেই ভারত নিজেকে বাঁচাতে পারে এবং অন্যদের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করতে পারে।

(১.গ)। যুদ্ধ সংগঠকদের উপায়: যাদের যুদ্ধ অর্থ উপার্জন, তাদের দোকানের এখতিয়ার বৃদ্ধি এবং তাদের অনুপ্রবেশ এবং প্রভাবের ক্ষেত্র/ভূগোল বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য জুয়া খেলার মতো ব্যবসা, তারা দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ (একজন সাধারণ ব্যক্তির কাছে যতই অর্থবহ মনে হোক না কেন) নিয়ে খুব পদ্ধতিগত এবং কৌশলগতভাবে এগিয়ে যায়, ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রের যে কেউ যুদ্ধ, লড়াই, সন্ত্রাস, দাঙ্গা, ভয় এবং ধর্মান্ধতা নামক খেলার পরিকল্পনার জটিলতাগুলি প্রশংসা না করে এড়াতে পারে না। এই ধরনের ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ী মহিলারা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন যে তাদের কর্মক্ষেত্রের জনগণের একটি বৃহৎ অংশের মানসিকতা লড়াইয়ের মতোই থাকে, এতটাই যে, প্রতিটি ব্যক্তি, সে খেলাধুলা খেলুক, রাজনীতিতে অংশ নিুক হোক, সমাজসেবা করুক বা এমনকি ধার্মিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অংশ নিুক হোক, তার আচরণ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের মতো হওয়া উচিত, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই এবং জয়ের অনুভূতিতে ঘেরা।

এই ব্যবসায়ী/মহিলারা বিশ্বযুদ্ধকে ফুটবল বিশ্বকাপ বা অলিম্পিকের যেকোনো ইভেন্টের মতোই (বরং আরও কঠোরভাবে) সংগঠিত করেছিলেন, যেখানে খেলার প্রতিটি দিক যেমন স্থান চূড়ান্ত করা, খেলোয়াড়দের পুরষ্কার, স্পনসরদের ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনদাতাদের ব্যবস্থা করা পর্যন্ত পূর্বপরিকল্পিত ছিল।

কেউ বুঝতে পারবে যে যুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধের খেলা বা ঘটনার জন্য, যুদ্ধের ইভেন্ট ম্যানেজাররা নিশ্চিত করতে চান যে সমাজ ও দেশ, অঞ্চল এবং ধর্ম, বর্ণ, ধর্ম এবং মানুষের বর্ণ, অস্ত্র ও গোলাবারুদের সরবরাহ শৃঙ্খল, মিডিয়া কীভাবে উভয় প্রান্তে এবং স্বাধীন প্রতিবেদনের দিকে পরিচালিত হবে, উভয় প্রান্তে তহবিল প্রবাহ এবং তারপরে কীভাবে ব্যয় পুনরুদ্ধার করা হবে এবং মুনাফা অর্জন করা হবে।

(i) যে যাই বলুক না কেন, বাস্তবতা হলো, এরাই বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলের এবং সমষ্টিগতভাবে বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির নেতৃত্ব, সূচনা এবং বল চালনা করে আসছে, এবং বর্তমান পরিস্থিতির জন্য যেহেতু সরাসরি নিন্দা ও সমালোচনা করা যায় না, তাই সমসাময়িক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির জন্য দায়ী অন্যান্য ব্যক্তিদেরও যারা পরিস্থিতির চাপ উপভোগ করে চলেছেন বা বহন করে চলেছেন।

(ii) সাধারণ মানুষের জন্য, অঞ্চল, ধর্ম ও বর্ণ, বর্ণ, ধর্ম ও বর্ণ, খাদ্যাভ্যাস, ফ্যাশন এবং উৎসবের মধ্যে বিস্তৃত পার্থক্য থাকতে পারে যা একত্রিত করা যায় না, কিন্তু এই সকলের জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে যা সমানভাবে এবং সহজেই ব্যবহার এবং অপব্যবহার করা যেতে পারে।

(iii) এই মানুষদের প্রকৃতি, ধর্মগ্রন্থ এবং লোককাহিনী উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে এবং তাদের ব্যক্তিগত অনুশীলনে নিয়োজিত করা যেতে পারে যা বিভিন্ন ইন্টারনেট সাইটে উপলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তারা তাদের দেবতার প্রার্থনা করে, যিনি তাদের সম্পূর্ণ গোপনীয়তায় এত সম্পদ এবং ক্ষমতা দিয়েছেন যে অন্যরা তাদের দেখতে এবং অনুকরণ করতে এবং তারপর তাদের পরাজিত করতে বা তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে না পারে।

(১.ঘ). প্রকৃতির রীতি: যুদ্ধ-সৃষ্টির অর্থনীতির উপর ঘৃণা, সন্ত্রাস, দাঙ্গার উপর তার কাজকর্মকে যতই বুদ্ধিমানের সাথে ন্যায্যতা দেওয়া হোক না কেন, কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যুদ্ধপ্রেমী এবং যুদ্ধের ব্যবসায়ীদের দ্বারা সংঘটিত সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ, অবহেলায় খনন এবং গাছ কাটার ফলে জঙ্গল/বন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, অতিরিক্ত দূষণ এবং অবহেলায় মাছ ধরা/হত্যার কারণে জলজ প্রাণীর জন্য বাসযোগ্য (অথবা বরং ইতিমধ্যেই) হয়ে উঠেছে, উচ্চ তীব্রতার সংকেত এবং বর্ধিত বিমান চলাচলের পাশাপাশি গাছের আবরণ হ্রাসের ফলে মাছি এবং পাখিদের জীবন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, এবং পরিশেষে, প্রতিটি জিনিসের ব্যবসায়িক প্রবণতা মানুষকে জীবন্ত রোবটের মতো করে তুলেছে। এটি প্রকৃতি এবং এর মৌলিক ও চিরন্তন ধর্মের বিরুদ্ধে। ধর্মের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যা কিছু করা হয় তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না এবং তাই ধ্বংস হতে বাধ্য।

তাই আমাদের সকলেরই বুদ্ধিমানের কাজ হবে একসাথে বসে আলোচনা করা এবং সকলে সুখে বসবাসের উপায় খুঁজে বের করা, অন্যথায় রাস্তাঘাট যুদ্ধ এবং এর আরও সরবরাহ ব্যবস্থাকে উস্কে দেওয়ার এবং উস্কে দেওয়ার মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়ার দিকে পরিচালিত করবে।

আবারও সকলের স্বার্থে যুদ্ধের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক কার্যকলাপ পরিহার করা এবং আদিবাসীদের কাছ থেকে গৃহীত সভ্য বিশ্বের একটি সহজ সূত্র অনুসরণ করা।

(২)। আরও বড় সমস্যা: যখন তথাকথিত শয়তান এবং সাধুরা দূরবর্তী একমত হয় এবং একই গন্তব্য/ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে, তখন পরিস্থিতি সত্যিই লক্ষ্য করার এবং যত্ন নেওয়ার যোগ্য বলা যেতে পারে।

বর্তমান অস্থিরতার বিশদ বর্ণনা করার সময়, সাধুগণ জনসাধারণকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় মনোরম ভঙ্গিতে এবং আনন্দের সুরে বলছেন যে সত্যের যুগ (সত্যযুগ) আসছে, যা আনন্দদায়ক বিস্ময় নিয়ে আসবে এবং সকলকে একটি সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র জীবন প্রদান করবে। সাধুগণ বলেন যে সত্যযুগে পৃথিবীতে মোট তেত্রিশ কোটি মানুষ থাকবে এবং প্রত্যেকেই দেবতার মতো হবে, তাদের হাতে প্রচুর সম্পদ থাকবে।

একটু ভিন্নভাবে শয়তান বলে যে, পৃথিবীর পরিস্থিতি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং পৃথিবী সাতশো কোটিরও বেশি জনসংখ্যার বোঝা বহন করতে পারে না, তাই তাদের সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহের জন্য কমপক্ষে নব্বই শতাংশ জনসংখ্যাকে ধ্বংস করে দেওয়া উচিত, পৃথিবীতে মাত্র দশ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় সত্তর কোটি মানুষ অবশিষ্ট থাকবে।

যদি আমরা শয়তানের এবং সাধুদের সংস্করণের তুলনা করি, তাহলে অবাক হব যে সাধুরা আগামী দিনে আরও ভয়াবহ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছেন। এমন পরিস্থিতিতে সমাজ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য স্থাপন করতে পারে যাতে আমরা সকলেই টেকসইভাবে সুখে বসবাস করতে পারি? সমাধান কী?

আত্মদর্শী অন্তর্দৃষ্টি এবং ভবিষ্যৎ দূরদর্শিতা সম্পন্ন আধ্যাত্মিক গুরুগণ পরামর্শ দেন যে, সাধুদের এবং শয়তানের (শক্তিশালী ব্লক) ভ্রাতৃঘাতী/আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডের পূর্বাভাসের বাইরে একটি বৃহত্তর মন্থন এবং "ধর্ম ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের (ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের) পুনরুত্থান" একটি কার্যকর বিকল্প হবে, যারা জনসাধারণকে নির্মূল করার জন্য অন্য সব উপায়ে চেষ্টা করছে।

এই ধরণের প্রভুরা বলেন যে সমাজে বৃহত্তর মন্থন প্রয়োজন কারণ গুগল, ইউটিউব, উইকিপিডিয়া ইত্যাদি ছাড়া পুরনো জ্ঞান সুখী ভবিষ্যতের দাবি করতে পারে না এবং দাদা-দাদি এবং প্রভুদের গল্প ছাড়া এই নব্য ক্লাসিক, প্রযুক্তি এবং গ্যাজেটগুলিও সুখী ভবিষ্যতের দাবি করতে পারে না। এই ধরণের প্রভুরা বলেন যে সিস্টেমে মিশে থাকা বিষ দূর করতে এবং বেঁচে থাকার জন্য সারাংশের ভারসাম্য বজায় রাখতে মন্থন প্রয়োজন।

(৩)। <u>প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আলোচনা</u> :

(৩.ক)। জীবনে লড়াই সর্বদা চলতে থাকে, এমনকি আমাদের শরীরেও, শ্বেতকণিকা ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, এবং এই শান্তি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ টুকরো টুকরো হয়ে যায় অর্থাৎ মৃত্যুতে। পরিশেষে, শক্তি/শক্তি দ্বারাই খেলা নির্ধারিত হয়, যদি শক্তি ***শয়তান*** /রাক্ষস/অসুর/দৈত্য/দানব/ভাইরাস* এর সাথে থাকে তবে সমাজ মৃত, ভীত, অনাচারী, দমনিত ইত্যাদি হবে এবং যদি শক্তি/শক্তি ভালোর সাথে থাকে তবে অবশ্যই সমাজ সুস্থ, সুখী এবং ভালোর সাথে পরিপূর্ণ হবে।

(৩.খ)। প্রকৃতিতে অদ্ভুত এবং বিপরীতমুখী ঘটনা ঘটে এবং আমাদের ইতিহাসের যথেষ্ট রেকর্ড রয়েছে। বুদ্ধ, মহাবীর এবং তাদের অগণিত শিষ্যদের অহিংসার অতিরঞ্জনের পরে বিশ্বব্যাপী অবনতি (অস্বাস্থ্যকর, অস্বাভাবিক, তাই একটি নিম্নমুখী প্রবণতা) দেখা দিয়েছে, এখন, গান্ধীজী এবং তাঁর অনুসারীদের অহিংস আন্দোলনের পরে উন্নতি শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। "যে কারণে পৃথিবীতে পতন শুরু হয়েছিল তা এই সুস্থ এবং স্বাভাবিক আসন্ন প্রবণতার কারণ বলা যেতে পারে। চিরন্তন (সনাতন) ধর্ম/ধর্ম কখনও কাউকে দুষ্কৃতকারী, দুষ্কৃতকারী, শয়তানের সামনে মাথা নত করতে বা গাভীতে নত হতে শেখায় না, বরং এটি বজায় রাখে যে আমাদের কিশোরদের ক্ষমা করার এবং দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেওয়ার শক্তি থাকতে হবে।

(৩.গ) । সকলেই সহিংসতাকে মজা হিসেবে, অথবা মজা করার জন্য হত্যা হিসেবে বিরোধিতা করে। আল্লাহ/ব্রহ্মা/ঈশ্বর আক্রমণকারীকে পছন্দ করেন না, এবং ধার্মিকরাও যুদ্ধ শুরু করেন না, তবে সমাজের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট অংশ যখন অধর্মীয়-অপ্রাকৃতিক অনুশীলন অনুসরণ বা সমর্থন শুরু করে তখন ধর্মীয় যুদ্ধ একটি প্রয়োজনীয়তা হয়ে ওঠে। এটা অবাক করার মতো যে, এই ধরনের যুদ্ধের শীর্ষ নেতারাও (রাষ্ট্রপ্রধান/ঋষি এবং সাধু) সাধারণত অহিংস থাকেন এবং সকলেই আশা করেন যে তারা জনগণের প্রতি তাই হবেন; যেখানে সাধারণত, মানুষ সাধারণ অহিংসা এবং বিশেষ করে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সহিংসতাকে সমর্থন করে। সাধারণত যা অর্জন করা হয় তা হল ছন্দ এবং আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। ব্যক্তি, তাদের পরিবার, সমাজ এবং সরকারকে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে ছন্দের জন্য তাদের প্রচেষ্টার উপর একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

(৩.ডি)। সমাজের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা: যেকোনো বেঁচে থাকার জন্য নিরাপত্তা অপরিহার্য; একটি শিশু মায়ের গর্ভে নিরাপদ থাকে, তারপর পিতামাতার সুরক্ষায় থাকে এবং তারপর সমাজ ও তার ব্যবস্থার নিরাপত্তা খুঁজে পায়। আমরা তাদের সম্মান করি যারা আমাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়, যখন আমরা নিরাপদ বোধ করি, তখন আমরা ভালোবাসার মাধ্যমে তা প্রকাশ করি এবং যখন আমরা অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নিই, তখন আমরা দেখাই যে নিরাপত্তা নিশ্চিত। সর্বোচ্চ যে কেউ তার নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলতে পারে এবং বিপদে ফেলতে পারে।

আমরা আমাদের জ্ঞাত নিরাপত্তা আরও বেশি করে দখল করে রাখি এবং আমরা আমাদের অজানা নিরাপত্তা আরও বড় এবং মূলত সর্বশক্তিমানের প্রার্থনার মাধ্যমে প্রসারিত করি। চোর রাতে নিরাপত্তা খুঁজে পায় এবং অন্যরা দিনে নিরাপত্তা খুঁজে পায় এবং রাতে তার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সাধুরা সর্বত্র নিরাপত্তা খুঁজে পায় এবং বেশিরভাগই বিচ্ছিন্নতা, নীরবতা এবং নির্জনতায় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের বিলাসবহুল পরিবেশে বাস করে।

একটি দেশে, সাধারণত আমরা সকলেই তখনই নিরাপদ বোধ করি যখন আমরা শারীরিকভাবে সুরক্ষিত, মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং আধ্যাত্মিকভাবে জাগ্রত থাকি, এবং তখনই দেশটিকে সুরক্ষিত বলা যেতে পারে। নিরাপত্তা হল কাজ করার একটি মনোভাব। মানুষ তখনই নিরাপদ বোধ করে যখন তাদের পরিবার এবং দেশ শারীরিকভাবে স্বাধীন থাকে, এর সীমানা সুরক্ষিত থাকে এবং পরিবার, সমাজ এবং দেশগুলির প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। একটি সমাজ এবং দেশ হিসেবে আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হল আমাদের সামষ্টিক নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা বজায় রাখা এবং উন্নত করা।

i) অন্যান্য দেশের নকশা ও বিকাশকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সীমান্ত সুরক্ষিত করা ভবিষ্যতের জন্য গভীর নিরাপত্তার অনুভূতি প্রদান করে না। এটা বলা যেতে পারে যে উচ্চমানের নিরাপত্তা বাহিনী থাকার জন্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে উদ্ভূত হওয়া উচিত। যেকোনো বাইরের দেশের উপর নির্ভরতা দ্বিতীয় শ্রেণীর নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে এবং যদি নির্ভরতা বহুপাক্ষিক হয় তবে নিরাপত্তাকে তৃতীয় শ্রেণীর বলা যেতে পারে, এবং এইভাবে দেশগুলির পর দেশগুলি তাদের নিজস্ব অস্ত্র ও গোলাবারুদ ডিজাইন এবং বিকাশে আরও বেশি প্রচেষ্টা, আরও অর্থ ব্যয় করে, এমনকি কখনও কখনও জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকেও বিপন্ন করে তোলে।

(৩.ই)। সাধু-শয়তান এবং হিংসা-অহিংসা সম্পর্কে:

(ক)। * [শয়তান/রাক্ষস/অসুর/দৈত্য/দানব/ভাইরাস বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো যেতে পারে যে তোমার এবং তোমার প্রকৃতির মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে, যে মৌলিক বিষয়ের চেয়ে বেশি বাতাসের মতো, ঝলমলে জিনিস নিয়ে কথা বলে? যে তোমাকে পছন্দ করে অথবা যে তোমাকে শান্ত অবস্থায় রাখে (মদ, সম্পদ বা অস্ত্র যাই হোক না কেন) তাকে শয়তান বলা যেতে পারে। যদি মানুষের একটি বিশাল অংশ (যেমন শয়তান পছন্দ করে) এই ধরণের নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং দুই থেকে তিন প্রজন্ম ধরে তা অনুসরণ করে, তাহলে তাদের সভ্যতাকে শয়তানী সভ্যতা বলা যেতে পারে।

তারা বলে যে কেউ শয়তানের আসল চেহারা দেখতে পারে না। আপনি যাকে শয়তান বা শয়তানী হিসেবে দেখেন এবং বর্ণনা করেন তা মূলত সেই জিনিস যা শয়তান শেষ করার জন্য ফেলে দিয়েছে। অনেকে বলে যে শয়তান হল একজন সাধুর বিপরীত, শয়তান প্রকৃতি থেকে বাতাস, জল, সূর্য, আলো এবং অন্ধকার, স্থান পেতে চায়। এটা আশ্চর্যজনক

যে শয়তান কেবল তাদেরই সাহায্য করে যারা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কিন্তু এটি কেবল এই ধরণের ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্ন এবং আবদ্ধ করার জন্য, যাতে তাদের (শয়তানের) শাসন অন্য অঞ্চলে চলতে থাকে।] *

(খ) ** [**অহিংসাকে** এমন একটি কাজ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা হিংসাত্মক নয়, যেখানে " **হিংসা হল** " ইন্দ্রিয় বা আদর্শের লঙঘন, অথবা বলতে গেলে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, মৌখিক নির্যাতন বা মানসিক খেলা দ্বারা ইন্দ্রিয়গত নিয়ম লঙঘন। ধূসর বর্ণের মানুষ (পুরুষ এবং মহিলা) সাধারণত শারীরিক সহিংসতার আশ্রয় নেয় যেখানে সাদা বর্ণের মানুষ মানসিক সহিংসতার আশ্রয় নেয়। অনেক সময়, মানসিক সহিংসতাই শারীরিক কর্মকাণ্ডকে উস্কে দেয় কিন্তু যেহেতু শারীরিক সহিংসতা দৃশ্যমান তাই এর কর্তাদের হিংস্র এবং অন্যদের (মানসিক) লঙঘনকারীকে হয় নির্দোষ বা করুণ বলে গণ্য করা হয়।

হিংস্রতাকে আরও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যখন আপনার কার্যকলাপ, চিন্তাভাবনা, আপনার মনোভাব, আপনার কর্মকাণ্ড সেই সকলের (মানুষ, পাখি এবং প্রাণী, উদ্ভিদ এবং প্রাণী, এমনকি সমগ্র প্রকৃতি) বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং বিমুখ হয় যারা আপনার কামনা এবং লোভ পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এবং এটিকে হিংস্র বলা যেতে পারে যেমন একটি সিংহ যখন তার খাদ্যের চাহিদা পূরণের পরেও হত্যা শুরু করে তখন সে হিংস্র হয়ে ওঠে। একটি সেনাবাহিনী যখন যুদ্ধে জয়লাভের পরে হত্যা করে, অথবা যখন আমাদের বাড়িতে মহিলা/পুরুষরা তাদের চাহিদা পূরণের পরেও বাসনপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি ভাঙে, তখন তাকে হিংস্র বলা যেতে পারে।

যারা শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী, তারা পেশীশক্তির সাহায্যে তাদের সহিংসতা প্রদর্শন করে যেমন সিংহ, বন্য প্রাণী, সেনাবাহিনী ইত্যাদি। যারা মানসিকভাবে বেশি শক্তিশালী তারা মানসিক খেলা ব্যবহার করে তাদের সহিংসতা প্রদর্শন করে যেমন মৌখিক গালিগালাজ, কূটনীতি, তাদের ক্ষতি করা (অযৌক্তিকভাবে উপবাসের মাধ্যমে) যাতে অন্যরা তাদের পক্ষ নিয়ে সমালোচনা করে এবং চাপ প্রয়োগ করে, অনশন ধর্মঘটে বসে থাকে ইত্যাদি।] **

(৩.এফ)। সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদী: সন্ত্রাসবাদ অন্যান্য 'বাদ'-এর মতোই (যেমন কমিউনিজম, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এমনকি ধর্মীয়তা), কিন্তু সন্ত্রাসীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জাতি, তারা সন্ত্রাসবাদ দ্বারা চালিত হতে পারে অথবা একক বা বিচ্ছিন্ন দলে অথবা একটি ছোট গোষ্ঠীতে থাকতে পারে, নিজেদেরকে গণহত্যার পর্যায়ে যেতে দেয়।

(i) ৯/১১ (২০০১ সালে) আমেরিকায় ঘটেছিল এবং অনেক গণতান্ত্রিক মানুষ সমগ্র মুসলিম ভাইদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়েছিল (তালিবানদের প্রধান অপরাধী বলে অভিহিত করেছিল), এবং বৃহৎ মুসলিম

জনসংখ্যার সমস্ত দেশে অবিরাম নজরদারি বজায় রাখতে শুরু করেছিল। গান্ধীজিকে (১৯৪৮ সালে) হত্যা করা হয়েছিল এবং সমগ্র আরএসএসকে তার শহীদ হওয়ার জন্য দায়ী করা হয়েছিল, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে (১৯৮৪ সালে) হত্যা করা হয়েছিল এবং সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।" এই ধরনের মতামত কি প্রশংসা করা যেতে পারে?"

• [*১৫ আগস্ট ২০২১ থেকে, কেউ ৯/১১ নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়নি এবং তালেবানদের, আরএসএস ভারতীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান আদর্শিক ফ্রন্ট হয়ে ওঠে (অন্তত ১৯৭৭ সাল থেকে) যারা প্রতিবারই গান্ধীজিকে মালা পরিয়ে দেয় এবং শিখ সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন (২০০৪ সালে)*]। *

(ii) মুম্বাই এবং ভারতের সংসদে সন্ত্রাসী হামলা হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র কিনে সফল হয়েছে। প্রশ্ন জাগে: দুই-তিন শতাংশ অর্থ ব্যয় করে এবং এই ধরনের মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা থেকে অস্ত্র যাচাই করে কি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অনুপ্রবেশ করা যাবে না?

(iii) জ্বালানি তেলের মজুদ, খনিজ সম্পদ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রির সাথে জড়িত বহুজাতিক সংস্থাগুলি চায় যে সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসীরা তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। এটি একটি উন্মুক্ত গোপন বিষয় যে এই ধরণের সংস্থাগুলি প্রতিটি সম্ভাব্য অজুহাতে কেবল মানুষের মধ্যে ঘৃণা, শত্রুতা প্রচার করে না বরং সংঘর্ষ, লড়াই এমনকি যুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য অর্থায়নও করে।

(iv) কিন্তু যাই হোক না কেন, মানুষের জীবনে কেবল দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থাকে, একজন যিনি একজনকে দৃশ্যমান জগতে নিয়ে আসেন এবং অন্যজন যিনি তাকে দৃশ্যমান জগত থেকে দূরে নিয়ে যান (যিনি একজনের জীবন শেষ করে দেন)। সন্ত্রাসীরা হত্যা করার সময়, একভাবে, সর্বশক্তিমানের কাজ – প্রধান খুনির কাজে সহায়তা করছে। এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসী এবং পাল্টা সন্ত্রাসীরা কি আমাদের ঘৃণার যোগ্য হতে পারে?

প্রায়শই দেখা যায় যে এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং যুদ্ধগুলি সৎমনা এবং দয়ালু মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার জন্য একত্রিত করে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে এই সন্ত্রাসীরা এবং তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধীরা সাহস, স্বাধীনতা এবং ভালোবাসার পাঠ বুঝতে পারে এবং জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারে।

(৩.ছ)। রাজনীতির অপরাধীকরণ: "একজন শক্তিশালী বুদ্ধিমানের চেয়ে ভালো",
"একজন শক্তিশালীকে শত শত বুদ্ধিমান ভয় পায়, কেবল শক্তিশালীই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মাধ্যমে সে গুরুকে সেবা করতে সক্ষম হয়, গুরুকে সেবা করার মাধ্যমে সে গুরুর সাথে বসতে সক্ষম হয়, গুরুর সাথে বসে সে

শ্রোতা, চিন্তাবিদ, কর্মচারী হয়ে ওঠে এবং অবশেষে সে সচেতন বিজ্ঞানী (বিজ্ঞানী) হয়ে ওঠে"।

যদি কেউ অপরাধী হয়, তাহলে সে প্রকাশ্যে কী করছে? এটা কি বিচার ব্যবস্থার অদক্ষতা নির্দেশ করে না? তাকে প্রকাশ্যে থাকতে দিয়ে আমরা কি নিজেরাই অপরাধী নই? ব্যক্তিটি কি অপরাধী মনোভাবসম্পন্ন নাকি প্রকৃত অপরাধীর বিরোধিতা করে অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত? তথাকথিত কিন্তু ভালো মনের অপরাধীরা কি সামনের আসনে বসে সাদা পোশাকধারীদের অপরাধকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য আইনজীবীদের পিছনে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার চেয়ে ভালো নয়? আমাদের কি দেখতে হবে না যে কেউ অপরাধী মনোভাবসম্পন্ন নাকি সাহসী, এবং রাজনৈতিক (রাজনৈতিক) দলগুলিকে জ্ঞানী ও দয়ালুদের পরিবর্তে বুদ্ধিমান এবং ভদ্রলোকদের টিকিট বিতরণ করার অনুমতি দেওয়ার চেয়ে এই ধরনের ভালো লোকদের সহযোগিতা নিতে এগিয়ে আসা উচিত?

(৩.এইচ)। যখন আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন অনেক রোগ আমাদের গ্রাস করে। দাসত্বের আওতায় এ ধরনের অনেক ত্রুটি দেখা দেয়, উদাহরণস্বরূপ: যখন কেউ দুর্বল থাকে, ব্যক্তি হিসেবে, পরিবার হিসেবে বা সমাজ হিসেবে, তখন কন্যা এবং প্রিয় বোনদের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য আপনি তাদের অল্প বয়সে বিবাহ দেন, তাদের পর্দা ব্যবহার করতে দেন/বলে বাধ্য করেন এবং ধর্মীয় স্থানেও মেয়েদের এবং মহিলাদের চলাচল এবং কাজ সীমিত করেন।

ভারত এবং অন্যান্য অনেক দেশ, যারা কমনওয়েলথের অংশ, ল্যাটিন এবং আদি আমেরিকা, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া, দাস হয়ে পড়েছিল এবং ইংরেজিকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়ার ফলে মানসিকভাবে দাস বলে মনে হয়েছিল এবং তাই প্রশাসন, বিচার বিভাগ, মিডিয়া, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক এবং যান্ত্রিকীকরণের ইংরেজি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং অনেক কমনওয়েলথ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা যেখানে একই বা অনুরূপ রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকারিতা ব্রিটিশদের (যেমন কৃষ্ণাঙ্গ ব্রিটিশ-কালে আংরেজের) মতো কমবেশি একই রকম এবং শাসক এবং শাসিতের প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ থেকে কমবেশি একই রকম স্বৈরাচারী নিয়ম এবং নিয়ন্ত্রণ কাজ করে। এই দলগুলির নেতারা এখনও হীনমন্যতায় ভুগছেন এবং ইংরেজিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন।

কিন্তু, যখন আপনার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যখন আমরা আমাদের কর্ম সর্বশক্তিমানের কাছে সমর্পণ করি, তখন এই ত্রুটি এবং রোগগুলি আপনাআপনি অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করে, তখন সকল ধরণের স্বাধীনতা শীঘ্রই আসে।

(৪)। ধর্মীয় বিদ্বেষ, যুদ্ধ-প্রধান এবং ব্যবসায়ী/যুদ্ধা নারীদের একটি সহজ হাতিয়ার:

ধর্ম (মৌলিক ধর্ম) স্বাস্থ্যকর এবং জীবনের সকল লেনদেনের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, ধর্মই মূল ভিত্তি তাই ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু এটি ব্যবসায় জড়িত হয় না বা ব্যবসায়িক সত্তাকে সমর্থন/অনুগ্রহ করে না, একই সাথে এটি রাজনৈতিক, শাসক বা সম্প্রসারণবাদীদের সহযোগী, প্রচারক বা সম্মুখ সংগঠনে পরিণত হয় না। ধর্ম কখনও কাউকে এই পোশাক পরতে বা চুল কাটাতে বলে না, এটি পড়ুন এবং দেখুন, এই ধর্মোপদেশগুলি শুনুন এবং সেই প্রার্থনাটি তোতাপাখি করুন, এভাবে ঝুঁকুন এবং এভাবে নত হন, ধর্ম মূলত জীবনকে সুস্থ ও পবিত্র করে তোলার জন্য নিমগ্ন।

বাস্তবতা হলো, হিন্দু, জরথুস্ত্র, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইসলাম, শিখ, বাহাই – এই সকল ধর্মই নিজেদেরকে যতই সামগ্রিক বলে দাবি করুক না কেন, বাস্তবতা হলো, এই ধর্মগুলোর কোনটিই তার শিষ্যদের জন্যও ন্যায়সঙ্গত প্ল্যাটফর্মে সুস্থ ও সুখী জীবনযাপনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়নি।

আশ্চর্যজনকভাবে, প্রতিটি ধর্মের প্রতিটি ধর্মপ্রচারক এবং পুরোহিত বলেন যে তাদের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং তিনি সর্বোৎকৃষ্ট এবং অবিচ্ছেদ্য, তবুও এই ধরণের ধর্মগুরু/পুরোহিতরা ধরে নেন এবং ধরে নেন যে, তথাকথিত ঈশ্বর তাদের প্রতিবেশীদের আশীর্বাদ করবেন না যারা এই দেবতাকে অন্য নামে ডাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল এবং বিন্যাসে প্রার্থনা করে। আরও, প্রতিটি ধর্মের এই ধরণের ধর্মগুরু/পুরোহিতরা অগাধ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন যে তাদের সর্বদেবতা অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীদের কাছে পৌঁছাবেন না যারা তাদের ঈশ্বরের সংস্করণকে সম্মান করে না, বোঝে না এবং মেনে চলে না এবং অবশ্যই সেই ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবেন না এবং তাকে আশীর্বাদ করবেন না যিনি তাদের ঈশ্বরের সংস্করণ সম্পর্কে অবগত নন। এর কি কোন অর্থ আছে?

কোন পুরোহিত/ধর্মগুরু কি ভাবতে পারেন যে, তাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এত ছোট যে তিনি তার প্রতিবেশীর মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম নন, যারা একই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে না এবং সেই প্রতিবেশীকে নাস্তিক, ধর্মহীন এমনকি শয়তানও ঘোষণা করা যেতে পারে এবং ভয়াবহ শাস্তির যোগ্য হতে পারে?

(৪.ক)। অনাদিকাল থেকে এটি একটি পবিত্র প্রবাদ এবং ব্যাপক ধারণা যে সুস্থ ও সুখীভাবে বেঁচে থাকার জন্য, "যেভাবে ইচ্ছা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং প্রার্থনা কর, এবং তোমার প্রতিবেশীকে তার প্রাপ্য এবং তুমি যেভাবে বাধ্য হতে পারো সেভাবে ভালোবাসো"। এই ধারণাটি এতটাই স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল যে এটি অনন্তকাল/চিরস্থায়ীতা অর্জন করেছিল (সংস্কৃতে সনাতন) এবং এইভাবে আজও

ধর্ম/ধর্মের মৌলিক নীতি হিসেবে অন্তত সাধু, সাধু এবং এই ধরনের লোকদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে।

(৪.ক.১)। সমস্যা শুরু হয় যখন মৌলিক নীতিমালায় ভিন্নতা দেখা দেয় যেমন: "ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করো, কিন্তু যেমন বলা হয়েছে তেমন নাম উচ্চারণ করে এবং পুরোহিতের দেখানো উপায়ে প্রার্থনা করো এবং " তোমার প্রতিবেশীদের ভালোবাসো", যদি প্রতিবেশী একই ধর্মের হয়"। যদি তোমার প্রতিবেশী তোমার ধরণের না হয়, তাহলে যেকোনো উপায়ে বা সকল উপায়ে তোমার প্রতিবেশীকে তোমার ধরণের করে নাও, কারণ তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসা একটি ধর্মীয় আদেশ। এই প্রথা অন্তত বৌদ্ধধর্মের পরে, যদি আগে না হয়।

তদুপরি, সহ-শিষ্যদের চেনার জন্য, বিশেষ পোশাক পরা বা সম্পূর্ণরূপে পোশাক খুলে ফেলা, মুখ ঢেকে রাখার জন্য মুখোশ পরা বা সম্পূর্ণ মুখ ঢাকা দিয়ে জনসমক্ষে যাওয়া, শরীরের চিহ্ন বা চিহ্ন ছাড়া, মাথা মুণ্ডন করা বা চুল একেবারেই না কাটা, বিশেষ টুপি, পাগড়ি এই সমস্ত ধর্মের জন্য সাধারণ হয়ে ওঠে।

(৪.ক.২)। তাছাড়া, যেহেতু প্রত্যেকেই একটি উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রতিবেশীদের ভালোবাসার উদ্দেশ্য নিয়ে, তাই অনুসারীদের কর্তব্য এবং কর্তব্য হল প্রতিবেশীদের প্রতি ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া।

যেহেতু এই ছোট্ট পৃথিবীতে সকলকেই প্রতিবেশী বলা যেতে পারে, তাই ধর্মের অনুসারীদের অবশ্যই ধর্মকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেহেতু প্রেম এবং যুদ্ধে সবকিছুই ন্যায্য, তাই এই ধরনের ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলার জন্য, আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসার জন্য, আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসার যোগ্য করে তোলার জন্য যে সুর, ভঙ্গি, নীতি এবং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়, এমনকি যদি এটি একদিকে নির্যাতন এবং কারণ, সংঘর্ষ, লড়াই বা যুদ্ধ এবং অন্যদিকে ফলস্বরূপ দাসত্ব বা জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি এবং পতিতাবৃত্তির জন্যও হয়।

(৪.ক.৩) । যদিও এই সকল ধর্ম স্বাধীনতার কথা বলে, স্বাধীনতা যাতে তারা ধর্মান্তরিত হতে পারে এবং তাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসতে পারে কিন্তু তাদের নিজস্ব বংশের সদস্যদের কাছ থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে তাদের সদস্যদের ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয়ে। এই ধর্মগুলি কেবল তাদের নিজস্ব বংশের সদস্যদের পরিচিত বা সর্বব্যাপী, বোধগম্য এবং অদৃশ্য ঈশ্বরের নামে পুতুল বা দানব হিসাবে বিবেচনা করে না বরং পর্যাপ্ত আচরণবিধি (যেন ধর্মের সদস্যরা একটি সেনাবাহিনীর অংশ এবং একটি গোপন মিশনে) এবং অন্ধ করে দেয় যাতে অন্তত ধর্মের বর্তমান সদস্য দূরে সরে না যায়।

এই সমস্ত ধর্ম জেনেশুনে বা অজান্তে তাদের নিজস্ব বংশে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যথেষ্ট বিভাজন স্থাপন করে এবং কেবল মহিলাদেরকে নিম্নস্তরে রাখে না বরং দাবি করে যে

মহিলারা স্বাধীনতা পেতে পারেন না, তাই তাদের নজরদারিতে রাখা উচিত এবং তাদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত। এটি প্রতিটি ধর্মের একটি পুরানো এবং সাহসী কিন্তু ব্যাখ্যা করা ঘোষণা।

এই পরিস্থিতিতে, যখন প্রতিবেশীদের ভালোবাসার জন্য বিখ্যাত ধর্মগুলি (অবশ্যই তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার পরে) একে অপরের মুখোমুখি হয়, তখন একটি সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য, যার মধ্যে মৌখিক সংঘর্ষ, যুদ্ধে পরিণত হয় এবং বিশ্বযুদ্ধকে স্পষ্ট পরিণতি বলা যেতে পারে , যা বিশ্বও প্রত্যক্ষ করেছে।

(৪.ক.৪)। তাছাড়া, বৌদ্ধধর্ম থেকে শুরু করে এই সমস্ত ধর্মগুলি প্রতিবেশীকে ভালোবাসা এবং এই ধরণের ভালোবাসার সাথে জড়িত অন্যান্য কার্যকলাপে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে তারা জীবন যে মৌলিক বিষয়গুলি প্রদান করে এবং মনোযোগ দাবি করে, যেমন অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, বিনোদন, শক্তি, পরিবেশ, নীতিশাস্ত্র, শিষ্টাচার, দূষণ, জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, পতিতাবৃত্তি, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্য, জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি এবং দাসত্ব, সেগুলি ভুলে গেছে বা সেগুলিতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেনি।

(ক)। বরং এই ধর্মগুলির বেশিরভাগই গাছের বৃদ্ধি হ্রাস করার অপ্রাকৃতিক কাজে লিপ্ত হয়েছে, যেমন বনসাই বা ষাঁড়কে খোজা করে ষাঁড় বানানো, অথবা পুরুষ ও স্ত্রীকে (শারীরিক বা মানসিকভাবে) খোজা করে বামন, হিজড়া বা ব্রহ্মচারী বানানো। আরও, এই ধর্মগুলি ছাগল, মহিষ, গাভী, উট এবং মানব শিশুকে বলি দেওয়ার ক্ষেত্রে লিপ্ত হয়েছে, এই মৌলিক বিষয়টি ভুলে গেছে যে একজন সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বর উদ্দেশ্য জানেন এবং এই ধরনের বলিদান দ্বারা তাকে বোকা বানানো যায় না।

(খ) । যখন অল্প কিছু অঞ্চলে ছোট বাচ্চাদের বলিদানের রীতি প্রচলিত ছিল, তখন প্রশ্ন ওঠে কিভাবে এই ধরণের বলিদান থেকে নিজেকে এবং ছোট বাচ্চাদের বাঁচানো যায়। এই সমস্যার সমাধান এসেছে এই ধরণের বলিদানের মূল শর্ত থেকে যে "কোরবানীর বস্তুর কোনও শারীরিক ত্রুটি থাকা উচিত নয়, অন্যথায় প্রত্যাশিত আনন্দের পরিবর্তে দেবতার অভিশাপ আসবে" যেমন পুরুষ খৎনা এবং মহিলা যৌনাঙ্গ বিকৃতকরণ [বর্তমানে (২০২২ সাল) বিশ্বে কমপক্ষে বিশ কোটি মহিলা এফজিএমের ঘটনা রয়েছে]? এর পরিণতির সত্যতা অনুমান করা যায় যে অনেক পুরোহিত এই ধরণের পুরুষ ও মহিলাদের পক্ষে প্রার্থনা করতে অস্বীকার করেছিলেন।

(গ) এটা অবাক করার মতো হতে পারে কিন্তু বাস্তবতা হলো, হিন্দু থেকে ইহুদি, বৌদ্ধ থেকে জৈন, খ্রিস্টান থেকে মুসলিম, শিখ থেকে বাহাই পর্যন্ত কোনও ধর্মই সাধারণ এলাকা পরিষ্কার করার পদ্ধতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিষ্কারের বিধান সম্পর্কে কথা বলেনি? কোনও ধর্মই এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করেনি যে, “সাধারণ এলাকা পরিষ্কার কে করবে, কেন সে করবে, এর জন্য কী খরচ হবে? এর সাথে কী পারিশ্রমিক এবং সম্মান যুক্ত হবে? যদি

শারীরিক পরিষ্কার যথাযথ না হয়, যা দৃশ্যমান এবং কিছুটা সহজ, তাহলে মন ও হৃদয়ের দ্বিতীয় পরিষ্কার এবং তৃতীয় পরিষ্কার সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে? এই ধরনের ধর্মের উপর নির্মিত জাতিগুলি দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে থাকতে বাধ্য।

এই সকল ধর্মের এই ধরণের ত্রুটির কারণে, এর সদস্যরা বাজারের দানব এবং ধূর্ত শিল্পের প্রভুদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। এই সকল ধর্মের এই মৌলিক ত্রুটির কারণে, এর সদস্যরা বাজার শক্তি, ভণ্ড (ভিতরে ভয়ঙ্কর কিন্তু সাহসী হওয়ার ভান করে) এবং স্পষ্টতার অভাবের দ্বারা সহজেই ব্যবহারযোগ্য বা চালিত হতে দেখা গেছে। যদিও এই সকল ধর্ম শান্তির কথা বলেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবতাকে প্রকৃতির সামর্থ্যের চেয়েও বেশি টুকরো টুকরো করার অপরাধে অংশীদার হয়ে উঠেছে।

(৪.খ) প্রায় সকল ধর্মই আধুনিক কালের রোগের আক্রমণের কাছে নতি স্বীকার করেছে এবং সাম্প্রতিক লকডাউনের আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি, এবং কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের নিজস্ব পথ খুঁজে বের করার জন্য তাদের বিশ্বাসী/অনুসারীদেরকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং এক অতুলনীয় সংকটের সময় মৃত্যুর নৃত্যের মুখোমুখি হতে তাদের একা ফেলে দিয়েছে ।

পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে যখন মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনাস্থলও তালাবদ্ধ করা যেতে পারে এবং জরুরি অবস্থা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে এগুলিও সান্ত্বনা এবং সান্ত্বনা দিতে পারে না। যখন ভ্যাটিকান, মক্কা-মদিনা, জেরুজালেমের মতো প্রায় সমস্ত ধর্ম-উপাসনা কেন্দ্র তালাবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কীভাবে অক্ষত থাকবে?

এই ধর্মই তাদের অনুসারীদের কেবল তাদের আয়ের অংশ দিতে বলে না, বরং বিশেষ পোশাক/ইউনিফর্ম/পোশাক পরতে, অনন্য এবং সহজেই শনাক্তযোগ্য/চেহারাযুক্ত মুখ এবং চুলের স্টাইল রাখতে বলে (যেন বিশ্বাসী/অনুসারীরা ব্যাটালিয়ন বা ব্যবসায়িক পোশাক বা শিশুদের স্কুলের অংশ) এমনকি তাদের ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নাম, স্থান এবং গর্ব রক্ষা করার জন্য তাদের জীবনও দিতে বলে।

এমন পরিস্থিতিতে যেখানে বর্তমান রূপে প্রতিটি ধর্মই সাম্প্রতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় যথেষ্ট অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে, এখন কেউ নিজেকে ধর্মের ঠিকাদার দাবি করে এবং তার ধর্মকে সর্বোত্তম বলে দাবি করে এবং তার নামে নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলা বা অন্যের জীবন নেওয়া অর্থহীন এবং অর্থহীন।

এই ঘটনা/পরিস্থিতির পর, বিশেষ করে তরুণদের, অন্যান্য ধর্মের প্রতি, কিন্তু তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রতি বিশ্বাস মারাত্মকভাবে নড়েচড়ে বসেছে। এই সময়ে, লোকেরা পূর্ববর্তী সম্মিলিত প্রার্থনা পদ্ধতির পরিবর্তে, একাকী জীবনযাপন করতে এবং একাকী প্রার্থনা করতে, পরিবারের সদস্যদের সাথে বা অনলাইনে প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছিল।

(৪.খ.১)। এই সর্বধর্মীয় কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান/স্থানগুলি যেকোনো বাজারের দোকানের মতোই আচরণ করত। যদিও এই তথাকথিত ধর্মীয় স্থানগুলি আবার খুলেছিল এবং তাদের স্বাভাবিক ধর্মীয় কার্যক্রম শুরু করেছিল, তবুও এই কেন্দ্রগুলির ব্যবহারযোগ্যতা/কার্যকারিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সামগ্রিক ভবিষ্যৎ এবং এই কেন্দ্রগুলি যে বিশ্বাস প্রকাশ করে সে সম্পর্কে মানুষের মনে একটি স্থায়ী ছাপ ফেলেছে।

এই সমস্ত মন্দির-মসজিদ, মঠ এবং গির্জা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে, যা মূলত এই বার্তা দিচ্ছে যে এই উপাসনালয় এবং এর প্রচারকের উপর নির্ভর করা যাবে না, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে এবং কেবল এই সমস্ত কেন্দ্রের পবিত্রতা এবং ধারাবাহিকতাই নয়, বরং এই কেন্দ্রগুলির ধারাবাহিকতা এবং সেইসাথে এই কেন্দ্রগুলি যে সাধারণ আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করে তার ধারাবাহিকতার উপরও গুরুতর প্রশ্ন চিহ্ন ফেলেছে। এই দৃশ্যের পরে অনেক তরুণ নিজেদের বলতে শুরু করেছে: এই ধরনের অধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের স্ক্র্যাপইয়ার্ডে যেতে দিন যা প্রয়োজনে সাহায্য করে না।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের জন্য কি এটা বিচক্ষণতাপূর্ণ হবে না যে আমরা খোলা মন এবং বড় হৃদয় নিয়ে বিষয়টি প্রকাশ করি এবং সিদ্ধান্ত নিই যে এই ধরনের কেন্দ্রগুলি পরিত্যক্ত বা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া উচিত, অথবা সম্মানের সাথে ধ্বংস করা উচিত, অথবা ইতিহাস ও পর্যটন জাদুঘর সহ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া উচিত কিনা?

(৪.গ)। এই সকল ধর্ম তাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর কম, বরং অন্যদের ভয় এবং তাদের নিজস্ব জনগণের মধ্যে যেকোনো বা সমস্ত তুচ্ছ বিষয়ে অনুভূতি উস্কে দেওয়ার এবং উস্কানির উপর বেশি নির্ভরশীল বলে মনে হয়েছে। নির্জনতা, বিচ্ছিন্নতায় থাকার এই সহজাত অসুবিধাগুলির কারণে, এই সকল ধর্ম এবং এর পুরোহিতরা ধূর্ত শিল্প ও কৃষ্ণবিজ্ঞানের প্রভুদের সহজ শিকার।

(৪.ঘ) সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিটি ধর্মের পুরোহিত সন্ত্রাসী, চোর, ডাকাত, প্রতারক, লুটেরা এবং তথাকথিত শয়তানী শক্তি এবং তাদের কার্যকলাপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন, কিন্তু সমাজে ভয় ছড়িয়ে দেওয়ার এবং ঘৃণা ও শত্রুতা বৃদ্ধির মতো অধর্মীয় কাজ করেই যান।

যখন আমরা প্রায় সকল ধর্মীয় ডানপন্থীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য এবং বিভেদের প্রচার প্রত্যক্ষ করছি, বিশেষ করে যখন বিশ্ব খুব দ্রুত গতিতে ঘটনার মোড় দেখছে, তখন এটি একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। কয়েক বছর আগেও সমগ্র বিশ্বের কেউই তাদের অদ্ভুত স্বপ্নেও লকডাউন এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবেনি, তাই যদি আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যার পুনরাবৃত্তির অদ্ভুত অনুভূতি পায় এবং প্রাথমিকভাবে সেক্টরিয়াল, ধর্মীয় এবং আঞ্চলিক দাঙ্গার

মাধ্যমে এটিকে গণহত্যার একটি পূর্ণাঙ্গ মারাত্মক সংস্করণে পুনরায় সক্রিয় করা যেতে পারে, ইকোসাইড (পরিবেশগত হত্যা), জাতিগত হত্যা (নির্দিষ্ট কীটনাশক, কীটনাশক এবং ভেষজনাশকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতিগত হত্যা) অথবা এমনকি ইউএফও, গ্রহাণু এবং এলিয়েনদের আক্রমণের গুজব, তাহলেও যথেষ্ট আতঙ্ক তৈরি হবে। এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে আমাদের কি এই ভয়, ঘৃণা এবং শত্রুতার প্রজননকারী এই অসুস্থ ধর্মীয় প্রচারকদের উপর নির্ভর না করে পুনরুত্থানের জন্য সম্মিলিতভাবে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না? বলা হয় যে যুদ্ধের খেলা নিয়ন্ত্রণকারীরা তাদের কার্যনির্বাহী ঘাঁটি একই স্থানে রেখে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করে চলেছে।

(৪.ই)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধর্মীয় গণহত্যার মাধ্যমে কেবল বিশ্বস্তরেই ধর্মীয় বিরোধের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় না, বরং আঞ্চলিক স্তরেও পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করা যায়, এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশেও ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং ফলস্বরূপ ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দ্বারা। ভারতের বিচ্ছিন্নতা, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে সংঘর্ষ এবং জাতিগত নির্মূল এবং সর্বশেষ আফগানিস্তানে ভারতীয় উপমহাদেশে ঘটে যাওয়া কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনা। এই সমস্ত জাতিগত হত্যা এবং নির্মূল কোনও বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র ঘটনা নয় বরং পুরোহিতদের দ্বারা কেবল অন্য ধর্মের বিরুদ্ধেই নয় বরং তাদের নিজস্ব ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে – যেমন বর্ণগত, মুখমণ্ডলীয়, বর্ণগত, শ্রেণীগত এবং বর্ণগত বৈষম্য – ধর্মীয় বিদ্বেষের চূড়ান্ত পরিণতি।
যারা বলে যে ধর্ম শিক্ষা দেয় না, প্রচার করে না অথবা শত্রুতা বৃদ্ধিতে জড়িত, এমনকি বর্তমান বিশ্বজুড়ে এমন পরিস্থিতি দেখার পরেও যেখানে অনেক ধর্মীয় প্রচারক এবং পুরোহিত কেবল ভয় জাগানো এবং ঘৃণা ছড়ানোর সাথে জড়িত নন, বরং বাস্তবে তারা এক বা অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রচারের সাথে জড়িত, উদাহরণস্বরূপ মায়ানমার এবং আফগানিস্তানে, তাদের উটপাখির জীবনযাপন বলা যেতে পারে।

এই দৃশ্যপট দেখে কী বলা যায়, আমরা কোথায় যাচ্ছি?
ক) গণহত্যাসহ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে?
খ) কেয়ামতের দিকে (উদাহরণস্বরূপ– একটি শক্তিশালী ব্লক বলত যে ২১শে ডিসেম্বর, ২০১২ একটি কেয়ামতের দিন হতে চলেছে)।
গ) এমন একটি পরিস্থিতির বলির পাঁঠা হওয়ার দিকে যা কেউ পরিকল্পনা করেছে যে কেয়ামতের দিন সাজিয়ে নিজেকে মশীহ হিসেবে ঘোষণা করবে।
ঘ) পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গলে বসতি স্থাপনের সময় কি এসেছে?
ঙ) এটা কি মন্দের অবসান এবং ধার্মিকতার পুনরুত্থানের সময়? এটা কি ধর্ম ও ধর্ম-সংস্থার পুনরুত্থানের সময়?
গত তিন হাজার বছর ধরে চলমান বিশৃঙ্খলার দিকে তাকালে অনুমান করা যায় যে ধর্মের মৌলিক ধারণা ধীরে ধীরে প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। সহজেই ধারণা করা যায় যে ধর্মের সার্বজনীনতা ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলভাবে অবনতি লাভ করেছে প্রথমে সর্বজনীনতা

থেকে মানবতা, মানবতা থেকে ধর্মীয়তা, ধর্মীয়তা থেকে আঞ্চলিক ধর্মীয়তা, তারপর স্থানীয়তা থেকে অবশেষে ব্যক্তিত্বে, যা প্রতিফলিত করে যে কেবল পরিবার, সমাজের কাঠামোই অদৃশ্য হয়ে যায়নি বরং সমগ্র পরিবেশ উল্টে-পালটে পড়েছে। এটি আমাদের বেঁচে থাকার উপরও প্রশ্ন তুলেছে।

(৫) <u>সমাধানের দৃষ্টান্ত</u>:

দরিদ্ররা বলে ধনী সুখী, ধনীরা বলে রাজপরিবার (রাজা এবং রাণী) সুখী, রাজা এবং রাণী বলে চক্রবর্তী রাজা এবং রাণী (যিনি নীতিগতভাবে এবং দানশীলতার সাথে তার প্রজাদের উপর শাসন করেন এবং সমগ্র বিশ্বজয়ী) সুখী, চক্রবর্তী রাজা বলে রাজা ইন্দ্র খুশি, রাজা ইন্দ্র বলেন ভগবান/দেবতা রাম খুশি এবং ভগবান রাম বলেন সন্তরা সুখী, অন্যদিকে সন্ত বলেন সুখ, এটি সন্তুষ্টি, তৃপ্তি, তৃপ্তি, ভোজ, শান্তিতে বাস করে।

বলা হয়ে থাকে যে, শাসন করার ইচ্ছা অথবা নাম, খ্যাতি এবং ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছা যেকোনো সংঘর্ষ, লড়াই, যুদ্ধ এমনকি বিশ্বযুদ্ধেরও সূচনা করে। এই ইচ্ছা এমন যে, এর ফল ভোগকারী ব্যক্তি যখন আরও বেশি কিছুর জন্য ক্ষুধার্ত থাকে এবং কখনও শেষ হয় না, তখন যদি সে পৃথিবীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পায়, তাহলে সে তার ডানা মেলতে চাঁদ বা শুক্র গ্রহের দিকে তাকাবে। তাই এটি সমস্ত অশুভের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং জঘন্যতম।

এই চিন্তাভাবনা আমাদের আত্ম-ধ্বংস ছাড়া আর কোথাও নিয়ে যায় না এবং যেহেতু এই ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি এই ধরণের ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা যুদ্ধের এই নিয়ন্ত্রক এবং ব্যবস্থাপক সহ কেউই প্রশংসা করতে পারে না এবং এগুলি সংশোধন/সরলীকৃত বা বন্ধ করার যোগ্য।

(৫.ক)। নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা একটি মানসিক ধারণা, আমাদের দেখতে হবে যে নিরাপত্তার প্রচারণা তৈরি করা না হয় এবং কোনও অবমূল্যায়ন করা না হয়, যাতে জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকে ঝুঁকির মুখে না ফেলে আমরা সঠিক পরিমাণ ব্যয় করতে পারি। তাই অনাহার, জোরপূর্বক দারিদ্র্য, পতিতাবৃত্তি এবং ভিক্ষাবৃত্তির ঘটনা যেকোনো সভ্যতার যেকোনো দেশের জন্য প্রশংসনীয় নয়, যত দরিদ্র সমাজই হোক না কেন।

"অগণিত অনুসন্ধানে সুখই একমাত্র জীবন ধারণকারী শক্তি হিসেবে দেখা যায় এবং সুখকে বাস্তবতায় টিকিয়ে রাখার জন্য, নিরাপত্তা ও নিরাপত্তাকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে হবে। প্রথমত, নিরাপত্তা হলো শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং ন্যায়বিচার। দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা হলো খাদ্য, পানি, আশ্রয় ও পোশাক, তৃতীয়ত হলো শক্তি, বিনোদন, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা, এবং তারপর লাভজনক কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কর্মসংস্থান।"

মৌলিক মানসিকতা অনুসারে, মহিলারা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যেখানে পুরুষরা বাহ্যিক নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী মার্শাল আর্ট এবং অস্ত্রশস্ত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।

(৫.ক.১)। নিরাপদ ও সুরক্ষিত দেশের জন্য একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত প্রতিবেশীর প্রয়োজন; আমাদের/তাদের প্রতিবেশীর নিরাপত্তার স্বার্থ দেখা আমাদের চাহিদা এবং সেই সাথে সকলের নৈতিক দায়িত্বও।

যুদ্ধ তখনই সংঘটিত হয় এবং জয়লাভ করা হয় যখন অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যাপক উৎপাদনের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে উন্নত ধাতুবিদ্যা, শিল্প সুবিধা থাকে। যুদ্ধ জয়ের জন্য যুদ্ধাস্ত্রের গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিভিন্ন যুদ্ধরত গোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং ন্যানো পারমাণবিক ওয়ারহেড এবং সহায়ক সরঞ্জাম তৈরি করা প্রয়োজন যাতে শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে। এই পারমাণবিক যুগে, প্রতিপক্ষের পারমাণবিক এবং অন্যান্য তড়িৎ চৌম্বকীয়ভাবে পরিচালিত অস্ত্রাগার বন্ধ, পুনঃনির্দেশিত, স্ব-ধ্বংস করার জন্য সফ্টওয়্যার এবং সিস্টেমের বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যখন ওয়ারহেড মাঝ আকাশে থাকে, তখনও বিপর্যয় এড়াতে এবং কেবল যুদ্ধ জয়ের জন্যই নয়।

(৫.ক.২)। নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দৃষ্টান্তে স্বাধীন অথবা উদাসীন এবং বিচ্ছিন্ন থাকা হল দমনের একটি নিশ্চিত উপায়। জোটনিরপেক্ষতা হল অসহায়ত্ব এবং মৃত্যুর আতঙ্কের অনুভূতিকে অন্ধ করে দেওয়া। একমেরু শক্তি কেন্দ্র কেবল উন্মাদ হাতির মতো এলোমেলোভাবে মানুষকে হত্যা এবং হত্যা করে চলেছে। একমেরু বিশ্বের উপস্থিতি একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা বা ব্যবস্থার শেষ বা সূচনার ইঙ্গিত দেয়।

বাইপোলার পাওয়ার ব্লক যেকোনো দেশের উপর বাইরের আগ্রাসন বজায় রাখে এবং কমিয়ে আনে, কিন্তু এই পারমাণবিক যুগে ঠান্ডা যুদ্ধের ধারাবাহিকতা এবং বিপর্যয়ের ক্রমাগত হুমকির অধীনে এটি ঘটে।

ভবিষ্যতের আপাতদৃষ্টিতে বহু-মেরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে, চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী যেকোনো পরিস্থিতিতে সকলকে তাদের সমর্থনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে এবং এটি অর্থনৈতিক প্রকৃতির। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ধর্ম (মৌলিক ধর্ম) আমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক হতে পারে।

(৫.খ)। আমরা যদি আদিবাসীদের (আদিবাসী - আদিবাসী - যারা আদিকাল থেকে, শুরু থেকেই এখানে আছেন) দিকে তাকাই, তাহলে বুঝতে পারব যে উপজাতির প্রতিটি সদস্যকে তাদের সমগ্র জীবনে পুরুষ ও মহিলা যে সমস্ত দিকগুলির মুখোমুখি হতে পারে

তার যত্ন নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তা সে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা, ব্যবসায়িক লেনদেন, প্রশাসন, পুরোহিতত্ব, বিচার বিভাগ, অথবা সহায়ক কাজ হোক।

বলা হয়ে থাকে যে আদিবাসী-আদিবাসী/আদিবাসীরা আদি এবং সভ্য পৃথিবী হলো এর উপর নির্মিত অথবা এই আদিমদের নেতৃত্ব নিয়ে নির্মিত একটি উপরিকাঠামো। তাই যখন উপরিকাঠামোটি জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, তখন মূল-আদিবাসীদের পরিদর্শন করা এবং আবারও এখান থেকে ইঙ্গিত/নেতৃত্ব/নির্দেশনা নেওয়াই একমাত্র বিকল্প থাকে যে কীভাবে এই (উপজাতিরা) মৌলিক সুরক্ষা (শারীরিক নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং আশ্রয়) যত্ন নিয়েছে এবং তাদের প্রশাসন, ন্যায়বিচার এবং তাদের বংশ বজায় রেখেছে, মৌলিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন এবং পরিবেশ সুরক্ষার যত্ন নিয়েছে এবং তাদের প্রার্থনা করেছে যা তাদেরকে যুগ যুগ ধরে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য নিখুঁত করে তোলে। আমাদের কি কিছু জাদু এবং অলৌকিক ঘটনা ঘটার জন্য অপেক্ষা করা উচিত অথবা আকাশ থেকে কোনও নতুন ঈশ্বর নেমে এসে আমাদের সমস্যার সমাধান করবেন? নাকি আমাদের কি সুযোগ বুঝে পুনরুত্থানের জন্য কাজ শুরু করা উচিত?

(৫.খ.১), বসতি-সভ্যতার সূচনাকালে মনে করা হত যে সমাজকে সাধারণত প্রতিটি উপজাতির লোকেরা যে সমস্ত কাজ করে এবং বসতি/সভ্যতার কারণে যে নতুন চাকরি আসতে পারে তার যত্ন নিতে হবে।

বলা হয়ে থাকে যে, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বসতি/সমাজ/সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেকোনো সমাজ যে কোনও সময়, স্থান/স্থান এবং শক্তির মুখোমুখি হতে পারে, তাকে চারটি প্রধান অংশে ভাগ করা যেতে পারে, তাও সমানভাবে: **(১)।** নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা, **(২)।** শিক্ষা, পরিকল্পনা ও কৌশল, নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্জন, এর গ্রহণ ও প্রচার, নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ইত্যাদি। **(৩)।** উপকরণ সংগ্রহ, উপকরণ সংরক্ষণ এবং সমাজে এর বিতরণ, **(৪)।** অন্যান্য তিনটি বিভাগের সাথে একত্রে সমাজের জন্য অন্যান্য সমস্ত সহায়তা পরিষেবা যেমন স্বাস্থ্যসেবা, প্রকৌশল পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি রক্ষণাবেক্ষণ, বিনোদনের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(৫.গ)। উপরে কর্ম বন্টনের অধ্যায়ে **(২.ফ) তে উল্লেখিত সীমানা প্রতি** A s। ভারতের একশ ত্রিশ কোটি জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় বত্রিশ কোটি মানুষকে তাদের আগ্রহ, অভিজ্ঞতা এবং বয়স অনুসারে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত করতে হবে, তা **(ক)** । শ্রেণীকক্ষ শিক্ষা অর্জন বা মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ, **(খ)** । মাঠ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন বা নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ কার্যভারে জড়িত হওয়া, **(গ)** । প্রয়োজনীয়তা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা, গোয়েন্দা তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং এর বিশ্লেষণ এবং ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রশাসন, **(ঘ)** । শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ দক্ষতা প্রদান, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিরোধে জুরি হওয়া, গবেষণা ও উন্নয়নের সমন্বয় ইত্যাদি।

যদি আমরা একটি সুস্থ ও সুখী পরিবেশে মানুষের গড় বয়স একশ বছর ধরে নিই, তাহলে উপরের সীমানায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত একজন ব্যক্তি শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ, তারপর পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে ভূমিতে কাজ করা, তারপর পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর বছর বয়সে ব্যবস্থাপনা এবং তারপর পঁচাত্তর থেকে একশ বছর বয়সে প্রশাসন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ন্যায়বিচারের মুক্তির কাজে জড়িত হতে পারে। **যদি আমরা এই বন্টনের দিকে তাকাই, তাহলে নিরাপত্তার জন্য মাঠে নিযুক্ত প্রকৃত কর্মীদের জনসংখ্যার প্রতি ষোল জনে একজন হতে হবে অর্থাৎ ১৩০ কোটি জনসংখ্যা/১৬ = ৮.১২৫ কোটি মানুষ** (ভারতে ২০২২ সালে জনসংখ্যা অনুসারে)।

(৫.গ.১), নিরাপত্তায় নিয়োজিত আট কোটিরও বেশি লোকের এই শক্তির মধ্যে সমগ্র সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, রিজার্ভ পুলিশ, রাজ্য সরকারের সাথে সংযুক্ত পুলিশ, চুক্তিতে নিযুক্ত বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী এবং নিঃস্বার্থভাবে তাদের সেবা প্রদানকারী নিরাপত্তা কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিরাপত্তার বিধান স্থানীয় ভূগোল অনুসারেও হবে এবং জাতীয় চরিত্রও ধারণ করবে, তাই ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনন্যভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে বাধ্য, যেখানে বরফের চূড়া থেকে সমুদ্র উপকূল, উর্বর ভূমি থেকে বন ও মরুভূমি, পাহাড় থেকে মহানগর ইত্যাদিতে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মী থাকবে, যাদের মধ্যে ঘোড়া, খচ্চর, হাতি, সাইকেল এবং মোটরযান, নৌকা এবং জাহাজের মতো স্থানীয় পরিবহন থাকবে, ধনুক এবং তীর, তলোয়ার, গুলেলের মতো স্থানীয় অস্ত্র থাকবে এবং ভূগোল এবং সময়ের প্রয়োজন অনুসারে সংজ্ঞায়িত পুলিশ কর্মীদের দ্বারা বহন করা অস্ত্র থাকবে।

(৫.গ.২) এত বিশাল নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশু, বয়স্ক, বিকিনি পরিহিত, অলংকারে ভরা মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণী, পাখি, প্রাণী এবং জলজ প্রাণীর জন্য চব্বিশ ঘন্টা নিরাপদ ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করাই কেবল সম্ভব হবে না, বরং দেশের বৃহত্তর দারিদ্র্যও দূর করা সম্ভব হবে। উপরোক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে চুরি, ডাকাতি, বাজারে অপকর্ম, ছিনতাই ও ইভটিজিং বন্ধ করা সম্ভব হবে, তা সে ভোর হোক বা গভীর রাতে। এত বড় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলে শিল্প, প্রতিষ্ঠান এবং ভিআইপি বা ভিভিআইপিদের কাউকেই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করতে হবে না।

এত বিশাল নিরাপত্তা কর্মীর দল বিশ্বে অতুলনীয় হবে এবং দেশের মনোবল বৃদ্ধি করবে এবং বিশ্ব রাজনীতি ও কূটনীতিতে ভারতকে অবশ্যই এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বিশ্বের যেকোনো অপ্রত্যাশিত দুর্যোগেও এটি সহায়ক হবে।

(৫.সি.৩)। সমাজ পরিচালিত নিরাপত্তার আর্থিক হিসাব:

(i), এমনকি যদি আমরা নিয়মিতভাবে পুলিশ কর্তৃক সংগৃহীত ঘুষের অর্থ বিট কনস্টেবলের মাধ্যমে (সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মাসিক সুরক্ষা চার্জ

হিসেবে (ব্যবসায়ের আকার নির্বিশেষে) গ্রহণ করি, তারপর ব্যবসায়িক যানবাহন থেকে এবং যারা এইভাবে বা সেইভাবে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে বাধ্য হয় তাদের কাছ থেকে নির্বাচিতভাবে আদায় করি, তাহলেও সমাজ এই বিশাল নিরাপত্তা কর্মীর খরচ বহন করতে সক্ষম হবে।

(ii), বর্তমানে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতি মাসে মোটামুটি চৌদ্দ হাজার থেকে চব্বিশ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়, যা শহর, শহরের অবস্থান এবং তাদের নিয়োগের ধরণের উপর নির্ভর করে।

(iii) এই ব্যয় মেটানো যেতে পারে **(ক),** বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থা ত্যাগ করে এবং এই সংস্থাগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সঞ্চয়কারী দেশ যা পাবে। **(খ),** জনগণের আয় থেকে সমাজের অংশ। **(গ),** বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিরাপত্তারক্ষী সরবরাহ থেকে যে আয় হবে। **(ঘ),** সমান্তরাল অর্থনীতি থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

(৫.সি.৪)। নিচে সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া হল (২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ইন্টারনেটে খোলা তথ্য অনুসারে):

(i) একজন বেসরকারি নিরাপত্তা প্রহরীর বর্তমান জাতীয় গড় বেতন: স্থান অনুসারে ১৪০০০/মাসিক,
(ii) জাতীয় গড় বেতন ধরা যাক: ধরুন ১৫,০০০ টাকা মাসিক
(iii) আট কোটি নিরাপত্তা কর্মীর বেতন (প্রস্তাবিত): ১৫০০০×৮ কোটি = ১২০,০০০ কোটি টাকা/মাস
(iv) বার্ষিক বেতন আট কোটি টাকা: ১২০,০০০×১২=১৪, ৪০,০০০ কোটি টাকা/বার্ষিক।
(v) মোট ব্যয়: ২০২২-২৩ সালে সরকারের **৩৯,৪৪,৯০৯ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার অনুমান করা হয়েছে।**
(vi) সমান পরিমাণের সমান্তরাল অর্থনীতিও বিদ্যমান: ২০২২-২৩ সালে **৩৯,৪৪,৯০৯ কোটি টাকা ।**
(vii) আট কোটি নিরাপত্তা কর্মীর বেতনের ব্যয়ের শতাংশ: **৩৯,৪৪,৯০৯ +৩৯,৪৪,৯০৯ = ৭৮,৮৯,৮১৮ কোটি %** ১৪, ৪০,০০০ = **১৮.২৫%**

আট কোরের নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়োগের এই প্রচেষ্টা কেবল নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা প্রদান করবে না বরং কর্মসংস্থানের চাহিদাও দূর করবে। আর্থিকভাবে এটি টেকসই এবং নৈতিকভাবে এটি দুর্দান্ত।

"যুদ্ধের অর্থনীতি, যুদ্ধের কারণে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধ" - এই দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার জন্য, প্রতিটি ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রভু এবং এর ফলে সৃষ্ট কর্মকাণ্ডের মধ্যে ধর্মীয়, শিক্ষাগত এবং প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে সংলাপ খোলা

বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এখন সময় এসেছে সাধু-ঋষিদের খোলাখুলিভাবে অবদান রাখার এবং নেতিবাচক মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ এবং শক্তির দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত নিরাময়ের চেষ্টা করার। ***

৪. অর্থনীতি : সৌর (অগ্নি), বায়ু, জল, পৃথিবী এবং মহাকাশ

অর্থনীতির বিকাশ বা বিকাশ নির্ভর করে মৌলিক পাঁচটি উপাদান যেমন সৌর (অগ্নি), বায়ু, জল, পৃথিবী এবং মহাকাশের (একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) সংমিশ্রণ/মিথস্ক্রিয়া কীভাবে ঘটেছে তার উপর, তা নির্বিশেষে কোনও স্থান কতটা শিল্পোন্নত বা কতটা পর্যটনবান্ধব তা নির্ভর করে।

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: বাস্তুতন্ত্রের অর্থনীতি সম্পর্কে জমা দেওয়া: সৌর (অগ্নি), বায়ু, জল, পৃথিবী এবং মহাকাশ চারটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে: (১)। সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (২)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ আলোচনা, (৩)। সমস্যার দৃষ্টান্ত, (৪) সমাধানের দৃষ্টান্ত,

***রেফারেলের জন্য**: কাম কি বাত– " কাম কি বাত" **বাত** : জল , ভূমি , বন বিশুদ্ধ - জল, বিশুদ্ধ বায়ু এবং বিশুদ্ধ ভূমির সমস্যা , অসঙ্গতি এবং ব্যবস্থাপনার উপর বাষট্টিটি খোলা চিঠির সংগ্রহ ।

(1)। সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা:

(১.ক)। গতিশীল শক্তি একটি আবেগ। এটি এমন একটি আবেগ যা নির্ধারণ করে যে শক্তি কোথায় এবং কতটা গতিশীল হবে। একজন ব্যক্তি, সমাজ, দেশ এবং বিশ্বের সমগ্র সত্তাকে তার/তার অথবা আমাদের আবেগের প্রতিফলন বলা যেতে পারে। আমাদের আবেগের গভীরতা এবং উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে শক্তির পরিমাণ একটি কাঙ্ক্ষিত দিকে মুক্তি পায় যেখানে এই শক্তি পাঁচটি মৌলিক উপাদানের মিশ্রণের সাথে সমন্বয় সাধন করে যেমন স্থান/দিগন্ত/আকাশ, জল, আগুন/শক্তি, বায়ু, পৃথিবী/ভৌত উপাদানগুলিকে প্রয়োজনীয় অনুপাতে একটি ভৌত আকার দেওয়ার জন্য।

যদিও বলা হয় যে, "মন বস্তুকে গতিশীল করে এবং ভবিষ্যৎকে রূপ দেয়" অথবা "প্রতিটি সিদ্ধান্তের একটি রূপ থাকে" অথবা "প্রতিটি সিদ্ধান্তের নিজস্ব রূপ এবং গঠন থাকে" কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের আবেগ (ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয়) যা ব্যক্তি/সমষ্টিগত মনকে দিকনির্দেশনা নির্বাচন করার এবং আমাদের ব্যক্তিগত/সমষ্টিগত ভাগ্য গঠনের জন্য শক্তি প্রদান করে। তাই বলা হয় যে "আবেগ আমাদের সত্তার কেন্দ্রবিন্দু"।

আমাদের জীবনের দিকনির্দেশনা এবং ভাগ্যের ক্ষেত্রে, খুব কম লোকই নিজেদেরকে দেবতার মতো সর্বশক্তিমান হতে পছন্দ করতে পারে, এবং খুব কম লোকই নিজেদেরকে অমর হতে পছন্দ করতে পারে, কিন্তু আমাদের বেশিরভাগই সম্ভবত আমাদের জীবনকে একটি টেকসই সুস্থ এবং সুখী উপায়ে পরিচালনা করতে চাই। এছাড়াও আমাদের বেশিরভাগই আমাদের পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের জন্য একই রকম এবং চিরস্থায়ীভাবে একই সুস্থ এবং সুখী জীবনযাপন দেখতে চাই।

খুব কম সংখ্যক মানুষ ছাড়া যারা নিজেদের সর্বশক্তিমান এবং অমর বলে মনে করে, তারা সকলেই উপলব্ধি করে যে জীবনও জলচক্রের মতোই অনুসরণ করে, অর্থাৎ মেঘ, বৃষ্টি, সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে নানা ধরণের কার্যকলাপ করে এবং তারপর বাষ্পীভূত হয়ে আবার মেঘে পরিণত হয়, তাই এই জীবনে (অথবা যদি অন্য কোনও ভবিষ্যতের জীবন আসে) জীবনের অন্য কোনও অতিরিক্ত উদ্দেশ্য থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়, বরং ব্যবস্থার অনন্তকাল/চিরস্থায়ীতা/চিরস্থায়ীতা/ধারাবাহিকতা/সনাতন বজায় রাখার ক্ষেত্রে একজন অভিনেতা/চরিত্র হিসেবে থাকা ছাড়া। যারা উপলব্ধি করেন তাদের বেশিরভাগের কাছে এটিই একমাত্র ধর্ম/ধর্ম (সন্তান-সনাতন ধর্মের ধর্ম) বলা যেতে পারে এবং বাকিগুলি জীবনের মূল বিষয়গুলি উপস্থাপনের একটি বিভাগীয় উপায়, তা সে ধর্ম হোক বা হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইসলাম, শিখ বা বাহাই।

(১.ক.১)। যখন মৌলিক ধর্মের অবনতি/অনুশোচনা/অপরাধবোধ দেখা দেয়, তখন সাধারণ মানুষ অলস, দায়িত্বজ্ঞানহীন, কপট এবং পলাতক হয়ে ওঠে, যা পরিষ্কার করার যোগ্য/প্রয়োজন। এই সমস্ত ধর্ম (যা তাদের উপস্থিতি এবং শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চারণ করে) আচার-অনুষ্ঠানে এতটাই মগ্ন যে তারা প্রকৃতির প্রদত্ত বৃহত্তর এবং সমন্বিত অর্থনৈতিক চিত্রটি মিস করে এবং এটি বাজার শক্তির উপর ছেড়ে দেয়, (বাজার শক্তিগুলি দ্রুত এবং ব্যক্তিগত রিটার্ন পেতে এতটাই ব্যস্ত যে এই শক্তিগুলি দীর্ঘমেয়াদী যৌথ চিত্রটি দেখারও চেষ্টা করে না)।

নিয়মিত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে আমাদের বাড়ির সাথে সমান করা যেতে পারে যেখানে ধুলো/ময়লা/আবর্জনা জমে থাকে এবং প্রতিদিন সকালে/সন্ধ্যায় পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় এবং তারপরে বছরে একবার নিয়মিত পরিষ্কার কার্যক্রমের পর্যালোচনা/পুনরুদ্ধার করা হয়।

(১.খ)। ধর্মের মূলনীতি এবং মূলনীতি সম্পর্কে অবনতির কারণে মানুষ 'বাস্তুতন্ত্রের অর্থনীতি'-র মূলনীতিও ভুলে গেছে যে, সূর্য পৃথিবীকে কয়েক লক্ষ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা (ইউনিট) বিদ্যুৎ শক্তি প্রদান করে চলেছে, যা সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু (মানুষের মন সহ) উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, যা এখন পর্যন্ত পরিস্থিতিকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে।

পৃথিবীর এই উত্তাপ কেবল পরিবেশেই নয়, বরং মানুষ সহ প্রতিটি জীবের দেহে বায়ু সঞ্চালন, জল সঞ্চালনকে ব্যাহত করে। এই উত্তাপের ফলে জল (রক্ত), শ্বাস-প্রশ্বাস এবং ঘামের সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় যার ফলে রাগ, আক্রমণাত্মকতা, হতাশা এবং বিষণ্নতার মতো অনুভূতিতে বড় ধরনের ওঠানামা হয় যা সাধারণত আরও উন্মাদনা, আরও সংঘর্ষ, দাঙ্গা এবং যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে।

(১.খ.১)। বৃক্ষরোপণ, বনভূমি, ক্যাপিলাস এবং মানুষের শরীরের উপর লোম হলো প্রকৃতির এক প্রতিকার যা পৃথিবীর তাপীয় শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে। আরও, হ্রদ, নদী, এর উপনদী এবং উপনদীগুলি মানবদেহে শিরা এবং ধমনীর মতো, যা একসাথে পৃথিবীর

আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা বজায় রাখে। বৃক্ষরোপণ এবং জলাশয় পৃথিবীর ফুসফুস এবং হৃদয়ের মতো।

ক্যাপিলাস এবং চুল (মোম বা মুণ্ডন না করে) কীভাবে শরীরকে তার তাপমাত্রা বজায় রাখতে এবং মনের শীতলতা, ত্বকের আর্দ্রতা, সঠিক ঘাম, জীবাণু, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস থেকে সুরক্ষা প্রদান করে এবং সৌন্দর্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, তা যে কোনও পুরুষ-মহিলা এবং তারপর চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন, যদি তা না হয়, তবে অবশ্যই সাধু-ঋষিরা।

একইভাবে, পৃথিবীর বন ও বৃক্ষরোপণ পৃথিবীর তাপমাত্রা এবং তার প্রকাশ (পরিবেশ) এর শীতলতা, পৃথিবীর ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে, জারণ প্রক্রিয়া হ্রাস করে, ফলে দুর্গন্ধ হ্রাস করে এবং পৃথিবীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সুগন্ধ বজায় রাখে, যা একজন নবীনও উপলব্ধি করতে পারে।

মানুষের দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, মানুষের দেহে (পুরুষ ও মহিলা উভয়ের) ক্যাপিলাস এবং লোম দ্বারা আচ্ছাদিত মোট ক্ষেত্রফল প্রায় সাঁইত্রিশ শতাংশ, তাই পৃথিবীর জন্যও একই মানদণ্ড থাকা উচিত। যখন পৃথিবীর পৃষ্ঠ/ভুট্টার সাঁইত্রিশ শতাংশ এলাকা গভীর বন এবং বড় গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তখন পৃথিবীর উপরের স্তরটি আর্দ্র থাকবে এবং চার মাসের দুটি ফসল (প্রতিটি ফসলের পর দুই মাস অন্তর অন্তর মাটির বিশ্রাম, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ এবং পরবর্তী ফসলের প্রস্তুতির জন্য) সহজেই করা যাবে, কোনও অতিরিক্ত সেচ ছাড়াই অর্থাৎ এটি নদী এবং বোরওয়েল সেচ থেকে খালের প্রয়োজন হ্রাস করবে।

একই সাথে এই বিশাল বৃক্ষরোপণ এবং গভীর বনভূমি বর্ষাকালে মাটির ক্ষয় কমাবে যার ফলে নদী/হ্রদ এবং অন্যান্য জলাশয়ে পলি জমে থাকা কমবে, যা খরা এবং বন্যার প্রকোপ কমাবে। তাছাড়া এত বড় বৃক্ষরোপণের ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর হ্রাস এবং জল সংগ্রহের প্রচারণার কোনও সমস্যা থাকবে না।

(১.খ.২)। এই বৃহৎ বৃক্ষ এবং বনভূমি মহানগরী এবং শিল্প এলাকায় ধোঁয়াশা এবং মৃত্যু ফাঁদ দূষণের যে কোনও বা সমস্ত সম্ভাবনা এবং এর ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস করবে।

শক্তির দিক থেকে, এত বড় গাছ এবং বনভূমি শীতকালে পৃথিবীর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বজায় রাখবে যাতে খুব বেশি না কমে এবং গ্রীষ্মকালে খুব বেশি না যায়, যা তাপ এবং শীতলতার কারণে বিদ্যুৎ/শক্তি খরচ সাশ্রয় করবে। উর্বর জমিতে স্থাপন করা সৌর প্যানেলের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন গাছ চাষের চেয়ে কম ফলন দেয়। দশ থেকে পনেরো বছর ধরে খরচ-সুবিধা গণনা করার সময় এটি সহজেই প্রমাণিত হতে পারে এবং এর পাশাপাশি, এই গাছগুলি আরও অনেক সুবিধা দেয় যা এখনও পর্যন্ত সৌর প্যানেল দেয়নি (এমনকি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও)।

তবে, বাস্তবতাকে মসৃণ করার জন্য, হয়তো আমরা চাইব যে শহর এবং শিল্পের মধ্যে কিছু আর্থিক লেনদেন হোক যা যথেষ্ট পরিমাণে দূষণ করে এবং গ্রাম ও বনের মধ্যে কিছু

আর্থিক লেনদেন হোক যা সতেজ হয়। হয়তো টেকসইতা বজায় রাখার জন্য আমরা চাইব দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই আর্থিক লেনদেন (তাজা বাতাস সরবরাহের জন্য) হোক।

(১.গ)। উপরোক্ত বাস্তবায়নের সময়, কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে বন ও বৃক্ষরোপণের এত বৃহৎ আকারে পুনরুদ্ধারের জন্য জায়গার প্রাপ্যতা কী? কিন্তু এর উত্তর আমাদের অভ্যাসের সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া যায়, দুধ এবং চিনির সাথে মিশ্রিত চা এবং কফির অভ্যাস।

একটি মোটামুটি অনুমান অনুসারে, বর্তমানে চা এবং কফি চাষের জন্য প্রায় পনের থেকে বিশ শতাংশ জমি ব্যবহার করা হয় দুধ দেওয়া গরু এবং মহিষের জন্য ঘাস, চা, কফি এবং চিনির আবাদ, আদা, এলাচ এবং মশলা চায়ের সাথে মিশ্রিত অন্যান্য জিনিসের জন্য কিছু জায়গা ইত্যাদির জন্য। বন ও বৃক্ষরোপণের এই অভ্যাস সংশোধন এবং ব্যবস্থাপনা সর্বোত্তমভাবে পরিচালিত হতে পারে যখন সমাজ নেতৃত্ব দেয় এবং জাতীয় সরকার একটি গৌণ এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই কার্যক্রমগুলি প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, যার জন্য এই অধ্যায়েই কিছু হিসাব দেওয়া হল।

(১.ঘ)। " শরীর খাদ্য থেকে হয়ে উঠছে হ্যাঁ , খাবার জল থেকে উৎপত্তি হবে হ্যাঁ , জল বৃষ্টি থেকে ,

বৃষ্টি যজ্ঞ এর ফলাফল ভিতরে হতো হয় এবং যজ্ঞ দলিল থেকে হবে হয়। ("শরীর খাদ্য দিয়ে তৈরি, খাদ্য জল থেকে উৎপন্ন হয়, জল বৃষ্টি থেকে, বৃষ্টি ত্যাগের ফল এবং ত্যাগ কর্মের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়)।"

প্রকৃতিকে জয় করা, কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করা বা বৃষ্টিপাত ব্যাহত করার মতো চিন্তাভাবনা সফল হতে পারে না। প্রকৃতি এক এবং ঐক্যবদ্ধ সত্তা। কারণ আমাদের কাজ এবং কাজের দিকটি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, তাই এখন যা ঘটছে তা হল, " পানি , পানি"। মে বছর , মানুষ বুন্দ বুন্দ কিন্তুসে – **(সমুদ্রে) জলে জল বর্ষিত হয়েছে, মানুষ ফোঁটা ফোঁটা কামনা করে"।**

এটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায় যে অপরিকল্পিত উন্নয়ন এবং জলাশয়ের উপর রাজ্য/দেশগুলির হস্তক্ষেপের কারণে তাজা বাতাস এবং বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা এবং গুণমান হ্রাস পেয়েছে।

বাতাস, জল এবং সূর্যের আলোর অধিকার জীবিত এবং মৃত উভয়ের জন্যই সমান, এগুলি কোনও ব্যক্তি বা স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিষয় নয়, বরং প্রকৃতির বিষয়।

(১.ই)। যদি আমরা প্রকৃতির সামঞ্জস্য বুঝতে পারি এবং পৃথিবীকে মা এবং আকাশকে পিতা মনে করি, এবং প্রকৃতিকে জয় করার কথা কখনও ভাবি না, তাহলে আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো আমাদের পরিবেশকে সুরেলা সহাবস্থানের জন্য সংশোধন করা। আমাদের

বুঝতে হবে যে হিমালয় থেকে বরফ গলে আসা বন্যা কেবল মালদ্বীপ বা ভারতের কিছু অংশকেই ডুবিয়ে দেবে না, বরং অন্যান্য দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক অংশকেও ডুবিয়ে দেবে। দিল্লি, লন্ডন এবং প্যারিস থেকে অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন এর প্রতিবেশী অঞ্চল এবং দেশগুলিকে প্রভাবিত করে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্থায়িত্ব একসাথে চলে, তাই এটি কেবল জাতিসংঘ, প্যারিস বা ভারতের সংসদেই নয় বরং সম্প্রদায় পর্যায়েও আলোচনা করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

(১.এফ)। বৃহৎ পরিসরে গাছ কাটার ফলে বৃষ্টিপাতের ফলে মাটির উপরের স্তরটি আঘাত হানার এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার আগে যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হতে হয় এবং জলাশয়ের (যেমন নদী) দিকে বৃষ্টির জল প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় যার ফলে জলের বেগ বৃদ্ধি পায় এবং ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। পুকুর, হ্রদ, নদী এবং জলাধারের তলদেশে বৃষ্টির জল মাটি জমা হওয়ার কারণে বন্যা এবং খরা বেশি হয় যার ফলে প্রস্থ এবং গভীরতা হ্রাস পায় যার ফলে জল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

(১.জি)। পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণ ছাড়া অতিরিক্ত কৃষিকাজ উর্বর সমভূমিকে মরুভূমিতে রূপান্তরিত করছে। গাছ কেটে সেই জমিতে শাকসবজি চাষ করা বোকামি, যা সহজেই দুই ফুট গভীর মাটিতে (ছাদে, বহুস্তরীয় উল্লম্ব কৃষিকাজে ভেলা/নৌকায়) জন্মানো যায়, যাতে বড় এবং বৈচিত্র্যময় গাছের জন্য জমি ছেড়ে দেওয়া যায়। মোট বনভূমি হ্রাসের সাথে সাথে, মেঘ আকর্ষণ করতে পারে এমন খুব কম গাছই অবশিষ্ট রয়েছে।

(১.এইচ)। অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জল, জীবাশ্ম জ্বালানি এবং বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার পৃথিবীর ত্বককে শুষ্ক করে তুলেছে, মৃত্যুর আগে সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত জ্বরাক্রান্ত করে তুলেছে। অনেকের কাছে এটা অবাক লাগতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হলো ভূগর্ভস্থ জলের পঁচাশি শতাংশ কৃষকরা ব্যবহার করছেন এবং পঁচাশি শতাংশ বৈদ্যুতিক শক্তি হিমায়ন/তাপীকরণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ধরনের কৃষিকাজ এবং এই ধরনের জীবনযাত্রা কি চলতে দেওয়া যেতে পারে? মনে হচ্ছে হয় সরকার ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই এই ধরনের নির্বোধ কৃষিকাজ এবং মানুষের অস্বাভাবিক/অপ্রাকৃতিক জীবনযাত্রার অপরাধে অংশীদার হয়ে উঠছে, যার ফলে বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হচ্ছে?

একইভাবে, পর্যাপ্ত গভীর জলজ প্রাণী ছাড়া অতিরিক্ত মাছ ধরা এবং অনিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক মাছ ধরা জলাশয়কে বিষাক্ত করে তুলছে। বড় মাছ (যেমন তিমি) ধরে ছোট মাছ উৎপাদন করা বোকামি, যা সহজেই চার-পাঁচ ফুট গভীর জলে জন্মানো যায় এবং পুকুর, হ্রদ এবং সামুদ্রিক জলাশয়কে বৃহত্তর এবং বৈচিত্র্যময় জলজ প্রাণীর জন্য রেখে যায়।

আমরা এই কথাটি শুনেছি যে 'মাছ মাছ খায়' এবং বড় মাছ ছোট মাছ খায়, যা অনেকগুলি ইঙ্গিত দেয়, হয় মানুষ মানুষকে খায় এবং মানবতা মৎস্য চাষের মতো, অথবা মানুষ মানুষকে খায় না তাই মানুষ মাছের পুকুর থেকে আলাদা?

(২) <u>পানি সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ আলোচনা</u>:

(২.ক)। একটি পৌরাণিক কাহিনী, যে, চাতক -চকরী (চাতক – চকোরি: জ্যাকোবিন কোকিল) পাখি পৃথিবীর সমস্ত জলকে দূষিত/অপবিত্র মনে করে তাই কেবল মেঘ থেকে জল পান করে, কিন্তু মানবজাতির জন্য, পবিত্র গঙ্গা সবচেয়ে পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জল প্রদান করে, কিন্তু হায়! এটিও এতটাই দূষিত হয়ে গেছে যে যে কেউ এর লাইন জুড়ে জল শোধনাগারের একটি সিরিজ দেখতে পাবে।

শিল্পায়নের প্রত্যাশিত বৃহৎ পরিসরে যে অন্ধত্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে নদীগুলি নোংরা হয়ে গিয়েছিল। অপরিকল্পিত ও এলোমেলো শিল্পায়নের ফলে প্রত্যাশিত স্বপ্নময় ফল আসেনি এবং আসবেও না, তবে দূষণ অবশ্যই এসেছে যা আমাদের সকলকে প্রভাবিত করছে।

আমরা যারা জলাশয়কে পবিত্র মনে করতাম, ছোট বাচ্চাদেরও সেখানে মলত্যাগ করতে দিতাম না, যখন নর্দমা প্রথম পবিত্র নদীতে ফেলা হত তখন কিছুই করতে পারতাম না, হয়তো রাজার ভয়ে বা ঔপনিবেশিক শাসনের ভয়ে, কিন্তু আফসোস! আমরা এখনও কিছুই করছি না এবং নদী এবং সমুদ্র/মহাসাগরে নর্দমা (পরিশোধিত বা অপরিশোধিত জল খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়) জল ছেড়ে দিতে থাকি। কী করব? কাকে দোষ দেব এবং কাকে দোষ দেব না?

যে নদী/হ্রদ আগে সকল তৃষ্ণার্তদের বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর জল দিত, সেই নদীর বেশিরভাগ অংশই সময়ের সাথে সাথে পলি, পয়ঃনিষ্কাশন, আবর্জনা এবং বর্জ্যে ভরাট হয়ে গেছে এবং এখন এই জিনিসপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সামগ্রিকভাবে এবং সম্মিলিতভাবে এই জিনিসগুলিকে পাগলাটে এবং অকেজো করে তুলেছে। এই সমস্ত নদী/হ্রদ নোংরা হয়ে উঠেছে, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং এমনকি যারা এই হ্রদ/নদীর জল ব্যবহার করে তাদের জন্যও রোগ সৃষ্টি করছে।

(২.খ)। একটি ঘটনা আছে, একটি গ্রামে যেখানে খরা এবং জলাশয় শুকিয়ে যাচ্ছিল, যার মধ্যে জলাশয়গুলিও ছিল জলাশয়, সেখানে একজন প্রতিনিধি হ্যান্ড পাম্প এবং বোরওয়েল খনন করে সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

এর জবাবে গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা একটা সমাধান বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের বলুন কিভাবে আমরা এত গভীরে জল ভরে ঋণ পরিশোধ করতে পারব? আর যদি খরা চলতে থাকে, তাহলে যদি এই হ্যান্ড পাম্প এবং বোরওয়েলগুলিও আমাদের বর্তমান জলকূপের মতো শুকিয়ে যায়, তাহলে কী হবে?"

জল পুনঃচালনের জন্য, জল সংগ্রহ এবং খরা অব্যাহত থাকলে তাজা এবং আরও গভীর নলকূপ খননের জন্য প্রতিনিধিদের তাৎক্ষণিক পরামর্শ ছিল। এর উত্তরে গ্রামবাসীরা বলেন, জল সংগ্রহের মাধ্যমে মাত্র দশ মিটার পর্যন্ত জল পুনঃচালানো যায় যার জন্য গ্রামে গাছপালা যথেষ্ট, এই কারণেই ঐতিহ্যবাহী গ্রামগুলিতে মাত্র দশ–পনেরো মিটার (৪০–৫০ ফুট) গভীরতার জলের কূপ রয়েছে।

কিন্তু মিঃ ডেলিগেট, বলুন তো, এত গভীর জলসম্পদের ঋণ আমরা কীভাবে পরিশোধ করতে পারব? মাটির প্রতি এই ঋণের ফলে কি আমাদের ভিত্তি/ভূমিও ফাঁকা হয়ে যাবে না? যেহেতু প্রতিনিধির এই জমা দেওয়া মাতৃভূমির সাথে সুস্থ সম্পর্কের জন্য টেকসই বলে প্রমাণিত হয়নি, তাই গ্রামবাসীরা (যারা ঋণী থাকতে চাননি) তাদের গ্রামে হ্যান্ড পাম্প এবং বোর-ওয়েল স্থাপন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

(২.গ)। বলা হয় যে জল যেমন হবে তেমনি কণ্ঠস্বরও হবে, (জৈসা) পানি বৈশিষ্ট বাণী (যেমন জল, তেমন স্বর) যার অর্থ হল জলের গুণমান আমাদের কণ্ঠস্বরের মান নির্ধারণ করবে। যদি জল নরম, মিষ্টি এবং প্রশান্তিদায়ক হয় তবে কেউ একটি মনোরম কণ্ঠস্বর আশা করতে পারে, যদি জল সরল হয় তবে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর এবং যদি কেউ জল পান করে তাতে প্রচুর রাসায়নিক দ্রবীভূত থাকে তবে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে শব্দ হবে। তাই যদি আমরা বিশ্বজুড়ে এত শব্দ প্রত্যক্ষ করছি তবে এটি অবশ্যই প্রতিফলিত করে যে পানির মৌলিক গুণমান খারাপ হয়ে গেছে এবং দূষিত হয়ে গেছে।

দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না, এমনকি স্বল্পমেয়াদী সমাধানও প্যাকেটজাত পানিতে থাকে না। এমনকি বাড়িতেও প্যাকেটজাত পানির ছত্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবেই অসহনীয় মাত্রায় শব্দ বৃদ্ধি করবে এবং আমাদের সকলের জন্য লজ্জাজনক। প্যাকেটজাত পানি শিল্পের বর্তমান টার্নওভারের তুলনায় কম পরিমাণে পানির মান উন্নত করা যেতে পারে। আমরা কি সমাধানের জন্য প্রস্তুত?

(২.ঘ)। জলাশয়ে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে অনেক হৈচৈ চলছে কারণ ব্যবহৃত প্লাস্টিকের জিনিসপত্র আবর্জনা ফেলার ফলে অবশেষে ড্রেন, নদী এবং সমুদ্রের জল আটকে যায় এবং এর ফলে প্রাণীদের মৃত্যু হয়। যদি আমরা ভারতের পরিস্থিতির দিকে তাকাই , তাহলে ভারতে (২০২১-২২ সাল) বার্ষিক প্রায় ১৪ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোনও সুসংগঠিত ব্যবস্থার অভাব রয়েছে, যার ফলে শহর এবং জলাশয়ের রাস্তায় ব্যাপকভাবে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। আমরা যদি প্লাস্টিক বর্জ্যের দিকে ঘনিষ্ঠভাবে তাকাই, তাহলে বুঝতে হবে যে এতে সাধারণত ব্যবহৃত পানির বোতল, তামাক দিয়ে তৈরি পণ্যের মোড়ক, পান পাতা এবং মাউথ ফ্রেশনার, প্লাস্টিকের প্লেট এবং অন্যান্য জিনিস থাকে যা সাধারণত খাদ্য, পানীয় এবং ধূমপানের জিনিসপত্র প্যাকিং এবং বিতরণের জন্য তৈরি হয়।

পেট্রোল/ডিজেল এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য পছন্দ করা কিন্তু প্লাস্টিক অপছন্দ করা/ঘৃণা করা চিনি/গুড় খাওয়া কিন্তু ডাম্পলিং এড়িয়ে চলার মতো।" বর্তমান সভ্যতার কথা বলতে গেলে, পেট্রোল/ডিজেল/কেরোসিন এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য তার উপজাত প্লাস্টিকের মতোই নতুন পণ্য। প্লাস্টিকের একমাত্র জিনিস হল এর দূষণ

দৃশ্যমান হচ্ছে, তাই অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের তুলনায় এটির পরিমাণ নির্ধারণ এবং লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে, যা যদি বেশি না হয় তবে সমানভাবে দূষণকারী।

(২.ই)। জীবনের সূত্রপাত সমুদ্রে, এবং গর্ভাবস্থায় সকল গর্ভাশয়ে সমুদ্রের পানির মতো তরল গঠন থাকে। সমস্ত ভূমির নীচে জল থাকে এবং সমস্ত জলের নীচে জমি থাকে। পানীয় জলের কোনও অভাব নেই; কেবল ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

যদি পুরো পৃথিবী গোলাকার হয়ে যায়, তাহলে এর উপর সর্বত্র দুই থেকে তিন মিটার জল থাকবে। যেকোনো নিম্নগামী সঞ্চয়ের জন্য কাছাকাছি অঞ্চলেও একই পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী চাপ আসবে এবং সমুদ্রের কাছে পাহাড়/পাহাড়ের কারণ এটি। তাই বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ এড়িয়ে চলতে হবে (ফলস্বরূপ এই ধরণের বাঁধের উপর বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র) যা কম্পন এবং ভূমিকম্পের কারণ হবে এবং বৃহৎ পরিখা জলাভূমিতে রূপান্তরিত করবে।

সমুদ্র/মহাসাগরের তলদেশে পারমাণবিক এবং অন্যান্য অস্ত্রাগার পরীক্ষার ফলে সুনামি হয় (আশ্চর্যজনকভাবে 'সুনামি' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল ১৯৫৮ সালে অভিধান-অক্সফোর্ড শর্টার অনুসারে, অর্থাৎ পারমাণবিক বোমা, ভ্যাকুয়াম বোমা আবিষ্কারের পর)।

(2.F)। পরিবেশ- "ওয়াটাওয়ারন (वातावरण = वात (हवा / বায়ু) "+ আবরণ "(বাতাসের আবরণ)" আমাদের জীবনযাত্রাকে ঠিক একইভাবে প্রতিফলিত করে যেমন আমাদের পোশাক এবং পোশাক আমাদেরকে পৃথকভাবে প্রতিফলিত করে। আমাদের প্রকৃতিই প্রকৃতি তৈরি করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং টিকিয়ে রাখে এবং বিপরীতভাবে। আমরা যখন প্রকৃতির সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি, তখন প্রকৃতিও আমাদের কোন না কোনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন করে।

যখন কোনও অঞ্চল বা গ্রহের পরিবেশ জীবনের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে, তখন এটি জীবন সৃষ্টি করে এবং উৎপন্ন করে। যখন আমরা প্রকৃতি পরিবর্তন করি এবং কোনও প্রজাতির জন্য এটি কঠিন করে তুলি, তখন এটি ভৌত আকারে নিভে যায় এবং পরিবেশে তার শক্তি তরঙ্গ রেখে যায়। যখনই পরিবেশ একই রকম হয়ে যায়, তখন এটি পুনরুত্থিত হয়। এটি পৃথিবীর জন্য সত্য, চাঁদ এবং মঙ্গল গ্রহের জন্যও সত্য। তাই বাঘ বাঁচাতে এবং ভেড়া হত্যা করার জন্য কোনও অতিরিক্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। আমাদের যা করতে হবে তা হল বন পুনরুদ্ধার করা - সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ এবং বন্যপ্রাণীর অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য পুনরায় আবির্ভূত হবে।

পরিবেশের দীর্ঘায়ু, প্রাণবন্ততা, বিলাসিতা এবং সৌন্দর্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া কীভাবে ঘটে তার উপর নির্ভর করে। যেকোনো এলাকায় সামান্য বিঘ্ন অন্যান্য এলাকায় সামান্য/ছোট ঢেউ সৃষ্টি করে, এবং যেকোনো এলাকায় বৃহত্তর হস্তক্ষেপ অন্যান্য এলাকায় বড় ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং ভূমিকম্প, মাঝে মাঝে সুনামি এবং ক্রমাগত দূষণ এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। পশুপালনের উপর এই প্রতিফলন মাঝে মাঝে কিছু রোগ এবং ক্রমাগত চাপ, চাপ, উত্তেজনা এবং (রক্ত) চাপ হিসাবে প্রতিফলিত হয়।

এত ঘনিষ্ঠ ব্যবস্থায় যদি কোনও দেশ তাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য চিন্তা করে এবং কাজ করে এবং এর মাধ্যমে হিমালয় অঞ্চল থেকে গাছ কিনে, তাদের তেলের মজুদ বজায় রেখে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যান্য অঞ্চলের জ্বালানি পোড়ায়, তাদের খনি সংরক্ষণ করে এবং অন্য অঞ্চল থেকে আকরিক কিনে, তাহলে তারা তাদের পরিবেশ রক্ষা করতে পারবে না বরং বোকার স্বর্গে বাস করছে।
যারা প্রকৃতির সামঞ্জস্য বোঝেন এবং পৃথিবীকে মাতা এবং আকাশকে পিতা মনে করেন এবং কখনও প্রকৃতিকে জয় করার কথা ভাবেন না, তারাই প্রথম আমাদের পরিবেশ সংশোধন করার এবং বিশ্বকে সুসংগত সহাবস্থানের জন্য পরিচালিত করার দায়িত্ব অনুভব করেন।

(৩) <u>সমস্যার উদাহরণ</u> : আমরা গত কয়েক বছর ধরে এমন একটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি যেখানে কয়েকটি দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার জন্য মার্চ-এপ্রিল এবং অক্টোবর-নভেম্বর (২০২২-২৩) ফসল কাটার মৌসুমে আট দিনের জন্য বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করা হয় যাতে পাকা ফসলের বেশিরভাগ অংশ নষ্ট হয়ে যায় এবং তারপর বপনের মৌসুমে বৃষ্টিপাতের কৌশল ব্যবহার করা হয় যাতে ফসল সঠিকভাবে বৃদ্ধি না পায়।

কীটনাশক, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক এবং রাসায়নিকভাবে উৎপাদিত সারের সাথে ব্যথানাশক স্প্রে করার ফলে আমাদের খাদ্য মজুদ, জল এবং বাতাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যা এই জায়গাগুলির সংস্পর্শে আসছে।

(৪), <u>সমাধানের দৃষ্টান্ত</u>:

(৪.ক)। আমাদের জলাশয়গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, যার জন্য প্রয়োজন:
(i), জলাশয়ের মৌলিক বিষয়গুলি পরিষ্কার করা এবং পরিষ্কার করা যাতে জলাশয়গুলি চিরস্থায়ীভাবে পুনর্গঠিত হয় এবং পৃথিবীতে নতুন জীবন প্রদানের জন্য পুনরায় চালু হয়।
(ii) জলাশয়ে বা নদী/হ্রদের সীমানায় ময়লা, ময়লা, পলি, বর্জ্য এবং আবর্জনার প্রবাহ বন্ধ করা, এই বন্ধ ব্যক্তি, প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থার সংশোধনের জন্যই হোক না কেন।
(iii) নদী/হ্রদের প্রবাহমান চ্যানেলগুলির পুনরুজ্জীবন।
(iv) নদী/হ্রদের সাথে সঠিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য প্ল্যাটফর্ম এবং সহায়তা পরিষেবাগুলির পুনরুজ্জীবন বা পুনর্গঠন।

(v) নদী/হ্রদের চিরস্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন বা পুনর্গঠন এবং একই সাথে যেসব প্রতিষ্ঠান সময়ের সাথে সাথে নির্মিত হয়েছে এবং এখন নদীর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেগুলো বন্ধ/পরিত্যাগ/ভাঙ্গা, উদাহরণস্বরূপ – প্যাকেজড পানির বৃহৎ শিল্প এবং পর্যটন রিসোর্ট, যাদের অনেকেই জলাশয়কে দূষিত করছে বলে মনে করেন।
(vi)। নদীর সংযোগ বিপর্যয়কর, তবে পুকুরগুলিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

(vii) রান্নাঘরের বর্জ্য জল পরিশোধন করতে পারে এমন ছোট থেকে মাঝারি স্তরের জল শোধনাগারগুলি পরিবার এবং সম্প্রদায় পর্যায়ে স্থাপন করা উচিত যাতে এটি পুনঃব্যবহার করা যায়, অন্তত টয়লেট ফ্লাশ, বাগানে জল দেওয়ার জন্য ইত্যাদির জন্য।
(viii) শহরগুলিতে সেতুর আশেপাশে, রাস্তার ওপারে, পুকুর/হ্রদ/নদীর লাইনের ওপারে সহজেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
(ix) কাগজের ব্যবহার হ্রাস (সংবাদপত্র এবং এর পৃষ্ঠাগুলি সীমাবদ্ধ করে,
কাগজের ব্যাগ, পিচবোর্ড এবং হার্ডবোর্ডের পরিবর্তে পাট বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা, কাগজ এবং কলমের পরিবর্তে মোটা কাজের জন্য স্লেট এবং পেন্সিল ব্যবহার করা, শিক্ষা ব্যবস্থায় বই মুদ্রণ সীমিত করা, লাইব্রেরি এবং স্কুল, কলেজ এবং সমাজে ব্যক্তিগত সম্পদের পরিবর্তে সাধারণ বইয়ের পুলের ব্যবস্থা গড়ে তোলা)।
(x) মাটির উপাদান এবং প্রাকৃতিক রঙ থাকলেই কেবল জলাশয়ে মূর্তি, ফুল এবং যজ্ঞের অবশিষ্টাংশের ধর্মীয় বিসর্জনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, তবে সমান্তরাল সামাজিক–ধর্মীয় আলোচনা/উদ্যোগের প্রয়োজন।

(৪.খ)। দূষণ হলো কাঙ্ক্ষিত স্থানে অবাঞ্ছিত জিনিস জমা করা অথবা এমন কিছু জমা করা যেখানে এটির প্রয়োজন নেই। এই জমা হওয়া, তা বাতাসে, জলে বা স্থলে, কেবল বায়ু, জল, মাটিরই নয়, আগুন এবং মুক্ত স্থানের, অর্থাৎ সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক ভারসাম্যেরও ব্যাঘাত ঘটায় এবং এর উন্নতির জন্য, আমাদের হয়তো আমাদের মৌলিক জীবনধারা পুনর্গঠন করতে হবে, যার জন্য প্রয়োজন:

(i) সকল জ্বালানি খরচের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ঋণের সহজলভ্যতা, অবচয় সুবিধা এবং যানবাহন ভাতার মতো ভোগবাদকে উৎসাহিত করা বন্ধ করা। জ্বালানি খাতে জ্বালানি সংরক্ষণ এবং ব্যয়/শুল্ক বৃদ্ধির পরিবর্তে অপচয় এবং ব্যবহারের অপ্টিমাইজেশন (কম) উৎসাহিত করতে হবে।

(ii) যেখানে যানজটে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং দূষণ বাড়ছে, সেখানে গাছ কাটার অনুমতি দিতে হবে। শিল্পে বিশেষ নির্গমনের জন্য বিশেষ গাছপালা/গাছ খুঁজে বের করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে হবে। শিল্পে বেড়া এবং খুঁটিতে গাছ লাগানোর ধারণাকে উৎসাহিত করতে হবে।

(iii)। অটোমোবাইল এবং অন্যান্য হর্নিং এর ডেসিবেল সীমা উৎপাদন স্তরেই বাস্তবায়ন করতে হবে। হর্নিং/লাউডস্পিকারের অতিরিক্ত ব্যবহার সীমিত করা প্রয়োজন (আর্থিক জরিমানা দ্বারা)।

(iv) প্রাকৃতিক সূর্যালোক, বায়ু সঞ্চালন এবং সৌর তাপ ব্যবহারের জন্য শহর ও গ্রামীণ পরিকল্পনায় স্থাপত্য পরিষেবা উন্নত করতে হবে।

(v) পারমাণবিক এবং অ্যাসবেস্টস বর্জ্য তৃতীয় বিশ্বের কোনও দেশে, সমুদ্রে বা মহাকাশে ফেলার প্রয়োজন নেই যা গভীর খনন করে এবং তারপর সিমেন্ট কংক্রিটের স্তর তৈরি করে নো-ম্যান (ব্যারন) দ্বীপে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

(৪.গ)। হায়দ্রাবাদের মতো একটি শহরের জন্য, গ্রীষ্মের চরম সময়েও অতিরিক্ত দশ লক্ষ গাছের আচ্ছাদন কীভাবে তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে তা গণনা করা হয়েছিল। এটিও দেখা গেছে যে শীতের চরম সময়ে বৃহত্তর গাছের আচ্ছাদন তাপমাত্রাকে উচ্চ স্তরে বজায় রাখে।
মোটামুটি হিসাব করলে, ভারতের প্রতিটি জেলায় প্রায় বিশ লক্ষ (অতিরিক্ত) গাছের আচ্ছাদন প্রকৃতির ক্রোধের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয়ের যেকোনো বা সমস্ত প্রতিকূল প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে অথবা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলবে, যেমন বৃষ্টিপাত, হারিকেন, টর্নেডো ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ।

এই স্তরের বৃক্ষরোপণের ফলে আমরা পাখি, প্রাণী এবং মানুষের জন্যও বিশুদ্ধ বাতাস এবং বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তা পেতে পারি। যদি আমরা বনায়নের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দিকে তাকাই, তাহলে যদি একজন ব্যক্তি প্রায় দুইশ গাছের চাহিদা পূরণ করতে পারে, তাহলে **এই বনায়ন প্রতি জেলায় দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান/ব্যস্ততা সৃষ্টি করবে, যা ভারতের মোট সাতশ তিহাত্তরটি জেলার মধ্যে সত্তর পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি।**
এই কাজের জন্য, সমাজকে এই কাজটি গ্রহণ করতে হবে এবং বন বিভাগের সমসাময়িক ব্যবস্থা বন্ধ করার কথা ভাবতে হবে। ভারতে স্থায়িত্ব প্রদান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে আশা দেওয়ার এটাই একমাত্র উপায়।
(৪.ঘ) একবার ভাবুন তো, যদি মানুষ (পুরুষ ও মহিলা, ছেলে ও মেয়ে) তাদের ব্যাগ/পার্সে একটি খালি গ্লাস বা ধাতব পানির বোতল বা থার্মস ফ্লাস্ক বহন করতে শুরু করে, তাহলে কি সমাজ তাদের জন্য পানীয় জল সরবরাহ করতে পারবে না? সমাজ কি বাজার, শপিং সেন্টার, অফিস কমপ্লেক্স, বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন এবং বিমানবন্দরে উপযুক্ত দূরত্বে ঐতিহ্যবাহী পাত্রে সংরক্ষণ করা পানীয় জল সরবরাহ করতে পারবে না?
একবার ভাবুন তো এর কত সুবিধা হবে? রেলওয়ে কি যাত্রীবাহী ট্রেনের প্রতিটি কোচে বিশ লিটারের বেশি পানির ডিসপেনসার রাখতে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না এবং তাদের প্লেটার থেকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের পানির বোতল ব্যবহার/বিক্রয় বন্ধ করতে পারে না?
একটি হিসাব: ২০২৩ সালে ভারতে প্যাকেজড পানির আনুমানিক লেনদেন ৪০৩.৫ বিলিয়ন টাকা, যেখানে ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী এটি ছিল ৩০০/বিলিয়ন ডলার। এই পরিসংখ্যানগুলি সরাসরি ট্যাপ এবং অন্যান্য উপলব্ধ পানির গুণমানের দিকে ইঙ্গিত করে। দূষিত পানি এড়াতে মূলত এই প্যাকেজড পানির বোতলগুলি রাখা হয়, যা প্লাস্টিক বর্জ্যের মতো জল দূষণকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

প্যাকেজড ওয়াটার স্টক কিপিং ইউনিটে (SKU) ১৫-২০ লিটার, ৫ লিটার জার এবং ১-২ লিটার, ৫০০ মিলি, ২০০ মিলি বোতল এবং ২৫০ মিলি থলি রয়েছে, যার মধ্যে প্লাস্টিকের পানির বোতলের ব্যবসার পরিমাণ পঁচাত্তর শতাংশ, অর্থাৎ ২০২২-২৩ সালের জন্য এটি প্রায় ৩০০ বিলিয়ন টাকা বা ৩০,০০০ কোটি টাকার হবে।

সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কি একসাথে সমগ্র দেশে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পানি বিতরণের দায়িত্ব নিতে পারে না, কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে, এবং জনসাধারণের/জাতির ৩০,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারে না, যা ড্রেন এবং জলাশয়গুলিকে দূষিত করে। এই কার্যক্রম একাকীত্বে ভুগছেন এমন মানুষদের সম্মানজনক সম্পৃক্ততা প্রদান করবে এবং সমাজ থেকে উপযুক্ত ও সম্মানজনক পারিশ্রমিকও অর্জন করবে?

অন্যদিকে, ৩০,০০০ কোটি টাকার টার্নওভারের দিকে তাকালে, যদি একজন ব্যক্তি প্যাকেজড পানির পরিবর্তে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ করেন, তাহলে এটি ছয় লক্ষ লোককে সম্পৃক্ত করার সমান, যদি মার্জিন কম রাখা হয়, তাহলে এই জল বিক্রি একজন ব্যক্তির জন্য বার্ষিক সর্বনিম্ন ৫০,০০০ টাকা আয় করবে।

প্লাস্টিকের জারের পাশাপাশি তামা, পিতল, টিন, স্টেইনলেস স্টিল এবং মাটির তৈরি ডিসপেন্সার (ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যের কারণে অ্যালুমিনিয়াম এড়ানো যায়) ব্যবহার করা যেতে পারে। কামোদ্দীপক এবং মাউথ ফ্রেশনারগুলির ক্ষেত্রেও একই রকম হিসাব করা যেতে পারে, যা জল দূষণ কমাবে এবং বৃহৎ লোকের কর্মসংস্থান/প্রবৃত্তির সুযোগ করে দেবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সহজেই যে মানের নিশ্চয়তা দিতে পারে তা নিশ্চিত করা।

বলা হয়: **রহিমন পানি রাখিয়ে , বীন পানি সব সুন।**
পানি গয়ে ন ঊবরে , মোতি , মানুষ , চুন ॥ (রহিম বলেন; জল রাখো, জল ছাড়া সবকিছুই শূন্য/মূল্যহীন/প্রাণহীন, জল ছাড়া মুক্তা, ময়দা এবং মানুষ উঠে আসতে পারে না)।
আরোগ্যকারীকে (পাঁচটি উপাদান, অর্থাৎ স্থান, জল, বায়ু, অগ্নি এবং পৃথিবী) নিরাময় করাকে পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখার ভিত্তি বলা যেতে পারে। * **

9. পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির অর্থনীতি

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: অর্থনীতিতে পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির মৌলিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দাখিল করা হচ্ছে চারটি ভাগে: (১)। সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (২)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ আলোচনা, (৩) সমস্যার দৃষ্টান্ত, (৪), সমাধানের দৃষ্টান্ত,

(১). সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা:

একজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করেন, পরিবার, সমাজ, দেশ সত্য কিন্তু অর্ধেক কথা সত্য, আর অর্ধেক হল- ধার্মিকতা নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে পরিত্যাগ করে, এড়িয়ে চলে এবং এড়িয়ে চলে, তা সে ব্যক্তি, পরিবার, দেশ এবং সমাজই হোক না কেন। তাই, যদি কেউ জীবনের ঐশ্বর্য, বিলাসিতা, আরাম-আয়েশের সাথে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি পরিত্যাগ করতে শুরু করতে পারে এবং পরিবার এবং তার আশেপাশের পরিবেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধিকে একটি নীচু বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে পারে, তাহলে রোগ, অস্বস্তি এবং তার পরে দারিদ্র্য এমনকি দাসত্বের জন্য চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই বরং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসবে।

বিপরীতভাবে, যদি কেউ প্রকৃতির সান্নিধ্যে সুস্থ, সুখী এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে তাকে ভণ্ডামি ত্যাগ করতে হবে (অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে কোনও পবিত্র গ্রন্থ থেকে তোতাপাখি বা উপদেশ উচ্চারণ করা)। কিন্তু বাস্তবে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, অগ্রাধিকার দিতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সম্মান এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে/প্রদান করতে হবে এবং পরিবার, পাড়া এবং সমাজের অন্যদের সাথে সহযোগিতা করতে হবে যাতে অন্যরা এই স্যুট অনুসরণ করে।

মৌলিক ও বিশেষায়িত শিক্ষার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য, সমাজের অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে সমান বেতন ও সুযোগ-সুবিধা সহ পৃথক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা, পরামর্শ ও প্রতিক্রিয়া এবং ফলোআপ সংশোধন, গবেষণা ও উন্নয়নে তহবিল, গবেষণা প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শাসন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি রাখে।

জাপান কর্তৃক বিকশিত 5S সিস্টেম, যা "সবকিছুর জন্য তার নিজের জায়গায় এবং জায়গায়, প্রতিটি সময় এবং এর লিপিবদ্ধ মানদণ্ড" কেবল বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, বরং আমাদের প্রতিটি কাজে (কর্ম, বক্তৃতা এবং চিন্তাভাবনা) এবং প্রার্থনায় সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। প্রকৃতিতে ঈগল তাজা খাবার খায় যেখানে শকুন মৃতদের খায়, সমস্যা শুরু হয় যখন শকুন নির্মূল হয়ে যায় এবং মৃতদেহ পচনের জন্য উন্মুক্ত

থাকে। প্রকৃতির প্রত্যেকে এবং সবকিছু একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় আমাদের কাজ/কর্ম, চিন্তাভাবনা এবং প্রার্থনা স্থায়িত্ব/দীর্ঘায়ুর দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত, যেমন আমরা যখন কাপড় শুকিয়ে নিই তখন প্রার্থনা হতে পারে "নদীর জল নদীতে যেতে দাও, আমাদের কাপড় শুকাতে দাও।"

পাঁচটি উপাদান, অর্থাৎ স্থান, জল, বায়ু, অগ্নি এবং পৃথিবীকে সম্মান করে আরোগ্যকারীকে আরোগ্য করা, পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তি হতে হবে।

বিষয় এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা সম্পর্কে নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল:

(১.ক)। বলা হয় যে হৃদয় (অর্থাৎ প্রতিটি সত্তার প্রতি বিশ্বাস) মন এবং শরীরের প্রতিটি অংশে রক্ত সরবরাহ করে (শক্তি দেয়), ফলস্বরূপ এই রক্ত মনকে চালিত করে যা শরীরের প্রতিটি অংশকে গতিশীল করে বা সঞ্চালিত করে।
বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয়েছে যে: "মন বস্তুকে সঞ্চালিত করে", অর্থাৎ, আমাদের মনই আমাদের হাত, পা এবং সমগ্র শরীরের (বস্তুর) গতি/নড়াচড়া তৈরি করে, যা (আমাদের শরীরের নড়াচড়া) চারপাশের অন্যান্য জিনিসকে নিজের, তার পরিবার, সমাজ এবং আশেপাশের অন্যান্য জিনিসকে তার মন এবং তার নিয়ন্ত্রক হৃদয়/বিশ্বাস (পছন্দ, অপছন্দ বা অন্যান্য পরিকল্পনা) অনুসারে পরিবর্তন করতে পারে।

ফলস্বরূপ, এটা বলা যেতে পারে যে আমাদের প্রত্যেকের মন আমাদের নড়াচড়া, কর্ম, নাটকের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ, আমাদের প্রত্যেকের মন (আরও নির্দিষ্টভাবে হৃদয়/বিশ্বাস) বিচার করা যেতে পারে আমরা যে নড়াচড়া করি এবং আমরা যে বাস্তবতা প্রকাশ করি তার দ্বারা।

যদি আমরা সর্বত্র ময়লা/ময়লা দেখতে পাই, তাহলে এটা স্পষ্ট যে আমাদের প্রত্যেকের মন নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের প্রায় সকলের বিশ্বাস/হৃদয় কেঁপে উঠেছে, ব্যক্তিগতভাবে এবং সামগ্রিকভাবে (পরিবার, সমাজ, দেশ এবং এর ব্যবস্থা)।
বিশ্বাস হারানোর ফলে, আমাদের বেশিরভাগই জীবনের উপর থেকে আশা হারাতে শুরু করেছে এবং অসহায়, হতাশ, আত্মহত্যাপ্রবণ এবং প্রতিটি নতুন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং রোগের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠছি। এই পরিস্থিতিতে যারা একাকীত্বে আছেন তারা ছাড়া বাকিরা কেবল সিস্টেমের ময়লা/ময়লাতেই ভুগছেন না বরং রোগ এবং অসুস্থতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতেও অবদান রাখছেন।

আমাদের সামষ্টিক দুর্ভোগ এবং ফলস্বরূপ পতন তখনই একেবারে তলানিতে পৌঁছে যায় যখন আমাদের নেতারা, গণমাধ্যম এবং জনগণের ফোরাম ক্রমাগত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, স্বাস্থ্য, সুখ এবং সুস্থতা বৃদ্ধিকারী কাজে সময় ও শক্তি ব্যয় না করে পড়াশোনা,

শোনা, লেখা এবং রোগ-ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই করার চেষ্টা করে না। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই এই ধরণের পরিস্থিতি বিরাজমান।
এর থেকে কি এটাই বোঝা যায় না যে, এখনই আমাদের প্রার্থনা করার এবং নিজেদের এবং প্রকৃতির প্রতি আমাদের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করার সময়?

(১.খ) জাতিসংঘ উন্নত পরিচ্ছন্নতার কথা যতই বলুক না কেন, মশা নিরোধক, মশা নিরোধক ক্রিম, মশারি, মুখোশ এবং স্যানিটাইজার বিক্রির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, বায়ু ও জল পরিশোধক বিক্রির প্রবণতা, ওষুধ, ডাক্তার, পরীক্ষাগার এবং হাসপাতালের বিল, ফলস্বরূপ দীর্ঘস্থায়ী এবং মানসিক রোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত পরিচ্ছন্নতার যে কোনও দাবির বিরুদ্ধেই বেশি কথা বলে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির যথাযথ প্রতিকারের জন্য, বিষয়টি কেবল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবং বিভিন্ন দেশের সংসদেই নয়, বরং শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতেও শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং গবেষণা পণ্ডিতদের মধ্যে আলোচনা করা প্রয়োজন, এবং প্রতিটি রাস্তায় সাধারণ জনগণের মধ্যেও আলোচনা করা উচিত,

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য আমাদের কেবল ময়লা/ময়লা/আবর্জনা পরিষ্কার করাই নয়, বরং নোংরা মানসিকতা এবং নোংরা ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত চিরন্তন আইন পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

(১, গ) সকলের কাছেই অবাক লাগতে পারে যে হিন্দু থেকে ইহুদি, বৌদ্ধ থেকে জৈন, খ্রিস্টান থেকে মুসলিম, শিখ থেকে বাহাই পর্যন্ত কোনও ধর্মই সাধারণ স্থান পরিষ্কার করার বিষয়ে কথা বলেনি বা কথা বলেনি এবং এর কারণ, সমাজে কে পরিষ্কার করবে এবং কেন সে এটি করবে, কোন বয়সে সে এই কাজটি করতে সক্ষম হবে এবং তার সাথে কীভাবে আচরণ, সম্মান এবং পুরস্কৃত হবে।
তাহলে প্রায় সকল ধর্মই নির্দিষ্ট করে না যে, একজনের জীবনে বিভিন্ন বয়সে তার অধিকার ও দায়িত্ব, ভাগাভাগি এবং অবদান কী হবে, সমাজ/সরকারের কাছ থেকে কী আশা করা যায় এবং সমাজ ও সরকার তার কাছ থেকে কী আশা করতে পারে, তাহলে অন্য প্রাণী, পাখি, মৎস্য, গাছপালা, পরিবেশ এবং প্রকৃতির প্রতি তার অধিকার ও দায়িত্ব কী হবে, অন্তত পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে, এবং এভাবে তার নিজের শিষ্যদের সামগ্রিকভাবে জীবনের সাথে মোকাবিলা করার সময় তাদের প্রতিবন্ধী করে তোলে।

যুক্তি দেওয়া হয় যে, বিশ্বাস এবং প্রজনন প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে সহজাত, যা গভীরভাবে প্রোথিত এবং মানুষ সহ প্রতিটি জীবের কেন্দ্রবিন্দু। তাই, যদি আমরা চারপাশে ময়লা/ময়লা/অবর্জনা দেখতে পাই, তাহলে নিশ্চিতভাবেই ধর্ম ও অঞ্চলভেদে বিস্তৃত

একটি বিশাল অংশের বিশ্বাস কেঁপে উঠেছে। এটাও বলা যেতে পারে যে, এই সমস্ত ধর্মই তাদের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের প্রভাবের সময়কাল শেষ হয়ে গেছে, ফলস্বরূপ তারা তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনা দিতে অক্ষম। এই পরিস্থিতিতে, সর্বত্র মানসিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক নোংরামির সাক্ষী থাকা বেশ স্পষ্ট।

এটি আমাদের একটি খুব মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে বাধ্য করে: এই সমস্ত ধর্ম কি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট যোগ্য, নাকি আমাদের সম্মিলিতভাবে আবার মৌলিক ধর্ম/ধর্মের দিকে ফিরে যেতে হবে যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সহ সম্প্রদায়ের সমস্ত মৌলিক এবং স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে?

(১.ঘ)। যদি আমরা আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অবস্থা দেখি, যেগুলি সকল ছাত্রছাত্রীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাঠ শেখানোর কথা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য আলমা-বিষয়ে একই চিত্র তুলে ধরার কথা, তাহলে নিশ্চিত যে বর্তমানে আমরা হতাশ হব?

প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজটি একজন স্বল্প বেতনের কর্মচারী বা চুক্তিবদ্ধ কর্মীর উপর ন্যস্ত করা হয়। এই কর্মচারী বা কর্মীরা প্রতিদিন একবার মেঝে পরিষ্কার করেন, মেঝে মুছবেন, টয়লেট পরিষ্কার করবেন কিন্তু খুব কমই ঘরের চার দেয়াল, তার ছাদ এবং ছাদের উপরে, দরজা-জানালা, সিলিং ফ্যান এবং এয়ার-কন্ডিশনার, আলোর সরঞ্জাম, টেবিল-চেয়ারের ভিতরের অংশ, বর্জ্য বালতি ইত্যাদি পরিষ্কার করবেন, যার ফলে আরও অনেক কিছু অকেজো হয়ে যায়।

ফাইল এবং অন্যান্য রেকর্ড থেকে, লাইব্রেরির বই থেকে এবং দোকানে থাকা জিনিসপত্র থেকে ধুলো খুব কমই পরিষ্কার করা হচ্ছে, যা বৃহত্তর পরিচ্ছন্নতা প্রদর্শনের জন্য ইনস্টিটিউটের বাগানের গাছপালা এবং গাছের পাতায় গোসল করা বা জল ছিটিয়ে দেওয়ার কথা বলার চেয়েও বেশি।

যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এমন হয়, তাহলে কীভাবে কেউ সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাধারণভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আশা করতে পারে, তা সে বাড়িতে হোক, অফিসে হোক বা জনসাধারণের জন্য উপযুক্ত স্থানে হোক? যদি শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অবস্থা অনুপযুক্ত হয় (যা দৃশ্যমান এবং কিছুটা সহজ), তাহলে মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার স্তর সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে যা মন এবং হৃদয়ের?

(১.ই)। বাড়িতে মা, বাবা, বড় ভাই এবং বোন ছোট বাচ্চাদের এবং ছোট বাচ্চাদের মলমূত্র পরিষ্কার করে, এবং শিশুর সম্মান অর্জন করে এবং সারা জীবন তাদের প্রতি আবদ্ধ থাকে

এবং শ্রদ্ধাশীল থাকে। এটা বলা যেতে পারে যে, যে চাকর শিশুর মলমূত্র পরিষ্কার করে, শিশুর যত্ন নেয়, সেও শিশুর জন্য বড় ভাই-বোন, বাবা-মা বা কাকা-মাসির সমান সম্মানের অধিকারী হয়। বলা হয় যে, যে কেউ বাড়িতে (কোনও গোপন উদ্দেশ্য ছাড়াই) শিশুর মলমূত্র পরিষ্কার করে, সে শিশুর বড় ভাই-বোনের সমান সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

যদি কেউ কেবল একটি ছোট বাচ্চার মলমূত্র পরিষ্কার করে না, বরং পুরো পরিবার এবং সমাজের মলমূত্র পরিষ্কার করে, তাহলে সেই ব্যক্তির কতটা সম্মান প্রাপ্য? বাড়িতে, বাড়িতে বা সাধারণ এলাকার মলমূত্র পরিষ্কার করা কি কোনওভাবেই নীচু কাজ বলা যেতে পারে এবং অসম্মানজনক আচরণের যোগ্য? মলমূত্র এবং বাথরুম পরিষ্কার করা প্রার্থনাস্থলে প্রদীপ জ্বালানোর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং সমান মর্যাদার দাবিদার, যদি আরও বেশি না হয়। আমরা যদি বাড়ির পরিস্থিতিগুলি দেখি এবং যারা সাধারণ এলাকার মলমূত্র পরিষ্কার করে এবং মলমূত্র ত্যাগ করে তাদের সমান মর্যাদা/সম্মান দেই, তাহলে সমাজ একটি জীবন্ত স্বর্গ হয়ে উঠত!

কিন্তু হায়! অনেক ভৌগোলিক অঞ্চলে, সাধারণ এলাকার আবর্জনা পরিষ্কার এবং মূত্রত্যাগের এই কাজটি প্রথমে শাস্তি হিসেবে দাস বা বন্দীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত, পরে একইভাবে চলতে থাকে, তাই তাদের নীচু চোখে দেখা হত এবং অস্পৃশ্য হিসেবে এতটাই সংযুক্ত করা হত যে, বিশেষ করে সেইসব ভূগোলে, যেখানে তাদের আঞ্চলিক ধর্ম সম্মিলিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নীরব (যেসব অঞ্চলে পছন্দ, সামর্থ্য এবং সামর্থ্য অনুসারে সমানভাবে কাজের বন্টন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিল)।

(১.ফ)। বর্তমান সময়ে, সমাজে মশা নিরোধক এবং বাণিজ্যিক মাধ্যমের উদ্ভাবন এবং প্রবর্তনের পর সামগ্রিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অবনতি তীব্র আকার ধারণ করেছে। মশা নিরোধক প্রস্তুতকারক এবং এর খুচরা চেইন অপারেটররা মশার উন্মাদনা বৃদ্ধির জন্য অপ্রশস্ত, নোংরা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পৌরসভাগুলিকে ঘুষ দিতে সক্ষম হয়েছিল। জনগণের অলসতা এবং বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আরও অবনতি ঘটে।

সরল জীবনযাত্রা এবং প্রথমেই অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য তৈরি না করার প্রবণতার কারণে, গ্রাম এবং এর বাসিন্দারা বেশিরভাগ শহর এবং মেট্রো এবং এর জনগণের তুলনায় পরিষ্কার দেখায়, এমনকি ব্যয়বহুল বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকার পরেও। শহর এবং মেট্রোতে অনেক সময় কিছু অংশ পরিষ্কার করার জন্য, এটি অন্যান্য সমস্ত অংশকে আরও নোংরা করে তোলে। এই শহর এবং মেট্রোগুলি কতটা স্ক্র্যাপ/বর্জ্য উৎপন্ন করে তা স্ক্র্যাপের ব্যবসা থেকে অনুমান করা যায়, ব্যবসায়িক স্ক্র্যাপ উৎপন্নের পরিমাণ অনুমান করা যায় স্ক্র্যাপ ক্রেতারা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহর এবং মেট্রোর প্রতিটি এলাকায় যে ঘন ঘন শব্দ করে। অনেকের কাছে অবাক হতে পারে যে আমরা সত্যিই এত বেশি বর্জ্য উৎপন্ন

করি যে স্ক্র্যাপ ডিলারদের মধ্যে খুব কমই এখন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয়।

(১.ছ)। আমরা যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বেশি কথা বলি, তাদের অনেকেই এমন পণ্য, প্রক্রিয়া এবং পরিষেবা গ্রহণ করছি যা আগের তুলনায় আরও বেশি ময়লা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করে। নীচে এমন চারটি উদাহরণ দেওয়া হল:

(ক) এরকম একটি উদাহরণ হল আধুনিক কমোড যা সাধারণত ক্রোধের ফলে পেট অপরিষ্কার করে। বলা হয় যে পেট অপরিষ্কার থাকা সকল রোগের মূল, তা সে শারীরিক, মানসিক বা মানসিক যাই হোক না কেন।

বর্তমানের সম্মিলিত ধরণের নগর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা জলাশয় (পুকুর, নদী এবং সমুদ্রতল) এবং ভূগর্ভস্থ জলে আরও দূষণ যোগ করছে।
আশ্চর্যজনকভাবে, জল শোধনাগারগুলি জল শোধন প্রক্রিয়ার সময় রাসায়নিক এবং ক্লোরিন গ্যাস যোগ করার কারণে পরবর্তী ব্যবহারকারীদের জন্য দূষণও বাড়িয়ে তুলছে। আমরা যেসব পরিষ্কারক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করি, সেগুলো বাসনপত্র, মেঝে, বাথরুম, রান্নাঘর এবং স্নানের জন্য প্রচুর পরিমাণে পানি দূষিত করে।

(খ) স্থূলতা, একটি প্রধান স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ যা মানুষের মন এবং শরীরের ভিতরে ময়লা/ময়লা জমা হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, বলা যেতে পারে প্যাকেটজাত খাবারের ফলাফল (যেসব খাবারে প্রিজারভেটিভ থাকে, সেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পেটে সংরক্ষিত থাকে, অর্থাৎ সহজে হজম হয় না, ঘন ঘন হজমের সমস্যা যা বদহজম, স্থূলতার একটি প্রধান কারণ) যা মোটর গাড়ি, মোবাইল ফোন এবং আধুনিক দিনের কমোড এবং সংকীর্ণ বাথরুম।

(গ) বাড়ির ছাদের উচ্চতা হ্রাসের ফলে প্রয়োজনীয় ভেন্টিলেটর বিলুপ্ত হয়ে গেছে; ফলস্বরূপ, আবাসিক এলাকায় বাতাসের প্রবাহ এবং তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবাসন খাতে নির্মাণ নকশায় আরও পরিবর্তন আনার ফলে শীতকালে সমস্ত নতুন বাড়ি ঠান্ডা এবং গ্রীষ্মে গরম হয়ে উঠেছে, যার ফলে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কয়লা, গ্যাস, তেল, জল এমনকি বায়ু থেকে উৎপাদিত দূষণ এবং পারমাণবিক উৎস থেকে উৎপাদিত আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

(ঘ) আমরা সকলেই এমন একটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি যেখানে রান্নাঘরের খাবারের জিনিসপত্র পিষে ফেলার মতো সাধারণ যান্ত্রিক কাজ বৈদ্যুতিক মেশিন এবং রোবোটাইজড প্ল্যান্ট দ্বারা করা হচ্ছে এবং ব্র্যান্ডগুলি দ্বারা বিক্রি করা হচ্ছে যা সহজেই

মানুষের হাতে করা যায় এবং উন্নত বিশ্বের সরকারগুলিকে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে একাকীত্ব এবং বেকারত্বের সমস্যা মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে কারণী বিদ্যুৎ খরচ এবং দূষণ হ্রাস করতেও সহায়তা করবে।

(১.এইচ)। পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে সহজেই সমাধানযোগ্য পরিচ্ছন্নতা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সাম্প্রতিক অতীতে (২০১৩ সাল থেকে) জাতিসংঘ "টেক পু টু দ্য লু" অর্থাৎ টয়লেটে টয়লেট নিয়ে যাও" শিরোনামে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে একটি বিশাল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং অনেক দেশকে টয়লেট নির্মাণ এবং (মানুষের দ্বারা) খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধ করার জন্য অর্থায়ন করেছে। এর ফলে কোটি কোটি শৌচাগার নির্মাণ এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগের সমালোচনা করে অসংখ্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে।

এই ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামের পরেও আমরা বিশ্বজুড়ে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার একের পর এক ঢেউ প্রত্যক্ষ করেছি যা অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে প্রতিফলিত করে যে এই প্রোগ্রামটি কেবল মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়নি বরং বিশ্বে আরও ময়লা/ময়লা/আবর্জনা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার আবাসস্থল এবং তারপরে মহামারী এবং মহামারীর উত্থানের জন্য উপযুক্ত।

ভাইরাস এবং এর ফলে সৃষ্ট মহামারী (গত দুই-তিন বছরে একের পর এক) নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করতে এই যৌথ সংস্থা (সংযুক্ত জাতি) ব্যর্থতা এই প্রতিষ্ঠান এবং এর সাথে যুক্ত নেতাদের বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার অক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। এটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলি মোকাবেলার জন্য একটি বাস্তবসম্মত পথ প্রদানের জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন চিন্তাভাবনা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার দাবি করে।

ভাইরাস: হল 'ভার্চুয়াল ইন্টেলিজেন্স রিট্রিভাল আন্ডার সিজ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, যা সাধারণত অপরিষ্কার পরিবেশের কারণে বৃদ্ধি পায়, বিকশিত হয়, ছড়িয়ে পড়ে এবং তারপর পরিবর্তিত হয়। এটা কোনও সালিশের বাইরে যে বৃহৎ পরিসরে শৌচাগার নির্মাণ ছাড়া (যা পাইপযুক্ত রান্নাঘরের গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, বিনামূল্যে এলপিজি সিলিন্ডার, বিনামূল্যে রেশন এবং অর্থ লেনদেনের ডিজিটাইজেশন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল) একের পর এক দেশ লকডাউন করা সম্ভব হত না। এটি কি ইঙ্গিত দেয় না যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এমন একটি বিষয় যা কেবল জাতিসংঘের দ্বারা নয়, স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় পর্যায়ে আমাদের সকলের দ্বারা আমাদের সুস্থ ও সুখী ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাভাবনা এবং আলোচনা করা প্রয়োজন?

(১.কে)। যদি কেউ বলে যে জাতিসংঘের পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি সফল, তাহলে পরিস্থিতিটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলা যেতে পারে এবং যথেষ্ট সন্দেহ তৈরি করে যে এই ধরনের

মহামারী এবং মহামারী রোগ বিস্তারের নামে পুলিশ এবং প্রশাসনের মাধ্যমে মানুষকে সম্মোহিত, আতঙ্কিত এবং নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা।

এটা সাধারণ ধারণা যে, যারা টিকা তৈরি করতে পারে তারা ভাইরাসও তৈরি করতে পারে এবং যারা অন্যদের দুর্দশা থেকে অর্থ উপার্জন করতে চায় তারা সহজেই দ্রুত পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যম, বিজ্ঞাপন এবং বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেলের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের আলোচনার মাধ্যমে এটি ছড়িয়ে দিতে পারে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মানুষকে অসুস্থ হতে রাজি করাতে পারে।

এটা সকলের জানা যে ভাইরাসের আকার দুই ন্যানোমিটার থেকে চারশো ন্যানোমিটার এবং ব্যাকটেরিয়ার আকার এক মাইক্রোমিটার, যা কোনও মুখোশের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে সংক্রমণ রোধ করা যায় না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক বিশেষজ্ঞ রোগ প্রতিরোধের জন্য মুখোশ পরার বিষয়ে মতামত দিচ্ছেন। মুখোশ পরার এই যুক্তি অনাদিকাল থেকেই সাধু/সন্ন্যাসীরা প্রত্যাখ্যান করে আসছেন যারা নগ্ন হয়ে হাঁটেন এবং বলেন যে মানবদেহ সমগ্র বিবর্তনের ফল এবং ঈশ্বর এটিকে সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং অভিযোজন ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং তারপরে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের যত্ন নেন।

তাছাড়া, মুখোশ পরা সমর্থনকারী এই লোকেরা সবচেয়ে বড় অপরাধের অংশ হয়ে উঠেছে যখন পুলিশ এবং প্রশাসন তাদের অজুহাতে 'নগ্ন সাধু/সন্ন্যাসী'দের মুখোশ পরতে বাধ্য করে এবং অমান্য করলে (মুখোশ পরলে) জরিমানা আদায় করে। এই অপরাধ রাবণের কর আদায়কারীরা নাগা সাধুদের উপর যে অপরাধ করেছিল তার সমান, যখন তারা নগ্ন সাধুদের (নাগা সাধু) কাছ থেকে কর হিসাবে তাদের রক্ত সংগ্রহ করেছিল? প্রাকৃতিক আইন লঙ্ঘন কি কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং দেশ থেকে, এমনকি যদি এটি একটি সংযুক্ত জাতিও হয়, তাও প্রশংসা করা যেতে পারে?

গত দুই-তিন বছরে লক্ষ্য করা যায়, রোগ, মাস্ক, ভ্যাকসিন ইত্যাদি বিষয়ে বারবার বিবৃতি পরিবর্তনের কারণে অনেক দেশের শীর্ষ নেতারা তাদের মুখমন্ডল ও মুখের মূল্য হারিয়ে ফেলেছেন, প্রতিটি ফোন কলে তাদের অবিরাম বকবক, জনসাধারণের ঘোষণা যা তাদের নাগরিকদের প্রতি তাদের উদ্বেগের চেয়ে কাউকে খুশি করার প্রচেষ্টা হিসাবে বেশি দেখাচ্ছিল। এটা অবাক করার মতো কিছু নয় যে এই জাতীয় অনেক নেতার মুখ পাথর (অভিব্যক্তিহীন), কণ্ঠস্বর কর্কশ/মোটা এবং প্লাস্টিকের হাসি পেয়েছে, এটি কি প্রশংসা করা যেতে পারে?

(১.N)। গত একশ বছরে সমগ্র পৃথিবীর পরিচ্ছন্নতা এতটাই কমে গেছে যে, খুব কম উচ্চবিত্ত মানুষ, যাদের ধনীরা, রাজপরিবারের সদস্য, ধর্মীয় নেতা এবং অন্যান্য বংশধররা তাদের মহাকাশযান কর্মসূচির মাধ্যমে পৃথিবী থেকে মঙ্গল/বৃহস্পতির মতো অন্যান্য গ্রহে তাদের ঘাঁটি স্থানান্তর করার কথা ভাবছেন। বিপরীতে, খুব কম উচ্চবিত্ত মানুষই মনে

করেন যে অন্য গ্রহে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই; আমাদের কেবল পৃথিবী থেকে আশি-নব্বই শতাংশ মানুষকে নির্মূল করতে হবে এবং পৃথিবীতে সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্য মানুষের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যা এই তথাকথিত উচ্চবিত্ত মানুষরা মনে করেন বিশ্বব্যাপী তত্ত্বাবধান নিয়ন্ত্রণ এবং ডেটা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহজেই করা যেতে পারে। বিশ্বব্যাপী তত্ত্বাবধান নিয়ন্ত্রণ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে: "মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য এবং রোগ, তাদের মেজাজ এবং মেজাজের পরিবর্তন, দেহ এবং অ্যান্টিবডি, জীবন এবং মৃত্যু, যা প্রথমে এক বা অন্য রোগে মানুষকে সংক্রামিত করে তারপর ক্রমাগত যত্ন প্রদানের অজুহাতে, এক বা একাধিক টিকা (RFID-রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইনডিউসড ডিভাইস) দিয়ে মানুষকে ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি জাতিসংঘের চেয়ে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সমাজের দ্বারা এটিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।"

(১.পি)। মনে হচ্ছে (বিশ্বের) বেশিরভাগ সরকারই লবিস্টদের ইচ্ছা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী পরিকল্পনা করে, তা সে অপরিশোধিত তেল, বিদ্যুৎ (কয়লা, তেল, গ্যাস, জল, বায়ু, সৌর, পারমাণবিক, হাইড্রোজেন এমনকি জৈব গ্যাস ইত্যাদি), অটোমোবাইল, সিমেন্ট, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু, হাসপাতাল এবং ওষুধ, ভোজ্যতেল, চিনি, খাদ্য এবং খাদ্যশস্য হোক না কেন, জনগণের চাহিদা অনুযায়ী নয়। এটা কি অবাক করার মতো বিষয় নয় যে গণতান্ত্রিক দেশগুলির প্রায় সকল সরকারই জনসাধারণের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করে? এমন পরিস্থিতিতে এটা স্পষ্ট যে দেশগুলি ব্যক্তিগত দলের নির্দেশে প্রস্তুত থাকার পরিকল্পনা করে এবং তারপর কিছু টফি, ললিপপ এবং চকলেট দিয়ে জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেয়।

অন্তত গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই ধরণের বেশিরভাগ সরকারই তাদের অর্থনীতির গতিপথ হারিয়ে ফেলেছে। পরিহাসের বিষয় হল, একদিকে অনেক দেশ সর্বদা উদ্বেগ প্রকাশ করে যে তাদের বৈদেশিক রিজার্ভের সর্বাধিক অংশ অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য ব্যয় করা হবে, অন্যদিকে তাদের দেশে বহুগুণ ডিজেল/পেট্রোল চালিত অটোমোবাইল এবং মেশিনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম দেখায় বৈদ্যুতিক যানবাহন বিকল্প বলে মনে হয়, কিন্তু যখন কেউ গাড়ির উৎপাদন এবং নিয়মিত চার্জিংয়ের দিকে এগিয়ে যায়, তখন এই দুটি প্রক্রিয়াই সমানভাবে ব্যয়বহুল, দূষণ-ভরা এবং বিদেশী নির্ভরশীল বলে মনে হবে। এমন পরিস্থিতিতে, বাস্তুতন্ত্রের যত্ন নেওয়া অর্থনৈতিক পদক্ষেপ কি আশা করা যায়? আমাদের পরিবেশ যাতে উন্নত হয়, তার জন্য আমরা (সমাজ) কী করতে পারি?

(১.টি)। বুদ্ধিজীবীদের একটি দল, যারা কিছু ধনী ব্যক্তি, যেমন রাজপরিবার, স্বঘোষিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য জ্ঞাতসারে বা অজান্তে শক্তি, অর্থ, তাজা বাতাস এবং জলের স্বাভাবিক প্রবাহকে সীমাবদ্ধ

করে এবং এইভাবে সমগ্র বিশ্বকে বসবাসের অযোগ্য করে তোলার অংশ হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ দেশেই এই ধরণের পরিস্থিতি প্রচলিত, কারণ এই ধারণাটি যে সরকার সম্পূর্ণরূপে শক্তিশালী এবং সবকিছু করবে এবং জনসাধারণের জন্য যদি এটি নিজে থেকে কিছু করে তবে তা হস্তক্ষেপ এবং একটি শাস্তিযোগ্য কাজ।
উদাহরণস্বরূপ, অনেক দেশে, পৌর সংস্থা জনগণের অংশগ্রহণকে হ্রাস করেছে, যেখানে প্রশাসনিক পরিষেবা জনগণকে প্রজা হিসাবে উল্লেখ করে এবং প্রাঙ্গণে কাজকে শাসক এবং শাসিত, ব্যবস্থাপক এবং পরিচালিত হিসাবে উল্লেখ করে, যেখানে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অস্তিত্ব কমবেশি এই বিষয়টিকে অব্যাহত রেখেছে যেমনটি পূর্বে দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রচলিত ছিল এবং এই তিনটি একত্রিত হয়ে মৌলিক পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা অন্যথায় সমাজ সহজেই বজায় রাখতে পারে।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে দেখতে পারেন: (ক)। "সত্যমেব-জয়তে সিজন ২ | পর্ব ৩ | আপনার আবর্জনা নষ্ট করবেন না | সম্পূর্ণ পর্ব (ইংরেজি সাবটাইটেল), ১৬ মার্চ ২০১৪ https://youtu.be/lS0_FCBzI_w,

(১.Z)। লকডাউনের পর, আমরা অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের সুদও পরিশোধ করতে না পারার কারণে অনেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ার সাক্ষী হচ্ছি। এই অনিশ্চিত আর্থিক অবস্থার অর্থ হল এই দেশগুলিকে ভবিষ্যতে পেট্রোলিয়াম পণ্য, রান্নার গ্যাস ইত্যাদি সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আমদানিও বন্ধ করতে বাধ্য করা হবে, যা পরিবহন খাত এবং ওষুধ, খাদ্য, রান্নার গ্যাস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ সমগ্র সরবরাহ শৃঙ্খলে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

উপরের পরিস্থিতি কি এই ইঙ্গিত দেয় না যে, কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়েই নয়, সামাজিক, জাতীয় এবং বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রায় যথাযথ পরিশ্রম প্রয়োগের কারণ রয়েছে, বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার মতো দেশে জ্বালানি তেল, রান্নার গ্যাসের সাম্প্রতিক সংকটের পর, যেখানে বছরে পাঁচ হাজার মিমি বৃষ্টিপাত হয় এবং যেখানে আগে গভীর বন এবং প্রচুর পরিমাণে কাঠ ছিল?

এই পরিস্থিতিতে কি অটোমোবাইল ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচারমূলক কার্যক্রম বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে না, যেমন সহজ ঋণ, যানবাহনের করমুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা, ব্যালেন্স শিটে অবচয় সুবিধা, ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের জন্য খরচ সুবিধা বিশ্লেষণ উপেক্ষা করে দুর্বল কারণে দশ-পনেরো বছরের মধ্যে অটোমোবাইল অপ্রচলিত করা, অটোমোবাইল খাতের পক্ষে আইন পরিবর্তন, রাস্তা নির্মাণের জন্য বন আইনে শিথিলকরণ, পেট্রোলিয়াম এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য ক্রয় এবং বিতরণে করযোগ্য অর্থের একটি বড় অংশ ব্যবহার করা ইত্যাদি?

আমরা, দেশের মালিক, জনগণ, আর কতদিন, আমাদের খেয়াল-খুশি এবং লোভ-লালসার দ্বারা পরিচালিত হব অথবা এই মুনাফাখোরদের হাতে এক ধরণের ঘুঁটি হয়ে

থাকব, যারা অন্ধ হয়ে গেছে এবং আমাদের সমষ্টিগত (তাদের সহ) অন্ধকার ও অন্ধকার ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করতে অক্ষম?

যখন মৌলিক জীবিকা এবং মৌলিক বেঁচে থাকার প্রশ্ন আসে, তখন জনসাধারণের তাদের আস্তানায় বা সুপ্ত অবস্থায় থাকার কোনও মানে হয় না। হয়তো আমাদের চুলা/চুলায় আগুনের কাঠ এবং কাঠের কয়লার ব্যবহার পুনরায় শুরু করতে হবে। আগুনের কাঠের সরবরাহের জন্য চুলা (চুলা) এবং বনায়নের প্রচার সামগ্রিক বনায়নেও সহায়তা করবে, কারণ যখন চাহিদা বাড়বে তখন মানুষের উচিত জ্বালানির জন্য গাছ লাগানো। এটা স্পষ্ট যে যখন আগুনের কাঠের চাহিদা বাড়বে, তখন আরও বেশি করে গাছের আচ্ছাদন চাইবে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং সবুজায়ন বৃদ্ধি করবে।

তাছাড়া, এই ধরণের সংকটের জন্য স্কুটার এবং মোটরসাইকেলের পরিবর্তে সাইকেল এবং ঘোড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। সমাজ কেবল জলের ব্যবস্থাপনাই নয়, অন্যান্য সমস্ত মৌলিক বিষয়ের ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে নিতে চাইতে পারে।

(২)। <u>প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আলোচনা</u>:

(২.ক)। দিল্লির মতো মেট্রো শহরে মানুষ ধোঁয়াশা (ধোঁয়া + কুয়াশা) এবং এর পরিণতিতে ভুগছে, এবং বিশ্ব বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলছে এবং প্রোটোকলের পর প্রোটোকল এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা সে প্যারিস প্রোটোকল হোক বা দাভোস ঘোষণা, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা বা আমাজনের বন যখন ভস্মীভূত হয়ে কোটি কোটি পাখি ও প্রাণীকে হত্যা করছে তখন আমরা খুব কমই কোনও আওয়াজ শুনতে পাই। মনে হচ্ছে অনেক বিশ্ব নেতা গান্ধীজির তিন বানরের নিয়ম অনুসরণ করেন, "আগুন দেখো না, কান্নার আওয়াজ শুনো না এবং গুরুতর পরিবেশগত অপরাধ সংঘটিত হলে কোনও কথা বলো না।" গত একশ বছর ধরে দেখা গেছে যে তাপ বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে অনেক সময় আগুন লেগে যায় তবে বেশিরভাগ সময় কাঠ চুরির জন্য নির্বিচারে জঙ্গল কাটার ঘটনা ঢাকতে জঙ্গলে আগুন লাগানো হয়। অনেক সময় খনির জন্য এলাকা পরিষ্কার করার জন্য এবং একই সাথে খনির কাজে স্থানীয় কোনও বাধা এড়াতে বড় এবং প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধ শুরু করার জন্য জঙ্গলে আগুন লাগানো হয়।

(২.খ)। পরিবেশের জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য, দেশ পর দেশ কোটি কোটি চারা রোপণ করুন এবং সেগুলিকে অদৃশ্য হতে দিন বা মরতে দিন যাতে পরের বছর প্রকৃতির প্রতি একই উদ্বেগের পুনরাবৃত্তি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ভারত সরকার (২০২২ সালে) বৃক্ষ ও বনভূমির সাঁইত্রিশ শতাংশের নথিভুক্ত এবং প্রামাণিক প্রয়োজনীয়তার বিপরীতে, যদিও গাছ ও বনভূমির পরিমাণ মোটামুটি কম বলে দাবি করে (২০২২ সালে), তবে জানা গেছে যে গাছের পরিমাণ মোটামুটি কম থাকার এই তথ্যটি ভুয়া এবং দেশে প্রকৃত গাছ ও বনভূমি মাত্র চৌদ্দ শতাংশ।

যাই হোক, বনের নিয়ন্ত্রণ আদিবাসীদের থেকে নগরবাসীদের, নগরবাসীদের থেকে রাজ্য/সরকারের হাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর বন ও বৃক্ষরোপণের অবস্থার অবনতি হয়েছে? স্বাধীন ভারতে, সবুজ বিপ্লবের নামে কৃষিকাজের জন্য জমি সরবরাহের জন্য বনভূমি একত্রিশ শতাংশ থেকে উনিশ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছিল, তারপর শিল্প স্থাপন, রাস্তাঘাট, রেললাইন নির্মাণ, খনি খনন, অথবা সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সবুজ শক্তি সরবরাহের জন্য অথবা সরকার/প্রধানমন্ত্রীর অনুদান হিসেবে কৃষিকাজের জন্য ভূমিহীন শ্রমিককে জমি দেওয়ার জন্য।

(২.গ)। বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য, একজন প্রামাণিক সাহিত্য দেখতে পারেন যে কীভাবে শক্তিশালী গঙ্গা এবং গঙ্গা অববাহিকার ঘন বন মগধ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র (পাটলিপুত্র–পাটনা) থেকে একের পর এক আক্রমণকারীদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। গঙ্গার এই সবচেয়ে উর্বর অববাহিকায়, যেখানে ঘন বন একসময় সিংহ এবং অজগরের প্রাকৃতিক প্রাধান্য প্রদান করত, এখন মরুভূমিতে পরিণত হয়, যা ছাগল এবং উটকে স্থান দেয়। বিভিন্ন গণনা এবং ধর্মগ্রন্থের রেকর্ড অনুসারে, বন এবং বৃক্ষরোপণের সাঁইত্রিশ শতাংশ বন্টন থাকতে হবে যার মধ্যে মানুষের (পুরুষ এবং মহিলা) দেহে চুল এবং ক্যাপিলাসের মতো দেখতে হতে পারে।

সমগ্র ভারতের বেশিরভাগ উর্বর অঞ্চল খুব দ্রুত গতিতে তৈরির ক্ষেত্রে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, এটিকে কি একটি সুস্থ ও সুখী প্রস্তাব বলা যেতে পারে? এই পরিস্থিতিতে কেউ কি পরিকল্পনাকারী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার ভূমিকার প্রশংসা করতে পারেন? হয়তো আমাদের অনেক চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং সমাজ এবং এর মৌলিক ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে?

(২.ঘ)। আমরা যাদেরকে শক্তি, যন্ত্র এবং এমনকি রুটি সরবরাহ করে মানবজাতিকে সাহায্য করার কথা ভাবি, তারা আসলে তেমনটা নয় বরং সাহায্যের নামে কেবল মানবজাতিরই নয়, সমগ্র বাস্তুতন্ত্রেরও ক্ষতি করছে।

কৃষকরা এমনই একটি সম্প্রদায়, যার বিষয়ে আমাদের আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। কৃষকরা খুব কঠোর পরিশ্রম করে এমন কথা শোনা গেলেও কেন তারা দরিদ্র?
কৃষকদের উন্মাদনার কর্ম, শয়তানের মতো নিষ্ঠুরতাই কৃষকদের সবচেয়ে অভিশপ্ত সম্প্রদায়ে পরিণত করে, ফলস্বরূপ তারা দারিদ্র্যপীড়িত এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠী। কারণ এবং প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি দেখলে, কৃষকদের দুর্দশা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তা আরও স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে।

কৃষকরা গাছ কেটে ফেলে এবং বড় গাছ বাড়তে দেয় না, ফলে মাটিকে তৃষ্ণার্ত করে তোলে, তারা ষাঁড়কে খোজা করে, তারা অত্যন্ত ভয়াবহভাবে গরু ব্যবহার করে (কৃত্রিম

প্রজনন, সহজে মালচিংয়ের জন্য পেশী শিথিলকারী ইনজেকশন দেয় যা গরুকে বিষাক্ত করে তোলে যার ফলে সমস্ত শকুন মারা যায় – একটি প্রাকৃতিক স্ক্যাভেঞ্জার) এবং যখন এটি দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তখন আবর্জনার গর্তে বর্জ্য খেয়ে নিজের মৃত্যু হয় অথবা কসাইখানায় শেষ হয়। এই কৃষক এবং দুধ উৎপাদনকারীরা কোনও না কোনও কারণে দুধে কস্টিক সোডা মিশিয়ে এবং সবজিতে ব্যথানাশক ইত্যাদি স্প্রে করতে আপত্তি করে না।

যদিও কৃষকরা মানুষকে তাদের খাবার তৈরিতে সাহায্য করে, কিন্তু তারা সমস্ত সাপ মেরে ফেলতে আপত্তি করেনি, ফলে বিষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকতে দেয়, সাপের মাথায় ঘনীভূত থাকার পরিবর্তে। সাপ কারও শত্রু নয়; তারা আমাদের স্থায়িত্বের সমান অংশীদার।

গবেষণাগারে যারা কীটনাশক, কীটনাশক এবং ভেষজনাশক তৈরি করছে তাদের সাথে কৃষকরাও পৃথিবীকে বিষাক্ত করার ক্ষেত্রে সমান অংশীদার বলে প্রমাণিত হয়েছে। কৃষকদের এবং সমাজের সকলের অন্ধত্বই আমাদের সমস্যার বেশিরভাগ কারণ। এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও জানতে "সত্যমেব জয়তে পর্ব ১ | পর্ব ৮ | বিষাক্ত খাদ্য | সম্পূর্ণ পর্ব (হিন্দি), ২৪ জুন ২০১২, https://youtu.be/Fbc5K9EpTQw ," দেখতে পারেন।

(২.ই)। এটা সুপরিচিত সত্য যে স্বাধীনতা এবং প্রতিটি সুযোগের সাথে অনেক দায়িত্ব আসে, এবং যারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তারা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং হতভাগ্য হয়।
এটা লক্ষ করা যায় যে, কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোথাও কেউ ইনপুটের চেয়ে বেশি উৎপাদন পায় না, কৃষকরা একটি বীজ বপন করে শত শত ফসল উৎপাদন করে। এই ঘটনাটি কৃষকদের খুশি এবং অলস করে তুলেছে বলে মনে করা হচ্ছে, তাদের বৃহৎ পরিবার, ধুমধাম এবং উৎসবের সাথে জড়িত করে তুলেছে। ভারতের মতো দেশে বৃহৎ জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, পরাধীনতা এবং দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবেও এটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। মৌলিক নীতিমালা উপেক্ষা করে অতিরিক্ত কৃষিকাজে জড়িত কৃষক এবং এজেন্টরা বন্যা, খরা, মাটি ক্ষয়, ভূগর্ভস্থ জলস্তর হ্রাস, মরুকরণ এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পর্কিত সমস্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী এবং ফলস্বরূপ কৃষিজাত দেশগুলির অর্থনীতি ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে।

(২.ফ)। আমরা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে পেরেছি কিন্তু আমাদের ফলের ঝুড়ি মূলত খালি হয়ে গেছে, সম্ভবত খাদ্যশস্যের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব এবং ফলের প্রতি কম আগ্রহের কারণে।

প্রশ্নটি কেবল চুক্তিবদ্ধ কৃষিকাজ এবং জৈব কৃষিকাজ নয়, বরং কৃষিজাত পণ্য, বনজ সামগ্রী এবং ম্যানুয়াল পরিষেবার সাথে সাথে শিল্পজাত পণ্য এবং আইনজীবী, ডাক্তার এবং শিক্ষাগত কোচিংয়ের মতো পরামর্শমূলক পরিষেবার বিক্রয় ব্যয় কীভাবে গণনা করা যায় তাও প্রশ্ন। এর পাশাপাশি ঋণ, ক্রেডিট কার্ড এবং বীমা সুবিধা এবং এর পরিষেবা চার্জ এবং সুদের হারের প্রশ্নও রয়ে গেছে যা কৃষক এবং কৃষির সাথে এতটা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে আমরা তৃণমূল স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত দায়মুক্তি দিয়ে ব্যবস্থাটি ভেঙে ফেলছি?

যেহেতু কোন দেশ কৃষি ছাড়া বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না; তাই সমাজকে কৃষিকাজ এবং বনায়নের মধ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার কথা ভাবতে হবে, এমনকি যদি এটি আমাদের সকলের জন্য অপ্রীতিকর পদক্ষেপ এবং প্রতিকূলতার জন্যও অনুরোধ করে। ঋষি এবং কৃষি (ঋষি এবং কৃষি) যতক্ষণ না কৃষি সংস্কৃতি হিসাবে নিজেকে বজায় রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মানজনক থাকতে পারে, কিন্তু একবার যখন এটি প্রাকৃতিক ছন্দের মূল বিষয়গুলি ভুলে যায় এবং ষাঁড়কে বলদে রূপান্তরিত করে, তখন তা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

(২.জি)। এটা স্পষ্ট যে রান্না না করা জিনিসের অবশিষ্টাংশ গরুর বংশের খাবার এবং রান্না করা জিনিসের অবশিষ্টাংশ কুকুর, ব্যাঙ, হাঁস, মুরগি ইত্যাদির বংশের খাবার, যদি সময়মতো সরবরাহ করা হয়, অন্যথায় পরের দিন তা বর্জ্য হয়ে যায়। পুরসভার ঘরে ঘরে আবর্জনা সংগ্রহের ফলে ডাম্প ইয়ার্ডে পরিষ্কার করার দাবির চেয়ে বেশি আবর্জনা জমেছে। এইভাবে আমরা প্রথমে বর্জ্য উৎপন্ন করি এবং সমাজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সমস্যা তৈরি করি।

গ্রামে গ্রামে বলা হয়, যদি আমরা সময়মতো রান্না না করা খাবারের বর্জ্য (যেমন সবজির অবশিষ্টাংশ) গরু, মহিষ এবং রান্না না করা খাবারের বর্জ্য কুকুর ও গরুকে দেই, তাহলে প্রথমেই জৈব-পচনশীল আবর্জনা জমা হবে না। তাছাড়া, যদি আমরা প্লাস্টিক বা থার্মোকলের জিনিসপত্রের পরিবর্তে একবার ব্যবহারযোগ্য মাটির কাপ, সসার এবং গাছের পাতার প্লেট, পুনঃব্যবহারযোগ্য থার্মোস ফ্লাস্ক/ধাতব জলের বোতল ব্যবহার করি, তাহলে প্রথমেই জৈব-পচনশীল বর্জ্য/স্ক্র্যাপের পরিমাণও কমে যাবে।

কিন্তু গ্রামে তারা নিজেদেরকে সেই ময়লা/আবর্জনা মোকাবেলা করতে অক্ষম বলে মনে করে যা এই সংবাদপত্র, মিডিয়া, নীতি প্রচারক, অসংখ্য নির্বাচনী বক্তৃতা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের লাউডস্পিকার এবং ইন্টারনেট ক্রমাগত তরুণদের মনকে দূষিত করছে এবং দূষিত করছে, যার ফলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং স্বাভাবিক সময়েও উচ্চস্বরে এবং ক্রোধের সুরে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা বলছেন যে এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সরকার/সমাজের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

(২.এইচ)। আমরা যদি অনেক শহর, শহর এবং মেট্রোর আবাসিক এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা দেখি, তাহলে বলা যেতে পারে যে তারা সিমেন্ট এবং কংক্রিটের জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলিতেই সংকীর্ণ রাস্তা, গলি এবং বাই লেন রয়েছে যা মশা, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের ব্যাপক উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত প্রজনন সুবিধা প্রদান করে এবং নোংরা না হলেও অস্বাস্থ্যকর বলা যেতে পারে। অনেক উপনিবেশে খালি জায়গা দেখা যায় যা আবর্জনা ফেলে এবং মশার প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে।

প্রশাসনের কথা বলতে গেলে, আমাদের হয়তো অসহায়ত্বের সাথে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে যে অনেক থানায় বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ার কারণে জব্দ করা যানবাহনের বিশাল মজুদ রয়েছে, যা আনুষ্ঠানিকভাবে মশা, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করছে এবং রোগ সরবরাহকারী হিসেবে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অবাক হওয়ার কিছু নেই যে বেশিরভাগ আবাসিক এলাকায় বয়স্কদের হাঁটার জন্য এবং শিশুদের খেলার জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা নেই, উপযুক্ত বাথরুম থাকুক বা না থাকুক, ছোট-বড় সকলেরই থাকুক বা না থাকুক। এটাও লক্ষ করা যায় যে সরকারের কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলি বাস্তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সবচেয়ে মৌলিক কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে বিদায় জানিয়েছে।

এই পরিস্থিতি দেখে 'এটা অনুভূত হতে পারে যে বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনিক পরিষেবাগুলি এমন একদল লোকের সমষ্টিতে পরিণত হচ্ছে যাদেরকে 'কার্যকর এবং নম্র' বলা যেতে পারে, যারা জনসাধারণকে (প্রকৃত মালিককে) প্রজা বা পরিচালিত বলে আখ্যা দিয়ে এবং তারা শাসক বা ব্যবস্থাপক হয়ে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য কোনও পাথর খুঁজে পায়নি এবং ভিন্ন সত্তার অন্তর্ভুক্ত। রাজ্য সরকারের অস্তিত্ব কমবেশি আগের মতোই অব্যাহত রেখেছে, রাজকীয় রাজ্যে, পৌর সংস্থা জনগণের অংশগ্রহণ হ্রাস করেছে এবং এই তিনটি একত্রিত হয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা এবং সংক্রামক রোগের বিস্তার বন্ধ করা সহ বেশিরভাগ কাজের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি দেখে নিরাপদে বলা যেতে পারে যে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রবর্তিত এই তিনটি সংস্থা পরিত্যাগ/বর্জন/বিলুপ্তির যোগ্য। এই ক্ষেত্রে সমাজের ব্যাপক মনোযোগ এবং আমাদের শহর ও দেশকে সংশোধন বা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বড় ব্যয় প্রয়োজন।

(২.কে)। জীবাশ্ম জ্বালানি ও বিদ্যুতের আবিষ্কার এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর ব্যাপক হস্তক্ষেপের পর অনেক কিছু বদলে গেছে। কেবল বায়ু, জল এবং ভূমির দূষণই নয়, শব্দ এবং এখন (রাতের বেলায়) অতিরিক্ত আলোর দূষণও এর জন্য দায়ী। 'কবীর' একসময় যাকে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন বলে মনে করতেন - "আমরা নদী/সমুদ্র-কবীরের উপরে আগুনের এক আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি" - তা সমুদ্রে তেল ছড়িয়ে পড়া এবং অন্যান্য জলাশয়ে তৈলাক্ত তেল নিষ্কাশনের কারণে বাস্তবে পরিণত হয়েছে?
যেহেতু পানিতে জারণ প্রক্রিয়া ধীর, তাই এই সমস্ত জীবাশ্ম জ্বালানি ভূপৃষ্ঠের তুলনায় জলাশয় এবং জলজ প্রাণীর জন্য বেশি ক্ষতিকর। উষ্ণ অঞ্চলে (গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলিতে) দ্রুত জারণ প্রক্রিয়ার কারণে ঠান্ডা দেশগুলির (পাহাড় এবং মেরু

অঞ্চলগুলিতে) তুলনায় জল পরিশোধনের সমস্যা কম, তাই বিশ্ব পর্যায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে হিমালয় এবং অন্যান্য পর্বতমালা, সাইবেরিয়া, অ্যান্টার্কটিকা ইত্যাদির অনেক শৃঙ্গে মানব বসতি ত্যাগ করতে পারি। একই সাথে গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলিতে উৎপাদিত দূষণের তুলনা না করে আউটসোর্সিং ইউনিট হিসাবে প্রস্তাবিত কোনও শিল্প গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।

কয়লা, গ্যাস, তেল এবং বিদ্যুতের আগের যুগের জীবনযাত্রা এবং বর্তমান জীবাশ্ম জ্বালানির যুগের জীবনযাত্রার মধ্যে যথাযথ যত্ন সহকারে পরিবর্তন আনতে পারলেই কেবল বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার জল, বাতাস এবং খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব। আমরা কি সুস্থ ও সুখী জীবনযাপন করতে পছন্দ করি না; কেউ কি তা অস্বীকার করতে পারে?

(২.এন)। প্রশ্ন ওঠে, কেন আমরা সমস্যা থেকে পালিয়ে বা পালিয়ে না গিয়ে অথবা ডেটা সেন্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সুখে বাঁচতে পারি না? ওয়াইজ বলেন যে এটি নেতিবাচক শক্তির প্রকাশ এবং ফলস্বরূপ নির্মূল এবং ন্যায়সঙ্গত শক্তির উত্থানের সময়; তাই চিন্তার খুব বেশি কিছু নেই।

তাই বলা যায় যে, গত একশ বছরে, "চা, কফি, পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ এবং এর সাথে সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি" আবিষ্কার এবং প্রবর্তনের পর আমাদের অভ্যাস নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এটি আমাদের "পৃথিবীকে ফাঁকা, জঙ্গল শূন্য, ভূমি, বায়ু এবং জলকে দূষিত" করে তোলার একটি প্রধান কারণ যা পৃথিবীতে জীবন ধারণ এবং টিকিয়ে রাখতে অক্ষম বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সমাধান খুঁজে বের করার জন্য এবং একটি বিস্তৃত মন্থনের পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং নিম্নলিখিতগুলি যোগ করার জন্য অনেক আলোচনা করছেন:

ক) পরিপূর্ণতার উপর উন্নতি করার জন্য এক বিন্দুও সুযোগ থাকতে পারে না (যদি জিনিসগুলিকে উন্নত করা যায় তবে এটি নিখুঁত হবে না)। বলা হয় যে একবার অর্জিত পরিপূর্ণতা প্রতিটি সময়, স্থান এবং শক্তিতে একই রকম থাকবে, অর্থাৎ পরিপূর্ণতাকে অতিক্রম করা যাবে না (উদাহরণস্বরূপ- যদি কেউ পারমাণবিক স্তরে পৌঁছে জানতে পারে যে জলের অণুতে দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন (H2O) থাকে তবে এই সত্যটি একই থাকবে এবং জল সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান/জ্ঞান সমুদ্রে, পাহাড়ে, মাটির নীচে বা মাটির উপরে, সর্বকালে অর্থাৎ আজ, আগামীকাল এবং হাজার হাজার বছর আগে একই থাকবে। জলের এই পরিপূর্ণতা যদি উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হয় তবে সম্ভবত এটি H2O2 বা H2O3 ইত্যাদিতে পরিণত হবে, তবে পানীয়ের উদ্দেশ্যে এবং জীবের জন্য দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত থাকবে না (অর্থাৎ জলের আণবিক কাঠামোর উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করার পরেও)।

যদি কেউ বলে যে নিখুঁত জিনিস বা সত্তার মধ্যেও সর্বদা উন্নতির সুযোগ থাকে, তাহলে এরাই হল সেই ব্যক্তি যারা স্মৃতিভ্রংশ বা দুর্নীতিগ্রস্ত জগতে থাকে, তারা আরও বলে যে যদি কেউ, এককভাবে বা দলগতভাবে, নিজেকে পরিপূর্ণতায় বজায় রাখার এবং টিকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে, তাহলে সেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দেশ এমনকি সমগ্র সভ্যতা নিশ্চিতভাবেই ভেঙে পড়বে এবং উপর থেকে পড়ে যাবে (নীচে বা পাথরের নীচে অথবা এমনকি পাথরের উপর ছিঁড়ে যেতে পারে) অথবা অতল গহ্বরে পড়ে যাবে।

আধ্যাত্মিক জগতের লোকেরা বলে যে ভারত এবং অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও তাই। একবার পড়ে গেলে বা পিছলে গেলে, এটা স্পষ্ট যে শীর্ষে ফিরে আসতে প্রচুর শক্তি এবং সময়, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হবে (কথিত আছে যে পতন সবসময় ওঠার চেয়ে সহজ)।

এটা সম্ভব যে পতিতদের মধ্যে খুব কম লোকই সবকিছু হারিয়ে আবার তাদের ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা শুরু করবে এবং তাদের মধ্যে খুব কম লোকই পূর্ববর্তী সভ্যতার কিছু অবশিষ্টাংশ খুঁজে পেতে এবং স্মৃতির ভিত্তিতে তাদের যাত্রা পুনরায় শুরু করতে সক্ষম হবে। ওয়াইজ বলেন, যদিও এগুলি বড় ঘটনা, কিন্তু পৃথিবী এভাবেই চলে এবং চক্র পুনরাবৃত্তি করে।

(খ) বলা হয় যে:
"হিন্দি- হিন্দু এবং হিন্দুস্তান" হল সংস্কৃত- সনাতন (ধর্ম) এবং সংসার (ভারত) এর অপভ্রংশ (দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্করণ", যা মানবজাতির জন্য সমাধানের চেয়েও বেশি সমস্যা তৈরি করেছে। সংস্কৃত, সনাতন ধর্ম এবং সংস্কৃতির এই অপভ্রংশ (দুর্নীতিগ্রস্ত) সংস্করণটি এর প্রায় সমস্ত বিভাগের দায়িত্বকে বাষ্পীভূত করে তুলেছে, যার ফলস্বরূপ আমরা সকলেই আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি এবং নীতি, শিষ্টাচার এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির স্তরের ক্রমাগত পতন অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করছি।
যে ধর্ম বিশ্বের ঐক্যকে পরিবারের মতো বোঝে এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মতো অবদান রাখে এবং প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করে, সেই ধর্ম ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ সর্বজনীনতার আদর্শ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে নেমে এসেছে। এটি আমাদের ভণ্ড হওয়ার একটি প্রধান কারণ, কেবল বাড়িতে বা আবর্জনার স্তূপেই নয়, বরং আমাদের নিজের শরীর ও মনেও ময়লা জমা হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। হয়তো আমরা দাঁড়িয়ে পরিষ্কার করতে শুরু করতে চাই।

(৩) <u>সমস্যার দৃষ্টান্ত</u> :

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সমস্যার মূল বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে:

তদন্ত পদ্ধতি এবং বিচার ঘোষণার ক্ষেত্রে, এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে দেখা হয় যে কোনও অপরাধ (শারীরিক আঘাত, চুরি ও ডাকাতি, জালিয়াতি, ছদ্মবেশ ধারণ, প্রলোভন,

খুন বা আরও জঘন্য) যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়েছে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে কিনা অথবা ঈশ্বর/প্রকৃতির কাজ বলে মনে করে ঘটনা হিসেবে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে কিনা। প্রতিষ্ঠার পরই কেবল এই কাজটিকে অপরাধ তদন্তের শ্রেণীতে রাখা যেতে পারে।

সকল তদন্তের ক্ষেত্রে, সংস্থাগুলি প্রথমেই দেখার চেষ্টা করে যে ঘটনাটি আত্মরক্ষার ফলাফল ছিল, নাকি কেবল ক্রোধের বশে ঘটেছে, নাকি এটি দুর্ভাগ্যবশত মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং মানসিক রোগীর দ্বারা সংঘটিত একটি ঘটনা ছিল, নাকি এটি একটি দুঃখজনক ব্যক্তির কার্যকলাপ ছিল, নাকি ঘটনাটি একটি সুপরিকল্পিত এবং ঠান্ডা মাথায় করা কাজ ছিল।

যদি কেউ এই ধরনের প্রতিবেদন (তদন্ত এবং রায়) দেখতে পান, তাহলে বুঝতে পারবেন যে অপরাধ সংঘটনের সময় বা অপরাধের ঠিক পরে, গুপ্তচর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বা অন্য কোনও মাধ্যমে অপরাধী ধরা পড়লেও, রায় প্রতিবেদন সর্বদা অপরাধ সংঘটনের সমস্ত সম্ভাব্য কারণ বিবেচনা করে এবং প্রতিটি অভিপ্রায়ের সম্ভাবনা বাতিল করে যে কোনও একটি কাজের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়।

সকলেই এই সত্যের সাথে একমত হবেন যে সুপরিকল্পিত এবং ঠান্ডা মাথায় অপরাধ ছাড়া অপরাধী/অপরাধীকে খুঁজে বের করা তুলনামূলকভাবে সহজ কাজ। সুপরিকল্পিত এবং ঠান্ডা মাথায় অপরাধের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় কারণ এই ধরণের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তদন্তকারী কোনও সরাসরি প্রমাণ খুঁজে পান না কারণ সুপরিকল্পিত, সংগঠিত এবং ঠান্ডা মাথায় অপরাধীরা সাধারণত কোনও প্রমাণ রেখে যান না।

যদি কেউ বিস্তারিত তদন্ত সম্পর্কে অবগত থাকেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন যে এই ধরণের সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রথমেই অপরাধ থেকে লাভবানদের খুঁজে বের করা হচ্ছে এবং স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ক্ষেত্রেই তাদের অর্থ, নাম, খ্যাতি, ক্ষমতার অবস্থানের দিক থেকে তাদের উপার্জন খুঁজে বের করা হচ্ছে। একইভাবে, অন্যান্য ভুক্তভোগী কারা এবং তাদের দুর্ভোগের মাত্রাও নির্ণয় করা হচ্ছে। আরও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই ঠান্ডা মাথায় করা অপরাধ কি পুরনো শত্রুতার মীমাংসার ফল নাকি পরিবার, সমাজ, দেশ এবং বিশ্বে নতুন ক্ষমতার সমীকরণ তৈরির জন্য। তারপর এখান থেকে আরও তদন্ত শুরু হয়, যা হয়তো আরও বিস্তৃত বিবরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে বা নাও পারে এবং কখনও কখনও এই তদন্তমূলক বিবরণগুলি প্রকাশ করা খুব গুরুতর এবং বিপজ্জনক, তাই এটি একটি গোপন নথি হিসাবে রয়ে যায়।

উপরে একটি বিষয় তুলে ধরার জন্য লেখা হয়েছে যে, অনুপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ফলে পরিবার, সমাজ এবং সমগ্র দেশের রোগ, হতাহত, অস্বস্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় কিনা তা কি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে? যদি তাই হয়, অর্থাৎ সমাজ যদি এর প্রতি মনোযোগ দেয়, তাহলে একটি প্রশ্ন উঠবে যে, এখানে প্রকাশিত এই প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদনের মোকাবেলা করার জন্য সমাজের কী পদ্ধতি

থাকতে পারে, কারণ এখানে সমাজ/দেশকে ভুক্তভোগী এবং সম্ভবত অপরাধী হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

এর অনেক উত্তর হতে পারে, কিন্তু এই ধরণের সাধারণ ক্ষেত্রে যেখানে সমাজ/দেশকে ভুক্তভোগী এবং সম্ভবত অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেখানে তদন্তকারীরা প্রথমেই সুবিধাভোগীদের একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করতে চান এবং অর্থ, নাম, খ্যাতি, ক্ষমতার অবস্থান, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদীভাবে সমাজে রোগের বিস্তার থেকে তাদের সম্ভাব্য উপার্জনের তালিকা তৈরি করতে চান।

এমনকি যদি আমরা এমনকি আকস্মিকভাবে দেখি, ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধ কোম্পানি এবং সংযুক্ত ল্যাবরেটরি, গবেষণাগার এবং বিজ্ঞানীরা, স্যানিটাইজার, গ্লাভস, ফেস মাস্ক, বিভিন্ন ধরণের মশা তাড়ানোর ওষুধ, কীটনাশক, কীটনাশক, ভেষজনাশক প্রস্তুতকারী এবং এই পণ্যগুলির সরবরাহ শৃঙ্খল অনুপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুবিধাভোগী বলে মনে হয় যা রোগ, প্রাণহানি এবং অস্বস্তির কারণ হয়।

যদি অনুপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কারণে রোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটে, তাহলে অতিরিক্ত সুবিধাভোগী হতে পারেন পৌরসভা এবং এর কর্মী, পুলিশ এবং প্রশাসন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান; জনহিতৈষী, সামাজিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং তাদের নেতারা, সকল ধরণের মিডিয়া নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যারা অফিস এবং ব্যাংক লেনদেন পরিচালনায় সহায়তা করে ইত্যাদি।

* যদি আমরা উপরোক্ত তালিকাটি গুরুত্ব সহকারে দেখি, তাহলে পরিস্থিতি ভীতিকর বলে মনে হচ্ছে। আরও বেশি করে কারণ যখন কেউ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পরামর্শদাতা এবং বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলির সাথে কথা বলে, তখন দেখা যায় যে সাম্প্রতিক রোগের বিস্তার এবং তারপরে বিশ্বব্যাপী লকডাউন, যা আমরা দুই হাজার উনিশ সাল থেকে প্রত্যক্ষ করছি, তার জন্য কমপক্ষে বিশ বছরের প্রস্তুতির সময় প্রয়োজন, তাও যখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন এবং সীমাহীন তহবিল প্রবাহ থাকে।

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে যখন জানা যায় যে দুটি বিশ্বযুদ্ধের অংশ ছিল এমন মানুষ এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও বিদ্যমান এবং যেকোনো সত্তা, গোষ্ঠী বা দেশ এমনকি সকলের উপর এই অনুশীলন পুনরাবৃত্তি করতে পারে। প্রস্তুতির এক ঝলক হলিউডের কয়েকটি সিনেমা, বিভিন্ন ভিডিও গেম, এই সহস্রাব্দের সূচনায় আবির্ভূত বিভিন্ন বিশেষ আলোচনা এবং দুই হাজার আঠারো সালে সম্প্রচারিত নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্বনেতাদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

ঋষিরা বলেন, অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে উদ্ভূত ঘটনাগুলির উপরোক্ত ভয়াবহ চিত্রায়নেও, চিন্তা বা ভয়ের কিছু নেই কারণ প্রকৃতিতে জিনিসগুলি কেবল এইভাবেই চলে। ঋষিরা বলেন যে সাধারণত নেতিবাচক শক্তিই কর্মের সূচনা করে এবং ইতিবাচক শক্তিই যার অংশগ্রহণ/ক্রিয়া তার চূড়ান্ত পরিণতি খোঁজে। যেমন:
"ঋণাত্মক - চলকের মাধ্যমে- (ধনাত্মকে পরিণত হয়),

অবচেতনের মাধ্যমে অচেতন নিজেকে সচেতন হিসেবে প্রকাশ করে,
"চলকগুলির মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা ক্রমানুসারে পরিণত হয়", ইত্যাদি,

হয়তো আমরা, কাউকে নিন্দা না করে, দাঁড়িয়ে নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শুরু করতে চাই এবং এইভাবে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে চাই।

(৪), <u>সমাধানের দৃষ্টান্ত</u>:

আমরা নিম্নলিখিতগুলি শুরু করতে চাই:

(৪.ক) দিনে অন্তত দুবার আগে থেকে রান্না করা খাবারের বর্জ্য এবং রান্না করা বর্জ্য সংগ্রহ করলে আবর্জনার সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হবে, আরও এটি গরুর গোত্রের জন্য ঘাস এবং পাখি, মৎস্যজীবী এবং অন্যান্য পোষা প্রাণীর জন্য সম্পূরক খাবারের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করবে।
সকালে এবং সন্ধ্যায়/রাতের খাবারের পরে আগে থেকে রান্না করা এবং রান্না করা খাবারের বর্জ্য সংগ্রহের এই কার্যকলাপ নিম্নলিখিত মোটামুটি গণনা অনুসারে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে:
* শহর, শহর এবং মেট্রোতে এটি প্রযোজ্য, অর্থাৎ যেখানে পৌরসভা রয়েছে। ভারতে এই জনসংখ্যার পরিমাণ ধরা যাক চল্লিশ শতাংশ, অর্থাৎ বাহান্ন কোটি, যদি একটি বাড়িতে চারজন লোক থাকে, তাহলে মোট পরিবারের সংখ্যা হল তেরো কোটি। সাধারণত একজন ব্যক্তি চার ঘন্টা করে দুটি শিফটে কাজ করে একশোটি বাড়ি থেকে খাদ্য বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে খাদ্য বর্জ্য সংগ্রহের জন্য জনবলের প্রয়োজন: তেরো লক্ষ সরাসরি কর্মসংস্থান।
মোট নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যা = তেরো লক্ষ - খাদ্য বর্জ্য সংগ্রহে ইতিমধ্যেই কাজ করছেন এমন মানুষ
প্রতিটি কর্মচারীর পারিশ্রমিক: আবর্জনা সংগ্রহের বর্তমান খরচ, এর পৃথকীকরণ, ডাম্পিং এবং নিষ্কাশন এবং পশুদের খাবারের খরচে সাশ্রয় - কর্মচারীর সংখ্যা।

(৪.খ)। ব্যস্ত বাজার, শহর-কেন্দ্র, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, কমিউনিটি সেন্টার এবং ধর্মীয় স্থান, পুকুর, হ্রদ ও নদীর তীরে, সমুদ্র সৈকতে এবং কলোনিগুলিতে, বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন এবং বিমানবন্দর টার্মিনালে, যেখানে ঘড়ির ঘর, ধূমপান কক্ষ, পানীয়ের জন্য বিশুদ্ধ জল, হাত ধোয়ার জন্য সাবান, স্যানিটারি ন্যাপকিন, তোয়ালে ইত্যাদির সুবিধা থাকতে পারে, সেখানে ছেলে ও মেয়ে, যুবক ও মহিলা এবং বয়স্ক নাগরিকদের (পুরুষ ও মহিলা) জন্য পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর প্রস্রাবখানা, টয়লেট এবং বাথরুম খুঁজে পাওয়া সত্যিই একটি সমস্যা।
এই সমস্ত স্থানে ব্যবহার এবং বেতন মডেল অনুসারে সমাজ পরিচালিত/রক্ষণাবেক্ষণকৃত বহুস্তরীয় প্রস্রাবখানা, টয়লেট এবং বাথরুম খোলার মাধ্যমে এই সমস্যাটির সমাধান করা যেতে পারে।

এই জায়গাগুলিতে অ্যামোনিয়া নিষ্কাশন, জৈব গ্যাস এবং জল পরিশোধনের ক্ষুদ্র কারখানা এবং প্রসাধন সামগ্রী, পানীয় জল ইত্যাদি কেনার দোকান থাকতে পারে। প্রাথমিক অর্থায়ন সহজেই সমাজ নিজেই করতে পারে। এই এলাকাটি ভালো ব্যবসায়িক সুযোগ প্রদান করে (এমনকি বড় ব্র্যান্ডের জন্যও) এবং পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

(৪.গ)। যদি আমরা অনেক শহর, শহর এবং মেট্রোর আবাসিক এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা দেখি, তাহলে বলা যেতে পারে যে তারা সিমেন্ট এবং কংক্রিটের জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলিতেই সংকীর্ণ রাস্তা, গলি এবং বাই লেন রয়েছে যা মশা, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের ব্যাপক উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত প্রজনন সুবিধা প্রদান করে এবং নোংরা না হলেও অস্বাস্থ্যকর বলা যেতে পারে। অনেক উপনিবেশে খালি জায়গা দেখা যায় যা আবর্জনা ফেলে এবং মশার প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে বেশিরভাগ আবাসিক এলাকাতেই বয়স্কদের হাঁটার জন্য এবং শিশুদের খেলার জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা নেই, উপযুক্ত বাথরুম থাকুক বা না থাকুক, ছোট-বড় সকলেরই। আমাদের শহর ও গ্রামকে সংশোধন বা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই এলাকাটির প্রতি সমাজের বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। ***

10. অর্থনীতির টেকসই কার্যকারিতার জন্য কাজের বন্টন

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: একটি টেকসই সমাজের জন্য "একটি অর্থনীতির টেকসই কাজের জন্য কাজের বণ্টন" এর মৌলিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জমা দেওয়া চারটি ভাগে উপস্থাপন করা হচ্ছে : (১)। সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (২)। উপলব্ধ বিকল্প এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বাস্তব পথ (৩)। সমাধানের দৃষ্টান্ত-মহাপরিশ্রমী কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক সম্পৃক্ততার প্রধান উপায়, (৪) **পরিশিষ্ট-১,** কাজের বণ্টনের সাথে যুক্ত সিস্টেম এবং ব্যক্তিদের উপর নোট (বই-মিতা-জীবনধারা এজেন্ডা থেকে উদ্ধৃতাংশ):

(১) সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা: যেকোনো ধরণের অর্থনৈতিক মডেলের কোন অর্থনীতিবিদ কি একজনও দাস, ভিক্ষুক, নিঃস্ব, পতিতার উপস্থিতিকে ন্যায্যতা দিতে পারেন? দাসত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, জীবিকার জন্য জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তির অনৈতিক গণ উপস্থাপনা তো দূরের কথা?

(১.ক)। যদি আমরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে তাকাই, তাহলে হয়তো আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে বর্তমান পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ/গুরুতর/অনিশ্চিত। ভারতের মতো একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের স্থূল বাস্তবতার কয়েকটি ইঙ্গিত নিম্নরূপ হতে পারে যা নিঃসন্দেহে প্রতিফলিত করে যে অর্থনীতি ভালো অবস্থায় নেই এবং ব্যবস্থার পদ্ধতিগত ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে:

(ক) সাধু/সাধু/ফকির/পুরোহিত, গুরু, বৃদ্ধ ও জ্ঞানী এবং জনসাধারণের নেতারা তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে এবং জনসাধারণের মধ্যে অন্তত আশা জাগাতে সক্ষম হচ্ছেন না এবং এর ফলে সমাজে সম্মান হারিয়েছেন। ফলস্বরূপ, যাদের নামে অর্থ এবং সম্পদ প্রবাহিত হত, তারা নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য সম্পদ সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্তত আশা না থাকার চেয়ে পৃথিবীতে এর চেয়ে গুরুতর পরিস্থিতি আর হতে পারে না।

(খ) দূরবর্তী স্থানে দুর্দশার ক্ষেত্রে (খাবার এবং ভ্রমণের খরচের জন্য অর্থ) ছোটখাটো সাহায্য চাওয়ার কোনও উপায় নেই, একইভাবে ছোটখাটো শোষণের জন্য রিপোর্ট করার এবং তাৎক্ষণিক সান্ত্বনা পাওয়ার কোনও উপায় নেই।

(গ) ভারতে আশি কোটি (ভারতের ষাট শতাংশ) মানুষ দরিদ্র এবং বিনামূল্যে রেশন পাওয়ার যোগ্য, (যেমন: https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-garib-kalyan-package-pmgkp , india.gov.in, ভারতের জাতীয় পোর্টাল)।

(ঘ) প্রতিটি মোড়ে এবং বিশিষ্ট পাবলিক স্থানে ভিক্ষুকের সংখ্যা।
(ঙ) দেশের মুদ্রার ক্রমাগত হ্রাসমান মূল্য, নেতাদের ক্রমাগত পরিবর্তনশীল অবস্থান এবং ন্যায়বিচার প্রদানে দীর্ঘ সময়।
(চ) রোগ থেকে আরোগ্য লাভ এবং আদালত থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়, তারপর স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, বিনোদন এবং উদযাপনের জন্য।
(ছ) শহরগুলিতে বনভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত এবং দূষিত জলাশয় এবং বায়ু আবরণ। **(জ)** উপনিবেশ, বাজার এবং ধর্মীয় স্থানে শব্দের মাত্রা অত্যন্ত বেশি।
(i) 'পরিবার, সমাজ, যোগ, ধর্ম-নির্পেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ, এবং বিশ্ব একটি বৃহৎ পরিবার (বসুধৈব কুটুম্বকম)' এর মতো মৌলিক শব্দগুলির অর্থের ভুল ব্যাখ্যা।

(১.খ), কর্মক্ষম অর্থনীতি বলতে এমন একটি অর্থনীতি বলা যেতে পারে যেখানে সকল উপাদানই টেকসই উপায়ে বাস্তুতন্ত্র - পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সাধারণ লক্ষ্যের দিকে কাজ করে, অর্থাৎ, আমরা সকলেই কেবল জীবন-রক্ষণশীল সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা এবং বেঁচে থাকার পথ পাই না, বরং আমাদের তরুণ প্রজন্ম এবং ভবিষ্যত প্রজন্মও চিরস্থায়ীভাবে প্রেমময় পরিবেশ পায়।
প্রকৃতিতে - আমাদের পরিবেশে - বাস্তুতন্ত্রে - ক্ষুদ্রতম জীবাণু/ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাস থেকে শুরু করে বৃহত্তম জলজ প্রাণী তিমি, বৃহত্তম প্রাণী হাতি, বৃহত্তম বটগাছ, বৃহত্তম সরীসৃপ অজগর থেকে শুরু করে বৃহত্তম পাখি ঈগল এবং শকুন - প্রতিটি উপাদানই নিরলসভাবে কাজ করছে, ঠিক যেমনটি যুগ যুগ ধরে নির্দিষ্ট কাজ (অন্যান্য প্রাণীদের খাওয়ার মাধ্যমে তাদের সংখ্যা সীমিত করার) করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি করার মাধ্যমে সমস্ত প্রাণীকে একত্রিত করে পরিবেশ এবং এর অর্থনীতিতে লেনদেন বজায় রাখা বলা হয়। বলা হয় যে অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রতম/ক্ষুদ্রতম (জীবাণু - ব্যাকটেরিয়া - ভাইরাস) কেবল প্রাণঘাতীই নয় বরং বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং সম্পূর্ণ ক্ষয়, উৎপাদন এবং প্রজনন এর ম্যাট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।
যদি আমরা পরিবেশগত অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করি, তাহলে এটা নিশ্চিত যে উপাদানটির কেউ বা অনেক প্রাণী পরিবেশগত/অর্থনৈতিক লেনদেনে কার্যকরভাবে অবদান রাখছে না এবং সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বিপন্ন করছে, যেমন যদি ইঁদুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে নিশ্চিত সাপ, ব্যাঙের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, যদি ভাইরাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে নিশ্চিতভাবে শকুন হ্রাস পাচ্ছে, যদি জল দূষিত হয়, তবে মাছ এবং মৎস্য নির্মমভাবে মিশ্রিত হয়েছে, যদি বায়ু দূষিত হয়, তবে নিশ্চিতভাবে মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গাছের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, যা একসাথে আমাদের পরিবেশগত অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করা হয়।

সর্বোপরি, মানুষই পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র এবং এর লেনদেনে হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব ফেলার দক্ষতা অর্জন করেছে, তাই যদি আমরা সর্বত্র পরিবেশগত অবক্ষয়, পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা প্রত্যক্ষ করি, তাহলে বলা যেতে পারে যে মানুষ সমন্বিতভাবে কাজ করছে

না অথবা বরং সংকীর্ণ এবং আত্ম-পরাজয়মূলক উপায়ে কাজ শুরু করছে, অর্থাৎ মানুষ স্থায়িত্ব এবং চিরস্থায়ী জীবনযাপনের জন্য কাজ করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ পতন এবং ধ্বংসের দিকে কাজ করছে।

(১.খ.১)। মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী এবং বলা হয় পৃথিবীর সমগ্র বিবর্তনের ফল। বিশ্বাস এবং বংশবৃদ্ধি প্রতিটি জীবের মধ্যে সহজাত বলে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে সুখই বেঁচে থাকার একমাত্র জীবন রক্ষাকারী শক্তি। মানুষকে তার চারপাশের পরিবেশে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ সুস্থ ও সুখীভাবে নিজের এবং তার চারপাশের পরিবেশের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে। ফলস্বরূপ, এটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে সভ্যতার সমগ্র প্রচেষ্টা সুখের এই মৌলিক চাহিদার ধারাবাহিক পরিপূর্ণতার জন্য নিবেদিত।

বলা হয়ে থাকে যে, "দ্রষ্টারা এটা বোঝেন, জ্যোতিষশাস্ত্র এটা ঘোষণা করে, হস্তরেখাবিদ্যা এটা ভবিষ্যদ্বাণী করে, রেইকি এটা পর্যন্ত পৌঁছায়, ট্যারোট এটা সম্পর্কে বলে। ব্যক্তিরা এগুলো বিশ্বাস করে, সব শোনে এবং এর কর্তব্য/উদ্দেশ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যায়। যারা সম্পূর্ণ জিনিসটি সম্পূর্ণরূপে দেখেন, দেখেন কোথায় একটি সমতল পৃষ্ঠ, কোথায় একটি বিষণ্নতা, কোথায় দমন, কোথায় আগ্রাসন এবং কোথায় একটি লক্ষ্য এবং লক্ষ্যের পিছনে কী আছে, তারা বোঝেন যে সময় পার করা কতটা কঠিন, এবং আমাদের (চোখের) সামনে এই ধরণের পর্দা স্থাপন করা হয় যাতে সেই খেলা চলতে থাকে এবং চলতে থাকে।

তাই এই অলস সময়ে সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়, দিনের কাজের শুরুতে, তারপর বিরতিতে, তারপর দিনের কাজ শেষ করার পরে এবং তারপর বিশ্রামের আগে এবং তারপর আবার বিশ্রামের পরে এবং আরও অনেক কিছু স্মরণ করা উচিত, এবং এটিই যথেষ্ট। আমাদের সহজ জীবনধারা হতে পারে- "প্রার্থনা করুন, খেলুন এবং পার্টি করুন", একান্তে প্রার্থনা করুন, খেলোয়াড়দের সাথে খেলা করুন (কাজ করুন) এবং সঙ্গীদের সাথে পার্টি করুন।

(১.গ)। প্রকৃত অর্থে অর্থনীতি হলো সেই জিনিস যা পৃথিবী-বাস্তুবিদ্যা এবং পরিবেশ থেকে উদ্ভূত হয়। বলা হয় যে অর্থনীতি হলো "পরিবেশে বস্তুগত (অর্থ) পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা এবং পদ্ধতির সংগ্রহ: এবং "অর্থনীতি হলো সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞান, অর্থ-উপার্জন, অর্থ এবং অর্থ উপার্জনের উপায় এবং এর অর্থ, যা কোনও জিনিস বা পরিষেবার মূল্য নির্ধারণ করে, এটিকে মূল্যহীন বা মূল্যবান বা অমূল্য করে তোলে"।

জগৎ সৃষ্টি তাঁর (আল্লাহ-সর্বস্ব, ব্রহ্মা-ব্রহ্মান্ডে (বিশ্ব), ঈশ্বর) সময়-ক্ষণ। এখানে প্রতিটি অংশ, প্রতিটি ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য, প্রতিটি ব্যক্তি - জন্মগ্রহণ করে, জীবনযাপন করে এবং তারপর মৃত্যুবরণ করে, সেই উদ্দেশ্যে। এখানে প্রতিটি অংশ এবং অতিরিক্ত অংশ নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানে ব্যবহৃত হয়, সেই আদর্শে যথাযথ স্বীকৃতি সহ।

এই সময়-ক্ষণে আল্লাহ/ব্রহ্মা/সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সুরে গান গাওয়া এবং নাচ করাই উত্তম।

এই সৃষ্টি/অনুসরণ-সময় চক্রে কখনও এখানে আবার কখনও সেখানে চলতে থাকে, এবং যারা তাদের কাজ করার সময় বেশি মনে রাখে তারা নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পায়, এবং যারা ক্রমাগত মনে রাখে এবং কাজ করে, তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যারা কেবল কাজ করে এবং যারা কেবল মনে রাখে তারা অস্থায়ী গুরুত্ব পায় এবং যখন এই লোকেরা সম্প্রীতি হারিয়ে ফেলে তখন তারা পাশে থেকে যায়।

যতক্ষণ না খেলাটি সুষ্ঠুভাবে চলছে, সবকিছু স্বাভাবিক থাকে, যখন মানুষ বিপথগামী হয়, তখন এর কার্যকরী বার্তাবাহক (পয়গম্বর) উপস্থিত হয় এবং যখন খেলাটি বিঘ্নিত হয় তখন এটিকে আরও বেশি প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংশোধন করা হচ্ছে। যদি আমরা সর্বত্র সমস্যার সম্মুখীন হই, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এর সংশোধনমূলক ব্যবস্থা শীঘ্রই নেওয়া হবে।

(১.ঘ)। ব্যস্ত থাকা মানে ব্যবসায় থাকা, ব্যস্ত থাকা সবই ঠিক কিন্তু সবসময় ব্যবসায় থাকা ঠিক নয়, বিশ্রাম প্রয়োজন। যারা নিজেদের ব্যবসায়ী পুরুষ/মহিলা বলে দাবি করেন তাদের আমরা প্রশংসা করতে পারি; মানসিক চাপ, ক্লান্তি তাদের ঘিরে ধরে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে এবং তারপর তাদের মুখ ও শরীরের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।
বিভ্রান্ত সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য শীর্ষে থাকবে, সেবা দ্বিতীয় স্থানে থাকবে, কৃষিকাজ তৃতীয় স্থানে থাকবে এবং ভিক্ষা চতুর্থ ও শেষ অবলম্বন। যে সমাজ পতনের দিকে যেতে শুরু করে, সে এই অবস্থায় থাকে এবং কিছুটা এইরকমই থাকে। কিন্তু যেসব সমাজ উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে, সেখানে ভিক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেবা দ্বিতীয় স্থানে, বাণিজ্য (ব্যবসা) নিম্ন স্তরে এবং কৃষিকাজ শেষ অবলম্বন।

তবে প্রাচীন ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন যে- শরীর সুস্থ থাকার জন্য যেকোনো কাজে ব্যস্ত থাকা অপরিহার্য এবং যখন কেউ স্বাধীনতায় থাকে এবং প্রকৃতির কাছাকাছি থাকে তখন এটি সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করে। এর কারণেই তারা বলে যে: "সেরা হলো কৃষিকাজ, বনায়ন এবং মৎস্য চাষ, মধ্যম হলো ব্যবসা (ব্যবসা), নিম্ন হলো সেবা (দাসত্ব) এবং শেষ অবলম্বন হিসেবে ভিক্ষা"। মাস্টাররা বলেন যে যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা কীভাবে থাকতে চাই এবং আমাদের লক্ষ্য স্থির করি, তখন সম্পদ অনুসরণ করে এবং পরিসংখ্যান ফলাফল দেখাতে শুরু করে।

(১.ই)। বাড়িতে যখন কোনও কাজে নিযুক্ত হন, তখন প্রতিটি সদস্য ট্রাস্টির স্তর এবং অবস্থানে তার যোগ্যতা এবং সামর্থ্য অনুসারে একটি কাজ গ্রহণ করেন বা পান, সমাজ/সরকারি ক্ষেত্রেও একই কাজ করা প্রয়োজন, অংশগ্রহণকারীরা ট্রাস্টি এবং কেবল অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত বা পরিচালিত কর্মচারী নন। আমাদের

ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক সুখের জন্য পুনরায় জেগে ওঠার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাপনা শৈলীকে একটি ট্রাস্টি এবং পারিবারিক (সম্প্রদায়) ধরণের পরিবেশে নিমজ্জিত করা প্রয়োজন।

(১.ই.১)। ব্যক্তি উদ্যোক্তার ক্ষমতার ধারণা হলো প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের চাবিকাঠি, পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় এই ব্যক্তিকে শুভকামনা ও সহায়তা প্রদান, উন্নয়নের চাবিকাঠি ছিল/হয়, দেশের প্রবৃদ্ধির জন্য তা কেড়ে নেওয়া ছিল অন্য শাসনব্যবস্থার চাবিকাঠি, সমর্থন প্রদান এবং ব্যক্তিগত ধারণা গ্রহণ, কোম্পানির নামে পেটেন্ট করা এবং তথাকথিত উন্মুক্ত বাজার ও মুক্ত প্রতিযোগিতায় পণ্য প্রচার করা ছিল নতুন ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের সর্বশেষ কিন্তু ব্যর্থ শাসনব্যবস্থার চাবিকাঠি।

একজন ব্যক্তি উদ্যোক্তার ধারণা, কল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি যখন সমাজ এবং সরকার কর্তৃক সমর্থিত এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য গৃহীত হবে, তখনই প্রবৃদ্ধির অগ্রগতি ঘটবে। সমন্বিত এবং সুরেলা প্রবৃদ্ধি তখনই ঘটবে যখন সমগ্র সংস্থা পূর্ণ সম্মান এবং তার প্রাপ্য অংশ পাবে, এবং কেবল মাথা নয় (অদূর ভবিষ্যতে বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার এবং পেটেন্ট চলে যাবে)। আমাদের এটিকে বাতিল করার এবং একটি সমন্বিত উপায়ে এগিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব নিতে হবে।

(১.ই.২)। সমাজ/সরকার খাতের লক্ষ্য হলো, সুবিধা তৈরি করা, কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং তাদের নেতাদের মাধ্যমে জনসাধারণের (মাস্টার) কাছে রিপোর্ট করা, যার লক্ষ্য অবশ্যই একটি উন্নত সমাজের জন্য গুণমান, দক্ষতা এবং ধারাবাহিকতা এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পরিষেবার প্রভিডেন্স অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যদি সমাজ/সরকারের ব্যবসায়িক মনোভাব এবং আচরণ থাকে তবে জনগণ ভিক্ষুকের মতো হবে। সমাজ/সরকারকে একজন নেতা, সুবিধাদাতা, প্রশাসক, রক্ষকের মতো আচরণ করতে হবে কিন্তু কখনও ব্যবসায়ীর মতো আচরণ করতে হবে না।

(১.ই.৩)। ছোট আকারে প্রতিযোগিতা এবং বৃহত্তর আকারে অতিক্রান্ততা জীবন্ত স্বর্গকে বাস্তবে পরিণত করবে। পরিমাণ, গুণমান, মূল্য নির্ধারণ এবং স্থান নির্ধারণ, টেকসইভাবে পণ্য এবং সদিচ্ছার সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বের জন্য ভালো, ব্যক্তিদের জন্য ছোট ক্ষেত্র, যৌথ উদ্যোগের জন্য মাঝারি ক্ষেত্র এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের জন্য বৃহৎ ক্ষেত্র ভবিষ্যতের বৃদ্ধি এবং গৌরবের মূল চাবিকাঠি হবে।
অন্যদের ভেতরে আসার এবং আমাদের বাইরে যাওয়ার জন্য দরজা এবং জানালা খোলা রাখতে হবে, আমাদের মাথা এবং হৃদয় কাকে স্বাগত জানাতে হবে এবং কোথায় যেতে হবে, কোন বিদেশীকে স্বাগত জানাতে হবে এবং কোন বিদেশী ভ্রমণ করতে হবে, বাণিজ্য এবং অন্যান্য চুক্তি গ্রহণ করতে হবে বা ভিন্নমত পোষণ করতে হবে, তা জেনের তাৎক্ষণিকভাবে, ধ্যানের পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(১.ই.৪)। সকলেই আপাতদৃষ্টিতে সৎ, অসততা পথ হারাচ্ছে, সৎদের সম্মান করা এবং অসৎদের নির্মূল করা এবং তারপর সংশোধন করা প্রবৃদ্ধির জন্য একটি বৃহত্তর সুস্থ ও সুরেলা পরিবেশ প্রদান করবে। ভারতের মতো দেশের সরকারি খাতের টেন্ডার/ক্রয় প্রক্রিয়ায় সংশোধন প্রয়োজন, বর্তমান সর্বনিম্ন, স্বল্পমেয়াদী, ঠিকাদার/সরবরাহকারী ভিত্তিক, দুর্নীতি/প্রভাবপ্রবণ থেকে দীর্ঘমেয়াদী, শিল্প/কেন্দ্রিক, পরিষেবা এবং সহজ।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অলস বিচার ব্যবস্থার অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের ফলে প্রত্যাখ্যাত, হতাশাগ্রস্ত এবং উদ্‌বৃত্ত নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ এবং এর সাথে যুক্ত কর্মকর্তা/কর্মীদের জমা হচ্ছে, যার জন্য বৃহত্তর সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপের প্রয়োজন। যদিও কঠোরতা সঠিক ভিত্তি প্রদান করে কিন্তু কঠোর হওয়া মৃতদের জন্য। শাসন ও নিয়ন্ত্রণে প্রাণবন্ততা, প্রাণবন্ততা এবং গতিশীলতা ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছার দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ভর করে। এর উপর কাজ করার ধরণ বিস্ময়করভাবে কাজ করবে এবং এটি আদর্শ হতে হবে। **সম্মিলিত বৃদ্ধি এবং সুখ হতে পারে গুঞ্জন।**

(১.ফ)। আচার্য চাণক্য বলেছেন:

সুখের মূল ধর্ম :. ধর্মের মূল অর্থ :. অর্থের মূল রাজ্যের। রাজ্যের মূল ইন্দ্রিয়জয় :

এটা হল: সুখ এর আসল হ্যাঁ , ধর্ম। ধর্ম এর আসল হ্যাঁ , মানে। অর্থ এর আসল হ্যাঁ , বলুন।

রাজ্য কা মূল হ্যা , ইন্ড্রিয়ানস পর বিজয়। (প্রকৃত আনন্দের ভিত্তি হল ধর্ম, সকল ধর্মের ভিত্তি হল অর্থ-উপায়/অর্থ/ধন। সকল অর্থের ভিত্তি হল রাজ্য/রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়/ইন্দ্রিয়শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ।)

(১.এফ.১)। ওয়াভার , শ্লোকে প্রতিফলিত অনুভূতি, অর্থাৎ **সুখের মূল ধর্ম : . ধর্মের মূল অর্থ : . অর্থের মূল রাজ্যের।** : সনাতন ধর্ম (চিরস্থায়ী) অনুসারে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। পবিত্র গ্রন্থেও এর প্রতিফলন দেখা যায় না।

উপরের শ্লোক-শ্লোকের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে যে রাজ্য (রাজ্য এবং দেশ) এই অনুভূতিতে জড়ো হয়েছে যে তারা সমস্ত অর্থনীতি এবং ধর্মের (ধর্ম) কেন্দ্রে রয়েছে এবং এর কেন্দ্রে একজন রাজা/প্রধান নেতা রয়েছেন?

যদিও রাজা/প্রধানমন্ত্রী তার ইন্দ্রিয় জয় করেছেন কিনা তা পরীক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা নেই, তবে এই শ্লোকটি অবশ্যই প্রাধান্য দিয়েছে যে রাজ্য/দেশে সংঘটিত সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের যত্ন নেওয়ার অধিকার রাজা/রানী এবং জাতি/রাষ্ট্রের এবং তা করা ধর্ম/ধর্ম অনুসারে।

যদি উপরের শ্লোকগুলি অভিজ্ঞতার আলোকে বা গভীর ধ্যানের মাধ্যমে সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে আমরা কীভাবে গত পঁচিশ শত বছরের (অর্থাৎ মহান চাণক্যের পরে) ভারত এবং বিশ্বের পরিস্থিতির হিসাব দিতে পারব? গত পঁচিশ শত বছরের জাতীয়

এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের দেশের প্রধান হিসেবে খুব কমই এমন কেউ ছিলেন যিনি তার ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন।

(১.F.২)। অনেকে বলে থাকেন যে এই শ্লোকটি ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে এবং সমাজের সামগ্রিক জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বাস্তবতা হলো, জনগণই সমাজ গঠন করে এবং সমাজে বাস করে এবং জনগণই প্রথমে রাষ্ট্র গঠন করে, বিপরীতভাবে নয়। ঈশ্বর রাজা-রানী, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে দেশ/রাজ্য নামক একটি খামারবাড়ির মালিক হিসেবে সৃষ্টি করেননি, বরং তাদের খেলার জন্য জনসাধারণকে সৃষ্টি করেছেন।

(১.F.৩)। প্রায় পঁচিশশ বছর আগে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধ, মহাবীর, চাণক্য, লাও তজু, কনফুসিয়াস, পিথাগোরাস, প্লেটো এবং সক্রেটিসের মতো গুরুদের এক বিরাট মিলন ঘটেছিল যাদের লেখা এখনও পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমরা একের পর এক সমস্যা প্রত্যক্ষ করছি, যা খুব সহজেই বলা যায় যে ক্ষতিকারক শক্তি বা আত্মঘাতী শক্তি বা রাক্ষসী শক্তি এবং তাদের কঠোর ব্যবস্থা কার্যকলাপের নেতৃত্বে রয়েছে এবং অন্যদিকে ন্যায়সঙ্গত শক্তি, অথবা জীবন্ত/সাধু শক্তি এবং তাদের ব্যবস্থা হয় সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে অথবা অশুভ শক্তির দ্বারা পরাজিত/পরাজিত, দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী লকডাউন জোরেশোরে ঘোষণা করেছে যে আমাদের এই সমস্ত কিছুর সামনে তাকাতে হবে। বিকল্প কী? ন্যায়সঙ্গত বিকল্পগুলি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং এর ফলাফল কী হবে?

(১.জি)। এটা একটা পরিহাসের বিষয় যে গত তিন হাজার বছর ধরে, সমাজ বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাজ্য/সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়েছে/অর্পণ করেছে, যার ফলে এই কাজটি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী নামে ভাড়াটে কর্মীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে সমাজ এবং এর জনগণ তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের বন্দী হয়ে পড়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (পুলিশ কর্মী এবং সেনাবাহিনী) অস্ত্র বহন করার এবং রায় প্রদান সহ শর্তাবলী নির্ধারণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু মালিক, অর্থাৎ জনসাধারণকে অস্ত্র বহন করতে এবং এমনকি প্রতিকূলতার ক্ষেত্রেও নিজেদের রক্ষা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে তারা হতভাগ্য হয়ে উঠেছে। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতি/রাজা-রানী ছাড়া সকল রাজনীতিবিদই ক্ষমতার অভাবে ভুগছেন এবং বর্তমানে মনে হচ্ছে সরকারি কর্মচারীরাই দেশের মালিক (যারা সকল বেতন, সুযোগ-সুবিধা, পেনশন, ঘুষ এমনকি চাঁদাবাজি ভোগ করছেন)। মনে হচ্ছে দেশের সামগ্রিক অব্যবস্থাপনার কারণে, প্রকৃত মালিক 'জনগণ' এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন, যা এখন দেশের প্রধান (প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতি/রাজা-রানী) এবং এই সরকারি কর্মচারীদের সেবা করার জন্য জন্ম নেওয়া পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। এই ধরণের পরিস্থিতির ধারাবাহিকতা কি প্রশংসা করা যেতে পারে?

(১.এইচ)। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি অনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে। যদি কেউ গভীরভাবে তাকান, তাহলে যুবসমাজের দ্বারা মাঝে মাঝে আরও খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে সরকারি সম্পত্তির ধ্বংস, ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্ধ যান্ত্রিকীকরণ (এর সাথে সম্পর্কিত রোগ যেমন তরুণদের মধ্যে ব্যাপক বেকারত্ব এবং বয়স্কদের মধ্যে একাকীত্ব, অপুষ্টি এবং স্থূলতা, মানসিক ব্যাধি, একাকীত্ব), মানব পাচার (এবং জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, পর্নোগ্রাফি, মাদক ও মাদকের সাথে সম্পর্কিত রোগ), প্রায় সকল ধরণের সামাজিক সুরক্ষার অভাব, এমনকি নেতা এবং মিডিয়া কর্মীদের দ্বারাও মৌলিক নীতিশাস্ত্র এবং শিষ্টাচারের প্রতি চরম অবহেলা ইঙ্গিত দেয় যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পতনের দিকে বা সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

খুব কম লোকই বলে যে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা হল গত তিন হাজার বছরের সময়কালে ব্যবস্থার পদ্ধতিগত ব্যর্থতা যেখানে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন দেশগুলিতে একের পর এক রাজ্য এবং একের পর এক সরকার তার ন্যায্য মালিক – নাগরিকের কাছে মৌলিক বিষয়গুলিও পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

(১.H.১)। আমরা সর্বত্র সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি কারণ হয় আমরা জেনেশুনে কাজের মৌলিক বন্টন উপেক্ষা করেছি অথবা অজান্তেই ঘুরে ঘুরে এমন একটি বন্টন ব্যবস্থা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি না যা সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত? এটা অবাক করার মতো বিষয় নয় যে হিন্দু থেকে ইহুদি, জরথুস্ত্রীয়, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইসলাম, শিখ, বাহাই ধর্মের কেউই তাদের অনুসারী/বিশ্বাসী/শিষ্যদের জন্য সুস্থ ও সুখী জীবনযাপনের জন্য মৌলিক কর্ম বন্টন সামনে আনার চেষ্টা করেনি, তাই আমরা প্রতিটি অঞ্চলে এবং বিশ্বের প্রতিটি ধর্মের মধ্যে দুর্দশা প্রত্যক্ষ করছি।

(১.জে)। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির অনেক সমস্যাই অতিরিক্ত যান্ত্রিকীকরণের কারণে, এতটাই যে পুরো দেশ বিদ্যুৎ সরবরাহ ভেঙে পড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অন্য কথায়, বিদ্যুৎ নিয়ে খেলা করে পুরো দেশকে মুক্তিপণ দেওয়া যেতে পারে, এটি মেশিনের দাসত্বের স্পষ্ট লক্ষণ। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে যেখানে জনশক্তি ব্যয়বহুল বলে মনে হয় সেখানে মেশিন ব্যবহার করা হয়, যেমন চা/কফি ভেন্ডিং মেশিন এবং যেখানে মেশিন ব্যয়বহুল, যেমন খনি শিল্প, স্ক্র্যাপ শিল্প, অ্যাসবেস্টস এবং তেজস্ক্রিয় এলাকা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মিলিং এলাকা থেকে গরম ছাই অপসারণ এবং কয়লা পোড়ানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনশক্তি ব্যবহার করা হয়।

(১.জে.১)। যন্ত্রপাতির সূচনা এবং বিকাশ ঘটেছে মানবজাতির দুর্বলতা এবং অপ্রত্যাশিততার কারণে এবং তাই এগুলি এড়াতে। প্রথমে সমস্ত যান্ত্রিকীকরণ একই ধরণের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য করা হয়েছিল এবং এখন যান্ত্রিকীকরণ মানবজাতিকে প্রশমিত করার জন্য করা হচ্ছে, এটি মানুষকে প্রলুব্ধ করছে এবং তারপর মেজাজ তৈরি করছে। এটি ব্যক্তি বা দেশের জন্য কোনও আরামদায়ক পরিস্থিতি নয়।

যন্ত্রপাতি (আদিবাসী বা আমদানিকৃত) জ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া উচিত এবং অন্ধভাবে উন্নত করার পরিবর্তে এগুলিকে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। এই সমস্ত কিছুর সাহায্যে আপনি বড় শহরগুলিকে সামলাতে পারবেন এবং ছোট ফ্ল্যাটে চার দেয়ালের মধ্যে মানুষকে সহজেই আবদ্ধ করতে পারবেন। এগুলি জীবনকে জটিল করার উপায়, যেখানে ট্রেন, গাড়ি এবং বিদ্যুৎ ছাড়াই জীবনকে আরও সরলতার সাথে উপভোগ করা যেতে পারে। অনেক কারখানা যেমন বিদ্যুৎ/পেট্রোলচালিত, আটা কল, খামার এবং কৃষি সহায়ক শিল্প, যদিও এখন প্রয়োজনীয়তার আওতায় এসেছে কিন্তু এর ব্যবহার অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, বিশেষ করে যেসব দেশে মাথাপিছু কৃষি জমির মালিকানা হ্রাস পাচ্ছে এবং মানুষ একাকীত্ব এবং কর্মহীনতার সমস্যায় ভুগছে। আমরা শিল্পায়নের অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং শিল্পায়নের কারণে সমস্যাও প্রত্যক্ষ করছি, আমাদের কি এর অপ্টিমাইজেশনের কথা ভাবা উচিত নয়? বলা হয় যে, চক্কী , চরখা , চৌক – চুল্হা , চট্টী , চটাই , চারপাই , চৌপাল , চিলম এবং আলোচনা আমাদের কর্মসংস্থান/প্রবৃত্তি, একাকীত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান প্রদান করে, তবে টেকসই সমাজের জন্য উপাদানও প্রদান করে। ***

(১.কে)। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হলো এমন একটি নিরাপত্তা যা হয় ইকো (পরিবেশ–বাস্তুতন্ত্র) ব্যবস্থার সকলেরই থাকবে, নতুবা পৃথিবীর কারোরই থাকবে না। এই প্রসঙ্গে, এটা কি বলা যায় না যে, দৃঢ়ভাবে স্থাপিত অর্থনীতির ভিত্তি শক্ত, অথবা এমন অর্থনীতি যা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় (কৃষি বনায়ন) যেমন টিকে থাকে, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ (তেল ও গ্যাস, পাম্পিং এবং খনির) অথবা ভূগর্ভস্থ (মহাকাশ ও উপগ্রহের) কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য সমস্ত কার্যকলাপ ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় না? তাই কি আমাদের বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যে 'অর্থনীতি' দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, তা সে শক্তির চাহিদা পূরণ করুক, কর্মসংস্থান করুক, বিনোদন করুক, শিক্ষা করুক বা প্রশাসন ও ন্যায়বিচারের প্রভুত্ব করুক?

এটা কি প্রমাণ করে না যে পরিবার, সমাজ এবং দেশে কাজ এবং আয়ের একটি যৌক্তিক এবং সুষম বন্টন সকল অভাবী (যুবক এবং অন্যদের) জন্য টেকসই কর্মসংস্থানের সহজলভ্যতা এবং সকল প্রবীণ নাগরিকের (একাকীত্ব বা অন্যথায় ভুগছেন) সম্মানজনকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে পারে?

(১.এল)। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা বা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান কারণ অর্থনীতির সংজ্ঞাই ভুল হয়ে গেছে। গ্রামীণ অর্থনীতি, নগর অর্থনীতি, শিল্প অর্থনীতি, কৃষি অর্থনীতি, বন অর্থনীতি, সংগঠিত অর্থনীতি এবং অসংগঠিত অর্থনীতির মতো শব্দ ব্যবহার করা অর্থনীতির সংজ্ঞা এবং বোঝার একটি বিচ্যুতি, এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় সীমানা এবং প্রক্রিয়াগুলি প্রথমে বিভাগীয়করণের জন্ম দেয় এবং তারপরে ব্যবস্থায় দুর্নীতির জন্ম দেয় এবং এইভাবে ব্যবস্থাকে কলুষিত করে।

(১.ল.১), সাধারণত অর্থনীতিকে বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক এবং কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়, তাই যদি কোনও ব্যক্তির অর্থনীতি বিঘ্নিত হয় তবে এটি ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটাতে বাধ্য এবং যদি অর্থনীতি অনিয়মিত হয়ে পড়ে তবে স্পষ্টতই ব্যক্তির স্বাস্থ্য অনিয়মিতভাবে কাজ করবে। অর্থনীতিতে এই ব্যাঘাত এবং অনিয়মিততার অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকলে এটি অবশেষে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত করবে যা স্পষ্টতই 'বিশৃঙ্খল শর্করার মাত্রা (ডায়াবেটিস), হতাশা (হৃদরোগ), অসহায়ত্ব (ক্যান্সার)' এর মতো রোগের দিকে পরিচালিত করে এবং তাকে সমস্ত ধরণের নতুন এবং অজানা ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগের সহজ শিকার করে তোলে।

ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক চিকিৎসা তথ্য নিশ্চিত করে যে রোগগুলি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসুস্থতার এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা আরও নির্দেশ করে যে, সমাজের মানুষকে আশা প্রদানকারী অর্থনৈতিক/আর্থিক এবং সরকারি/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তত এই কারণে ব্যর্থ হচ্ছে। সমাজের জন্য আশার অভাবের চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি আর কি হতে পারে? এই পরিস্থিতি দেখে, আমরা কোথায় যাচ্ছি তা কী বলা যেতে পারে? অর্থনৈতিক যুদ্ধ এবং পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধের বলির পাঁঠা হয়ে উঠছি?

(১.নং) অর্থনীতি ও ধর্মের সকল কর্তা ব্যক্তিদের সাহায্য করার পরিবর্তে, স্বপ্ন, ব্যক্তিগত সাফল্যের কৌশল প্রচারে, তাদের মডেলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে ব্যস্ত থাকায়, সামষ্টিক বিকাশ এবং সম্প্রীতির চেয়ে ভারসাম্যহীনতা বেশি তৈরি করেছে।

কেন অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যর্থ এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে বলে মনে হয়, কারণ যখন কেউ কোনও সমস্যায় পড়ে এবং সে কোনও অর্থনৈতিক কেন্দ্রে যায়, তখন সে কেবল ধর্মোপদেশ, কিছু অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে তার নিজের সৃষ্টি বা কিছু তথাকথিত পবিত্র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতাংশ গ্রহণ করে এবং বিষয়গুলি সেখানেই শেষ হয়, কোনও বাস্তব, দৃশ্যমান এবং কার্যকর সমাধান এবং সমর্থন ছাড়াই। তাকে আবার একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, তা সে মৌলিক ক্ষুধা, বস্ত্র বা আশ্রয়ের জন্য হোক বা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ খুঁজে পেতে বা তার সৃজনশীল সাধনা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য হোক। বাস্তবতা হল যে এখনও পর্যন্ত বিকশিত সমস্ত অর্থনৈতিক মডেলগুলি মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু তুচ্ছ বিষয়গুলির কারণে এবং আমরা বিকল্প নিয়ে আসতে না পারার কারণেও টিকে থাকতে পেরেছি। আমরা কি এটিকে একটি সুখী এবং স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি বলতে পারি?

(১.পৃ.) গত দুইশ বছরে, 'চা ও কফি', 'পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত ইঞ্জিন', 'বিদ্যুৎ এবং এর সাথে সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি' আবিষ্কার ও প্রবর্তনের পর থেকে প্রায় সকল মানুষের অভ্যাস নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এটিই আমাদের "পৃথিবীকে শূন্য, জঙ্গল শূন্য, ভূমি, বায়ু এবং জলকে দূষিত করার প্রধান কারণ বলা যেতে পারে"। সম্পদের

এই বিশাল শোষণ কি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অদক্ষতা এবং/অথবা অকার্যকরতার ইঙ্গিত দেয় না? যে পৃথিবী তার প্রাকৃতিক প্রবাহ ব্যবস্থা নিয়ে এতদিন টিকে আছে, তার জন্য কি এটিকে একটি গুরুতর পরিস্থিতি বলা যায় না এবং আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত মনোযোগ এবং বিবেচনামূলক পদক্ষেপের দাবি রাখে?

দেশের সমস্যা কেবল ভালো অর্থনীতিবিদদের প্রাপ্যতাই নয়, বরং অনেক অর্থনীতিবিদ, একাধিক এবং ওভারল্যাপিং অর্থনৈতিক কেন্দ্রের সমস্যাও, যা সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব সঙ্কুচিত করে, অব্যবস্থাপনা, ব্যয় বৃদ্ধি এবং এমনকি বিশৃঙ্খলার কারণ হয়। অর্থনৈতিক সংস্থার সংখ্যা যুক্তিসঙ্গত করার জরুরি প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে – সম্ভবত আমরা অনেক প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে চাই, যেমন রাজ্য বা আঞ্চলিক স্তরের সমস্ত অর্থ মন্ত্রণালয়। উদ্বেগের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা কি জনগণের কর্তব্য এবং বিশেষাধিকার নয়?

(১.টি)। আমরা এই কথাটি প্রশংসা করতে চাই যে "দুই হাজার আঠারো সালে ইংল্যান্ড তার নাগরিকদের তীব্র একাকীত্বের কারণে যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা দেখাশোনা করার জন্য "একাকীত্ব মন্ত্রণালয়" নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় খুলেছে। ইংল্যান্ডের একাকীত্ব মন্ত্রণালয় তাদের তথ্যে নিশ্চিত করেছে যে তাদের জনসংখ্যার বারো শতাংশেরও বেশি, প্রায় নব্বই লক্ষ মানুষ একাকীত্বে ভুগছেন যার মধ্যে সকল বয়সের (পুরুষ এবং মহিলা উভয়) মানুষ রয়েছে, তবে বেশিরভাগই বয়স্ক নাগরিক যাদের পকেটে টাকা আছে এবং সাধারণত সম্পূর্ণ বীমাকৃত। এই জাতীয় নাগরিকদের কার্যত কোনও কর্মসংস্থান এবং কোনও কাজ নেই যা তাদের ব্যস্ত রাখতে পারে এবং কথা বলার জন্য কেউ নেই।"

(১.টি.১), এই ব্যক্তিদের ছবি থেকে বোঝা যায় যে, এই ব্যক্তিরা যথেষ্ট যোগ্য এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞ (পিয়ন থেকে প্রধানমন্ত্রী, প্রহরী থেকে চেয়ারম্যান, পতিতা থেকে পুরোহিত, আইনজীবী থেকে তথাকথিত বিচারক, সাধারণ গৃহিণী এবং গৃহস্বামী ছাড়াও), পর্যাপ্ত পেনশন এবং ব্যাংক ব্যালেন্স আছে কিন্তু কোনও ব্যবসায়িক, সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত চাকরি/নিয়োগ খুঁজে পাচ্ছে না (এমনকি কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই যা বিনামূল্যে পরিষেবা/দান হিসেবে দেওয়া হয়), যাতে তারা আনন্দের সাথে সময় কাটাতে পারে এবং সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে পারে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে একাকীত্বের কারণে এই ব্যক্তিরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াজনিত সকল ধরণের নতুন ধরণের রোগের মতো মানসিক এবং জীবনযাত্রার রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি কেবল ইঙ্গিতই দেয় না বরং স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ইংল্যান্ডের সমগ্র অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একাকীত্বে ভুগছেন এমন নাগরিকদের কোনও সহায়তা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই জনগণকে

অনানুষ্ঠানিকভাবে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলে পরিবার, সমাজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সরকার তাদের বোঝা হিসেবে বিবেচনা করে। দেখা গেছে যে একাকীত্বের মূলে রয়েছে রাজ্য এবং সরকারের অতিরিক্ত আনুগত্য। পারিবারিক এবং সামাজিক বিষয়ে সরকারের অতিরিক্ত আনুগত্যের ফলে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্বশীল আচরণের অবসান ঘটেছে। কল্যাণমূলক সরকারের ধারণা পরিবার, সমাজ এবং দেশের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্বকে বিদায় জানিয়েছে।

(১.T.২)। একাকীত্বে ভুগছেন এমন মানুষের সংখ্যার দিক থেকে ভারতের পরিস্থিতি ইংল্যান্ডের চেয়ে ভালো নয়। বরং ভারতের পরিস্থিতি আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ একাকীত্বে ভুগছেন এমন বেশিরভাগ মানুষেরই ব্যাংক ব্যালেন্স নেই। ভারতে একাকীত্বে ভুগছেন এমন মানুষের অবস্থা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে দেশটি তার ষাট শতাংশ জনসংখ্যা (আশি কোটিরও বেশি জনসংখ্যা) বিনামূল্যে রেশন পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরিস্থিতিও এর থেকে আলাদা নয়। আন্তর্জাতিকভাবে, জীবনের সকল স্তরের বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ইংল্যান্ড সরকারকে উপহাস করেছিলেন এবং এই বিষয়ে মতামত দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা কেবল সুন্দর এবং সুন্দর কথা বলা থেকে বিরত ছিলেন।

(২) উপলব্ধ বিকল্প এবং ভবিষ্যতের বাস্তবসম্মত পথ:
লোকেরা (মা-বাবা) সকালে বলেন মনে রেখো যে এই পৃথিবীতে কর্মই প্রধান এবং আমরা যা-ই করি না কেন, আমরা একই ফল পাই এবং কাজ শুরু করি এবং রাতে মনে রেখো যে কেউ যা-ই করুক না কেন, তার ফল হবে রাম/দেবতা//আল্লাহ যা চান তাই এবং তাই আলোচনা, বিক্ষিপ্ততা/উত্তেজনার কোনও অর্থ নেই এবং শান্তিতে ঘুমাও। একটি সুখী সমাজে এটি ছিল এবং এটিই আদর্শ হওয়া উচিত।

(২.ক)। আশা করা হচ্ছে যে, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক, ছেলে ও মেয়েরা, এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা এবং চিন্তাভাবনা করতে চাইবেন এবং অর্থনীতি সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির নিজস্ব উত্তর খুঁজে পেতে চাইবেন:
(ক) যখন ব্যাপক বেকারত্ব, একাকীত্ব, ন্যায়বিচারে বিলম্ব, কাজ ও আয়ের অসম বণ্টন দেখা দেয়, তখন কীভাবে মোকাবেলা করা উচিত? এমন পরিস্থিতির সাক্ষী সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কী আশা করা যায়?

খ) । আমরা কীভাবে সুস্থ ও সুখী জীবনযাপন করতে পারি এবং তা বজায় রাখতে পারি? কীভাবে আমরা সকলেই সময়মতো স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচার পেতে পারি, কোনও "যদি" এবং "কিন্তু" ছাড়াই এবং ব্যবস্থার প্রতি আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে পারি?

গ) আমরা সকলেই কীভাবে মুক্ত ও ন্যায্য উপায়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও নির্দেশনা পেতে পারি?

ঘ) আমরা কীভাবে আমাদের সকলের শারীরিক, আর্থিক, মানসিক, জাতিগত এবং আধ্যাত্মিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি?

(ঙ) আমাদের জীবনে ব্যবসা করার সর্বোত্তম উপায় কী হতে পারে? আমরা কীভাবে এটি করতে পারি? এবং প্রকৃতি এবং এর প্রাকৃতিক অর্থনীতির উপায় কী? সেরা শহর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা এবং এটি স্থাপন করা কী হতে পারে?

চ), বর্তমান অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে উন্নত অর্থনীতিতে (প্রস্তাবিত বিকল্প অর্থনীতি) নির্বিঘ্নে স্থানান্তরের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, যা তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ যা অসহযোগ আন্দোলন, বিক্ষোভ, ধর্মঘট, কুশপুত্তলিকা পোড়ানো এবং সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণভাবে নেওয়া যেতে পারে?

(iii), জাতি, ধর্ম এবং অঞ্চল, অথবা বর্ণ, ধর্ম এবং বর্ণ থেকে উদ্ভূত ধর্মান্ধতাকে কেবল ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত প্রার্থনা (সাম্প্রতিক লকডাউনের সময় যেমন নিজের বাড়িতে করা হচ্ছে) করে দমন করা যাবে না, এটি কি বিশ্বের পুনর্নির্মাণের পথ তৈরি করবে না?

(iv), (গণতন্ত্রে), তরুণদের ভোটদানের যোগ্য বয়স বৃদ্ধি এবং জনগণের জন্য উচ্চ বয়স সীমিত করা, একইভাবে রাজ্য সরকার, পৌরসভার মতো একাধিক সাংবিধানিক সংস্থা বাতিল/পরিত্যাগের সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, প্রশাসনকে সুগম করে এবং সমাজের শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কোনও ব্যবহারের কাজকে বিপন্ন না করে অর্থ এবং অন্যান্য সম্পদের অপচয় বন্ধ করবে?

(v), দুধ দিয়ে তৈরি চা ও কফির ব্যবহার কমানো বা ত্যাগ করা এবং ষাঁড় (নন্দী) কে খোজা করার প্রথা বন্ধ করা কি গো বংশের উপর অত্যাচার কমাতে পারে এবং মানুষের শক্তি, সহনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক নীতি পুনরুদ্ধার করতে পারে?

(২.খ)। আমাদের (সরকারকে) স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থনৈতিক তত্ত্বের সমর্থকদের একটি দল গঠন করতে হবে যারা প্রতিটি তত্ত্ব মূল্যায়ন করবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও অনুশীলন প্রণয়ন করবেন। স্টপ গ্যাপ ব্যবস্থা সহ, এই বিশৃঙ্খল পর্যায়ে, যেখানে প্রতিটি বৃহৎ সংস্থা অন্য সকলকে লুট করতে চায়, এবং যেখানে ছোটরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য ছুটছে।

(২.গ)। "প্রত্যেক জীবকে মাতৃত্বের ঘূর্ণির গভীরে নিক্ষেপ করা হয়েছে", প্রতিটি জীবের মধ্যে সহজাত বিশ্বাস এবং প্রজনন তার মৌলিক প্রতিফলন। এই ভিত্তিতে ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা প্রতিটি জীবকে ঘিরে রাখে (যেমন মৃত্যু আমাদের সকলকে ঘিরে রাখে। সমগ্র বিশ্ব এক কিন্তু একটি বৃহৎ পরিবার হল ধর্মের সবচেয়ে মৌলিক ধারণা, যা এখনও পর্যন্ত অনেক ধর্মই প্রথম স্থানে একমত হতে অনিচ্ছুক বলে মনে করে, যদি না তারা সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে তাদের ধর্মের সংস্করণ গ্রহণ করতে দেখে।

এখন, রোগের প্রাদুর্ভাব এবং বিশ্বব্যাপী লকডাউন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে বিশ্ব এক, যদি বিশ্ব এক না হত, তাহলে কীভাবে একটি রোগ পৃথিবীর সমগ্র ভ্রাতৃত্বকে প্রভাবিত করতে পারত? তাই প্রকৃতির সমস্ত মৌলিক বিষয় ভুলে গিয়ে প্রতিটি অঞ্চল এবং ধর্মের সাথে ইটপাটকেল মারার পরিবর্তে, সমাধানের জন্য মূল বিষয়গুলিতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবুন। বলা হয় যে উপজাতি (আদিবাসী/আদিবাসী) হল আদি, তাই যখন সভ্য বিশ্ব ভেঙে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে, তখন আদি-আদিবাসীদের পুনর্বিবেচনা করা এবং এগুলি থেকে সূত্র/নেতৃত্ব/নির্দেশনা নেওয়া প্রয়োজন, উপজাতিরা এভাবেই নিজেদের যত্ন নিয়েছে, যা তাদের যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখার জন্য নিখুঁত করে তোলে।
সমাধান খুঁজতে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে যে উপজাতিরা কীভাবে তাদের মৌলিক সুরক্ষা (শারীরিক সুরক্ষা, খাদ্য সুরক্ষা এবং আশ্রয়) যত্ন নিতে এবং তাদের প্রশাসন, ন্যায়বিচার পরিচালনা করতে এবং তাদের বংশ বজায় রাখতে সক্ষম হয়, মৌলিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন এবং পরিবেশ সুরক্ষার যত্ন নেয় এবং তাদের প্রার্থনা করে যা এখনও তাদের প্রকৃতির একজন নিখুঁত অংশীদার করে তোলে (তথাকথিত সভ্য ও ধর্মীয় বিশ্বের বিপরীতে)।

(২.ঘ)। কাজের বন্টন:
মূলত দুই প্রকার- অভ্যন্তরীণ কাজ, বাহ্যিক কাজ, অথবা পুরুষের কাজ, নারীর কাজ, প্রতিটি বিভাগে উচ্চ এবং নিম্ন স্তরে কাজ করার জন্য দুটি পিচ রয়েছে।

(ক)। বলা হয়ে থাকে যে, একজন মানুষের জীবন সাধারণত বারো বছরের আটটি প্রধান চক্র নিয়ে গঠিত। এর একটি ছয় বছরের একটি উপচক্র এবং একটি তিন বছরের একটি উপচক্র রয়েছে। কাজের বন্টনের সুবিধার্থে দুটি চক্রকে একত্রিত করে চব্বিশ বছরের একটি বিভাগ বোঝানো হয়েছে। এইভাবে পছন্দ/উপযুক্ততা/নির্বাচন অনুসারে কাজকে চব্বিশ বছরের চারটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এইভাবে সমগ্র কাজকে ভাগ করা যেতে পারে:
মানুষ-১×২(পুরুষ-মহিলা) =২,
২× ২(অভ্যন্তরীণ-বহিরাগত) =৪,
৪× ৪ (চব্বিশ বছরের চারটি ব্লক) = ১৬টি বৈচিত্র্য/শিল্পরূপ,
১৬× ২ (প্রতিটি ব্লক দুটি চক্র নিয়ে গঠিত) = ৩২ প্রকরণ,
৩২× ২ (প্রতিটি চক্রের দুটি ধাপ আছে) =৬৪, জীবনের সমগ্র কাজকে চৌষট্টিটি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে।

(খ). পুরুষালি কাজ – নারীসুলভ কাজ
প্রতিটি ধর্মই নারীকে পৃথিবীর সাথে তুলনা করেছে এবং তাই সমস্ত পার্থিব বিষয় নারীরা ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে, এবং পুরুষ যেমন আকাশের বিষয়, তেমনি সমস্ত বাহ্যিক বিষয় পুরুষরাও ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে।

(গ) অভ্যন্তরীণ কাজ- বাহ্যিক কাজ:

অভ্যন্তরীণ কাজ: ব্রাহ্মণ - এবং এর সাদ্রিস্য (যা পরবর্তীতে শূদ্রের নামে পরিচিত): শিক্ষা, পরিকল্পনা এবং এর সহায়ক পরিষেবা - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি, রন্ধনশিল্প, শিল্পকলা, সঙ্গীত, গান, নৃত্য, বিনোদন এবং অভ্যন্তরীণকরণ বা অভ্যন্তরীণ অনুশীলনের প্রয়োজন এমন সমস্ত কাজ,

বাহ্যিক কাজ: ক্ষত্রিয় এবং বৈষ হি (যা পরে বৈশ হয়ে ওঠে), ঠিক এর মতোই, এর সহায়ক পরিষেবা - ব্যবসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিক্রয় ও বিপণন, সেনাবাহিনী-পুলিশ (সদ্রিস্য-যেমন, অপভ্রংশ-শূদ্র),

(২.ই)। সমাজে সমস্যাগুলি তখনই শুরু হয় যখন সমাজ এই মৌলিক ভিত্তিটিকে অবহেলা বা উপেক্ষা করে যে বিশ্বাসই ভিত্তি এবং ধর্মই ভিত্তি, যার উপর অর্থনীতি এবং রাজনীতি-শাসনের উপরিকাঠামো স্থাপিত।

এই সংজ্ঞাটি বিবেচনা করলে, ধর্ম একটি ভিত্তি, এটি এমন ধর্ম হওয়া উচিত যা সমগ্র সমাজের অর্থনীতির সম্পূর্ণ মৌলিক এবং স্থানীয় কাজের যত্ন নেয়, অর্থাৎ, ধর্মকে অবশ্যই সমগ্র জীবনধারা পরিচালনা করতে হবে এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা (শারীরিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক), কর্মসংস্থান এবং ব্যস্ততার সমগ্র পরিসর, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, শক্তি ও বিনোদন, বাস্তুতন্ত্র এবং পরিবেশ, প্রশাসন এবং ন্যায়বিচারের যত্ন নিতে হবে এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

আদর্শ পরিবর্তন জরুরি, সমাজের জেগে ওঠার এবং দায়িত্ব নিজের হাতে নেওয়ার সময় এসেছে। সমাজের স্থানীয় নিরাপত্তা, সকল ধরণের ন্যায়বিচার (জুরি ব্যবস্থার মাধ্যমে), স্থানীয় পরিকল্পনা এবং জাতীয় পরিকল্পনায় অবদান, ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, স্থানীয় মিডিয়া, বিনোদন, পরিবেশের মতো সমস্ত দিক নিজের হাতে নেওয়া উচিত। সমাজের কর আদায়, তার আশেপাশে শিল্প পরিচালনা এবং স্থানীয় বিপর্যয়কর সুরক্ষা ব্যবস্থায়ও নিজেকে জড়িত করা উচিত।

জাতীয় সরকার, তার শাখা অফিস এবং সমাজ পরিচালিত স্থানীয় সরকার দ্বারা দেশটি খুব ভালোভাবে পরিচালিত হতে পারে। জাতীয় সরকারকে সাংবিধানিক আদালত, রিজার্ভ পুলিশ এবং সেনাবাহিনী, আন্তঃসংযোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জাতীয় উৎসব উদযাপন, গবেষণা ও উন্নয়নে অবদান, পররাষ্ট্র বিষয়ক এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য বিভাগগুলির যত্ন নিতে হবে।

(২.ই–১)। আরও, রাজনীতি (সরকার) যা একটি উপরিকাঠামো, তাকে সামষ্টিক নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা (রিজার্ভ পুলিশ এবং সেনাবাহিনী), আন্তঃসংযোগ, গবেষণা ও উন্নয়ন, পরামর্শ ও প্রতিক্রিয়ার সুবিধা, জাতীয় উৎসব উদযাপনের পাশাপাশি সংবিধানের মাধ্যমে দেশের একজন পথপ্রদর্শক এবং বিবেক রক্ষক) এবং সাংবিধানিক আদালতের যত্ন নিতে হবে। এই সংজ্ঞাটি আরও নির্দেশ করে যে ভারতে রাজ্য সরকার এবং সহযোগী অফিসের মতো কোনও মধ্যস্থতাকারী কাঠামোর প্রয়োজন নেই এবং এগুলি বাতিল করা যেতে পারে।

সমাজের জেগে ওঠার এবং নিজের হাতে দায়িত্ব নেওয়ার সময় এসেছে। স্থানীয় ধর্মীয় সংস্থা, জেলা পরিষদ, কয়েকটি জোনাল–অফিস এবং জাতীয় সরকার (নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত) দ্বারা ভারত খুব ভালোভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে পারে।

(২.চ)। আমরা যদি আদিবাসীদের (আদিবাসী – আদিবাসী – যারা আদিকাল থেকে, শুরু থেকেই এখানে আছেন) দিকে তাকাই, তাহলে বুঝতে পারব যে উপজাতির প্রতিটি সদস্যকে তাদের সমগ্র জীবনে পুরুষ ও মহিলা যে সমস্ত দিকগুলির মুখোমুখি হতে পারে তার যত্ন নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তা সে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা, ব্যবসায়িক লেনদেন, প্রশাসন, পুরোহিতত্ব, বিচার বিভাগ, অথবা সহায়ক কাজ হোক।

বলা হয়ে থাকে যে আদিবাসী–আদিবাসী/আদিবাসীরা আদি এবং সভ্য পৃথিবী হলো এর উপর নির্মিত অথবা এই আদিমদের নেতৃত্ব নিয়ে নির্মিত একটি উপরিকাঠামো। তাই যখন উপরিকাঠামোটি জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, তখন মূল–আদিবাসীদের পরিদর্শন করা এবং আবারও এখান থেকে ইঙ্গিত/নেতৃত্ব/নির্দেশনা নেওয়াই একমাত্র বিকল্প থাকে যে কীভাবে এই (উপজাতিরা) মৌলিক সুরক্ষা (শারীরিক নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং আশ্রয়) যত্ন নিয়েছে এবং তাদের প্রশাসন, ন্যায়বিচার এবং তাদের বংশ বজায় রেখেছে, মৌলিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন এবং পরিবেশ সুরক্ষার যত্ন নিয়েছে এবং তাদের প্রার্থনা করেছে যা তাদেরকে যুগ যুগ ধরে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য নিখুঁত করে তোলে। আমাদের কি কিছু জাদু এবং অলৌকিক ঘটনা ঘটার জন্য অপেক্ষা করা উচিত অথবা আকাশ থেকে কোনও নতুন ঈশ্বর নেমে এসে আমাদের সমস্যার সমাধান করবেন? নাকি আমাদের কি সুযোগ বুঝে পুনরুত্থানের জন্য কাজ শুরু করা উচিত?

(২.চ–১), বসতি–সভ্যতার সূচনাকালে মনে করা হত যে সমাজকে সাধারণত প্রতিটি উপজাতির লোকেরা যে সমস্ত কাজ করে এবং বসতি/সভ্যতার কারণে যে নতুন চাকরি আসতে পারে তার যত্ন নিতে হবে।

বলা হয়ে থাকে যে, অনেক চিন্তা–ভাবনার পর এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বসতি/সমাজ/সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেকোনো সমাজ যে কোনও সময়, স্থান/স্থান এবং শক্তির মুখোমুখি হতে পারে, তাকে বিস্তৃতভাবে চারটি প্রধান অংশে ভাগ

করা যেতে পারে, তাও সমানভাবে: (**১)।** নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা, **(২)।** শিক্ষা, পরিকল্পনা ও কৌশল, নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্জন, এর গ্রহণ ও প্রচার, নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ইত্যাদি। **(৩)।** উপকরণ সংগ্রহ, উপকরণ সংরক্ষণ এবং সমাজে এর বিতরণ, **(৪)।** অন্যান্য তিনটি বিভাগের সাথে একত্রে সমাজের জন্য অন্যান্য সমস্ত সহায়তা পরিষেবা যেমন স্বাস্থ্যসেবা, প্রকৌশল পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি রক্ষণাবেক্ষণ, বিনোদনের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(২.এফ-২)। অধিকন্তু, ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিম্নলিখিত কাজের বন্টন গ্রহণযোগ্য এবং টেকসই বলে প্রমাণিত হয়েছে:
জন্ম থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, বাড়িতে এবং অন্যান্য কাজে সহায়ক হাত হিসেবে। চব্বিশ বছর বয়স থেকে আটচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত: মাঠে, অফিসে, কারখানায় শারীরিকভাবে কাজ করা, বিবাহ, সন্তানদের সহায়তা, পিতামাতা, সমাজ এবং দেশের সেবায় অবদান রাখা।
আটচল্লিশ বছর বয়স থেকে বাহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত: মাঠ, কারখানা, অফিসে মনো-শারীরিকভাবে কাজ (ব্যবস্থাপনা) এবং সমাজ ও দেশে শারীরিকভাবে কাজ করা।

বাহাত্তর বছর বয়স থেকে ছিয়াব্বই বছর বয়স পর্যন্ত: ক্ষেত্রের মধ্যে আধা-শারীরিকভাবে কাজ করা, কারখানা, অফিসে নির্দেশনা দেওয়া এবং প্রশাসক/ব্যবস্থাপক/সহায়ক হিসেবে মনো-শারীরিকভাবে সহযোগিতা করা, সমাজ ও দেশে কাজ করা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা, নির্দেশনা, পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া প্রদান করা, ন্যায়বিচার প্রদানে জড়িত থাকা এবং সমাজের একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে শারীরিকভাবে কাজ করা। বলা হয় ছিয়াব্বই বছর বয়সের পরে একজন অতিথি হন (অনিথি) দেবো ঋবঃ) এবং দেবতার মতো সম্মান পাওয়ার যোগ্য। বলা হয়: ইতিবাচক দিক থেকে ছয় বছরের ব্যবধান রাখা যেতে পারে, বয়সকে ২৪, ৪৮, ৭২ এবং ৯৬ বছরের পরিবর্তে ২৫, ৫০, ৭৫ এবং শত করে পূর্ণ করা যেতে পারে। ***

11. প্রধান ক্ষেত্র

শিল্পায়নের জন্য শিল্পায়ন অনেক দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং মানুষকে তাদের মৌলিক কার্যকলাপ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং সমাজের নিম্ন স্তরে কর্মহীন ও একাকী করে তুলেছে, যেখানে অত্যধিক যন্ত্র সমাজের উচ্চ আয়ের শ্রেণীর মানুষকে অস্বাস্থ্যকর, পঙ্গু এবং কোয়ারেন্টাইনে রেখেছে।

দেশ ও সমাজ পর্যায়ে যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু মৌলিক ও দৃঢ় সীমানা থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যন্ত্রের জন্য সমস্ত ধরণের ঘষা, কাটা, কাটা এবং এর বন্টন সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক এবং পেট্রোলচালিত যন্ত্রের ব্যবহারে নির্বাচনী বিধিনিষেধের সচেতন ও সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমরা ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির জন্য খাতগুলি পুনরায় চালু করে যুবসমাজের জন্য প্রচুর সংখ্যক কর্মসংস্থান এবং একাকীত্বে ভুগছেন এমন মানুষের জন্য সম্মানজনকভাবে সম্পৃক্ততার সুযোগ তৈরি করতে পারি।

একটি পুরনো গল্প: গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণকারী এক ভ্রমণকারী তার সফরসঙ্গীতে একজন কৃষকের সাথে দেখা করেন, যিনি দুই তরুণ ছেলের সাথে কুয়ো থেকে পানি আনার জন্য নিজের হাতে একটি পারস্য চাকা সরিয়ে নেওয়ার ঘটনায় জড়িত ছিলেন। যেহেতু এই কাজটি একটি নিছক পশ্চাদপদতা বা শ্রমিকদের প্রতি দাসত্ব এবং দুর্ব্যবহারের স্পষ্ট ঘটনা বলে মনে হয়েছিল, তাই ভ্রমণকারী কৃষকের কাছ থেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জিজ্ঞাসা করেন? আপনি কি কুয়ো থেকে পানি আনার আধুনিক উপায় সম্পর্কে জানেন না, তাহলে কেন আপনি খচ্চর/ষাঁড়/মহিষ অথবা বায়ু বা সৌরচালিত মোটর বা সাধারণভাবে ব্যবহৃত ডিজেল জেনারেটর সেট ইত্যাদির পরিবর্তে এই দুই তরুণ ছেলেকে ব্যবহার করছেন?

কৃষক বলল, এই দুই ছেলে আমার নিজের ছেলে। আমরা কৃষিক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া সমস্ত উন্নয়ন সম্পর্কে জানি এবং এর সর্বোত্তম অনুশীলন সম্পর্কেও শুনেছি, কিন্তু যেহেতু আমি নিজে এবং আমার দুই ছেলে আমার বার্ধক্যের শক্তি এবং তাদের যৌবনের শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য বিকল্প উপায় খুঁজে পাইনি, তাই আমরা সচেতনভাবে এটি নিজেরাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমাদের শক্তির জন্য লাভজনক বিকল্প উপায় খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত একই কাজ চালিয়ে যেতে চাই।

আমরা জানি যে অলস বসে আমরা কেবল বোকা বাক্স (টেলিভিশন, ভিডিও, মোবাইল ইত্যাদি) দেখব অথবা অলস আড্ডায় ব্যস্ত থাকব অথবা মোটরে ঘুরে বেড়াবো এবং কোমরের আকার এবং চিকিৎসার বিল বড় করব, তারপর হয়তো আমরা আমাদের শরীর ঠিক রাখার জন্য জিমন্যাসিয়ামে ওয়ার্কআউট করব। আমরা মনে করি যে, মেশিন ব্যবহার করে মোটা ও অলস হওয়ার পরিবর্তে জিমন্যাসিয়ামে ওয়ার্কআউট করা এবং যান্ত্রিক ট্রেডমিল ব্যবহার করার চেয়ে, নিজের হাত ও পা দিয়ে কাজ করে মাঠে ব্যস্ত থাকা, নিজের মনকে কাজে লাগানো এবং নিজেদের আনন্দ দেওয়া ভালো।

প্রাথমিক কাজটি ভৌত, দ্বিতীয় কাজটি আধা/আংশিক যান্ত্রিক, তৃতীয় কাজটি প্রযুক্তিগতভাবে চালিত এবং অন্যান্য অগ্রিম স্তরটি স্বয়ংক্রিয় হতে হবে (যেমন কৃষিকাজ এবং পোশাকের জন্য সুতা তৈরি ভৌত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ আধা যান্ত্রিক, প্যাকিং প্রযুক্তিগতভাবে চালিত)। যেখানে যেকোনো বিশেষায়িত এবং উন্নত পরীক্ষা (যেমন মাটি পরীক্ষা), নিষ্কাশন, মিশ্রণ, যোগাযোগ স্বয়ংক্রিয় করা যেতে পারে।

(৩.ক) একবার ভাবুন, যদি আমরা চাল, ডাল এবং গমের মতো খাদ্যদ্রব্যের বৈদ্যুতিক/পেট্রোলচালিত, পিষে নেওয়া এবং পালিশ করার মেশিনের ব্যবহার এবং আমদানি করা হলেও বিক্রি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করি, তাহলে কত কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে?
একটি মোটামুটি হিসাব (তথ্য অনুসারে, সেপ্টেম্বর ২০২২) থেকে জানা যায় যে, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে শুধুমাত্র ভারতই দুই কোটিরও বেশি লোককে কর্মসংস্থান/নিয়োগ প্রদান করতে সক্ষম হবে যাদের বেতন প্রতি মাসে ন্যূনতম সাত হাজার টাকা হবে, পাশাপাশি এই পদক্ষেপ দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করবে।

(৩.ক.১)। গমের আটার জন্য একটি সহজ এবং মোটামুটি হিসাব: পিটিআই অনুসারে, ০৯ মে ২০২২ তারিখের সংবাদ অনুসারে, ২০২১-২২ সালের জন্য সরকারি গমের ক্রয় হার ১৯৭৫ যেখানে ২০২২-২৩ সালের জন্য এটি প্রতি ১০০ কেজিতে ২০১৫ হবে। খুচরা বাজারে গমের আটার গড় দাম ছিল প্রতি কেজি ৩২.৯১ টাকা এবং আটার সর্বোচ্চ দাম ছিল ৫৯ টাকা/কেজি। ০৯ মে ২০২২ তারিখে। ২০১২১ সালের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আটার গড় দাম ছিল প্রতি কেজি ২৯.১৪ টাকা এবং সর্বোচ্চ দাম ছিল প্রতি কেজি ৫২ টাকা। ২০২১-২২ সালে ভারতে মোট গমের ব্যবহার ছিল ১০৩.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ৩০ মে ২০২২ তারিখের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২০-২১ সালে গমের ব্যবহার ছিল ১০২.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

আমি)। গমের সরকারি ক্রয় হার = ধরুন, **প্রতি কেজি বিশ টাকা** ।

ii)। গমের আটার (আটা) গড় পালতোলা দাম = **প্রতি কেজি বত্রিশ টাকা** ।
iii. একজন ব্যক্তি গড়ে কত গম হাতে পিষতে পারেন = **প্রতিদিন বিশ কেজি** (চার পাঁচ ঘন্টা কাজ করার সময়)।

ঈ. প্রতি ব্যক্তির গড় আয়/সঞ্চয় = বিশ কেজি × (আটার বিক্রয়মূল্য বত্রিশ টাকা প্রতি কেজি - গমের ক্রয়মূল্য বিশ টাকা প্রতি কেজি) = ২০× (৩২-২০) ⇒ **২৪০ টাকা/দিন** (প্রতি ব্যক্তি/দিন দুইশ চল্লিশ) ⇒ ২৪০ × ৩০ দিন = **৭২০০ টাকা/মাস** ⇒ ৭২০০ × ১২= **প্রতি ব্যক্তি প্রতি বার্ষিক ৮৬৪০০ টাকা** ।

বনাম। ২০২১-২২ সালে **ভারতে মোট গমের ব্যবহার = ১০৩.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন।**

vi . এই পরিমাণ গম পিষতে কত দিন লাগে, যদি ধরে নিই যে গড়ে একজন মানুষ প্রতিদিন বিশ কেজি পিষতে পারে, ⇒ ১০৩.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন ÷ ২০ কেজি × ৩৬৫ দিন ⇒ ১০৩.৫× ১০,০০০০০০০ × ১০০০ ÷২০× ৩৬৫= ১৪১৭৮০৮২২ জন দিন ⇒ ১৪১৭৮০৮২২ **জন দিন ÷ ১২ = ১১৮১৫০৬৮** ,
উপরের হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ১,১৮১,৫০৬৮ জন (এক কোটি আঠারো লক্ষেরও বেশি) মানুষের নিয়মিত কর্মসংস্থান বা পারিশ্রমিকভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাদের গড় আয় প্রতি মাসে সাত হাজার টাকা।

vii. কর্মসংস্থান/নিয়োগ প্রদানকারীর পাশাপাশি, বৈদ্যুতিক/পেট্রোল চালিত আটা কল থেকে ম্যানুয়াল পিষে গম পিষে নেওয়ার এই পরিবর্তনের ফলে ভোক্তা এবং খাদকের জন্য প্রচুর স্বাস্থ্যগত সুবিধা রয়েছে। যেহেতু ম্যানুয়াল পিষে চলা গমের আটা কল (চকির) একটি কম RPM (প্রতি মিনিটে বিপ্লব) ঠান্ডা পিষে ফেলার যন্ত্র, তাই উচ্চ RPM বৈদ্যুতিক চালিত আটা কলের তুলনায় ময়দা পিষে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় কোনও খনিজ এবং ভিটামিন হারায় না। বলা হয় যে গমের আটা কল পিষে অগ্ন্যাশয় সক্রিয় থাকে, তাই ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য আটা চাক্কির এই ব্যবহার উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

viii. এই বিপুল সংখ্যক হাতে চালিত চাক্কি পরিচালনার ফলে এই মেশিন (চাক্কি) তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েক লক্ষ লোকের চাহিদা তৈরি হবে।

ix. এটা স্পষ্ট যে, গম এবং অন্যান্য আটা সরবরাহের সাথে জড়িত এই ব্যক্তিরা কিছু পরিমাণে কাঁচামালের পাশাপাশি তৈরি পণ্যও মজুদ করতে চান, যার ফলে জাতীয় সরকারের উপর এই জাতীয় পণ্য ক্রয়, সংরক্ষণ এবং বিক্রয়ের বোঝা কমবে। এই আইন জনগণ এবং দেশের স্বনির্ভরতার দিকে পরিচালিত করবে।

x. ছোলা, যব, ভুট্টা, ভুট্টা, চাল ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য হাতে পিষানোর ক্ষেত্রেও একই রকম হিসাব। মাল্টিগ্রেইন ময়দা এবং ডাল থেকে **দেখা যাবে যে,** যদি আমরা কোনও "যদি" এবং "কিন্তু" ছাড়াই, কোনও "যদি" এবং "যদি" না করেই বৈদ্যুতিক/পেট্রোল চালিত খাদ্য পিষানোর মেশিন বন্ধ করতে পারি, তাহলে দেশে আরও কয়েক মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, যদি আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার এবং শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করি, তাহলে এই প্রচেষ্টায় কমপক্ষে ছয় শতাংশ জনসংখ্যা জড়িত হবে অর্থাৎ প্রায় আট কোটি লোকের কর্মসংস্থান/ব্যস্ততা (২০২২ সালে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারতে)।

(৩.খ)। **"** যুদ্ধের অর্থনীতি, যুদ্ধের কারণে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধ" অধ্যায় অনুসারে এবং "একটি অর্থনীতির টেকসই কাজের জন্য কর্ম বন্টন" অধ্যায় অনুসারে , ভারতের একশো ত্রিশ কোটিরও বেশি জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় বত্রিশ কোটি মানুষকে তাদের আগ্রহ, অভিজ্ঞতা এবং বয়স অনুসারে সুরক্ষা এবং সুরক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত করতে হবে, তা হ'ল **(ক)** । শ্রেণীকক্ষ শিক্ষা অর্জন বা মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ, **(খ)** । মাঠ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন বা সুরক্ষা এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ কার্যভারে জড়িত হওয়া, **(গ)** । প্রয়োজনীয়তা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা, গোয়েন্দা তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং এর বিশ্লেষণ এবং সিস্টেমের সামগ্রিক প্রশাসন, **(ঘ)** । শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ দক্ষতা প্রদান, সুরক্ষা এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত বিরোধে জুরি হওয়া, গবেষণা ও উন্নয়নের সমন্বয় ইত্যাদি।

যদি আমরা একটি সুস্থ ও সুখী পরিবেশে মানুষের গড় বয়স একশ বছর ধরে নিই, তাহলে উপরের সীমানায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত একজন ব্যক্তি শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ, তারপর পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত স্থলভাগে কাজ করা, তারপর পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা এবং তারপর পঁচাত্তর থেকে একশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রশাসন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ন্যায়বিচারের মুক্তির কাজে জড়িত হতে পারে। **যদি আমরা এই বন্টনের দিকে তাকাই, তাহলে নিরাপত্তার জন্য মাঠে নিযুক্ত প্রকৃত কর্মীদের জনসংখ্যার প্রতি ষোল জনে একজন অর্থাৎ ১৩০ কোটি জনসংখ্যা/১৬ = ৮.১২৫ কোটি মানুষ** (ভারতে ২০২২ সালে জনসংখ্যা অনুসারে) হতে হবে।

আট কোটি নিরাপত্তা কর্মীর কর্মসংস্থানের এই প্রচেষ্টা কেবল নিরাপত্তা ও সুরক্ষাই প্রদান করবে না বরং কর্মসংস্থানের চাহিদাও দূর করবে। "যুদ্ধের অর্থনীতি, যুদ্ধের কারণে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধ" অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে , এটি বাস্তবিকভাবে কার্যকর এবং নৈতিকভাবে দুর্দান্ত।

(৩.গ)। গণমাধ্যমের অর্থনীতি এবং অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা অধ্যায় অনুসারে, পয়েন্ট নম্বর (৫.ক): সঠিক তথ্যের বিধান এবং জ্ঞান ভাগাভাগির জন্য প্রতি ১০০ জনে কমপক্ষে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার প্রয়োজন হবে অর্থাৎ দুই শতাংশ লোককে নিযুক্ত/নিযুক্ত করা প্রয়োজন যাতে তারা সারা সমাজ এবং দর্শনার্থী/পর্যটকদের জন্য কার্যকরভাবে সঠিক এবং মানসম্পন্ন তথ্য এবং আন্তরিক পরামর্শ প্রদান করতে পারে। এইভাবে সঠিক তথ্যের বিধান এবং জ্ঞান ভাগাভাগির মাধ্যমে প্রায় দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোককে (ভারতে ২০২২ সালে জনসংখ্যা অনুসারে) **সরাসরি কর্মসংস্থান/নিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হবে।**

আরও **পয়েন্ট নম্বর (৫.খ) অনুসারে: বিনোদনের প্রভিডেন্স নিরাপত্তা জনসংখ্যার কমপক্ষে ছয় শতাংশকে কর্মসংস্থান/প্রবৃত্তি প্রদান করবে, উদাহরণস্বরূপ, ভারতে**

বিনোদন আনুমানিক আট কোটি মানুষকে (২০২২ সালে জনসংখ্যা অনুসারে ভারতে) সরাসরি সম্পৃক্ততা/প্রবৃত্তি প্রদান করবে বলে অনুমান করা হয়।
বলা হয়ে থাকে যে, "সন্ধ্যার বিনোদন পরের দিন সকালে ভালো আমেজ বয়ে আনবে, তাই একটি সমাজ ও জাতির জন্য বিনোদনের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনোদনের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে আমরা ভারত এবং অন্যত্র প্রয়োজনীয় আলোচনা এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে চাই।

(৩.ডি)। "জল নিরাপত্তা এবং অর্থনীতি" অধ্যায়ের ৪ নম্বর দৃষ্টান্ত অনুসারে , **সমাধানের দৃষ্টান্ত – "বনায়নের কার্যকরী ও ব্যবস্থাপনাগত দিক"** , **যদি একজন ব্যক্তি প্রায় দুই শত গাছের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে পারেন, তাহলে এই বনায়ন প্রতি জেলায় দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান/নিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে, যা ভারতের মোট সাতশ তেতাত্তরটি জেলার মধ্যে** (২০২২ সালে জনসংখ্যার ভিত্তিতে) সত্তর লক্ষেরও বেশি (ভারতে **পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি)।** এই কাজের জন্য, সমাজকে এই কাজটি গ্রহণ করতে হবে এবং বন বিভাগের সমসাময়িক ব্যবস্থা বন্ধ করার কথা ভাবতে হবে। এটিই ভারতের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে আশা দেওয়ার একমাত্র উপায়।

(৩.ই)। "পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকরতার অর্থনীতি" অধ্যায়ের অনুযায়ী পয়েন্ট **নম্বর (৪), সমাধানের দৃষ্টান্ত,**

(i) দিনে কমপক্ষে দুবার রান্না করা খাবারের বর্জ্য এবং রান্না করা বর্জ্য সংগ্রহ করলে আবর্জনার সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হবে, আরও এটি গরুর গোত্রের জন্য ঘাস এবং পাখি, মৎস্যজীবী এবং অন্যান্য পোষা প্রাণীর জন্য পরিপূরক খাবারের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করবে। এই কার্যক্রমের ফলে দেশে প্রায় দশ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে (হিসাবে বলা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি প্রায় এক হাজার জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। তাই আমরা যদি সন্ধ্যায়/রাতের খাবারের পরেও রান্না করা এবং রান্না করা খাবারের বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করি তবে দশ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হবে)।

(ii) মহিলাদের জন্য উপযুক্ত প্রস্রাবখানা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন, যা জনবহুল বাজার, শহর-কেন্দ্র, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় স্থান, পুকুর ও নদীর তীরে স্নানের ঘাট, বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন এবং বিমানবন্দর টার্মিনালের মতো জনসাধারণের জন্য বহুস্তরীয় শৌচাগার এবং বাথরুম খোলার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে, যেখানে ঘড়ির ঘর, ছেলে ও মেয়ে, মহিলা ও পুরুষ, বয়স্ক এবং সাধারণ মানুষের জন্য আলাদা সুবিধা থাকতে পারে। এই জায়গাগুলিতে অ্যামোনিয়া নিষ্কাশন, জৈব গ্যাস এবং জল পরিশোধনের ক্ষুদ্র কারখানা এবং প্রসাধন সামগ্রী, পানীয় জল ইত্যাদি কেনার দোকান থাকতে পারে। এই এলাকায় পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান এবং ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি হবে। ***

12. একটি টেকসই অর্থনীতির জন্য শাসন, প্রশাসন এবং এর অপ্টিমাইজেশন

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: "একটি টেকসই অর্থনীতির জন্য শাসন, প্রশাসন এবং এর অপ্টিমাইজেশন" সম্পর্কিত জমা দেওয়াটি তিনটি ভাগে উপস্থাপন করা হচ্ছে: (১)। সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (২)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ আলোচনা। (৩) শাসন–প্রশাসন–ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি (প্রবন্ধ –প্রবন্ধ):

(১). <u>সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা</u> :

"একটি টেকসই অর্থনীতির জন্য শাসন, প্রশাসন এবং এর অপ্টিমাইজেশন" এই অধ্যায়টি পড়ার সময়, এর বিষয়বস্তু উপলব্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে: অধ্যায় –১. সামাজিক নিরাপত্তার অর্থনীতি এবং অর্থনীতির সামাজিক নিরাপত্তা, অধ্যায় –৭, পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির অর্থনীতি, অধ্যায় **–৮** , একটি অর্থনীতিতে কর্মক্ষম অর্থনীতি এবং কাজের বন্টন, অধ্যায় – ১০. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধর্মীয় ভিত্তি, অধ্যায় – ১১. চিরস্থায়ীভাবে একটি অর্থনীতিতে আয়ের সর্বোত্তম বন্টন,

(১.ক) আমাদের অধিকাংশ (মানুষ) অর্থাৎ ষাট শতাংশেরও বেশি জনসংখ্যা দরিদ্র হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে উপলব্ধি করতে পারি।

"কেন মানুষ দরিদ্র এবং ক্ষুধার্ত?
কারণ ধর্ম দরিদ্র ও দারিদ্র্যকে মহিমান্বিত করে
কারণ ধর্মীয় কেন্দ্রগুলি অনুভূতির সাথে কারসাজি করে অনুদানের উপর জোর দেয়,
কারণ সরকার করের কারসাজি করে টাকা খায়,
রাজনীতিবিদরা বিধানসভা ও নির্বাচনে, অস্ত্র ও সেনাবাহিনীতে অর্থ অপচয় করেন,
সরকারি কর্মচারীরা বেতন, ভাতা, ঘুষ, চাঁদাবাজি এবং পেনশনের টাকা খেয়ে ফেলে,
চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে হেরফের করে মধ্যস্বত্বভোগীরা টাকা খেয়ে ফেলে,
বস্তুবাদীরা নিয়মের কারসাজি করে টাকা খায়,
বিদ্রোহীরা তাদের সদস্যদের মনকে কাজে লাগিয়ে অর্থ পুড়িয়ে দেয়।

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে বা আত্মঘাতী বোমারু হয়ে ওঠে?
যেহেতু সমাজ ও ধর্ম জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহে ব্যর্থ হয়েছে,
কারণ সমাজ এবং ধর্ম জীবনের কাছ থেকে অনেক বেশি দাবি করে,
বেঁচে থাকার মতো খুব কম জিনিস আছে, বিশ্বাস করার মতো খুব কম জিনিস আছে,
মানুষ মনে করে জীবনকে অত্যধিক মূল্য দেওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।

পৃথিবীতে একজন সরকারী জল্লাদ আছে।
সরকারের উচিত দমনকারী এবং জল্লাদের ভূমিকা এড়িয়ে চলা।

সরকারের জন্য এটা প্রয়োজন,
স্থানীয়ভাবে বাস করুন, স্থানীয়দের যত্ন নিন,
প্রতিবেশীর দিকে নজর রাখো, প্রতিবেশীকে সমর্থন করো,
বিশ্বব্যাপী চিন্তা করুন, বিশ্বব্যাপী সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।"

হয়তো আমরা অনেক নিয়ম উল্টে দিতে চাই অথবা নিয়ম পুস্তিকাগুলো নতুন করে লিখতে চাই – আমাদের সামগ্রিক ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক কল্যাণের জন্য।

(১.খ), জনসাধারণের দারিদ্র্য ঈশ্বরের কোন বিধান নয় বরং রাষ্ট্রের ক্ষমতার মাধ্যমে এটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিকল্পিত, প্রবর্তিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। দারিদ্র্যকে এই কৌশলগতভাবে তৈরি থিমের অধীনে প্রচার করা হয়েছিল যে, "যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র এবং তাদের দেখাশোনা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং একটি প্রয়োজনীয় পূর্বসূরী হিসাবে রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে যে দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র (দ্রুত চলমান ভোগ্যপণ্য–এফএমসিজি) এবং পরিষেবা সকলের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের হওয়া উচিত, তাই কম দাম/সস্তা হওয়া উচিত এবং সকলের জন্য সহজলভ্য রাখা উচিত।"
আমরা যদি চারপাশে তাকাই, তাহলে সবাই বুঝতে পারবে যে সত্তর থেকে আশি শতাংশ সময় আমাদের এমন জিনিসপত্র এবং পরিষেবার প্রয়োজন হয় যা মৌলিক এবং নিয়মিত প্রকৃতির, এবং সত্তর থেকে আশি শতাংশ মানুষ আছেন যারা এই জিনিসপত্র উৎপাদন বা এই পরিষেবা প্রদানের সাথে জড়িত।
এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন: যদি এই মৌলিক জিনিসপত্র উৎপাদনকারী এবং এই মৌলিক পরিষেবা প্রদানকারী সত্তর থেকে আশি শতাংশ মানুষের শ্রমের চূড়ান্ত মূল্য/মূল্য কম/সস্তা রাখা হয়, তাহলে এই লোকেরা কীভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে? এই উৎপাদন বা পরিষেবার সাথে জড়িত এই সত্তর–আশি শতাংশ মানুষের দরিদ্র থাকা উচিত এবং তাই থাকা উচিত।

আরও পরিকল্পনা করা হয়েছে যে, মাঝেমধ্যে ব্যবহৃত বাকি বিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ পণ্য ও পরিষেবা উচ্চতর স্তরে রাখা যেতে পারে এবং রাষ্ট্রের এই পণ্য ও পরিষেবার মূল্য নির্ধারণ বা তদারকি করার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। তবে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই এগুলোর প্রাপ্যতা এবং গুণমান নিশ্চিত করতে হবে এবং এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যার মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এই পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে কেউ এই বিশ ত্রিশ শতাংশ মানুষের সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

যদি আমরা (ধূর্ত) পরিকল্পিত অনুশীলনের উপরে থাকি, তাহলে প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী হিসেবে শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদকে নিয়োগ করবেন নাকি একজন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ নিজেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বসবেন, তাতে কিছু যায় আসে না, জনসংখ্যার সত্তর থেকে আশি শতাংশকে দরিদ্র থাকতে হবে। কেবল মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তনের পরিবর্তে এই অনুমান পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়ে গেছে।

(১.গ)। কেউ কেউ বলেন, "যদি একটি বালতি উপচে পড়ে তবে অন্যটি শুকনো থাকবে"। বলা হয় যে "দুর্ভিক্ষ খারাপ ব্যবস্থা বা ব্যবস্থার ফলাফল", একইভাবে 'দারিদ্র্য' সম্পর্কেও বলা যেতে পারে, অন্যথায় প্রকৃতি টিকিয়ে রাখার জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছে।

সর্বোপরি, ব্যাপক দারিদ্র্য এবং সম্পদ ও সাধারণ সম্পদের মধ্যে বিশাল পার্থক্যই যে কোনও সমাজের পরাধীনতার কারণ হয় এবং এর ব্যাপক দারিদ্র্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এটি সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীত যে, সমাজের দাসত্ব প্রথমে দারিদ্র্যের কারণ হয়।

স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্য সৃষ্টিকারী ঘটনা হ্রাস বা অপসারণ করা প্রয়োজন, তা সে ধর্মীয় হোক (যেমন এটি গত জন্মের খারাপ কাজের ফল, অথবা ঈশ্বরের দরজা দরিদ্রদের জন্য, অথবা দান করা ভালো অথবা দান করা রাজকীয়, যেমন রাজা গৌতম বুদ্ধ এবং রাজা মহাবীর গ্রহণ করেছেন) এবং সামাজিক (ধন-সম্পদ বোঝা, এবং দরিদ্ররাই ভালো ঘুমাতে পারে)। ভিক্ষাগ্রহী-ভিক্ষুকরা খুব কমই ধন-সম্পদ অর্জন করতে পেরেছিলেন। যারা ভিক্ষা, দান এবং ভর্তুকির উপর নির্ভরশীল তারা খুব কমই ভালো জীবনযাপন করতে পারে।

দেখা গেছে যে মধ্যবিত্ত, ধনী এমনকি কোটিপতিরাও এই ভর্তুকি, অনুদানের সুযোগ নিয়ে কারসাজির মাধ্যমে তাদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে, যার ফলে দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে।

i. দারিদ্র্য কারো জন্মগত অধিকার এবং মৃত্যুর নিয়তি নয় এই ধারণাটি মুছে ফেলার জন্য আমাদের আলোচনা করা দরকার। আমাদের দেখতে হবে যে কোনও ক্ষেত্রে (সরকারি বা বেসরকারি) শীর্ষ এবং নিম্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে আয়ের পার্থক্য যাতে পনেরো গুণের বেশি না বাড়ে। এই ব্যবধান কমাতে হবে হয় নিম্ন স্তরের কর্মীদের আয় বৃদ্ধি করে অথবা হ্রাস করে অথবা উভয় দ্বারা এবং এটি ক্ষেত্রভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। অধিকন্তু, দরিদ্রদের বা দরিদ্রদের দ্বারা শোষণ এড়াতে আমাদের স্থানীয় ন্যায়পালের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদেরকে সুসমন্বিত সমাজের জন্য জীবনযাপনের আইন এবং জীবনযাপনের শিল্পকে প্রচার করতে হবে, যেমন বলা হয়েছে: দারিদ্র্যের মতো দুঃখ নেই এবং সাধুদের সাথে থাকার মতো সুখ নেই।

(১.ঘ)। আমরা বুঝতে পারি যে, চাণক্য (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মগধ সাম্রাজ্য এবং অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা) কর্তৃক উপস্থাপিত নিম্নলিখিত আখ্যানগুলি কেন রাজা/রাণী/রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী তাদের ইচ্ছা এবং ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে চলেছেন, এই সত্য উপেক্ষা করে যে, অধিকাংশ মানুষ (যেকোনো দেশের প্রকৃত মালিক) অর্থাৎ দেশের ষাট শতাংশেরও বেশি মানুষ এখনও দরিদ্র এবং মঙ্গল/বৃহস্পতি গ্রহের মোবাইল,

মোটরসাইকেল/গাড়ি এবং উপনিবেশের চেয়ে মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন তাদের বেশি।

মহান আচার্য চাণক্য বলেছেন:
সুখের মূল ধর্ম :. ধর্মের মূল অর্থ :অর্থের মূল রাজ্যের। রাজ্যের মূল ইন্দ্রিয়জয় :
অর্থাৎ:
সুখ এর আসল হ্যাঁ , ধর্ম। ধর্ম এর আসল হ্যাঁ , মানে।
অর্থ এর আসল হ্যাঁ , স্টেট.স্টেট এর আসল হ্যাঁ , ইন্দ্রিয়গুলো কিন্তু বিজয়।
প্রকৃত আনন্দের ভিত্তি হল ধর্ম, সমস্ত ধর্মের ভিত্তি হল অর্থ-উপায়/অর্থ/ধন। সমস্ত অর্থের ভিত্তি হল রাজ্য/রাজ্য। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার ভিত্তি ইন্দ্রিয়/ইন্দ্রিয়শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণের উপর নিহিত।

ক), তবে অনুভূতিগুলি শ্লোকগুলিতে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ ধর্মস্য মূল অর্থ : । অর্থ মূল রাজস্য । রাজ্য মূল ইন্দ্রিয়জয় : ধর্ম অনুসারে সনাতন (চিরস্থায়ী) সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। পবিত্র গ্রন্থেও এর প্রতিফলন পাওয়া যায়নি। উপরের শ্লোক-শ্লোকের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা হল রাজ্য (রাজ্য এবং দেশ) এই অনুভূতিতে জড়ো হয়েছে যে তারা সমস্ত অর্থনীতি এবং ধর্মের (ধর্ম) কেন্দ্রে রয়েছে এবং এর কেন্দ্রে একজন রাজা/প্রধান নেতা আছেন যিনি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করতে পারেন বা নাও করতে পারেন।

যদিও রাজা/প্রধানমন্ত্রী তার ইন্দ্রিয় জয় করেছেন কিনা তা পরীক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা নেই, তবে এই শ্লোকটি অবশ্যই প্রাধান্য দিয়েছে যে রাজ্য/দেশে সংঘটিত সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের যত্ন নেওয়ার অধিকার রাজা/রানী এবং জাতি/রাষ্ট্রের এবং তা করা ধর্ম অনুসারে।

যদি উপরের শ্লোকগুলি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, অভিজ্ঞতার আলোকে বা গভীর ধ্যানে, তাহলে আমরা কীভাবে ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের গত পঁচিশ শত বছরের (অর্থাৎ মহান চাণক্যের পরে) পরিস্থিতির হিসাব দিতে পারব? গত পঁচিশ শত বছরের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দিকে তাকালে কি বোঝা যায় যে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তার ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন?

খ) অনেকে বলেন যে এই শ্লোকগুলি ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে এবং সমাজের সামগ্রিক জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বাস্তবতা হলো, জনগণই সমাজ গঠন করে এবং সমাজে বাস করে এবং জনগণই প্রথমে রাষ্ট্র গঠন করে, বিপরীতভাবে নয়। ঈশ্বর রাজা-রানী, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে দেশ/রাজ্য নামক একটি খামার বাড়ির মালিক হিসেবে সৃষ্টি করেননি, বরং তাদের খেলার জন্য জনসাধারণকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রায় পঁচিশশ বছর আগে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধ, মহাবীর, চাণক্য, লাও তজু, কনফুসিয়াস, পিথাগোরাস, প্লেটো, সক্রেটিস এবং তাদের পরে আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মতো গুরুদের এক বিরাট মিলন ঘটেছিল, যাদের লেখা এখনও পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, কিন্তু দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী লকডাউন জোরের সাথে ঘোষণা করেছে যে আমাদের এই সকলের আগে তাকাতে হবে।

গ) বলা হয় যে ধর্ম/বিশ্বাসই মূল ভিত্তি – সকল কিছুর সারমর্ম, প্রতিটি সত্তার মধ্যেই নিহিত, তাই ধর্ম এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠানের (ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) অধিকার হল সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ দেখাশোনা করা এবং বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাজ এবং আয়ের সীমানা নির্ধারণ করা, অর্থাৎ স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সরকারের। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের শর্তাবলী নির্ধারণ করা সরকারের (রাজ্য/দেশ) কাজ নয়।

(১.ই)। আমরা নিম্নলিখিত কবিতাটির প্রশংসা করতে পারি যা মূলত "তাও তে চিং (প্রায় ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লাও তজু কর্তৃক লিখিত একটি চীনা ধ্রুপদী পাঠ)" এর একটি কবিতার পুনরাবৃত্তি যা সংক্ষেপে সমাজ, দেশ এবং বিশ্বের সমসাময়িক অবস্থা নির্দিষ্ট করে:

"যখন ধর্ম ভুলে যায়, তখন ধর্মের উদ্ভব হয়,
যখন ঋষিদের উপেক্ষা করা হয়, তখন ব্রহ্মচর্যের উদ্ভব হয়,

যখন বৃদ্ধ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পাশে রাখা হয়, তখন তথ্যের উদ্ভব হয়,
যখন স্বাস্থ্য ভুলে যায়, তখন ঔষধের উৎপত্তি হয়,
যখন সমন্বয় ভেঙে যায়, তখন যোগের উদ্ভব হয়,
যখন নীতিশাস্ত্র উপেক্ষা করা হয়, তখন বিভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়,

যখন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন রাষ্ট্র এবং এর কর্তৃত্ববাদের উদ্ভব হয়,
যখন সামঞ্জস্য এবং ছন্দ ভেঙে যায়, তখন কূটনীতি এবং সংক্ষিপ্ততা তৈরি হয়,
এবং অনুগত বাহিনী এবং মন্ত্রীদের দল গঠন করুন।
বিভিন্ন গুণাবলীর আবির্ভাব, বৃহত্তর শৃঙ্খলার অন্তর্ধান নয় কি?

(থেকে: ডঃ কল্পনা সেঞ্জারের ধার্যতে ইতি ধর্ম বই)

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি বেশ আশঙ্কাজনক বলে মনে হচ্ছে। যদি কেউ গভীরভাবে তাকান, তাহলে যুবসমাজের দ্বারা মাঝে মাঝে আরও খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে সরকারি সম্পত্তির ধ্বংস, ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্ধ যান্ত্রিকীকরণ (এর সাথে সম্পর্কিত রোগ যেমন তরুণদের মধ্যে ব্যাপক বেকারত্ব এবং বয়স্কদের মধ্যে একাকীত্ব, অপুষ্টি এবং স্থূলতা, মানসিক ব্যাধি, একাকীত্ব), মানব পাচার (এবং জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, পর্নোগ্রাফি, মাদক ও মাদকের সাথে সম্পর্কিত রোগ), প্রায় সকল ধরণের

সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, এমনকি নেতা এবং মিডিয়া কর্মীদের দ্বারাও মৌলিক নীতিশাস্ত্র এবং শিষ্টাচারের প্রতি চরম অবহেলা ইঙ্গিত দেয় যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পতনের দিকে বা সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

খুব কম লোকই বলে যে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা হল গত তিন হাজার বছরের সময়কালে ব্যবস্থার পদ্ধতিগত ব্যর্থতা যেখানে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন দেশগুলিতে একের পর এক রাজ্য এবং একের পর এক সরকার তার ন্যায্য মালিক – নাগরিকের কাছে মৌলিক বিষয়গুলিও পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

যদি আমরা সমস্যার সম্মুখীন হই এবং সম্মিলিতভাবে সমস্যাগুলি সমাধান করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে এটা নিশ্চিত যে সময় এসেছে ধর্মগ্রন্থ, নিয়মকানুন এবং সংবিধানের দিকে নজর দেওয়ার, যা সামাজিক ক্ষেত্র, প্রশাসন, অর্থনীতি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিচার ব্যবস্থায় মানুষকে পথ দেখাচ্ছে এবং সমাজ এবং এর বাস্তুতন্ত্রকে সুস্থ, সুখী এবং সামগ্রিকভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের শক্তি দিচ্ছে।

(১.ফ)। এটা একটা পরিহাসের বিষয় যে গত তিন হাজার বছর ধরে, সমাজ বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাজ্য/সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়েছে/অর্পণ করেছে, যার ফলে এই কাজটি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী নামে ভাড়াটে কর্মীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে সমাজ এবং এর জনগণ তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের বন্দী হয়ে পড়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (পুলিশ কর্মী এবং সেনাবাহিনী) অস্ত্র বহন করার এবং রায় প্রদান সহ শর্তাবলী নির্ধারণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু মালিক, অর্থাৎ জনসাধারণকে অস্ত্র বহন করতে এবং এমনকি প্রতিকূলতার ক্ষেত্রেও নিজেদের রক্ষা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে তারা হতভাগ্য হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতি/রাজা–রানী ছাড়া সকল রাজনীতিবিদই ক্ষমতার অভাবে ভুগছেন এবং বর্তমানে মনে হচ্ছে সরকারি কর্মচারীরাই দেশের মালিক (যারা সকল বেতন, সুযোগ–সুবিধা, পেনশন, ঘুষ এমনকি চাঁদাবাজি ভোগ করছেন)। মনে হচ্ছে দেশের সামগ্রিক অব্যবস্থাপনার কারণে, প্রকৃত মালিক 'জনগণ' এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন, যা এখন দেশের প্রধান (প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতি/রাজা–রানী) এবং এই সরকারি কর্মচারীদের সেবা করার জন্য জন্ম নেওয়া পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। এই ধরণের পরিস্থিতি এবং এই ধরণের ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা কি প্রশংসা করা যেতে পারে?

(১. ছ)। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যে "ইংল্যান্ড দুই হাজার আঠারো সালে "নিঃসঙ্গতা মন্ত্রণালয়" নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় খুলেছে, যা তার নাগরিকদের তীব্র একাকীত্বের কারণে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা দেখাশোনা করার জন্য। ইংল্যান্ডের একাকীত্ব মন্ত্রণালয় তাদের তথ্যে নিশ্চিত করেছে যে, তাদের জনসংখ্যার বারো শতাংশেরও বেশি, অর্থাৎ প্রায় নব্বই লক্ষ মানুষ একাকীত্বে ভুগছেন, যার মধ্যে

সকল বয়সের (পুরুষ এবং মহিলা উভয়) মানুষ রয়েছেন, তবে বেশিরভাগই বয়স্ক নাগরিক যাদের পকেটে টাকা আছে এবং সাধারণত সম্পূর্ণ বীমাকৃত। এই জাতীয় নাগরিকদের কার্যত কোনও কর্মসংস্থান এবং কোনও কাজ নেই যা তাদের ব্যস্ত রাখতে পারে এবং কথা বলার জন্য কেউ নেই।"

এই ব্যক্তিদের ছবি থেকে বোঝা যায় যে, এই ব্যক্তিরা যথেষ্ট যোগ্য এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞ (পিয়ন থেকে প্রধানমন্ত্রী, প্রহরী থেকে চেয়ারম্যান, পতিতা থেকে পুরোহিত, আইনজীবী থেকে তথাকথিত বিচারক, সাধারণ গৃহিণী এবং গৃহস্বামী ছাড়াও), পর্যাপ্ত পেনশন এবং ব্যাংক ব্যালেন্স আছে কিন্তু কোনও ব্যবসায়িক, সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত চাকরি/নিয়োগ খুঁজে পাচ্ছেন না (এমনকি কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই যা বিনামূল্যে পরিষেবা/দান হিসাবে দেওয়া হয়), যাতে তারা আনন্দের সাথে সময় কাটাতে এবং সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে পারেন। এটি উপসংহারে পৌঁছেছে যে একাকীত্বের কারণে এই ব্যক্তিরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এবং ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মতো বিভিন্ন ধরণের মানসিক এবং জীবনযাত্রার রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতি কেবল ইঙ্গিতই দেয় না বরং স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ইংল্যান্ডের সমগ্র সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একাকীত্বে ভুগছেন এমন এই নাগরিকদের কোনও সহায়তা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই জনগণকে অনানুষ্ঠানিকভাবে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলে পরিবার, সমাজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সরকার তাদের বোঝা হিসেবে বিবেচনা করে। সমস্যার সত্যতা এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে, বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী এই বিষয়ে মতামত দিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইংল্যান্ড সরকারকে উপহাস করার পাশাপাশি সুন্দর এবং সুন্দরভাবে কথা বলা থেকে বিরত রয়েছেন।

দেখা গেছে যে একাকীত্বের মূলে রয়েছে রাজ্য ও সরকারের অতিরিক্ত আয়োজন। পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে সরকারের অতিরিক্ত আয়োজনের ফলে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্বশীল আচরণের অবসান ঘটেছে। কল্যাণমূলক সরকারের ধারণা পরিবার, সমাজ এবং দেশের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্বকে বিদায় জানিয়েছে।

(১.জি.১)। একাকীত্বে ভুগছেন এমন মানুষের সংখ্যার দিক থেকে ভারতের মতো দেশের পরিস্থিতি ইংল্যান্ডের চেয়ে ভালো নয়। বরং, ভারতের (এই দেশগুলির) পরিস্থিতি আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ একাকীত্বে ভুগছেন এমন বেশিরভাগ মানুষেরই ব্যাংক ব্যালেন্স নেই। ভারতে একাকীত্বে ভুগছেন এমন মানুষের অবস্থা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে দেশটি তার ষাট শতাংশ জনসংখ্যা (আশি কোটিরও বেশি জনসংখ্যা) বিনামূল্যে রেশন পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরিস্থিতিও এর থেকে আলাদা নয়।

(১.এইচ)। উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে সমস্ত সমস্যা এবং দুঃখের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, গীতার নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে:

" কখন কখন হাই ধর্মের অনুশোচনা আছে। ভারত।
অধর্মের উত্থান এটাই হলো স্বয়ং আমি তৈরি করছি ॥ ৪-৭ ॥
পরিত্রাণের জন্য সাধুদের ধ্বংসের দিকে চ মন্দ কাজ।
ধর্মসংস্থাপর্থয় সম্ভবত যুগ যুগ। ॥ ৪-৮ ॥ "

("যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানম্ ধর্মস্য তদাত্মানম্ শ্রীজাময়ম্ । ৪-৭,
পরিত্রানয় সাধুনাম বিনাশয় চ দুষ্কৃতম্।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থয়, সম্ভামি যুগে-যুগে । ৪-৮)

হে ভারত (অর্জুন, জ্ঞানী, জ্ঞানী, সমগ্র বিশ্ব), যখনই ধর্মের (প্রাকৃতিক ধর্ম) জগতে কোন অবনতি (অপরাধবোধ/মূর্ছা/বিষণ্নতা/অনুতাপ/অনুতাপ) দেখা দেয়, তখন আমি ধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য, সাধুদের (ভদ্রলোকদের) সুরক্ষার জন্য, দুষ্ট/অপরাধীদের ধ্বংসের জন্য নিজেকে পুনর্গঠন করি এবং যুগে যুগে ধর্মের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা/পুনরুত্থান সম্ভব করি।

(২)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আলোচনা:

* বলা হয় যে, জীবন্ত এবং সর্বাধিক দৃশ্যমান দেবতা (ত্রিত্ব-স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকারী) হলেন সমস্ত যোগের (জীবনের ম্যাট্রিক্সের সত্য) জ্ঞানী, তাহলে আমাদের কি সূর্যকে প্রণাম করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ আমাদেরকে উন্নত অর্থনীতি-বাস্তুতন্ত্রের পথে পরিচালিত করার কথা বলা উচিত?

আরও বলা হয় যে, যদি কেউ দৈনন্দিন লেনদেনে সমস্যায় পড়েন, তাহলে মূল ধর্মটি দেখা বা মূল ধর্মটি পুনর্বিবেচনা করা সর্বদা ভালো, যাতে তারা কীভাবে বিশ্বাস/ধর্ম অনুসরণ করে, তা বাস্তবে প্রয়োগ করে এবং সান্ত্বনা পায়।

(২.ক)। ভারত যদি এমন অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয় যা সমাধান করা প্রতিটি পর্যায়ের নেতাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে এটা নিশ্চিত যে সময় এসেছে সেই ধর্মগ্রন্থটির দিকে তাকানোর যার নামে এই নেতারা তাদের শক্তি পাচ্ছেন। যদি আমরা (এবং আমাদের প্রকৃত নেতারাও) নিয়মকানুন এবং নিয়ন্ত্রণের কারণে অলস হয়ে পড়ি) তাহলে এখনই মৌলিক সংবিধান (আমাদের নিয়ম বই) পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে।

(ক) প্রতিটি জিনিসের সেরাটা মিশিয়ে তৈরি খাবারগুলো আবর্জনার জন্য উপযুক্ত হতে পারে অথবা খিচুড়ি তৈরি করা যেতে পারে, যা মৃত ব্যক্তির জন্য খাবার। সারা বিশ্ব থেকে সেরা জিনিস সংগ্রহ করে তৈরি যেকোনো খাবার বিশ্বকোষ এবং জাদুঘরের জন্য উপযুক্ত

হতে পারে, যা 'কে কোটিপতি হবে' কুইজের মতো গেম শো ছাড়া ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের খুব একটা উপকারে আসে না। বিশ্বের বেশিরভাগ সংবিধান একই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে।

(খ) যে কোনও সংবিধান, যা আদালত দ্বারা পুনর্নির্ধারিত হতে পারে এবং দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের স্পষ্ট বন্টনের বিষয়ে সংসদ এবং সুপ্রিম কোর্টে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে, তাকে বহু-অর্থপূর্ণ বিবৃতি সহ একটি সংবিধান হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই জাতীয় বহু-অর্থপূর্ণ সংবিধান তার উপাদানগুলিকে সাহায্য করতে পারে না, না এটি প্রকৃতির সাথে প্রতিধ্বনিত হতে পারে এবং তাজা থাকতে পারে।
(গ) ভারতীয় দণ্ডবিধি, কর, প্রশাসন, আইন প্রণয়নের মতো অনেক নিয়ম এখনও অনেক দেশে দাসত্বের কঠোর মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে, তবুও সংবিধান নিজেকে সার্বভৌম ও স্বাধীন জাতির (যেমন – ভারত) স্বাধীনতার রক্ষক বলে দাবি করে, এটি সংশোধনের জন্য নয় বরং স্পষ্টীকরণের জন্য আহ্বান জানায়।

(ঘ) তথাকথিত পবিত্র কিন্তু ক্রমাগত সংশোধিত, স্পষ্ট কিন্তু নিয়মিতভাবে পুনঃসংজ্ঞায়িত, সুবিন্যস্ত কিন্তু খুব কমই উল্লেখিত সংবিধান, চায় মানুষ এটিকে সম্মান করুক কিন্তু এটি কখনও তাদের সরাসরি ম্যান্ডেট পায়নি, আমাদের একটি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে; এবং সম্ভব হলে আমাদের বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং গোষ্ঠীকে একত্রিত করে একটি নতুন সংবিধান তৈরি করতে উৎসাহিত করতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের একটি সংক্ষিপ্ত এবং সরল, দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু নমনীয় ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত, বিশ্বব্যাপী কিন্তু প্রয়োগে স্থানীয়, ভাল এবং পথপ্রদর্শক সংবিধান, গণভোটের মাধ্যমে নাগরিকদের উন্মুক্ত ম্যান্ডেট সহ।

(২.খ)। শাসন, প্রশাসন এবং এর অপ্টিমাইজেশন (ভারতের উদাহরণ) : ধারণাগতভাবে এটি একটি ভুল ধারণা এবং অনুমান যে ভারত একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র বা রাষ্ট্রের ইউনিয়ন। ঐতিহ্যগতভাবে অনাদিকাল থেকে এই ভৌগোলিক অঞ্চল, যার পিছনে রয়েছে শক্তিশালী হিমালয় এবং এক প্রান্তে সিন্ধু (সিন্ধু-হিন্দু) এবং ব্রহ্মপুত্র নদী এবং অন্যদিকে মহাসাগর, হিন্দুস্তান বা ভারত এবং এর সন্তানদের হিন্দু এবং ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। অধিকন্তু, মানবজাতির মশাল বাহক হওয়ার জন্য এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষের বৃহত্তর প্রচেষ্টার কারণে, এটি ভারত উপাধিও অর্জন করেছে এবং তারপরে এর বাসিন্দারা ভারতী, ভারতীয় নামে পরিচিতি পেয়েছে।

(২.খ.১)। প্রাচীনতম সাহিত্যে এই অঞ্চলটিকে "জম্মু দ্বীপ" নামে ডাকা হয়। ভারত-খণ্ডে (জম্মু) দ্বীপে "भारत - खंड)" এবং এটিকে ভারতের প্রাচীনতম ব্যবহার বলা হয় এবং ভাগবত গীতায়ও একই কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থটি এখনও স্থানটিকে সম্বোধন

করার জন্য বিশেষ প্রার্থনায় আবৃত্তি করা হচ্ছে। এখানেও, এই অঞ্চলটিকে অনেক অঞ্চল/রাজ্যের ইউনিয়ন নয় বরং একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

এই মৌলিক ধারণাটি উপলব্ধি করতে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ ভারতের থালায় রয়েছে বিশাল মেনু, অর্থাৎ মিষ্টান্ন থেকে উর্বর অববাহিকা, উপত্যকা থেকে মহান পাহাড়, বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিশাল বৈচিত্র্যময় খাবার, শিল্প ও সাহিত্য, নৃত্য ও সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও গুপ্তবিদ্যা, ভাষা ও অভিব্যক্তি, প্রার্থনা এবং উপাসনার পদ্ধতি, কিন্তু যখন এই ভূখণ্ডের একজন নাগরিক পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যান, তখন তিনি কেবল ভারতের একজন এবং হিন্দুস্তানি/ভারতীয় বা ভারত থেকে এবং ভারতীয় হিসেবে পরিচিত হন, অন্যথায় নয়।

(ক) ভারত যে বোঝে যে বিশ্ব একটি বৃহৎ পরিবার, তার মূল ভৌগোলিক অঞ্চলে এই ধারণার বিভিন্ন ধারা থাকার আশা করা যায় না যে ভারত সত্তা নয় বরং বহু সত্তা/রাষ্ট্রের মিলনস্থল, তাই যুক্তিসঙ্গতভাবে ভারত-ভারত এক। ভারতকে একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র বলাটা কেবল কয়েকজন ধূর্ত শিল্পশিল্পীর নকশা বলে মনে হয় যারা জেনে বা অজান্তে যতটা সম্ভব অজুহাতে এই অঞ্চলকে বিভক্ত রাখার নীতি নিয়ে কাজ করছেন, যাতে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্য বজায় থাকে এবং তারা এবং তাদের শিষ্যরা এই অঞ্চল থেকে সুবিধা পেতে থাকে।

(খ)। আমরা "দিব্যতন্ত্র (ঐশ্বরিক গণতন্ত্র) , অধ্যায় ৯, "ভারতের অবস্থা: রেলপথ এবং অন্যান্য যোগাযোগ" বইটি উল্লেখ করতে চাই যেখানে এটি স্পষ্ট যে ভারত একটি ধারণা হিসাবে ছিল, রাজ্যগুলির একটি কনফেডারেশন বা রাষ্ট্রের ইউনিয়ন নয়। "ইংরেজিরা আমাদের বিভক্ত করেছে", কালো এবং সাদা একটি সাহসী বিবৃতি, এখন এটি আমাদের ক্ষেত্রের বিষয়, আমরা কীভাবে ভারতকে বহু দেশে এবং প্রতিটি দেশকে বহু রাজ্যে বিভক্ত করার ক্ষতটি পূরণ করতে চাই।

(গ) । স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ পনেরো আগস্ট উনিশ শত সাতচল্লিশের আগে দেশে পাঁচশ পঞ্চাশটিরও বেশি দেশীয় রাজ্য ছিল, যেগুলি প্রায় সবগুলিই ইচ্ছাকৃতভাবে একত্রিত হয়ে বর্তমান ভারত গঠন করেছিল। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে যদি কেউ বলে যে ভারত দেশীয় রাজ্যগুলির একটি ইউনিয়ন, তাহলে তা প্রশংসাযোগ্য, কিন্তু স্বাধীনতা এবং এই রাজ্যগুলির একীভূতকরণের পরেও যদি খুব কম লোকই বলে যে ভারত রাজ্যগুলির একটি ইউনিয়ন, তাহলে তা কেবল একটি গুরুতর ভুল বোঝাবুঝি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

স্বাধীন ভারত প্রশাসনের সুবিধার্থে এই আঠাশটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করেছিল। যদি কেউ বলে যে "ভারত অস্তিত্ব লাভ করেছে এই আঠাশটি রাজ্যের সম্মতিতেই যা ভারতকে একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র গঠন এবং ঘোষণা করেছিল", তাহলে তাদের কী বলা যেতে পারে?

(ঘ) । ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভাজন একই ধরণের ভুল [অথবা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের মতোই একটি ভালো জিনিস (যদি তা হয়) (যা ভারত দেশভাগের ফলে স্বাধীনতার সময় প্রত্যক্ষ করেছিল)]। অঞ্চল এবং ধর্ম, বর্ণ, ধর্ম এবং বর্ণ, পড়ার, লেখার এবং কথা বলার অভ্যাস ইত্যাদির ভিত্তিতে যে কোনও বিভাজন সেইসব মানুষের বিকাশ এবং বিকাশের জন্য অন্ধ করে দেয় যাদের বিবেচনায় এই বিভাজন অনুসরণ করা হচ্ছে।

ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত পাকিস্তানের পরিস্থিতির দিকে ফিরে তাকানো যেতে পারে, বর্তমান ভারত ধর্ম-নির্পেক্ষ (ধর্মীয় স্বাধীনতা) বজায় রেখেছে। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন যে সংযোগ এবং কার্যক্ষমতার সহজতার জন্য করা বিভাজন ব্যতীত যেকোনো বিভাজন নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে বাধ্য।

এই বিবেচনায়, এই রাজ্য সরকারগুলির অস্তিত্বই সেই রাজ্য এবং দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী বিকাশের জন্য ক্ষতিকর এবং তাই এগুলি ভেঙে ফেলা উচিত। একটি স্বাভাবিক আচরণ হিসাবে মানুষ স্থানীয় সংস্থাগুলির প্রতি এবং তারপরে জাতীয় সংস্থাগুলির প্রতি তাদের সর্বাধিক মনোযোগ দেয়। মানুষ সমস্ত মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে, তাই জনগণের স্বাভাবিক আচরণগত ধরণ অনুসারেও, রাজ্য সরকারের সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না।

(২.খ.২)। ভারতের জাতীয় পরিস্থিতি ছেঁড়া প্যান্ট-শার্টের মতো হয়ে উঠেছে, বট (ন্যস্ত পোশাক) ছাড়া, চুল কাটা না থাকা, প্রচুর ফেসিয়াল ক্রিম এবং অবশ্যই সোনা ও হীরার গয়না নেই, এই একক কারণেই ভারত একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র। বিভিন্ন প্রকাশ্য এবং গোপন কারণে রাজ্যগুলিকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় তহবিল দেওয়ার কারণে অসম প্রবৃদ্ধি আরও বেড়েছে। হেলিকপ্টার বা স্যাটেলাইট ছবিতে আকাশপথেও অসম প্রবৃদ্ধির ধরণগুলি মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

(ক), প্রায় সব রাজ্যের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে প্রধানমন্ত্রীকে গত পঁচাত্তর বছরে সাধারণ মানুষের জন্য শত শত প্রকল্প চালু করার পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৌচাগার, বিনামূল্যে রেশনের কথা বলতে হচ্ছে, যেগুলো তাদের বসবাসকারী রাজ্য সরকারের দেখাশোনা করার কথা। অন্যদিকে, দেশের আশি কোটি মানুষ (মোট একশো ত্রিশ কোটি জনসংখ্যার - ষাট শতাংশ) এতটাই দরিদ্র যে তারা বিনামূল্যে রেশন পাওয়া যথেষ্ট করুণ বলে মনে করেন।

(গ), নিরাপত্তার দিক থেকে, যেহেতু পুলিশ রাজ্য সরকারের অধীনে, তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারের পরেও কেন্দ্র কেবল বিস্ময়ের সাথে পরিস্থিতি দেখতে পারে।

(২.খ.৩)। একবার একজন প্রধানমন্ত্রী তার সরলতা এবং ভদ্রতার সাথে বলেছিলেন যে যখন আমরা (কেন্দ্রীয় সরকার) জনসাধারণকে এক টাকা দেই, তখন তার কাছে মাত্র দশ পয়সা পৌঁছায়, তখন সবাই এতে মন্তব্য করেছিল, কেউ কেউ বিস্মিত হয়েছিল, কেউ কেউ তাকে উপহাস করেছিল এবং কেউ কেউ তার সরকারকে সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিগ্রস্ত

সরকার বলেও চিহ্নিত করেছিল, কিন্তু কোনও সংস্থা বা কোনও প্রতিষ্ঠানই এই বিবৃতির সত্যতা খুঁজে বের করার জন্য এটি গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করেনি, এটি সত্য কিনা?

যদি হ্যাঁ, তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব? কারা এই নব্বই পয়সা (নব্বই শতাংশ টাকা) এর মাঝে খেয়ে ফেলে? কারা নিয়মিত এই নব্বই পয়সা (কেন্দ্রের নব্বই শতাংশ টাকা) লেনদেনে খেয়ে ফেলে, যার জন্য প্রধানমন্ত্রীও কিছুই করতে পারেন না?

সরল পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী (কেন্দ্র সরকার) যখন নগদ ভর্তুকি হিসেবে অথবা কোনও প্রকল্পের আকারে জনসাধারণকে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন, তখন মুখ্যমন্ত্রীদের (রাজ্য সরকার) কাছে টাকা দেন, যারা (রাজ্য সরকার ব্যবস্থা) নব্বই শতাংশ টাকা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গিয়ে খায়। এটাও মনে হয় যে প্রধানমন্ত্রীও এই সত্যটি জানেন কিন্তু তিনি নিজেকে অক্ষম/অক্ষম বলে মনে করেন এবং এই অপচয়/লুটপাট বন্ধে কিছু করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে: যদি রাজ্য সরকার এবং তার ব্যবস্থাই অপরাধী হয়, তাহলে কেন আমরা এই রাজ্য সরকারকে অপসারণ করব না যারা খায় অথবা যাদের সাধারণ লেনদেন সম্পাদনের জন্য নব্বই শতাংশ অর্থ (সম্পদ) (মূলত জনসাধারণের অর্থ) প্রয়োজন?

প্রথমেই কেন এই রাজ্য সরকারগুলি সেখানে ছিল? এই রাজ্য সরকারগুলির অস্তিত্বের কোনও বৈধ কারণ নেই। যদি কোনও দেশ চায় যে এই নব্বই পয়সা (নব্বই শতাংশ অর্থ) লেনদেনে ক্রমাগত লোকসান না করে, তাহলে দেশটিকে (ভারত) এই সমস্ত রাজ্য সরকার থেকে দূরে সরে যেতে হবে এবং যদি সংসদ নিজেকে যথেষ্ট যোগ্য বলে মনে করে, তাহলে দেশটির গণভোটের জন্য যাওয়া প্রয়োজন।

(২.খ.৪)। দেশের সমস্যা কেবল ভালো নেতার প্রাপ্যতাই নয়, বরং অনেক নেতা, একাধিক এবং ওভারল্যাপিং ক্ষমতা কেন্দ্রের সমস্যাও, যার ফলে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব সঙ্কুচিত হয় এবং ব্যয় বেড়ে যায়। এটি একটি উন্মুক্ত গোপন বিষয় যে একজন আইনসভা সদস্যের প্রতিটি নির্বাচনের খরচ (২০২২-২৩ সাল) 'দশ কোটি'-এরও বেশি বলে জানা গেছে, যেখানে একজন সংসদ সদস্যের (এমপি) প্রতিটি নির্বাচনের খরচ (২০১৯ সাল) দেশের জন্য পঞ্চাশ কোটি টাকারও বেশি।

(২.খ.৫)। ভারতে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, যা এই সত্য দ্বারা প্রশংসিত হতে পারে যে দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব, যারা দেশের সকল নির্বাচন (রাজ্য এবং কেন্দ্রের) একসাথে অনুষ্ঠিত করার মতামত প্রকাশ করেছিলেন, যাতে সকল দলের রাজনৈতিক নেতারা প্রবৃদ্ধির বিষয়ে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন, কিন্তু আট বছর পরেও তা সম্ভব করতে পারেননি।

(২.গ)। সাংবিধানিক সংস্থার সংখ্যা যুক্তিসঙ্গত করার জরুরি প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে – সম্ভবত তারা অনেক প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে চাইবে, যেমন সমস্ত রাজ্য সরকার এবং আইন পরিষদ, পৌর কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সমবায়।

এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক সংস্থা, পদ এবং ক্ষমতার যুক্তিসঙ্গতকরণের এই কাজ সংসদ বা বিচার বিভাগ বা সম্মিলিতভাবে সম্ভব নয়, বরং ভারতের নাগরিকরা গণভোটের মাধ্যমে এটি করতে পারবেন।

(২.গ.১)। আমরা লক্ষ্য করছি যে স্বাধীনতার পর ভারতে বিদেশী শাসকদের পরিবর্তে ভারতীয় শাসকদের অত্যাচার চলছে, এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ শাসন কাঠামো (পুলিশ ও প্রশাসন, নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং মধ্যস্থতাকারী) একই ছিল।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা, যেখানে একই বা অনুরূপ রাজনৈতিক দলগুলি কাজ করে, যাদের মানসিকতা ব্রিটিশদের (যেমন কৃষ্ণাঙ্গ ব্রিটিশ-কালে আংরেজের) মতো কমবেশি একই রকম, এবং শাসক ও শাসিতের প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করার স্বৈরাচারী পদ্ধতি কমবেশি একই রকম। এই দলগুলির নেতারা এখনও হীনমন্যতায় ভুগছেন এবং মনে হচ্ছে তারা শক্তি, সহনশীলতা, সাহস এবং পুনরুত্থানের ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

(২.ঘ)। আদর্শ পরিবর্তন জরুরি, মনে হচ্ছে, সমাজের জেগে ওঠার এবং দায়িত্ব নিজের হাতে নেওয়ার সময় এসেছে। সমাজের স্থানীয় নিরাপত্তা, সকল ধরণের ন্যায়বিচার (জুরি ব্যবস্থার মাধ্যমে), কর্মসংস্থান,
স্থানীয় পরিকল্পনা এবং জাতীয় পরিকল্পনায় অংশীদারিত্ব, ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, মিডিয়া এবং বিনোদন, পরিবেশ এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, কর আদায়, তার আশেপাশে শিল্প পরিচালনায় অংশীদারিত্ব এবং অন্যান্য স্থানীয় বিষয়। জাতীয় সরকার সাংবিধানিক আদালত, রিজার্ভ পুলিশ এবং সেনাবাহিনী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংযোগ (একদিকে সড়ক, রেল, জল এবং বিমান এবং অন্যদিকে অডিও, ভিডিও এবং তথ্য), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ কার্যক্রম, জাতীয় উৎসব এবং উদযাপন, গবেষণা ও উন্নয়নে অবদান, পররাষ্ট্র বিষয়ক এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য বিভাগ ইত্যাদি পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। জাতীয় সরকার (নির্বাচিত সংসদ সদস্যের মাধ্যমে) কয়েকটি জোনাল/শাখা-দপ্তর এবং সমাজ-চালিত জেলা কেন্দ্র (স্থানীয় সুবিধা প্রদান ও সম্পদ কেন্দ্র সমন্বিত) দ্বারা দেশকে খুব ভালোভাবে পরিচালিত করতে পারে।

অধিকন্তু, যেহেতু প্রকৃতি কোনও উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেম সরবরাহ করেনি, প্রকৃতিতে সমস্ত সিস্টেম কমবেশি বন্ধ লুপ, কিছু ছোট লুপ অনুসরণ করে আবার অন্যগুলি দীর্ঘ লুপ অনুসরণ করে যেমন জলচক্র এবং জীবনচক্র, তাই জীবনচক্রের মসৃণ পরিচালনার জন্য নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য, প্রতিক্রিয়া এবং সংশোধনমূলক প্রক্রিয়াগুলির অন্তর্নির্মিত সুবিধা থাকা আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বলা হয়ে থাকে যে স্বাধীনতার সাথে দায়িত্ব আসে; বরং বিপরীতটা হল, যখন কেউ দায়িত্বশীল হয়, তখনই কেবল স্বাধীনতার সুযোগ পাওয়া যায়। আসুন আমরা একজন ব্যক্তি হিসেবে, পরিবারের সদস্য হিসেবে, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে, একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে, বিচারক হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে, রাজনীতিবিদ হিসেবে ইত্যাদি হিসেবে আমাদের প্রতিটি কাজের (অপরাধ বা কাজের) জন্য দায়িত্বশীল হই এবং দায়িত্বশীল থাকি। তাহলেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব, স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারব এবং সুস্থ ও সুখী থাকতে পারব।

প্রবন্ধ –প্রবন্ধ): সম্পর্কে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি ।

(৩.ক)। যদি কেউ নিজের কাজ নিজে করতে পারে, তাহলে এর মতো আর কিছুই নেই। বৃহত্তর কাজের জন্য, প্রচুর পরিমাণে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, সম্পদশালী ব্যক্তিরা (শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে), সমাজ এবং সরকার অন্যদের অবদান/সেবা গ্রহণ করে। সাধারণত, অন্যদের অবদান/সেবা নিম্নলিখিত উপায়গুলির একটি (অথবা সংমিশ্রণে) নেওয়া হয়:

(i) অন্যদের উৎসাহিত করা এবং তাদের পথ দেখানো, অথবা,
(ii) প্রয়োজনীয় ক্রমে লোক, যন্ত্র এবং উপকরণ সরবরাহ/ব্যবস্থা করে, অথবা
(iii) মানুষ, যন্ত্র, অর্থ, উপাদান এবং বাজার পরিচালনা করে, অথবা
(iv) কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য মানুষ, যন্ত্র, অর্থ, উপাদান এবং বিপণন পরিচালনা করে,

যদি আমরা উপরের চারটি বিভাগ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে প্রথম বিভাগটি এমন একজন প্রকৃত নেতার জন্য প্রযোজ্য যার হৃদয় ও উদ্দেশ্যের উদারতা রয়েছে, যিনি ফলাফলের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চান।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি সেই ব্যক্তির অন্তর্গত যিনি ফলাফলের জন্য ব্যক্তি এবং জিনিসপত্র সাজিয়ে থাকেন এবং তাকে অ্যারেঞ্জার বা সুবিধা প্রদানকারী বা প্রবন্ধক বলা হয়।

তিন নম্বর শ্রেণীটি হল ম্যানেজার, যিনি কেবল জিনিসপত্র, জিনিসপত্র এবং ব্যক্তি পরিচালনা করেন। যেহেতু এই পরিচালকদের আবার পরিচালনা করা হচ্ছে, তাই ম্যানেজারের অভিমুখ হলো যেকোনোভাবে বা যেকোনোভাবে কাজটি শেষ করা।

চতুর্থ শ্রেণীটি প্রশাসকের, যিনি প্রশাসনের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেন। যেহেতু এই শ্রেণীগুলিও শৃঙ্খলা পায়, তাই আত্ম–দাসত্ব এবং এর প্রচার কেবল এই শ্রেণী থেকেই আসে।

আমরা, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য সরকার, যখন জিনিসগুলি সমাজের বা সরকারের হয় এবং কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নয়, তখন আস্থা পাই। যখন জিনিসগুলি বিদেশী হয় তখন সন্দেহের উদ্ভব হয় এবং যখন জিনিসগুলি বহুজাতিক এবং বিতর্কিত হয় তখন আরও বেড়ে যায়।
অন্যদিকে, আতঙ্ক তখনই শুরু হয় যখন সরকারি নিয়মকানুন একটি সাকশন পাম্পের মতো কাজ করে যা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেয়, অর্থাৎ ধনীদের সরকার ধনীদের দ্বারা এবং ধনীদের জন্য, অথবা সরকারি কর্মচারীর সরকার সরকারি কর্মচারীর দ্বারা এবং সরকারি কর্মচারীর জন্য।

.

ব্যক্তিগতভাবে; আমরা চাই যে ঘরের ভাণ্ডার পূর্ণ হোক এবং সম্মিলিতভাবে আমরা চাই যে সমাজ ও সরকারের ভাণ্ডার পূর্ণ হোক। ঘরের ভাণ্ডার ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও আস্থা প্রদান করে এবং সমাজ ও সরকারের ভাণ্ডার জনগণ ও সমাজকে নিরাপত্তা ও আস্থা প্রদান করে।
আমরা বাড়িতে পরিবারকে ফলপ্রসূ কাজের সাথে যুক্ত করতে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য সময় এবং অর্থ বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করি। সমাজ এবং সরকার সম্মিলিতভাবে এই কাজগুলি করে এবং টেকসই সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সময়, অর্থ এবং শক্তি বিনিয়োগ করার কথা।

আমরা যখন ঘরে কোনও কাজে নিযুক্ত থাকি, তখন প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা এবং সামর্থ্য অনুসারে কাজ গ্রহণ করি বা অর্পিত কাজ পাই এবং পরিবারের ট্রাস্টি পর্যায়ে প্রতিদান পাই, সমাজে (বৃহৎ পরিবার) একই কাজ করা উচিত, অংশগ্রহণকারীরা ট্রাস্টি, কেবল অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত বা পরিচালিত কর্মচারী নন।

প্রবন্ধের ধরণ হতে পারে পারিবারিক সম্পর্কের মতো, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধায় নিমজ্জিত হওয়া ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক সুখের জন্য সর্বোত্তম হতে পারে।

(৩.খ) প্রশাসন-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিতর্কিত বিষয় এবং বিবিধ মতামত:

(ক) যদিও অনমনীয়তা সঠিক ভিত্তি প্রদান করে কিন্তু অনমনীয় হওয়া মৃতদের জন্য, প্রাণবন্ততা, প্রাণবন্ততা এবং নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের গতিশীলতা বেশিরভাগই ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছার দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ভর করে।

সরকারের প্রথম দৃষ্টিতে সবাই চোর (তাই কঠোর ব্যবস্থা), তার পরিবর্তে সবাই সৎ (তাই হালকা ব্যবস্থা) প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের সৎ থাকার জন্য যথেষ্ট কষ্ট এবং পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়েছে। প্রথম ব্যবস্থায় লঙ্ঘনকারী সৎকে পুরস্কৃত করা হয়, যেখানে দ্বিতীয় ব্যবস্থায় লঙ্ঘনকারী দুর্নীতিবাজ/চোরকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সৎকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং চোর এবং কৌশলীরা পুরষ্কার এবং পুরষ্কার পেতে সক্ষম হয়।

সরকারি খাতে শতভাগ চাকরির নিশ্চয়তা, নিম্ন ক্যাডারের কর্মীদের স্থানান্তরযোগ্যতা না থাকা এবং ছোট পদের জন্য কোনও শাস্তি না থাকা তাদের পরিষেবা গ্রহীতাদের জন্য

প্রচণ্ড যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমী সময়সূচী এবং ঠিকাদারদের দ্বারা ঠিকাদার শ্রমিকদের ক্রমাগত শোষণ, বৈধ ব্যবস্থাপক/প্রশাসককে অযৌক্তিক চাপ দেওয়া এবং একই সাথে সরকারকে ঔপনিবেশিক চেহারা দেওয়া। যেহেতু পরিষেবার গুণমান, দক্ষতা এবং ধারাবাহিকতা লক্ষ্য ছিল না, তাই বেশিরভাগ সরকারি উদ্যোগ ব্যর্থ হচ্ছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে।

(খ)। ভারতীয় প্রবন্ধ সংস্থান – ভারতীয় প্রবন্ধ সংস্থান (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের ইংরেজি এবং হিন্দিতে একই অর্থ প্রতিধ্বনিত হয় না, প্রবন্ধ – প্রবন্ধের অর্থ ব্যবস্থা বা সুবিধা প্রদান। তদুপরি, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কেবল ব্যবসার উপর মনোনিবেশ করছে এবং বিবিএ-এমবিএ (ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর) এর মতো ডিগ্রি প্রদান করছে, যা একটি সমাজ বা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে বাদ দেয়। এটি আমাদের বর্তমান পকেটযুক্ত উন্নয়নের পরিবর্তে সর্বাত্মক বৃদ্ধির পরামিতিগুলিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে বলে।

(গ) বলা হয়ে থাকে যে, "ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের ধারণার শক্তিই প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের চাবিকাঠি"। পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় এই ধরণের ব্যক্তিকে শুভকামনা ও সহায়তা প্রদান উন্নয়নের চাবিকাঠি ছিল/হয়, দেশের প্রবৃদ্ধির জন্য তা কেড়ে নেওয়া ছিল অন্য শাসনব্যবস্থার চাবিকাঠি, ব্যক্তিগত ধারণা গ্রহণে সহায়তা প্রদান, কোম্পানির নামে পেটেন্ট করা এবং তথাকথিত উন্মুক্ত বাজার ও মুক্ত প্রতিযোগিতায় পণ্য প্রচার করা ছিল নতুন ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের সর্বশেষ কিন্তু ব্যর্থ শাসনব্যবস্থার চাবিকাঠি।

একজন উদ্যোক্তার ধারণা, কল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি যখন সমাজ এবং সরকার কর্তৃক সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সমর্থিত এবং গৃহীত হবে, তখনই প্রবৃদ্ধির অগ্রগতি ঘটবে। সমন্বিত এবং সুরেলা প্রবৃদ্ধি তখনই ঘটবে যখন সমগ্র সংস্থা পূর্ণ সম্মান এবং তার প্রাপ্য অংশ পাবে, কেবল মাথা নয়। তাই আমাদের সমন্বিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার এবং পেটেন্টগুলি বিলুপ্ত করতে হবে।

(ঘ)। আমরা সমাজে যা দেখছি তা হল সামাজিক প্রণোদনাকারী, ধর্মীয় ডানপন্থী বা রাজনৈতিক প্রচারক, প্রায় সকলেই বৈষম্য এবং বিভেদের প্রচার করছে। দেখা যাচ্ছে যে পরিবার এবং সমাজ নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পিতভাবে পিছনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। পরিবার এবং সমাজকে নিক্ষেপের প্রক্রিয়াটি প্রায় তিন হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়, ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব এবং সাফল্যের ধারাবাহিক এবং ধারাবাহিক বক্তৃতা, তা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে হোক বা বস্তুগত/অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, " **নিজের মালিক হও, নিজের আলো হও" – এই ধরণের উপদেশ দ্বারা।** এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন পরিবার এবং সমাজের মূল শক্তিকে ভেঙে দিয়েছে যার ফলে আমরা চারদিকে বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হচ্ছি। এর জন্য বৃহত্তর মন্থন প্রয়োজন এবং আমাদেরকে আমাদের গর্ত থেকে উঠে দাঁড়াতে এবং ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে।

(ঙ) যদি তুমি কোন মানুষ বা সম্প্রদায়কে ভাঙতে চাও, তাহলে তাদের বিশ্বাস ভেঙে দাও, এবং তা করার সর্বোত্তম উপায় হল তাদের বিশ্বাস কেন্দ্রগুলিকে ভেঙে ফেলা অথবা তাদের নিষ্ক্রিয়/নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। আর যদি আমরা কোন মানুষ বা সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই, তাহলে তাদের বিশ্বাস কেন্দ্রগুলিকে সক্রিয় এবং কার্যকরী করে তুলো অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় কেন্দ্র পুনর্গঠন করো।

সমাজের ধর্মীয় কেন্দ্রের অবস্থা তার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অবস্থা নির্দেশ করে। যদি উপাসনালয়ের অবস্থা নোংরা এবং জরাজীর্ণ হয়, তাহলে সেই সমাজের অবস্থাও একই রকম হবে। যদি ধর্মীয় কেন্দ্রের অবস্থা সামঞ্জস্য, ছন্দ, সমন্বয় এবং উজ্জীবিত হয়, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার পাশাপাশি (মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে) দর্শনার্থীদের অবস্থাও ভালো হবে এবং একইভাবে তাদের একটি ভালো পথ দেখাবে।

এই দুটিই পরস্পর নির্ভরশীল এবং সরাসরি সমানুপাতিক অর্থাৎ যদি সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি হয়, অথবা যদি উপাসনালয়ের অবস্থার উন্নতি হয় তবে অন্যটিরও অবস্থার উন্নতি হবে। ওয়াইজম্যান আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ নিতে বলেন অর্থাৎ উপাসনালয়ের অবস্থার উন্নতি করলে দেশ ও সমাজের অবস্থার স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নতি হবে।

তবে, যাদের কর্ম (কর্ম) উপাসনা, তাদের কর্মস্থল একটি মন্দির, সাধু-সন্ন্যাসী এবং সাধুদের জন্য প্রতিটি স্থান একটি মন্দির এবং আনন্দের জন্য তারা নিজেরাই মন্দির হয়ে ওঠে।

(চ) বলা হয় যে: প্রার্থনা ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত স্থানে ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত, কাজ স্পষ্ট এবং নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রে করা উচিত এমনভাবে যেভাবে আমরা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বাড়িতে কাজ করি (যেখানে প্রত্যেকে তার/তার সামর্থ্য এবং সামর্থ্য অনুসারে অবদান রাখে এবং তার প্রয়োজন এবং প্রয়োজন অনুসারে অংশ নেয়) যেখানে পার্টি/উৎসব ঐচ্ছিক তবে অংশীদার এবং বন্ধুদের সাথে সর্বজনীন স্থানে করা উচিত।

হায়! আমরা যা দেখছি তা ঠিক বিপরীত, জনসাধারণের স্থানে ইউনিফর্ম পরে প্রার্থনা করা হচ্ছে, দাসের মতো অথবা যন্ত্রের মতো উদাসীন পরিবেশে কাজ করা হচ্ছে এবং পার্টি করা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে অথবা এমনভাবে করা হচ্ছে যেন কেউ নিজেকে আদর করছে অথবা সর্বোচ্চ ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর সাথে। এর ফলে পরিস্থিতি উল্টে-পালটে যাচ্ছে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে যার থেকে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার।

(৩.গ)। নির্বাচন/নির্বাচন প্রক্রিয়া: বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা সাধারণ বিষয়ের পরীক্ষায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয় যেখানে শিক্ষার্থীরা চিকিৎসা শিক্ষার পরীক্ষায় পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয় (চিকিৎসা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে ভুল কারও জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে) এবং প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার জন্য পরিপূরক পরীক্ষা একটি নিয়ম। আশ্চর্যজনকভাবে, গণতন্ত্রের নির্বাচনে প্রার্থীরা কত শতাংশ ভোট পেয়েছেন তা চিন্তা না করেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়? এটি একটি আরও গুরুতর ক্ষেত্র

এবং মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেয়ে আরও কঠিন প্রক্রিয়ার দাবি রাখে। দেখা গেছে যে একটি নির্দিষ্ট স্তরে প্রার্থী/প্রতিনিধি নির্বাচন সর্বোত্তম ফলাফল দেয় তবে উচ্চ স্তরে নির্বাচন এবং নির্বাচনের প্রক্রিয়া একত্রিত করতে হয়, অর্থাৎ প্রথমে কয়েকজনকে নির্বাচন করে তাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করতে হয়।

স্বাভাবিক ভোটদানের পাশাপাশি (বর্তমানে প্রচলিত) ভবিষ্যতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যাচাইকৃত পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোটদান বিবেচনা করা যেতে পারে। ইন্টারনেট চালিত ভোটদানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোনও বিকল্প নেই এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পছন্দ। যখন ইন্টারনেট ভোটদান শুরু হয় তখন যারা ভোট দেননি তাদের কাছ থেকে কিছু জরিমানা কেটে/আদালত করতে হবে।

(i) বর্তমান ব্যবস্থায় জয়ীরা সব কিছু জিতবে আর পরাজিতরা সব কিছু হারাবে, এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। খেলাধুলার মতো এই ব্যবস্থায়ও বলা হয়েছে যে, প্রথম স্থান অধিকারী স্বর্ণ, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রৌপ্য এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী ব্রোঞ্জ পদক পাবেন, যা রাজনেতিক/রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, যেখানে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দায়িত্ব থাকবে।

(ii) আমাদের গণতন্ত্র ব্যবস্থায়, ভালো নেতাদের সমস্যা এত বেশি নয় যতটা অনেক নেতার সমস্যা, যা "অনেক রাঁধুনি কেবল খাবার নষ্ট করে না বরং রান্নার আগেই খাবার শেষ করে দেয়, ক্ষুধার্তদের খাবার পরিবেশনের কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না" এর মতো সমস্যা তৈরি করছে, যার সমাধান প্রয়োজন।

(iii) প্রকৃতির দুর্নীতি, যা বিবর্তন ও বিপ্লব, বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের জন্য দায়ী। খাদ্য ও উৎসবের দুর্নীতির কারণেই ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে সকল জীবের বৃদ্ধি ঘটে।

ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশ দুর্নীতির বিকাশের সাথে সাথে সম্পূর্ণ শারীরিক থেকে মানসিক পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়। প্রাথমিক এবং শারীরিক স্তরে, অনুন্নত দেশগুলি সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, উন্নয়নশীল দেশগুলি কম দুর্নীতিগ্রস্ত এবং উন্নত দেশগুলি এখনও কম দুর্নীতিগ্রস্ত; যেখানে উন্নত স্তরে উন্নত দেশগুলি সাধারণত অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় মানসিকভাবে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত।

এটা বোঝা যায় যে বেশিরভাগ সময় মানসিক দুর্নীতিই অন্যান্য দুর্নীতির কারণ। সাধারণত, কোনও দেশে যদি একজন প্রধান/প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিগ্রস্ত হন, তাহলে তিনি তার ট্রাস্টি/মন্ত্রীকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অধস্তনদের সৎ রাখতে বাধ্য থাকবেন। এর ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যেখানে মন্ত্রী তার ট্রাস্টিকেও দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং তার অধস্তনদের সৎ হিসেবে দেখতে পছন্দ করবেন এবং এভাবেই এই ক্রম চলতে থাকবে। একইভাবে, যদি প্রধান/প্রধানমন্ত্রী অদক্ষ হন, তাহলে তিনি মন্ত্রীদের নির্বাচন

করবেন, অদক্ষ মন্ত্রী তার সচিবদের মধ্যে অদক্ষ নির্বাচন করবেন এবং অদক্ষ সচিবরা অদক্ষ চেয়ারম্যান, পরিচালক, জেলা প্রশাসক ইত্যাদি নির্বাচন করবেন।

উপরের উভয় দিক থেকেই, শীর্ষ নেতা দুর্নীতিগ্রস্ত হোক বা অদক্ষ, ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ধার্মিকরা যখন সরে যায় এবং অনভিজ্ঞ এবং বিভ্রান্তদের নেতৃত্ব দিতে দেয় তখন এই ধরণের পরিস্থিতি বৃদ্ধি পায়। ধার্মিকতা প্রত্যাহারের ফলে, দুর্নীতির সূক্ষ্ম ভারসাম্য (অর্থাৎ খাবারে লবণ) বিঘ্নিত হয় এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করে।

এগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন/নির্বাচনের জন্য আমাদের নির্বাচন/নির্বাচন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে এটি সমাজ ও দেশকে সেরা নেতা প্রদান করে। উন্নত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের এমন একটি প্রক্রিয়া থাকা দরকার যেখানে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে অথবা প্রয়োজনে অনির্বাচিতদের মধ্য থেকে একজন জ্ঞানী (আলোকিত ব্যক্তিদের দল) প্রধান নির্বাচিত হবেন।

এটি ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের গণতন্ত্রের একটি উন্নত সংস্করণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যা স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্বব্যাপী শাসন ও প্রশাসনের সমস্যা থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারে।

(৩.ঘ) নির্বাচন/নির্বাচন প্রক্রিয়ার ব্যয়:

সকলেই জানেন এবং সকলেই বোঝেন যে যেকোনো প্রতিষ্ঠান এবং সাংগঠনিক কার্যকলাপের জন্য জনবল এবং অর্থের প্রয়োজন হয়, এবং কার্যকলাপ বড় হলে, দায়িত্ব বেশি হলে এবং সংশ্লিষ্ট জনবল বেশি হলে প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান পরোক্ষ তহবিল পদ্ধতিতে, রাজনৈতিক দলগুলিও বৃহৎ দাতা/অনুদানকারীদের প্রতি বাধ্য বোধ করে এবং জয়লাভের পর তারা সরকারি ক্রয়, চুক্তি, ইজারা এবং বরাদ্দ, কর পরিবর্তন, বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরষ্কার এবং পুরষ্কার প্রদানের মাধ্যমে তা পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত কিছু করার জন্য এবং নির্দোষ এবং সৎ দেখানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বিভাজন পদ্ধতি ব্যবহার করতে এবং পিছনের দরজা দিয়ে স্বচ্ছতা আনতে বাধ্য করা হয়। অর্থায়নের এই পরোক্ষ উপায় যেকোনো দেশের করদাতা এবং নাগরিকদের জন্য অনেক বেশি ব্যয়বহুল।

বলা হয়ে থাকে যে, মোট দেশজ উৎপাদনের এক শতাংশের সমান ব্যয় সহজেই নির্বাচন এবং সমস্ত রাজনেতিক/রাজনৈতিক দলের সমস্ত প্রকৃত কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারে যা যেকোনো দেশ সহজেই বহন করতে পারে। রাজনৈতিক দলের চাহিদা, প্রত্যক্ষ তহবিলের সুবিধা, প্রত্যক্ষ তহবিলের নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য ক্রমাগত পর্যালোচনা করা উচিত।

(৩.ই)। এল ইডারশিপ ডেভেলপমেন্ট:

জাতি গঠিত হয়, সংসদ ও বিধানসভায় নয়, বরং ঘরবাড়ি ও স্কুলে। যেহেতু জাতি ছোটদের পায়ে হেঁটে চলে, তাই আমাদের তৃণমূল স্তর থেকে সঠিক ধরণের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে শুরু করতে হবে সঠিক ধরণের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের (যার মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত রাজা-রানী, প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, চেয়ারম্যান-বিজ্ঞানী-সেনা জেনারেল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যেমন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ এপিজে কালাম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন বক্তৃতা দিয়েছিলেন) মাধ্যমে।

সত্তর বছরের বেশি বয়সে পৌঁছানোর পর জীবনের সমস্ত দিক থেকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনকারী এই শিক্ষকদের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে যে তারা তাদের ছাত্র এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোনও প্রতিদান ছাড়াই শিক্ষা দেবেন এবং প্রশিক্ষণ দেবেন। এই শিক্ষকের একটি বিখ্যাত উক্তি এখানে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে: - "গত পঁচিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করার পরেও আমার কোনও অনুসারী নেই, এমন নয় যে লোকেরা এখানে পড়াশোনা করতে আসেনি, তারা সাধারণ থেকে রাজপুত্র/রাজকন্যা পর্যন্ত আছে কিন্তু যেহেতু আমি স্বাধীনতার পাঠ শেখাই এবং তারপরে অনুসারী থাকা ইঙ্গিত দেয় যে আমি পাঠটি ভালভাবে শেখাইনি"।

(২) খুব কম লোকই বলে যে যেকোনো দেশের শ্রেষ্ঠত্ব তার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল এবং তারা অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ এবং হার্ভার্ডের মতো ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দেয়। তারা চাণক্যের কথা উদ্ধৃত করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সহজ। তবে, দেখা গেছে যে একটি দেশের মর্যাদা এবং তার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একসাথে চলে, একটি অন্যটিকে ক্ষমতা দেয়। তারা বলে যে যদি কোনও দেশ সফল হতে চায় তবে তাকে একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে, এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় যা সারা বিশ্ব থেকে ভালো শিক্ষক এবং সম্ভাব্য ভালো ছাত্রদের আকর্ষণ করতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ব-বিদ্যালয় বলা হয় (যার বিপরীতে বিশ্বব্যাপী স্কুল বোঝায়) - এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা বিশ্বজনীনতা শেখায় যে বিশ্ব একটি একক সত্তা। বলা হয় যে ব্যক্তিবাদ অবজ্ঞার জন্ম দেয় এবং শয়তানী; আঞ্চলিকতা করুণার জন্ম দেয় যেখানে বিশ্বজনীনতা দানশীলতা এবং সাধুতার জন্ম দেয়।

(৩) খুব কম লোকই বলে; "জন্মগত নেতা থাকে এবং তারপর এমন লোক থাকে যারা চিঠিপত্রের কোর্স করে"। অন্যরা খুব কম লোকই বলে; "প্রাকৃতিক হীরা দেখা যায় এবং তারপরে এমন কিছু আছে যা পরীক্ষাগার/শিল্পে তৈরি হয়"। আবার এমন লোকও আছে যারা বলে যে হীরার মূল্য তার পরিশোধন দ্বারা বৃদ্ধি করা যেতে পারে যা মানুষ তার কাট, ক্রাফ্ট, ক্যারেট, রঙ অনুসারে পছন্দ করতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন যে একইভাবে

জন্মগত নেতাদের সঠিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, এক্সপোজার এবং পরীক্ষার মাধ্যমে মহান নেতা করা যেতে পারে।

কিন্তু "পঞ্চতন্ত্রের গল্প"-তে একটি দুর্দান্ত উদ্ঘাটন হল যে একজন সাধারণ শিক্ষিত রাজপুত্রও রাজা-রানী, রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদির মতো আরও বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।
(৩) খুব কম লোকই বলে; "জন্মগত নেতা থাকে এবং তারপর এমন লোক থাকে যারা চিঠিপত্রের কোর্স করে"। আবার খুব কম লোকই বলে; "প্রাকৃতিক হীরা আছে বলে মনে হয় এবং তারপরে এমন কিছু আছে যা পরীক্ষাগার/শিল্পে তৈরি হয়"। আবার এমন লোকও আছে যারা বলে যে হীরার মূল্য তার পরিমার্জন দ্বারা বৃদ্ধি করা যেতে পারে যা মানুষ তার কাট, ক্রাফট, ক্যারেট, রঙ অনুসারে পছন্দ করতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন যে একইভাবে জন্মগত নেতাদের সঠিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, এক্সপোজার এবং পরীক্ষার মাধ্যমে মহান নেতা করা যেতে পারে।
কিন্তু "পঞ্চতন্ত্রের গল্প"-তে একটি দুর্দান্ত উদ্ঘাটন হল যে একজন সাধারণ শিক্ষিত রাজপুত্রও রাজা-রানী, রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদির মতো বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন।

(৪) আমাদের একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি আছে, কারণ আমাদের কাছে সমাধান আছে কিন্তু তবুও আমরা সমস্যায় ভুগছি। উদাহরণস্বরূপ: রাজনৈতিক মহলে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলই অনভিজ্ঞ তরুণদের সমস্যায় জর্জরিত এবং বয়স্কদের একটা বিরাট অংশ, যারা উপযুক্ত প্রস্থান পরিকল্পনার অভাবে কেবল তাদের আসনেই আটকে আছে।

একইভাবে, দেশগুলিও মন্ত্রীদের দায়িত্ব নিতে পারে এমন উদ্যমী এবং ভালো নেতাদের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, যা ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলগুলিকে সচিবদের সাহায্য নিতে এবং তাদের মন্ত্রী করতে বাধ্য করে। এই সমস্যাটি সহজেই সমাধান করা যেতে পারে একটি নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি খোলার মাধ্যমে যেখানে সমস্ত সম্মানিত সিনিয়র মন্ত্রীদের, নতুন এবং অনভিজ্ঞদের, একটি শালীন এবং সম্মানজনক প্রস্থান পরিকল্পনা হিসাবে শেখানোর প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে।

বিদ্যমান কলেজগুলিতেও একই রকম প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে যাতে সিনিয়র রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী নেতারা উদীয়মান নেতাদের সামগ্রিক মৌলিক শ্রেণীকক্ষ শিক্ষাদান এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেন, যা কেবল উভয় প্রান্তেই সমস্যার সমাধান করবে না, বরং দেশ ও সমাজের জন্য আরও অনেক সুবিধা যোগ করবে। কাজের বন্টন থেকে বোঝা যায় যে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত একজনকে শিক্ষা এবং মৌলিক প্রশিক্ষণ অর্জনে জড়িত থাকতে হবে এবং তারপরে বাহাত্তর বছর বয়স থেকে শুরু করে তার জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার এবং প্রয়োজনীয় এবং যোগ্যদের কাছে চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে জড়িত থাকতে হবে।

(৫) জেলা বা দেশের প্রধান কমান্ড গ্রহণকারী নেতাকে অনুভূতির স্তরেও প্রশিক্ষণ দিতে হবে, অর্থাৎ যখন কেউ উচ্চস্বরে বা স্বাভাবিক কণ্ঠে বা বেদনা ও দুঃখের সাথে কিছু বলে, তারপর শব্দহীন স্বরে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নীরবতা বা চাপা স্বরে, তখন জনগণের অনুভূতি উপলব্ধি করতে হবে। তাদের এও প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত যে, যখন কেউ কোনও অপরাধ বা ভুল করেনি তখন শাস্তি কেমন লাগে।

হায়! এখন রাজনীতিবিদদের কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে না। এখন রাজনীতিবিদদের বয়স্কদের পর্যবেক্ষণ করে অথবা তাদের নিজস্ব সাফল্য ও ভুল থেকে শেখার জন্য রেখে দেওয়া হচ্ছে। শূন্য প্রশিক্ষণের কারণে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের করুণার উপর, যারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রশিক্ষিত। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে যে কোনও ভালো জিনিস দুর্ঘটনাক্রমে বা অন্য কোনও বিকল্প অবশিষ্ট না থাকাকালীন নেওয়া সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আসে বলে জানা যায়। গত দুই হাজার পাঁচশ বছরে ভারতের অবনতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পতনের (লুটপাটের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া, বুলডোজার দিয়ে দেওয়া বা পুড়িয়ে দেওয়া অথবা তহবিলের সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া) এবং স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষকতার স্তর হ্রাসের সাথে খুব ভালোভাবে সম্পর্কিত হতে পারে। তারা বলে যে এগুলিকে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় বলাও ঠিক নয় যা কেবল একটি এলাকা বা একটি শহর বা সর্বাধিক একটি অঞ্চলে সেবা প্রদান করছে এবং সর্বজনীনতার পরিবর্তে ব্যক্তিবাদ, আঞ্চলিকতা এবং জাতীয়তাবাদ প্রচার করছে।

বলা হয়ে থাকে যে, যেকোনো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তখনই সর্বোত্তমভাবে কার্যকর হতে পারে যখন তা (যেকোনো রাজ্য বা দেশের সরকার এবং যে কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং ধর্মের) নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে, বিশ্ব সম্পর্কে চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে এবং সম্প্রদায় এবং প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা অর্থায়ন করা হয় (কৃপা এবং কৃতজ্ঞতা হিসেবে)।

এটি আমাদের সভ্যতার গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে। ***

13. পর্যটনের অর্থনীতি এবং একটি অর্থনীতির ভ্রমণ

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: একটি সুস্থ, সুখী এবং টেকসই সমাজের জন্য "পর্যটনের অর্থনীতি এবং একটি অর্থনীতির ভ্রমণ" সম্পর্কিত জমাটি চারটি ভাগে উপস্থাপন করা হচ্ছে : (1)। সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (2)। প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা,

(১). সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা:

(১.ক)। পর্যটন মূলত একটি সময় কাটানোর কার্যকলাপ যেখানে নিজের বাড়ি থেকে দূরে অন্য কোনও ভালো জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার ইচ্ছা থাকে, অন্তত অল্প সময়ের জন্য যাতে নিয়মিত কার্যকলাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং/অথবা পুনরুজ্জীবিত হওয়া যায়। সাধারণত, পর্যটনের উদ্দেশ্য হল নতুন ভূগোল, নতুন স্থান, নতুন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য, মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হওয়ার সময় একজন ব্যক্তির সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করা।

পর্যটনকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ, পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং নির্দিষ্ট স্থানে প্রার্থনা করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্থান এবং হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণেরও একটি রূপ হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে, যাকে এখন পর্যন্ত পর্যটন বলা যায় না। চিকিৎসা পর্যটন একটি অসুস্থ মানসিকতা যা মানুষকে অন্যের অসুস্থতা/রোগ/কষ্ট থেকে উপার্জন করতে প্ররোচিত করে এবং এটি মৌলিক ধর্মের পরিপন্থী; তবে, সকল ধরণের অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য দরজা সর্বদা খোলা থাকা উচিত।

(ক) সাধারণত, তীর্থযাত্রীরা ঋষিদের আবাসস্থল এবং সাধু, সাধু, ফকির, সন্ন্যাসী, সাধক, গুরুদের দর্শনার্থী স্থান, স্ব-নির্মিত ব্রহ্মচারী বা জোরপূর্বক ব্রহ্মচারী নয়) এবং এই ধরনের শান্তির জন্য, এলাকার শান্তি আরও বেশি পর্যটক আকর্ষণ করার চেয়ে স্থায়ীভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে বোঝা যায় যে কোনও স্থানকে বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র করার প্রচেষ্টা এলাকার সামগ্রিক শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।

(খ) সমাজ ও সরকারকে সকল ধরণের অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করতে হবে যেমন সবুজ পরিবেশ, ভিক্ষুকমুক্ত পরিবেশ, প্রতারণামুক্ত হোটেল, স্থানের সুস্থতা বজায় রাখা এবং সুসংযুক্ত এবং আরামদায়ক পরিবহন ব্যবস্থা করা। পর্যটনকে উৎসাহিত করার জন্য, কর্পোরেট এবং শিল্পায়নের চেয়ে আমাদের বেশি বন ও বনায়নের প্রয়োজন।

(২)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা:

(২.ক)। পর্যটকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত/প্রাপ্ত আয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া গির্জা, মসজিদ, মন্দিরের পুরোহিত এবং এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে বসে থাকা ভিক্ষুকদের জন্য একটি ভাল প্রস্তাব হতে পারে, কিন্তু সমাজ ও দেশের জন্য নয়। অন্যদের দুর্দশা, অজ্ঞতা

এবং রোগ থেকে শিক্ষা নেওয়া বিরক্তিকর, কারণ এরাই একমাত্র শ্রেণীর মানুষ যারা ভ্রমণে যান।
বিদেশী সমুদ্র সৈকত, সতেজ ওয়াইন, গ্রামাঞ্চলের গাঁজা এবং তাজা পোড়া মাছ শুনতে ভালোই লাগে কিন্তু অনেক দেশেরই এই ধরণের পর্যটনের অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ; ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য/চিকিৎসার উপর ভিত্তি করে যেকোনো পর্যটন উন্নয়ন একটি ভণ্ড সমাজ এবং দেশ তৈরি করতে বাধ্য এবং স্থানীয়দের মধ্যে জটিলতা (হীনমন্যতা বা শ্রেষ্ঠত্ব) তৈরি করতে বাধ্য এবং ভিক্ষাবৃত্তি এবং চটকদার বাণিজ্য বিকাশ বা আকর্ষণ করতে পারে।

পর্যটনের উপর অর্থনীতি ভিত্তিক বাজেট তৈরি করা একটি খারাপ ধারণা এবং শ্রীনগর, শ্রীলঙ্কা বা সুইজারল্যান্ড, যাই হোক না কেন, তা আগে হোক বা পরে দোষারোপ করার একটি নিশ্চিত উপায় এবং দেশ পর্যায়ে এটিকে বাতিল করতে হবে। পর্যটন ভিত্তিক অর্থনীতি সর্বদা অন্যদের উপর নির্ভরশীল থাকবে, এটি কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ/নির্ভরশীল হতে পারে না। হোটেল, পার্ক, থিয়েটার, স্পোর্টস স্টেডিয়াম নির্মাণের মতো কাজ এবং বিনোদন সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ভিন্ন জিনিস এবং বাজেটের জন্য এটি রাখা যায় না। বোমা বিস্ফোরণ, অপহরণ, দুর্ব্যবহার এবং রোগের বিস্তার এবং তারপরে পর্যটন আয় হ্রাস একটি গৌণ বিষয়, মূল সমস্যা হল মানসিকতা যা ভাগ্য গঠন করে। এটি সমস্ত দেশকে পর্যটন সম্পর্কিত তাদের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে বলে।

পর্যটন এবং রেমিট্যান্সের উপর ভিত্তি করে অর্থনীতি শীঘ্রই ভেঙে পড়তে বাধ্য। বয়স্কদের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, আমাদের সন্তানরা অন্য দেশে গিয়ে আমাদের টাকা (রেমিট্যান্স) পাঠাবে এবং তারপর অন্য দেশের সন্তানরা পর্যটক হিসেবে আমাদের দেশে এসে আমাদের টাকা দেবে এই প্রত্যাশায় তৈরি বাজেটের কথা ভাবা অদ্ভুত। অনেক দেশের অর্থনৈতিক ভাঙ্গন কেবল স্বজনপ্রীতি, সাম্রাজ্যবাদ এবং অব্যবস্থাপনার কারণে নয়, এই চিন্তাভাবনার ফল।

(২.খ)। ধর্মীয় পর্যটন:

ক) বলা হয় :
তীর্থ সরান দোই মানুষ , মন ঝিকিমিকি মন চোর। ,
এক পাপ পুনরুদ্ধার করুন না , দশ নতুন এটা আনো বাঁধ।
(তীর্থযাত্রা মূলত দুই ধরণের ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় – একজন যার মনোযোগ দ্বিধান্বিত এবং অন্যজন যার মনে চোর থাকে, এই ধরণের লোকেরা যখন পরিদর্শন করে তখন তাদের একটি পাপ ধুয়ে ফেলতে পারে না কিন্তু দশটি নতুন পাপ আনতে পারে)। তীর্থযাত্রায় এমন ব্যক্তিরাও অংশগ্রহণ করেন যারা বড় সংঘাত বা যুদ্ধের সময় পক্ষ নেওয়া এড়িয়ে চলেন তবে এটি বিরল ঘটনা।

তারা বলে যে তীর্থযাত্রা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপরোক্ত ধরণের লোকেরা করে, তাই এই ধরণের ব্যক্তিদের জন্য পরিকল্পনা করা এবং তাদের কাছ থেকে উপার্জনের পরিকল্পনা করা বা শহর বা দেশের একটি সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করা প্রশংসা করা যায় না কারণ এই ধরণের উপার্জন সাধারণত শকুনের মতো হয় যারা সর্বদা অন্যদের মৃত্যুর কথা ভাবে, যাতে তারা তা খেয়ে ফেলতে পারে। ধর্মীয় এবং চিকিৎসা পর্যটনের প্রচার সামাজিক অবক্ষয়ের পরিচায়ক এবং তাই এটি কোনও শহর-দেশের জন্য একটি ভাল প্রস্তাব হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

(খ) গঙ্গা নদীর সাথে একটি কথোপকথন দেখা যাচ্ছে , (গঙ্গা নদী যা মা বা মা গঙ্গা হিসাবে পূজিত হচ্ছে)।

ভক্ত : মা গঙ্গা, বলা হয় যে তোমার মহাপুরুষ মানুষের পাপ ধুয়ে দেন; তুমি কি সত্যিই মানুষের পাপ ধুয়ে ফেলো?

মা গঙ্গা : হ্যাঁ।

ভক্ত: - ওহ! সত্যিই, তাহলে মা তুমি নিশ্চয়ই অসংখ্য পাপ জমা করে ফেলেছো, মা বংশ পরম্পরায় জমা হওয়া সমস্ত পাপ দিয়ে তুমি কী করো?

মা গঙ্গা : মানুষ কিছু ত্যাগ করতে অনেক কষ্ট করে এবং নিতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তাই মানুষের মাধ্যমে তারা এখানে তাদের পাপ পরিষ্কার করতে আসে কিন্তু তাদের বেশিরভাগই অতিরিক্ত পাপ নিয়ে ফিরে আসে, তাদের অনেকেই ধূর্ত শিল্পের প্রভুদের কাছ থেকে নতুন কৌশলও শেখে যারা তাদের সাথে প্রতারণা করে, লুট করে এবং এমনকি আমার নামে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে সব ধরণের পোশাক এবং প্রতীক পরে কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপের ভালো দিক হল আমি পাপমুক্ত থাকি।

আমার মন্দিরে প্রকৃত ভক্তদের দেখা খুবই বিরল, যাদের পাপ আমার জলে ধুয়ে ফেলা হয়, কিন্তু তারপর আমি ক্রমাগত প্রবাহিত হই এবং তাদের সমস্ত পাপ সমুদ্রে ফেলে দেই, যা পালাক্রমে মেঘের কাছে পাঠায় এবং তারপর মেঘ তা বৃষ্টিপাত করে এবং যারা পাপ করতে চায় বা যারা নতুন পাপ চেষ্টা করতে চায় তাদের কাছে তা প্রদান করে এবং তাই আমি নিজেও পাপমুক্ত থাকি।

তবে প্রকৃত ভক্ত আমার এই কথা মেনে চলে : চঙ্গা তো কঠোতি মে গঙ্গা , (শুদ্ধদের কাছে, সবকিছুই শুদ্ধ) এবং খুব কমই আমার কাছে আসে এবং আমার পরিচ্ছন্নতায় অবদান রাখে, কারণ তারা সকলেই জানে যে সমস্ত জীবিত ব্যক্তি আমার কাছ থেকে জল পান করে, এই লোকেরা তাদের নিজ নিজ স্থানে থাকে এবং তীর্থযাত্রীদের মতো তাদের নিজস্ব স্থান তৈরি করার চেষ্টা করে। হয়তো আমাদের পবিত্র স্থানে ভ্রমণ/ভ্রমণ/পিকনিক সীমিত করতে হবে।

(গ) প্রাচীন ও বুদ্ধিমানদের মধ্যে যোগাযোগ:

বুদ্ধিমান: এটা কিসের জন্য? বুদ্ধিমানরা জিজ্ঞাসা করে, যদি কেউ পরিবারে ঝগড়া করে, অথবা যদি কেউ এলাকায় নতুন প্রবেশ করে, তাহলে কীভাবে মন্দিরে গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করা, প্রণাম করা, প্রদক্ষিণ করা, পবিত্র জল এবং প্রসাদ গ্রহণ করা অথবা এমনকি

সেখানে ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা করা এবং তারপর আবার পরিবারে ফিরে আসা এবং একই পরিবেশে আমাদের সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধান করা সম্ভব?
মানুষ চারধামে তীর্থযাত্রা করে , এই তীর্থযাত্রা, সেই তীর্থযাত্রা , গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হয়ে আসছে এবং শোনা যাচ্ছে , কিন্তু বাস্তবে কোনও পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। তাহলে এই সব কি এবং কেন ? (মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চার ধমের তীর্থযাত্রা, এই তীর্থযাত্রা, সেই তীর্থযাত্রা, গঙ্গা-সাগর তীর্থযাত্রা করে আসছে এবং শুনছে, কিন্তু মাটিতে কোনও পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না, তাহলে এই সব কী এবং কেন?)

জ্ঞানী: এখন তুমি যা বলছো তা ঠিক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু **একটা** ইঙ্গিত ছিল যে, সেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই মানুষের জীবদ্দশায় এবং তার পরেও প্রয়োজনীয় সমস্ত মৌলিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, অর্থাৎ
' জীবন কে সাথ ভী জীবন কে বাদ ,
পরিবার কে সাথ ভী , পরিবার কে বিনা ,
বলা হয়: ধর্ম হলো ভিত্তি এবং রাজনীতি (রাজনীতি) হলো এই ভিত্তির উপর নির্মিত উপরিকাঠামো, এই ভিত্তি/ধর্ম ছাড়া রাজনীতি ভিত্তিহীন, আশাহীন এবং অসহায় হয়ে পড়ে এবং রাজনীতি ছাড়া ধর্ম নড়ে না অর্থাৎ দমনে থাকে। অর্থাৎ, সমস্ত মৌলিক সুবিধা ধর্ম সংস্থা-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তর বিষয়গুলি রাজনীতি (রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান) দ্বারা যত্ন নেওয়া উচিত **

(ঘ) সম্প্রতি 'দুই হাজার বিশ (২০২০) ' সালটি ভারতের দেব-দেবী, ঈশ্বরের পুত্র বা ঈশ্বরের রসূল, এমনকি গয়ার (মুক্তিধাম) মতো স্থানের উপর ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। এই সত্যটি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে পর্যটন, এর সমর্থিত শিল্প এবং পরিষেবাগুলি যে কোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং এর উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে এবং এর উপর নির্মিত অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যদিও কাশ্মীর বা কেরালা, সিকিম বা সুইজারল্যান্ডে পর্যটন আলাদা এবং মজা করার জন্য এবং প্রকৃতির প্রশংসা করার জন্য পরিচালিত হয়, তবে 'দুই হাজার বিশ' বছরটিও বন্ধ হয়ে গেছে - যা ইঙ্গিত দেয় যে কোনও নতুন প্রস্তাবের কথা ভাবার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

এই উদ্বেগজনক এবং স্পষ্ট ইঙ্গিতগুলির সাথে আশ্চর্যজনকভাবে, যদি কোনও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে উৎসাহিত করার সাহস করে, যারা বেশিরভাগই ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা করতে আসে, অর্থাৎ ভিক্ষা, দান, অবদান বা এই ধরনের ভিক্ষুকদের নিজেরাই পূরণ করা ব্যয়ের অংশের উপর ভিত্তি করে অর্থনীতি - মূলত ভিক্ষুকদের দ্বারা, সুস্থ মানুষ এবং শক্তিশালী মানুষের জন্য একটি অর্থনীতি, তাহলে ঈশ্বরের পরিবর্তে ভিক্ষুক-ভিত্তিক অর্থনীতির প্রচার করা উচিত।

ভিক্ষাবৃত্তি যেমন আকর্ষণ করে, ভিক্ষাবৃত্তি ভিক্ষুকদের এবং ভিক্ষুকদের মতো মানসিকতার মানুষদের আকর্ষণ করে, এই সত্যটি বিশ্বের সকল ধর্মের প্রায় সকল ধর্মীয় স্থানেই উপলব্ধি করা যায়, তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, ঈশ্বর যখন এত কিছু দিয়েছেন তখন ভিক্ষাবৃত্তিকে কেন উৎসাহিত করা হচ্ছে? যেকোনো স্থানকে বিশ্বব্যাপী পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং প্রচার করার প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য উপরে উল্লেখিত কারণই যথেষ্ট। ***

14. কৃষিবিদ্যা – কৃষি-সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক অর্থনীতির অর্থনীতি

ভারতের মতো দেশে অর্থনীতির বিকাশ বা বিকাশ কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভর করে, তা সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার থেকে আয় যাই হোক না কেন।
নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: কৃষিবিদ্যা – কৃষি-সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক অর্থনীতির অর্থনীতি সম্পর্কিত দাখিলটি তিনটি ভাগে উপস্থাপন করা হচ্ছে: (১)। সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (২)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ আলোচনা, (৩)। সমাধানের দৃষ্টান্ত,

* "কৃষিবিদ্যা – কৃষি-সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক অর্থনীতির অর্থনীতি" শীর্ষক এই অধ্যায়টি পড়ার সময়, এর বিষয়বস্তু উপলব্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে: **সামাজিক নিরাপত্তার অর্থনীতি এবং অর্থনীতির সামাজিক নিরাপত্তা** , পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির অর্থনীতি, **একটি অর্থনীতিতে কর্মক্ষম অর্থনীতি এবং কাজের বন্টন** , বাস্তুতন্ত্রের অর্থনীতি – সৌর (অগ্নি), বায়ু, জল, পৃথিবী এবং মহাকাশ, " **গরু ও খোজা ষাঁড়ের অর্থনীতি এবং গরুর মাংসের অর্থনীতি** ", পারিশ্রমিকমূলক কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক সম্পৃক্ততার পথ এবং " **পরিবার, সমাজ এবং সরকারের সদস্যদের মধ্যে আয়ের বন্টন** "।*

***রেফারেলের জন্য**: কাম কি বাত- " কামকি **আলোচনা** : জল , জমি , বন কিন্তু বিশুদ্ধ পানি , বিশুদ্ধ বায়ু এবং পরিষ্কার জমি এর সমস্যা , অসঙ্গতি এবং ব্যবস্থাপনা কিন্তু ভাসাথ খোলা কাগজপত্র এর সংগ্রহ "-

(১). সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা:

(১.ক)। ভারতের (এমনকি বিশ্বের বেশিরভাগ অংশের) সংস্কৃতিকে কৃষি বলা যেতে পারে। কৃষি একটি সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত, এটি সমাজ এবং রাজ্য/দেশের অর্থনীতিতে প্রধান অবদানকারী ছিল। আমাদের সকল উৎসব কৃষির সময় অনুসারেই হয়। কৃষিকাজকে চার মাস করে দুটি ফসল এবং প্রতিটি ফসলের পরে দুই মাস বিশ্রামের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এখানে বেশিরভাগ গ্রামবাসী তাদের নিজস্ব খাবার উৎপাদন এবং প্রস্তুত করে আনন্দ উপভোগ করে। এটা বলার মতো, "কেক খাও এবং তাও খাও"।

যদিও প্রায় পঁচিশশ বছর আগে কৃষকরা মাঠে সাপ হত্যা এবং ষাঁড় ও বাঘকে খোজা করার মাধ্যমে সংস্কৃতির সাথে আনুগত্য হ্রাস পেতে শুরু করে, কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর নিজের সংস্কৃতির (কৃষি-সংস্কৃতি) সাথে এই আবদ্ধতা এতটাই ভেঙে পড়ে যে গরু, ষাঁড়, বাঘ, মাঠ, গাছ, ফসল এই সমস্ত কিছুর সাথে পূর্ববর্তী পারিবারিক ধরণের ব্যক্তিগত সংযোগের পরিবর্তে একটি পণ্য/পণ্য হয়ে ওঠে।

আমাদের যদি ষাঁড় থাকে, তাহলে এটা খুবই সহজ যে আমরা অন্যদের ধমক দেওয়ার ক্ষমতা রাখি (করতে বা না করতে ভিন্ন কথা), গরুর গাড়ি ব্যবহার করতে পারি ইত্যাদি। যদি না থাকে তাহলে অন্যদের দ্বারা ধমক দেওয়ার সম্ভাবনা সবসময়ই থাকে। যদি আমাদের কাছে খোজা ষাঁড়, বাঘ থাকে যাতে আমরা আমাদের ইচ্ছা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমাদের মনে এটা স্পষ্ট যে আমরা ষাঁড় এবং বাঘের সাথে মিশতে শক্তি, সহনশীলতা এবং সদিচ্ছা হারিয়ে ফেলেছি। সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে এটা স্পষ্ট যে জন্মগতভাবে হিজড়া এবং খোজাকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিজড়া হওয়া ব্যক্তির (পুরুষ বা মহিলা) মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে ইতিহাসবিদ, নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা ইঙ্গিত দেন যে মানবজাতি ষাঁড়, বাঘ, ছাগল ইত্যাদি ধমক দেওয়া শুরু করার পর থেকে সমাজে হিজড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া, যখন আমাদের ক্ষেতে/খামারে সাপ থাকে, তখন আমাদের ক্ষেতকে পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা থাকে, যদি না থাকে, তাহলে আমাদের ফসল/ফল পোকামাকড় এবং কীটপতঙ্গ দ্বারা খাওয়া/ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা সর্বদা খোলা থাকে। এটা সহজ যে, যদি আমাদের ক্ষেতে সাপ থাকে তবে বিষ ঘনীভূত থাকে এবং যদি না থাকে তবে তা ছড়িয়ে পড়ে যা মানবজাতির মন সহ সবকিছুকে বিষাক্ত করে তোলে।
যখন মানবজাতির মন বিষাক্ত হয়ে যায়, তখন অস্থিরতা থেকে রোগ, ব্যাধি থেকে ভারসাম্যহীনতা এমনকি দুর্যোগ থেকে ধীর মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত নেতিবাচক বিষয় বেরিয়ে আসার আশা করা যায়, তখন ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের একটি ছন্দহীন এবং অসঙ্গত চিত্রের সামগ্রিক চিত্রায়ন প্রশংসা করা যেতে পারে।

এসব ঘটে কারণ যখন আমাদের মন বিপথগামী বা বিষাক্ত হয়ে যায়, তখন আমাদের থেকে দায়িত্বশীল আচরণ মুছে যেতে থাকে অর্থাৎ আমরা দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে পড়ি। যে কেউ, তা সে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং দেশই হোক না কেন, স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারে না এবং যাযাবর বা দাস হতে বাধ্য হয়, এই স্বাধীনতা ছিনতাইকারীদের দ্বারা নির্ধারিত প্রতিটি আইনের কাছে নতি স্বীকার করে, এমনকি নিয়মগুলিও অদ্ভুত এবং কাল্পনিক হলেও। (একজন বিদেশী শাসকের অদ্ভুত আদেশের একটি উদাহরণ ছিল নীল চাষ, যা এতটাই তীব্র ছিল যে কৃষকরা কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে শুরু করেছিল এবং মরতে পছন্দ করেছিল। বলা হয় যে চম্পারণে মিঃ এম কে গান্ধী কৃষক এবং ব্রিটিশদের মধ্যে এমন কিছু চুক্তি আনার জন্য তীব্র পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যাতে কৃষকরা কৃষিকাজ ছেড়ে না দেয়। যদিও মিঃ গান্ধীর এই কাজ তাকে জাতীয় বীর করে তুলেছিল, কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষকদের লুটপাট অব্যাহত ছিল, যা সম্পূর্ণ নারীসুলভ স্তরে উন্নীত হয়েছিল যা বিহার এবং বাংলার সবচেয়ে সম্পদপূর্ণ জমিতে কৃষক সহ কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করেছিল)।

তাছাড়া, যে কাউকে খোজা করা কোনও ছোট কাজ নয়। এর শাস্তি নিশ্চিত, গোপনে কিন্তু কঠোরভাবে দেওয়া হয়, একইভাবে যেসব পোষা প্রাণীর দুধ কেউ পান করেছে তাদেরও শাস্তি নিশ্চিত, গোপনে, কঠোরভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে দেওয়া হয়। যদিও আমরা সকলেই এই অপরাধে অংশীদার, কিন্তু সেই অঞ্চল এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি আরও ভয়াবহ শাস্তি পায় যারা কৃষিজমি এবং পোষা প্রাণীকে একটি পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে এবং গরুর মাংস খায়, যা পুরুষদের বিচরণ সংখ্যা দ্বারা দুর্ভাগ্যজনক বলে বিবেচিত হতে পারে এবং নারীরা তাদের অঞ্চল এবং ধর্মের পতিতালয়গুলিতে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং আরও বেশি।

বলা হয়ে থাকে যে, হাতি, সিংহ, বাঘ এবং চিতাবাঘ যেমন বনের জন্য, তেমনি সমতলের জন্যও বাঘ, ষাঁড়, ঘোড়া এবং অবসাদ। সিংহ এবং বাঘ হত্যা বনের জন্য কতটা ক্ষতিকর, ষাঁড়, বাঘ এবং ঘোড়ার খোজাকরণ এবং হত্যা সমতলের জন্য কতটা ক্ষতিকর। হাতি, সিংহ, বাঘ এবং চিতাবাঘ হত্যা বন ধ্বংস করেছে যেখানে সমতল ভূমিতে হত্যা এবং খোজাকরণ কৃষিকাজ নয় বরং সমগ্র কৃষি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছে। এই ঘটনাগুলি মূলত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে, যা গঙ্গা, কৃষ্ণা, কাবেরী এবং অন্যান্য নদী অববাহিকার (যেমন পাঞ্জাব, বিহার, বাংলা, বেশিরভাগ পাকিস্তান এবং ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ, আফ্রিকা ইত্যাদি) বেশিরভাগ উর্বর ভূমিতেও মরুভূমিতে বসবাসকারী ভেড়া এবং উটদের অবাধে বিচরণ এবং সহজে বসবাস দেখে উপলব্ধি করা যায়।
আরও এগিয়ে যখন আমরা ক্ষেতে পেট্রোল চালিত বা বৈদ্যুতিকভাবে চালিত মেশিন ব্যবহার শুরু করি, তখন ক্ষেত এবং অন্যান্য প্রাণবন্ত জীবনের সাথে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত সংযোগ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং একভাবে আমরা নিজেরাই আমাদের কৃষি-সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলি এবং ব্যবসায়ী এবং রাজ্য/সরকারের কর্মচারীদের আমাদের এবং আমাদের মূল কার্যকলাপকে কৃষি, কৃষিকাজ এবং কৃষকের মতো শব্দ ব্যবহার করার বা অপব্যবহার করার সুযোগ দেয় (ভারতের পাঞ্জাবের মতো অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল সেচের মাধ্যমে বছরে দুই-তিন ফসল ধান উৎপাদনের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে)।

কী ঘটেছিল বা ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তা বিতর্কের বিষয় হতে পারে, তবে বাস্তবতা হলো কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের পরেও, কেবল ঔপনিবেশিক শাসন এবং দাসত্বের অধীনেই নয়, ভারতের মতো একটি স্বাধীন ও স্বাধীন দেশেও কৃষকদের অবস্থার বছরের পর বছর অবনতি হচ্ছে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট (স্বাধীনতা দিবস) থেকে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রতি বছর গম/চাল/ডাল/চিনির বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সীমানা কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা দেখা যায়, যার মধ্যে সাধারণ সহকারী, প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংসদ সদস্যের বেতনও রয়েছে, যা সকলেই ভারত সরকার দ্বারা নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এছাড়াও এই সীমানা নির্ধারণে কেউ বুঝতে পারবেন যে ১৯৯১ সালে দেশটি যখন তার অর্থনীতি উন্মুক্ত করে দেয় তখন থেকে সরকারি কর্মচারী এবং সংসদ সদস্যদের বেতনের পার্থক্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারত যা দেখছে তা হলো ক্ষমতায় থাকা বা বিরোধী দলে থাকা এবং পরবর্তী সরকারগুলি কৃষকদের প্রতি পূর্ণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে (কয়েকজন বাদে যারা কৃষকদের সাহায্য করার নামে ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ছাড় দিয়েছিল) কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি সমগ্র দেশে সরকার কৃষকদের ঋণ মওকুফ করার পরেও কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে, যার ফলে সম্মিলিতভাবে ভারতীয় মুদ্রার পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।
ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশের বর্তমান পরিস্থিতি হলো, এর ষাট শতাংশ জনসংখ্যা দরিদ্র এবং তারা প্রতি মাসে প্রায় হাজার টাকা বিনামূল্যে রেশন পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় এবং প্রায় চার কোটি কৃষক বছরে ছয় হাজার টাকা সম্মানী পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তা শক্তি, সহানুভূতিশীল বা করুণ?

তথাকথিত উন্নত দেশগুলির বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইশতেহার এবং ভারতের ইশতেহার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘ এবং ভারতের নীতি-আয়োগের প্রতিবেদনগুলি দেখলে হতাশা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না কারণ এমন কোনও কিছুই নেই যা কৃষক এবং দরিদ্রদের চলমান দুর্দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার কোনও ইঙ্গিত দেয়।

ভারতের মতো দেশে সমস্যাটি আরও প্রকট কারণ একদিকে সরকার বলে যে ব্যবসা করার কোনও অধিকার সরকারের নেই এবং অন্যদিকে ভারত সরকার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে খাদ্যশস্য, ডাল এবং ভোজ্যতেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা, আমদানিকারক এবং পুনঃবিক্রেতা। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সরকার নির্ধারিত হারে ক্রয় করে, এই মৌলিক কথাটি ভুলে যায় যে সরকার যদি ব্যবসা করতে শুরু করে তবে জনসাধারণ ভিক্ষুক হয়ে যাবে।

বেশিরভাগ গণতন্ত্রে মানুষ দরিদ্র কারণ অধিকাংশ জনগণকে তাদের পণ্য ও পরিষেবার জন্য কম বেতন দেওয়া হয়, এই জাদুকরী স্লোগানের অধীনে যে মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং পরিষেবাগুলি সাশ্রয়ী মূল্যে এত সস্তা হতে হবে। এই চিন্তাভাবনাই সেইসব দরিদ্রদের দরিদ্র করে তুলেছে যারা এই জিনিসপত্র উৎপাদন এবং পরিষেবা প্রদানের সাথে জড়িত। দুর্ভাগ্যবশত, ভারত এবং অন্যান্য স্থানে জনসংখ্যার সত্তর শতাংশ এই ধরণের কাজে জড়িত, তাই আমাদের জনসংখ্যার সত্তর শতাংশ দরিদ্র।

দেশটি পুরো দোষ কাকে দিতে পারে? হয়তো সরকার, যা তার বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনের পুরো ব্যবস্থা, তাদের স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী হতাশা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত এবং জনগণ এবং তাদের দেশের আস্থার একজন বেতনভুক্ত ট্রাস্টি হিসেবে নিজেদেরকে সারিবদ্ধ করা উচিত।

(২)। <u>প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আলোচনা</u> :

(ক) কৃষকদের কৃষি ও সংযুক্ত কার্যকলাপ থেকে আয়ের বহুমুখী উৎসের জন্য প্রচার করা প্রয়োজন যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অসহায়ত্ব এড়ানো যায় এবং চরম পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখা যায় (যেমন, পালিয়ে যাওয়া বা 'মৃত্যু সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে এবং সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়' এই ভুল ধারণার অধীনে আত্মহত্যা)।
তাছাড়া, এই কৃষক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্যান্যরা প্রায়শই ছোট-বড় শোষণের শিকার হন যার জন্য পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগ এবং বিপুল সংখ্যক নির্বাচিত সদস্যের সমন্বিত ব্যবস্থা অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়, যার সমাধান করা প্রয়োজন।

মহাজন এবং বিভিন্ন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত অর্থের উপর সুদের হার এবং তাদের পাওনা আদায়ের পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণ করা আবশ্যক (যদিও এতে গোয়েন্দা তথ্য এবং প্রতারক গ্রাহকদের জড়িত থাকার প্রয়োজন হয়) কারণ এটি কৃষক এবং নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীর মানুষের হয়রানির মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যা এমনকি তাদের আত্মহত্যার দিকে পরিচালিত করে। আমাদের সতর্ক থাকা দরকার কারণ এশিয়ার দেশগুলিতে কৃষক এবং নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীর মানুষের আত্মহত্যা সংক্রামক এবং সমগ্র বিশ্বকে এর কবলে ফেলতে পারে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা, যেখানে শিক্ষায় ব্যর্থতাকে জীবিকা নির্বাহে ব্যর্থতা এবং পিতামাতার তথাকথিত মিথ্যা অহংকারে ক্ষয় বলে মনে করা হয় (দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ব্যর্থতা এবং আত্মহত্যা একজনকে মুক্তি দেয় না, কেবল একটি বিষয় হল যে পরের জন্মে প্রথম শ্রেণি থেকে আবার পড়াশোনা করতে হবে, একরকমভাবে ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়ে আবার উন্নতির জন্য চেষ্টা করার চেয়ে আরও কঠিন কাজ)।

(খ), খাদ্য দুর্নীতি এবং খাদ্য অপচয় কমাতে, ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনের মতো প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ পরিচালন ব্যয় ছাড়াও, আমরা ফসল কাটার সময় (ডাকঘরের মাধ্যমে বা ধর্মীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে) খাদ্যশস্য কেনার জন্য খুব নিম্ন আয়ের লোকেদের ছোট ঋণ প্রদানের কথা ভাবতে পারি। এটি একাধিক উপায়ে সাহায্য করবে যেমন, মাথাপিছু ধার বৃদ্ধি, পৃথকীকরণের মাধ্যমে মজুদ করা যা পিডিএস-জনসাধারণ বিতরণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে, বিপর্যয়কর ব্যবস্থাপনায় সহজতা আনবে ইত্যাদি।

(গ) কৃষিকে ভিত্তি না করে কোন দেশ একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে টিকে থাকতে পারে না। ভালো বর্ষাকাল ছাড়া শিল্প বিপ্লব স্তব্ধ, চমকপ্রদ হয় (কয়েক বছরের মধ্যেই শিল্পায়ন তার শীর্ষে পৌঁছে যাবে)। আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে কৃষক আবার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং জাতীয় করের অবদান রাখে বলে মনে করে।

ক্রাচ হিসেবে কাজ করে এমন সকল সাহায্য অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে। কৃষকদের সাহায্য করার জন্য, ট্রাক্টরের উপর ভর্তুকি একটি রসিকতা। বর্তমানে ট্রাক্টরের সংখ্যা এতটাই যে, আগামী দশ বছর ধরে যদি শুধু ভারতেই নয়, বরং কৃষিক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও ট্র্যাক্টর চালু না করা হয়, তবুও এটি কোনও বাধা তৈরি করবে না। এখন ট্রাক্টর বিক্রি জোরপূর্বক, কারসাজিপূর্ণ এবং অপ্রয়োজনীয়।

সবুজ বিপ্লবের সময় গাছ কাটার ফলে জমি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জঙ্গল নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে – মরুভূমির আয়তন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নদীর তলদেশ (প্রস্থ এবং গভীরতায়) হ্রাস পেয়েছে যার ফলে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হ্রাস পেয়েছে। বনভূমি এবং জলের পরিমাণের অনুপাত কৃষিকাজ এবং মানুষের বসবাসের পরিমাণের তুলনায় তিনগুণ বেশি হওয়া উচিত।

(ঘ) কেন্দ্রীভূত গণবণ্টন ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। কৃষিজাত পণ্য ই-মার্কেটিং, পেট্রোল পাম্প, কিষাণ চৌপাল ইত্যাদির মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তর এবং জরুরি অবস্থায় জাতীয় স্তরে অবাধে বিক্রয়যোগ্য করতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। খাদ্যপণ্যের বৃহৎ আকারের জুয়ার জন্য কোনও প্রচারণার প্রয়োজন নেই। ডাকঘর, পেট্রোল পাম্প, ব্যাংক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কাছে কম দামে সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান করতে হবে। ছোট চেকড্যাম তৈরির জন্য কৃষকদের সহযোগিতা বা অবদান রাখতে হবে।
কৃষির প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কেবল অর্থনৈতিক নয় বরং সাংস্কৃতিক হওয়া উচিত এবং আমরা সকলেই বুঝতে পারি যে সংস্কৃতি এবং জমি আমাদের বেঁচে থাকার এবং আমাদের পরিচয়ের মূল বিষয়। কেবলমাত্র কৃষিই দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং তার হারানো গর্ব ফিরে পেতে পারে।

(ঙ) যান্ত্রিকীকরণের পর প্রচুর জমি এবং জমির সাথে কম সম্পৃক্ততা থাকা দেশগুলির মধ্যে খুব কমই সস্তায় খাদ্য সামগ্রী কিনতে সক্ষম হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে, খুব কম অর্থনীতিবিদই বলতে শুরু করেছিলেন যে খাদ্যদ্রব্য অবশ্যই সস্তা হতে হবে, এবং যেহেতু এই দেশগুলিতে জনবল কম ছিল, তাই শুরুতে কৃষকরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারত, পরবর্তীকালে এই দেশগুলি সরাসরি নগদ ভর্তুকি ব্যবহার শুরু করে।
অভ্যন্তরীণ তথ্য বিশ্লেষণ না করেই, অনেক দেশ এবং অনেক ড্রয়িং রুম অর্থনীতিবিদ এই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করতে শুরু করেছেন যে মৌলিক খাদ্যপণ্য অবশ্যই সস্তা হওয়া উচিত। যেহেতু এই তথাকথিত মহান অর্থনীতিবিদরা ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করেছেন, তাই তাদের কণ্ঠস্বরের একটি কৌশলগত প্রভাব রয়েছে। এই সমগ্র ঘটনার ফলে যারা কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত তারা দরিদ্র হয়ে পড়েছেন এবং এখনও রয়েছেন অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার ষাট-সত্তর শতাংশ দরিদ্র এই গণনার কারণে (এটা লজ্জাজনক যে এই ধরনের অর্থনীতিবিদরা বর্তমান সত্যকে সস্তা

আলু এবং বিশ গুণ ব্যয়বহুল চিপস/ওয়েফারকে ন্যায্যতা দেন যেখানে এটি সহজেই আলুর দামের দুই থেকে তিন গুণ দামে বিক্রি করা যায়)।

এই শ্রেণীর কণ্ঠস্বর দমন করার জন্য এবং নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, এই অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন সংস্কারকদের সাথে পরোক্ষভাবে সাহায্য প্রদানের ধারণা শুরু করেছিলেন। এই তথাকথিত মহান অর্থনীতিবিদরা 'ক্র্যাচ'-এর কথা বলতে শুরু করেছিলেন, ক্রাচের ভবিষ্যৎবাণীও করেছিলেন এবং কখনও কখনও ক্র্যাচও দিয়েছিলেন, কিন্তু এই অর্থনীতিবিদরা কখনও তাদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবতা দেখতে এবং আসল জিনিসটি নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য কষ্ট করেননি।

দুর্ভাগ্যবশত, যারা এই তথাকথিত মহান অর্থনীতিবিদদের এবং তাদের ডিগ্রি এবং পোর্টফোলিওর চাপে চাপা পড়ে গেছেন, তারা খুব একটা ধারাবাহিকভাবে কথা বলতে পারেননি, বরং ভর্তুকির শাসনব্যবস্থাকে এক বা অন্যভাবে মেনে নিয়েছেন। পরোক্ষ ভর্তুকি প্রকৃত অভাবীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক পরোক্ষ উপায় খুঁজে পেয়েছে, এবং এর ফলে ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক এবং অন্যান্য সেবাগ্রহীতা শ্রেণীর উপর আরও বোঝা চাপিয়েছে। এর তত্ত্ব এবং উদ্বেগজনক দারিদ্র্যের বিপরীত ফলাফল খুঁজে বের করে, অর্থনীতিবিদরা (তথাকথিত) বিশেষ করে দরিদ্র এবং দরিদ্রতমদের জন্য গণবন্টন ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়েছেন, যা নিম্ন স্তরের বৃদ্ধিকে আরও দুর্বল করে তুলেছে।

(চ) আমরা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে পেরেছিলাম কিন্তু খাদ্যশস্যের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব এবং স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের হতাশাজনক বন আইনের কারণে আমাদের ফলের ঝুড়ি মূলত খালি হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্নটি কেবল চুক্তিবদ্ধ কৃষিকাজ এবং জৈব চাষের নয়, বরং কতটা, কোথায় এবং কী ধরণের কৃষিকাজ করা হবে তাও প্রশ্নটি হল কৃষিজাত পণ্য, বনজ সামগ্রী এবং ম্যানুয়াল পরিষেবার সাথে শিল্পজাত পণ্য এবং আইনজীবী, ডাক্তার এবং শিক্ষাগত কোচিংয়ের মতো পরামর্শমূলক পরিষেবার বিক্রয় খরচ কীভাবে গণনা করা হবে। এর পাশাপাশি ঋণ, ক্রেডিট কার্ড এবং বীমা সুবিধা এবং এর পরিষেবা চার্জ এবং সুদের হারের প্রশ্নও রয়ে গেছে যা কৃষক এবং নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীর মানুষের জন্য প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের কারণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে ব্যবস্থাটি ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং সকল স্তর থেকে দায়মুক্তি পাওয়া গেছে?

(ছ)। গবেষণাগারে রক্ত ও মূত্রের সংস্কৃতি হোক বা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, যেকোনো ক্ষেত্রে, অঞ্চল বা ধর্মের সংস্কৃতিই কেবল তখনই বিকশিত হতে পারে যখন উপযুক্ত পরিবেশ (যেমন তাপমাত্রা, বায়ু, আর্দ্রতা অর্থাৎ আবহাওয়া এবং ভূগোল) এবং পর্যাপ্ত বিচ্ছিন্নতা প্রদান করা হয়। ভারতে কৃষি (কৃষি) প্রাথমিকভাবে ঋষিদের (সন্ত ও ঋষিদের) দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল যা ষাঁড়ের সাহায্যে করা হয়েছিল।

ঋষি এবং কৃষি (ঋষি) এবং (কৃষ – ঋষি এবং কৃষি–) কৃষি যতক্ষণ না সংস্কৃতি হিসেবে নিজেকে বজায় রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মানজনক থাকতে পারে, কিন্তু একবার প্রাকৃতিক ছন্দের মূলনীতি ভুলে গিয়ে ষাঁড়কে বলদে রূপান্তরিত করলে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। যেহেতু কোনও দেশ কৃষি ছাড়া বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না; তাই সমাজকে কৃষিকাজ এবং বনায়নের মধ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার কথা ভাবতে হবে, এমনকি যদি এটি আমাদের সকলের জন্য অপ্রীতিকর পদক্ষেপ এবং প্রতিকূলতার জন্যও হয়।

৩. <u>সমাধানের দৃষ্টান্ত</u> :

(ক) কৃষি সংস্কৃতির প্রবর্তন, সকলের সুস্থ, সুখী ও পবিত্র থাকার জন্য প্রার্থনা এবং এই অনুভূতি জাগানো যে পৃথিবী এমন একটি যেখানে সবাই সবার (মানুষ, পাখি, প্রাণী, মাছ এবং গাছ) আত্মীয়, এটি ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার ফলাফল এবং এটি আমাদের পূর্বপুরুষ, সাধু–ঋষিদের কোনও কাল্পনিক বা অলৌকিক ধারণা ছিল না। এটি কেবল এই বার্তা দেওয়ার জন্য যে যদি কোনও কিয়ামত আসে তবে আমাদের সকলেরই ধ্বংস হবে, তাই আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক দায়িত্ব, কৃষক এবং তাদের পরিবারের একা নয়। আমরা নিম্নমুখী দিক থেকে ঊর্ধ্বমুখী দিকে ঘুরে অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব।

আমরা যদি আমাদের সামাজিক–অর্থনৈতিক–ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আয়/সম্পদ বন্টন এবং ব্যবস্থাপনার দিকে তাকাই, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে কৃষি–সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা জাতীয় সরকার বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা জাতিসংঘের সংস্থাগুলির চেয়ে স্থানীয় সমাজ/সংস্থার কাজ এবং দায়িত্ব বেশি, তাই স্থানীয় সংস্থা/সমাজ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কৃষি ও বনায়ন এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রম দেখা এবং তাদের প্রধান সহায়তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা তাদের কর্তব্য।

(খ) ভারতের মতো দেশে যদি আমরা কৃষকদের সমস্যার দিকে তাকাই, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে কৃষকরা বেসরকারি মহাজনদের চাপ, ক্রেডিট কার্ডের উচ্চ সুদের হার, জমির মাথাপিছু ধারণক্ষমতা এবং তার উর্বরতা হ্রাস, তথাকথিত অনুমোদিত মান্ডিতে (বাজার) সম্পূর্ণ ফসল বিক্রি করার বাধ্যবাধকতার কারণে ভোগাচ্ছে, অন্যদিকে কৃষকরা মাটির অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষাগার, সঠিক এবং প্রাকৃতিক কীটনাশক, কীটনাশক, সার এবং অন্যান্য সম্পর্কিত জ্ঞান/তথ্যের অভাব এবং তারপরে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি, বীজ এবং কৃষি সরঞ্জাম কেনার জন্য উপযুক্ত স্থানীয় সহায়তা ব্যবস্থার অভাবের কারণেও ভুগছেন।

(গ) পরিবার ও সমাজে কাজ ও আয়ের সুষ্ঠু বন্টনের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমাজের কর্তব্য হলো কৃষকদের উপরোক্ত সমস্ত পরিষেবা প্রদান করা, যার মধ্যে রয়েছে কৃষক, তাদের পরিবার এবং তাদের ফসলের জন্য বিনামূল্যে বীমা সুবিধা, সহজ

শর্তে ঋণ প্রদান, নির্দেশনা, পরামর্শ, ল্যাব সুবিধা, ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা, কৃষক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমবায় গঠন ইত্যাদি।

(ঘ) উপরে যেমনটি বলা হয়েছে, কৃষিজমি এবং বৃক্ষরোপণের মধ্যে ভারসাম্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে যার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের প্রাকৃতিক পুনঃপূরণ, মাটির আর্দ্রতা, ক্ষারীয়তা/অম্লতা, উর্বরতা, পাখিদের আশ্রয়, জীবাণু এবং বন্যা এবং তীব্র বাতাসের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে মাটির ক্ষয় হ্রাসে ব্যাঘাত ঘটেছে। তাই সমাজের দায়িত্ব হবে বিভিন্ন ধরণের গাছ রোপণ, সুরক্ষা এবং বৃদ্ধি এবং টিকিয়ে রাখা।

(ঙ) জাতীয় সরকারকে তার কৃষি, গণবণ্টন এবং বন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ও দায়িত্ব সীমিত ও পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। জাতীয় সরকার তার জলসম্পদ, পরিবেশ মন্ত্রণালয় পুনর্বিবেচনা করতে এবং কৃষি-সংস্কৃতি এবং কৃষিবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আন্তঃসংযুক্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ও দায়িত্ব পুনর্নির্ধারণ করতে চাইতে পারে।

(চ) উপরে তুলে ধরা হয়েছে যে, সমাজের ও দেশের শীর্ষস্থানীয় উপার্জনকারী এবং করদাতা থেকে শুরু করে ঋণ, ঋণ এবং অন্যান্য ক্র্যাচের উপর নির্ভরশীল কৃষকদের উপর কৃষকদের পতন , অর্থাৎ কৃষকরা অভিশপ্ত জীবনযাপন করছে যা ষাঁড়, বাঘ এবং সাপের উপর কৃষকদের অত্যাচার এবং উপজাতিদের (আমাদের আদিবাসী এবং কৃষক সৎ ভাই) প্রতি সন্দেহজনক আচরণের ফল। সমাজের দায়িত্ব হল ষাঁড়, বাঘ, পাখি, জলাশয়, বৃক্ষরোপণ এবং বনের গোষ্ঠীর প্রতি আচরণ সম্মানজনক হয়ে ওঠে, এমনকি যদি এর ফলে দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, ফলস্বরূপ দুধ এবং চিনিযুক্ত চা এবং কফি।

(ছ)। অনেক দেশ বিভিন্ন আকরিক/খনিজ বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে এই ধারণা নিয়ে যে প্রক্রিয়াজাত আকরিক বা ধাতু বিক্রি করা ভালো, একইভাবে সমাজ গম/ছোলা/চালের আটা সহজ শস্য হিসেবে বিক্রি করার কথা ভাবতে পারে। আরও সমাজ বিভিন্ন রূপ এবং আকারে বিক্রি করার কথাও ভাবতে পারে।

(জ) বলা হয় যে প্রাথমিক উন্নতি হল প্রার্থনা, কারণ আমাদের সম্মিলিত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন আমাদের খাদ্য উন্নত হয় (যেমন খাদ্য, তেমনি মেজাজ), জল নরম হয় (যেমন জল, তেমনি কণ্ঠস্বর) এবং বায়ু সতেজ এবং দূষিত হয় (যেমন বায়ু, তেমনি আমাদের ন্যায্য/দিকনির্দেশনা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কামোদ্দীপক হিসাবে তাজা, পরিষ্কার এবং পচা হয় (যেমন নেশা, তেমনি অবস্থা- जैसा नशा वैसी दशा - জাইসা নাশা বৈসি দশা) এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই যে এই সমস্ত কিছুই কৃষি থেকে আসে, তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমাদের কৃষি সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার করা। ***

15. স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের অর্থনীতি

"আমাদের মধ্যে যদি কেউ জীবনের যেকোনো সময়/মুহূর্তে দুর্বল, অর্থহীন, অসহায়, নিঃস্ব বা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তাহলে সেই সময়ে সমাজ এবং সরকারের কাছ থেকে আমাদের কী প্রত্যাশা থাকবে? যে সমাজ এবং সরকার সেই সময়ে আমাদের প্রত্যাশা (মৌলিক খাদ্য, জল, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা, নিরাপত্তা নির্দেশনা এবং ন্যায়বিচার) পূরণ করতে সক্ষম, তাকেই একটি ভালো সমাজ এবং সরকার বলা যেতে পারে।"

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: "স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের অর্থনীতি" সম্পর্কিত জমাটি তিনটি ভাগে উপস্থাপন করা হচ্ছে: (১)। বিষয় এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (২)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ আলোচনা । (৩) স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি।

* [আরও, "স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের অর্থনীতি" এই অধ্যায়টি পড়ার সময়, এখানে বিষয়বস্তুকে সুস্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে: অধ্যায়-১৭, চিরস্থায়ী অর্থনীতিতে আয়ের সর্বোত্তম বন্টন, অধ্যায়-১৮, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা-একটি অবাধ মেলা।] *
** **রেফারেলের জন্য: বই, "ঐশ্বরিক গণতন্ত্র (ঐশ্বরিক গণতন্ত্র),** অধ্যায়-১১, ভারতের অবস্থা: আইনি ব্যবস্থা, অধ্যায়-১২ ভারতের অবস্থা: স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অধ্যায়-১৮ শিক্ষা, **

(১). <u>সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা:</u>

(১.ক)। " প্রত্যেকেরই জীবদ্দশায় সাধারণত এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যেখানে তার অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত পরিষেবা যেমন ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্য এবং নির্দেশনা এবং শিক্ষার প্রয়োজন হয়"। যদি এটি সঠিক হয়, তাহলে সর্বোত্তম মানের এই পরিষেবাগুলি, যদি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য না রাখা হয়, তাহলে অভাবী এবং যোগ্য প্রার্থী এই মৌলিক পরিষেবাগুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই ধরণের ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং গোষ্ঠী/সমাজের অবস্থা খুব সহজেই কল্পনা করা যায় যারা ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্য এবং নির্দেশনা/শিক্ষার মতো মৌলিক পরিষেবাগুলি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, যার মধ্যে অর্থ/সম্পদ না থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এটা নিশ্চিত যে এই পরিস্থিতিকে একটি সুস্থ ও সুখী দেশ ও সমাজের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তাই এই পরিষেবাগুলি বিনামূল্যে এবং অতিথি এবং দর্শনার্থী সহ সকলের জন্য সর্বোচ্চ মানের রাখার পক্ষে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে, সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং ফলস্বরূপ লকডাউন প্রতিটি সাধারণ মানুষের মনে একটি বিষয় স্পষ্ট করে তুলেছে যে একজন রোগী কীভাবে পুরো পরিবার, উপনিবেশ, শহর, দেশ এবং সম্ভবত সমগ্র বিশ্বে এই রোগ ছড়িয়ে দিতে যথেষ্ট, তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বীমাকৃত বা

বীমাবিহীন, অর্থপ্রাপ্ত বা দারিদ্র্যপীড়িত নির্বিশেষে সকলের জন্য মানসম্পন্ন চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।

এই ধারণা বিশ্বাসের মৌলিক নীতির সাথে মিলিত/সংযোজিত হয়েছিল যে "যে দান করে সে পায় (যে দান করে, জন্ম দেয়)"। তাই ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা এই তিনটি মৌলিক পরিষেবা সমাজের অবদান থেকে এবং সুবিধাভোগীর দ্বারা প্রদত্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে অর্থ প্রদানের পরে সঞ্চালিত হয়েছিল। সুদূর অতীতে এই তিনটি (ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা) পরিষেবা এভাবেই রাখা হয়েছিল এবং সমাজের আদর্শ ছিল।
উপরোক্ত মনোভাবগত সেবার অনুশীলন ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজকে এমন এক ব্যক্তিতে পরিণত করেছে যারা বিশ্বকে তাদের সেরাটা দেয় এবং যারা অন্যদের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখে এবং বিনিময়ে অবশ্যই সেরা থাকার জন্য সেরাটা এবং আশীর্বাদ লাভ করে।

(১.ক.১)। পৃথিবীতে আরও একটি জাতি আছে যারা মনে করে যে এই তিনটি পরিষেবাই প্রত্যেকের জীবনে অবশ্যই প্রয়োজন হবে এবং যখন কেউ প্রয়োজন বোধ করে তখন তার আপত্তি নেই (অন্যান্য পরিষেবার তুলনায়) আরও বেশি অর্থ প্রদান করতে, তাই যদি কেউ বা কোনও গোষ্ঠী/সমাজ বেশি আয় করতে চায়, তাহলে এই খাতগুলিকে সেরা বেতনদাতা এবং মুনাফা অর্জনকারী বলা যেতে পারে।

এই বোধগম্যতার সাথে সকলের মনে মৌলিক সন্দেহ তৈরি হয় যে কেউ টাকা দিতে ফিরে আসে না, তাই এই তিনটি পরিষেবাকে মূলে বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়েছিল, যা কখনও কখনও অনৈতিক, জালিয়াতি, লুটপাট, প্রতারণা এমনকি দিনের আলোতে ডাকাতি বলেও মনে হয়। উপরোক্ত মনোভাবের অভ্যাসগুলি ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজকে এমন একটি চিন্তাভাবনায় পরিণত করেছে, যেমন যে পৃথিবী থেকে সেরাটা নিতে চায় এবং যে অন্যদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে।
(১.ক.২)। পৃথিবীতে এখনও আরও একটি জাতি আছে যারা দাবি করে যে তারা দরিদ্র ও দরিদ্রদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে এবং বেসরকারি পেশাদারদের সরকারি সহায়তা বা বীমার মাধ্যমে অর্থবানদের সেবা করার অনুমতি দেয়, কিন্তু ন্যায়বিচারের জন্য এমনকি বীমাও নেই। এই সমস্ত দেশ যেখানে বিনামূল্যে এবং চার্জযোগ্য সমান্তরাল ব্যবস্থা থাকার কথা, সেখানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে দুর্দশাগ্রস্ত দেশ বলে মনে হয় এবং তাদের নাগরিক এবং রাজনৈতিক নেতারা হতদরিদ্র এবং অসহায় মানুষ বলে মনে হয়।

(১.ক.৩)। মানুষ তাদের মৌলিক বিশ্বাসের কারণে (১.ক.১) উপরে বর্ণিত ধারা অনুসরণ করতে চায়, কিন্তু বর্তমানে (১.ক.১) ধারা অনুসরণ করতে এবং (১.ক.২) ধারা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে বাধ্য। কোনটা সঠিক বা ভুল তা ব্যক্তিগত বিচারের বিষয় হবে, কিন্তু সমগ্র সমাজ এবং দেশকে বেছে নিতে হবে এবং সেখানে অনুসরণ করতে হবে, যখন

আমাদের সচেতন এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (আমাদের বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক বা বর্তমান বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) যা সংসদ এবং আদালত কক্ষে নয় বরং কেবল দেশব্যাপী গণভোটের মাধ্যমেই নেওয়া যেতে পারে।

(১.খ). ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্য এবং নির্দেশনা তথা শিক্ষার ন্যায্য পরিষেবা থেকে কোনও ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা কি একটি সুস্থ ও সুখী সমাজের লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? কোনও নাগরিক, অতিথি বা এমনকি দর্শনার্থীর কাছে আর্থিক সুবিধার প্রাপ্যতা বা অনুপলব্ধতার কারণে এই তিনটি পরিষেবার ক্ষেত্রে গুণমান, পরিমাণ এবং সময়ের কোনও সীমানা কি ন্যায্য হতে পারে? এই ধরনের সীমানা কি একটি অস্বাস্থ্যকর এবং অসুখী সমাজ গঠনের দিকে পরিচালিত করবে না?

দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে প্রায় সকল ধর্ম, সকল অঞ্চল এবং সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্য এবং নির্দেশনা তথা শিক্ষার ন্যায্য পরিষেবার প্রতি উদাসীন, অথবা এই তিনটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে লাভের ধারণার কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখা গেছে। খুব কম ধর্ম এবং তথাকথিত নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিই তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই পরিষেবাগুলিকে ব্যবহার করছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এতে জড়িত হয়েছে, যেখানে তথাকথিত পশ্চাদপদ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি এখনও এই সমস্যাটির কী করা উচিত এবং কীভাবে সমাধান করা উচিত তা নিয়ে ভীত।
(১.গ)। সমাজে সমস্যাগুলি তখনই শুরু হয় যখন সমাজ এই মৌলিক ভিত্তিটিকে অবহেলা বা উপেক্ষা করে যে বিশ্বাস/ধর্ম হল সেই ভিত্তি যার উপর রাজনীতি – শাসনের উপরিকাঠামো স্থাপিত।
এই সংজ্ঞাটি বিবেচনা করলে, ধর্ম একটি ভিত্তি, এটি এমন ধর্ম হওয়া উচিত যা সমগ্র সমাজের সম্পূর্ণ মৌলিক এবং স্থানীয় কাজের যত্ন নেয়, অর্থাৎ ধর্মকে অবশ্যই সমগ্র জীবনধারা পরিচালনা করতে হবে এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা (শারীরিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক), কর্মসংস্থান এবং ব্যস্ততার সমগ্র পরিসর, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, শক্তি ও বিনোদন, বাস্তুতন্ত্র এবং পরিবেশ, প্রশাসন এবং ন্যায়বিচারের পাশাপাশি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতির যত্ন নিতে হবে।

আরও, রাজনীতি (সরকার) যা একটি উপরিকাঠামো, তাকে সামষ্টিক নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা (রিজার্ভ পুলিশ এবং সেনাবাহিনী), আন্তঃসংযোগ, গবেষণা ও উন্নয়ন, পরামর্শ ও প্রতিক্রিয়ার সুবিধা, জাতীয় উৎসব উদযাপনের পাশাপাশি সংবিধান (দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং নমনীয় ব্যবস্থা) এবং সাংবিধানিক আদালতের মাধ্যমে দেশের একজন পথপ্রদর্শক এবং বিবেক রক্ষক হিসাবে দেখাশোনা করতে হবে। এই সংজ্ঞাটি আরও নির্দেশ করে যে ভারতে রাজ্য সরকার এবং সহযোগীদের অফিসের মতো কোনও মধ্যস্থতাকারী কাঠামোর প্রয়োজন নেই এবং এটি বাতিল করা যেতে পারে।

সমাজের জেগে ওঠার এবং নিজের হাতে দায়িত্ব নেওয়ার সময় এসেছে। স্থানীয় ধর্মীয় সংস্থা, জেলা পরিষদ, কয়েকটি জোনাল-অফিস এবং জাতীয় সরকার (নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত) দ্বারা ভারত খুব ভালোভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে পারে।

(২)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আলোচনা:

(২.ক)। এটা খুবই আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত এবং বিরোধপূর্ণ যে, "ডাক্তার, আইনজীবী এবং বিচারক, শিক্ষক এবং ধর্মপ্রচারক" কে অনেক সময় ঈশ্বরের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, কারণ তাদের কথা হলো তারা ব্যক্তিকে দ্বিতীয় জীবন প্রদান করছেন এবং একভাবে সমগ্র সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজ করছেন। কিন্তু বাণিজ্যিকীকরণের পর ডাক্তার, আইনজীবী বা শিক্ষক হওয়া একটি পেশায় পরিণত হয়েছে। তাহলে কীভাবে একজন পরিষেবা বিক্রেতাকে পরিষেবা ক্রেতা/গ্রাহকের সামনে ঈশ্বরের সাথে তুলনা করা হচ্ছে? তাছাড়া, এই ডাক্তার, আইনজীবী এবং শিক্ষকরা (পেশাদাররা) তাদের গোপনীয়তায় বিপরীত প্রার্থনা করছেন, অর্থাৎ ডাক্তার এবং ওষুধ কোম্পানিগুলি আরও রোগীর জন্য (অর্থাৎ সমাজে আরও রোগের জন্য), আইনজীবী এবং বিচারকরা আরও ক্লায়েন্টের জন্য (অর্থাৎ সমাজে আরও অপরাধ এবং অবিচার) এবং শিক্ষক এবং ধর্মপ্রচারকরা আরও ছাত্র/শিষ্যের জন্য (অর্থাৎ সমাজে আরও অজ্ঞতা) প্রার্থনা করছেন, তাহলে কীভাবে এই পেশাগুলিকে সম্মানজনক বলে বিবেচনা করা হচ্ছে?

উপরের পরিস্থিতি তখনই ঘটতে পারে যখন ধর্মের মূল বিষয়গুলিকে পিছনে ফেলে দেওয়া হয় বা পিছনের পায়ে রাখা হয় এবং সমাজ নিজেকে সামলাতে না পারে এবং এই মৌলিক পরিষেবাগুলিকে বাণিজ্যিকীকরণ করতে না পারে। গত কয়েক হাজার বছর ধরে যা চলছে তা দেখে এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে ধর্মের মৌলিক ধারণার পাশাপাশি, কী খাবেন, পান করবেন এবং ধূমপান করবেন এবং কী করবেন না সে সম্পর্কে ধারণাও ভুল হয়ে গেছে, অন্যথায় মানুষ অসুস্থ/রোগী হত না, অপ্রয়োজনীয় অপরাধে লিপ্ত হওয়ার জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলত না এবং প্রথমেই তাদের অজ্ঞতা প্রতিফলিত/প্রকাশ করত না যার জন্য ডাক্তার, আইনজীবী, বিচারক, শিক্ষক এবং প্রচারকদের পরিষেবা প্রয়োজন।

*(এটা প্রমাণিত সত্য যে খাদ্য যেমন হয়, তেমনি মানুষের মেজাজও হয়, জল যেমন হয়, তেমনি মানুষের কণ্ঠস্বরও হয় এবং ধোঁয়া যেমন হয়, তেমনি তার ইন্দ্রিয়ও হয়, তাই ধর্ম সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়, যেমন রাসায়নিকভাবে চিকিত্সা করা অ্যাফ্রোডিসিয়াক ধূমপান এড়িয়ে চলা, পচা ফল এবং শস্য পান করা এড়িয়ে চলা এবং মানুষের মাংস (নরখাদক) এড়িয়ে চলা, এবং যেগুলি আকারে বড় (প্রাণী-মৎস্য) হাইড্রোকার্বনের উচ্চ-বৃহৎ আণবিক শৃঙ্খলযুক্ত) জেনেটিক ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, এবং শকুন (গিদ্ধ) এবং শূকর-শুয়োরের মাংস এড়িয়ে চলা কারণ তারা ময়লা খায়, তারপর কুকুর (কারণ কুকুরকে মানুষের বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করা হয়), তারপর যে প্রাণীর দুধ মানুষ পান করে সেগুলি ছাগল, গরু বা মহিষ ইত্যাদি (কারণ দুধ মায়ের) ইত্যাদি। এই

সত্তাগুলির সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা হয় তা কেবল তার ব্যক্তিত্বকেই প্রতিফলিত করে না বরং এই ব্যক্তিদের, তাদের পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে তাদের সমাজের ভবিষ্যৎও পূর্বাভাস দেয়।

পানীয়, খাদ্য এবং কামোদ্দীপক পদার্থের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবার এবং সমাজ উল্টোপাল্টা বা বিপরীতভাবে কী পরিবর্তন আনে। এটা সাধারণ যে এই জিনিসগুলি (পানীয়, খাদ্য এবং কামোদ্দীপক পদার্থ) সমাজে ভালো থেকে খারাপ, খারাপ থেকে খারাপ, রাজত্ব থেকে দাসত্ব এবং বিপরীতভাবে যেকোনো পরিবর্তন আনতে যথেষ্ট।)*

(২.খ)। যেহেতু মৌলিক ধর্ম ভুলে গেছে এবং ধর্মীয় সমস্যাগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, তাই এর আঞ্চলিক বৈষম্যও দেখা দিয়েছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, প্রতিটি ধর্মের সকল ধর্মীয় গুরু তাদের বংশকে এই মৌলিক পরিষেবাগুলি (স্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার এবং শিক্ষা) প্রদানের পরিবর্তে, অনুসারী এবং সমর্থকরা মৃত্যুর পরের জীবনের স্বপ্ন প্রচারে, তার অনুসারীদের মধ্যে ভয় জাগিয়ে তুলতে, তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যদের হীনমন্যতা প্রদর্শনে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন এবং শান্তি ও সম্প্রীতির চেয়ে সমাজে ঘৃণা ও শত্রুতা বেশি তৈরি করেছেন। এই সমস্ত ধর্মীয় গুরুরা একসাথে তাদের ব্যক্তিগত অনুসারীদের পাশাপাশি সমগ্র সমাজের প্রায় সকলের বিশ্বাসকে নাড়া দিয়েছে।

যেহেতু বিশ্বাস/ধর্ম প্রতিটি জীবের সহজাত এবং কেন্দ্র (হৃদয়), তাই যখন বিশ্বাসকে নাড়া দেওয়া/ভাঙ্গা/খণ্ড খণ্ড করা হয়, তখন স্পষ্টতই কেন্দ্র (হৃদয়) অনিয়মিতভাবে কাজ করবে। যদি এই অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে তবে এটি অবশেষে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ব্যাহত করবে যা স্পষ্টতই শর্করার মাত্রা (ডায়াবেটিস), হতাশা (হৃদরোগ), অসহায়ত্ব (ক্যান্সার) এর দিকে পরিচালিত করবে এবং তাকে অন্যান্য সকল ধরণের রোগের সহজ শিকারে পরিণত করবে।

চিকিৎসা তথ্য নিশ্চিত করে যে রোগগুলি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সমাজে এই পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি) শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। সমাজের জন্য ধর্মীয় ব্যক্তি এবং তাদের নির্বাচিত ধর্ম/দেবতার স্থান থেকে এই পরিষেবাগুলি পাওয়ার আশার অভাবের চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি আর হতে পারে না।

(২.গ)। বিজ্ঞান হিসেবে দেহতত্ত্ব এবং শিল্প হিসেবে রন্ধনশিল্প হল দুটি প্রধান এবং মৌলিক বিষয় যা সমাজের সকল মানুষের সাথে সঠিকভাবে ভাগ করে নেওয়া/শেখানো/ব্যাখ্যা করা উচিত এবং যদি এটি সঠিকভাবে করা হয় তবে সমাজে খুব বেশি স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে না। কিন্তু সমাজের সমস্যাগুলি প্রতিফলিত করে যে এই মৌলিক ধারণাটি যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা বাদ দিয়েছিলেন/উপেক্ষা করেছিলেন, তা ধর্মের ক্ষেত্র হোক বা রাজনীতির (রাজনীতির) ক্ষেত্র।

(২.ঘ)। দেখা গেছে যে পরিবার এবং সমাজ, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সাফল্যের ধারাবাহিক এবং অবিরাম বক্তৃতা দ্বারা পরিকল্পিতভাবে পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তা সে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই হোক বা বস্তুগত/অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক, " **নিজের মালিক হোন, নিজের আলো হোন" এর মতো উপদেশের মাধ্যমে** যা এখনও পর্যন্ত পরিবার এবং সমাজের সামষ্টিকতা এবং একতা নষ্ট করে দিয়েছে।

(২.ই)। সুখকে জীবন ধারণের একমাত্র শক্তি বলা যেতে পারে। কোনও ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং দেশ সুখী কিনা তা পরিমাপ করার জন্য শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যয়ের ধরণ দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে এবং স্থূল সুখ অনুপাত দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এই ধরনের মোট সুখ অনুপাত (GHR) কে = A/B অনুপাত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যেখানে, A: অবকাঠামো, শক্তি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য ও ফিটনেস, খাদ্য ও নকশা, ফ্যাশন ও বিনোদন, রিজার্ভ এবং গবেষণা, উন্নয়ন ও সাজসজ্জা, দানশীলতা ইত্যাদিতে সরকার ও জনগণের মোট ব্যয় এবং B: স্বাস্থ্য, মামলা মোকদ্দমা এবং তথাকথিত নৈতিক প্রচার, সংকট ব্যবস্থাপনা এবং মর্গ ব্যবসার উপর সরকার ও জনগণের মোট ব্যয় বর্ধিত মোট সুখ অনুপাত আমাদের সকলের জন্য জীবন ধারণকারী শক্তির একটি বৃহত্তর পরিমাণ সরবরাহ করবে।

যখন প্রবণতা নিম্নগামী হয়, তখন স্বাস্থ্য, মামলা-মোকদ্দমা, ধর্মপ্রচার এবং মর্গ ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি ঘটে, অন্যদিকে যখন প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী হয়, তখন অবকাঠামো, খাদ্য ও ফিটনেস, খাদ্য ও নকশা, ফ্যাশন ও বিনোদন, সংরক্ষণ ও গবেষণা, উন্নয়ন ও সাজসজ্জা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ঘটে।

(২.চ)। যেকোনো সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য ন্যায়বিচারের মুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থা বজায় রাখা সমাজের বিশেষাধিকার এবং দায়িত্ব। বিচারকে কেয়ামতের জন্য ছেড়ে দিলে সমগ্র সমাজ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় যা প্রশংসার যোগ্য নয়। সাম্প্রতিক দেশব্যাপী লকডাউনের সময়, সমস্ত আদালত এবং সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল, তাই বলা যেতে পারে যে সাধারণ মানুষ এবং দেশে আসা দর্শনার্থীদের সান্ত্বনা এবং ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে তারা তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে।

(২.ফ. ১)। ন্যায়বিচার একটি সমাজের একটি দায়িত্ব এবং এটি একজন ন্যায়পালের সাথে একদল প্রবীণ নাগরিকের (প্রতিটি মামলার জন্য কমপক্ষে পাঁচজন সদস্য) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যারা প্রথমে কেন কেউ চোর বা ডাকাত হয় তার মৌলিক কারণগুলি নিয়েও আলোচনা করতে পারেন এবং তারপরে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলি সুপারিশ করতে সক্ষম হন। যেসব সমাজ সুস্থ এবং সুখী থাকতে চায় তারা কেবল অপরাধের শাস্তির অংশই নয়, ক্ষমা এবং পুনর্বাসনের বিষয়গুলিও দেখভাল করে বলে মনে করা হয়।

ন্যায়বিচারের মুক্তি সেইসব সম্মানিত ব্যক্তিদের বিষয়বস্তু যারা পর্যাপ্ত বয়স এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, পারিবারিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন, সমস্ত স্বাধীনতা উপভোগ করেছেন যাতে তিনি/তিনি স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে কোনও পক্ষপাত এবং কুসংস্কার ছাড়াই সমাজের সকল সদস্যের প্রতি সমান দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন।

(২.F.২)। ভাড়াটে আইনজীবীদের যুক্তির ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায়বিচার প্রদান হাস্যকর এবং এটি কেবল একটি দাসত্বগ্রস্ত দেশ বা দাস/পরাধীন বা উপনিবেশিত থাকতে চায় এমন দেশের জন্যই প্রশংসা করা যেতে পারে। ন্যায়বিচারের ব্যবসা এবং কাগজের ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের মুক্তি যেকোনো সভ্যতার অবক্ষয়ের সর্বোচ্চ পর্যায় বলা যেতে পারে। বর্তমানে ভারত সরকারের সংসদে দেওয়া উত্তর অনুসারে – জুন ২০২২, ভারতের বিভিন্ন আদালতে প্রায় চার কোটি মামলা বিচারাধীন এবং ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে (সুপ্রিম কোর্ট) নব্বই হাজারেরও বেশি মামলা বিচারাধীন। দুর্ভাগ্যবশত, এত বিশাল আদালত মামলার বিচারাধীনতার মধ্যে কারও কাছেই কি করা উচিত বা করা উচিত নয় তার কোনও ধারণা নেই?

(২.F.৩)। আশ্চর্যজনকভাবে ভারতের আদিবাসীদের তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কোনও বিরোধ নেই। হয়তো আদিবাসীদের নিন্দা করার পরিবর্তে, আমরা তাদের কাছ থেকে ন্যায়বিচারের পাঠ পুনরায় শিখতে চাই। ভারতে (এমনকি বিশ্বেও) জনগণই শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বলে মনে করা হয়, তাই যদি একজন সাধারণ পিয়ন থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং একজন বোকা (একজন সাধারণ নাগরিক এখন এই উপাধিতে পরিচিত) থেকে শুরু করে প্রথম নাগরিক মহামান্য পর্যন্ত সকলেই দেশের বিচার ব্যবস্থার অদক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হন, তাহলে এটি সংশোধন করা জনগণের সরাসরি দায়িত্ব।

(২.ছ)। আমাদের মানুষের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য শ্মশানে গম্বুজ থাকা আবশ্যক। হিন্দুদের মধ্যে গম্বুজ হওয়া কোনও ব্যবসায়িক প্রস্তাব নয়, যখনই কোনও শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হয় তখনই গম্বুজ আসে এবং তখন তারা সমাজে সাধারণ কাজ করত যেমন কৃষিকাজ বা সহায়ক কাজ।

যদি আগামীকাল শ্মশানের প্রচার ও মহিমা ঘোষণা করা হয় যে, "এই শ্মশানে দাহ করে এবং এই গম্বুজ দিয়ে কেউ সরাসরি স্বর্গে যাবে" অথবা এই শ্মশান তোমার শেষকৃত্য সম্পন্ন করবে, তাহলে কেউ কী বলবে? তবে, কেউ অবাক হবেন যে, খুব কম ধর্মীয় স্থান/শ্মশানের স্থানই এখন ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত হয়েছে, মানুষ এমনকি তাদের জন্য স্থান সংরক্ষিত রাখার জন্য এবং অন্যদের উপহার দেওয়ার জন্য জায়গা কিনতে শুরু করেছে।

গম্বুজ যেমন প্রয়োজন, তেমনই ডাক্তারদেরও প্রয়োজন, কিন্তু ডাক্তারদের পেশাদার পদোন্নতি এবং মহিমান্বিত করা সমাজে গম্বুজের প্রসারের মতো। ডাক্তার এবং চিকিৎসা ব্যবসার প্রসার অসুস্থ মানসিকতা এবং চিকিৎসা পর্যটন এবং হাসপাতাল ও ডাক্তারদের বিজ্ঞাপন এর সর্বোচ্চ স্তর।

আধুনিকতম হাসপাতালে যা ঘটছে তা হল, হাসপাতালের প্রশাসন পরিচালনা করছেন ব্যবস্থাপনা পেশাদাররা এবং এই তথাকথিত পেশাদাররা রোগীদের ক্লায়েন্ট হিসেবে ডেকে রোগীদের সাথে এমন আচরণ করতে শুরু করেন যেমনটি একজন ক্লায়েন্টের সাথে করে।

বিশ্বের খুব কম দেশই এতটাই অধঃপতিত যে তাদের উচ্চ বিনিয়োগের তদন্ত, রোগ নির্ণয় এবং ডাক্তারের দল টিকে থাকার জন্য তাদের আরও নতুন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, রোগ এবং সিন্ড্রোম তৈরি করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা সহ বিশেষজ্ঞদের পরিষেবা ব্যবহার করে সংবাদ, মতামত, মিডিয়াতে প্যানেল আলোচনার মাধ্যমে তাদের ধ্বংসযজ্ঞের বিজ্ঞাপন দিতে হবে।

দেখা যায় যে, সমাজের যেকোনো সাধারণ মানুষের তুলনায় ডাক্তার এবং তার পরিবারের সদস্যরা বেশি ওষুধ খান। ডাক্তারদের পরিবারের সদস্যরা সাধারণত আইসিইউ, আইসিসিইউ, রেসপিরেটরের আইসোলেশনে মারা যান, অন্যদিকে সাধারণ পরিবারের সদস্যরা গীতা, কুরআন ইত্যাদির কাছে এবং গঙ্গা/পবিত্র জল পান করে মারা যান।

(৩) <u>স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি</u> :

(৩.ক)। ন্যায়বিচার: আমরা এই প্রবাদটি জানি যে "বিড়াল রুটির জন্য লড়াই করে এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বানরের কাছে যায়", সাধারণত বানর পুরো রুটি কেড়ে নেয়, তাছাড়া বানরের কাছে গিয়ে বিড়াল বিড়ালের উপর বানরের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করেছে, ইংরেজদের দ্বারা নিষ্পত্তি হওয়া আইন আদালত এবং অনেক দেশে তাদের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। ইংরেজ বিচার বিভাগ এবং আইন অনেক দেশের দাসত্বকে দীর্ঘায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীন দেশগুলিতে এই সাম্রাজ্যবাদী বিচার ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা তার নিজস্ব জনগণের মানসিক দাসত্বের জন্য অপ্রত্যাশিত কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পরিহাসের বিষয় হল, মিঃ গান্ধী এবং ভারতের কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর হত্যা মামলার বিচার বছরের পর বছর ধরে চলেছিল, এমন পরিস্থিতিতে কি কোনও সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচারের কথা ভাবতে পারে?

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে, অনেক আইনজীবী সামনের সারিতে ছিলেন এবং এখন স্বাধীনতার পরে অনেক আইনজীবী সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির মুখপাত্র, তাদের সেবা দিয়ে ভারত যা অর্জন করেছে তা হল প্রথমে ভারত প্রতিটি দেশের চেয়ে অনেক বেশি রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল।

এটা বিরোধাভাসজনক যে আইনজীবী এবং ডাক্তাররা যারা ন্যায়বিচারে সহায়তা করে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে মানুষের সেবা করে বলে মনে হয় তারা মূলত (একজন দোকানদারের মতো) চান যে সমাজ অবিচার এবং অস্বাস্থ্যকরভাবে পরিপূর্ণ হোক, যাতে তাদের ব্যবসা সমৃদ্ধ হতে পারে। আইনজীবী এবং ডাক্তাররাও মানুষ, তাই তারা যা ভালো করেছেন বলে মনে হয় তা তাদের জন্মগত মানবতার কারণে, তাদের পেশার কারণে নয়।

(৩.ক.১)। ন্যায় ব্যবস্থা (বিচার ব্যবস্থা):

দুর্ভাগ্যবশত, একবিংশ শতাব্দীতেও ন্যায়বিচারের চর্চা করা হয় "অন্ধকার জয় হোক, রাজা খুনিরা আর বিষ মহান। আলো অদৃশ্য হোক, অন্ধকারের রাজত্ব জয় হোক), এবং "হায়! এই সবই আইন-শৃঙ্খলার নামে!"

(ক) ন্যায়বিচার এখন ন্যায়-বরফে পরিণত হয়েছে (বরফের মতো) অথবা হয়তো এটিকে এভাবেই ডিজাইন এবং প্রবর্তন করা হয়েছে, যেখানে ন্যায়বিচারের জন্য সংস্কৃত শব্দ "ন্যায় ব্যবস্থ" এর মৌলিক ধ্বনিটি নতুনত্ব-নয়ের ধ্বনি দেয় এবং এভাবেই অনুশীলন করার প্রস্তাব দেয়। পরিবার, সমাজ এবং সরকারের সুসংগত কার্যকারিতার জন্য ন্যায় প্রদান করা আমাদের মৌলিক দায়িত্ব হতে পারে।

(খ)। এটা উপলব্ধি করা যায় যে সমাজ ও সরকার গঠন মানুষের সম্মিলিত জ্ঞান, তাদের পছন্দ অনুযায়ী কাজ ভাগ করে নেওয়া এবং সুস্থ ও সুখী জীবনযাপন করা। অতএব এটা বলা যায় যে ন্যায়ের বিধান সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, বিপরীত নয়"। এটি ন্যায় (ন্যায়বিচার) এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সময়, স্থান এবং শক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বলে , অর্থাৎ ন্যায় (ন্যায়বিচার) স্থির থাকতে হবে না এবং গতিশীলতা এবং নমনীয়তার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সহ ন্যায়সঙ্গত (সময়, স্থান/ভূগোল শক্তি/বয়স/লিঙ্গ নির্ভর) হতে হবে।

(গ) ন্যায়বিচারের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের উদ্বেগ বজায় রাখার জন্য, এই ব্যক্তিদের একটি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত করা প্রয়োজন এবং তারপর সমাজের প্রবীণ নাগরিকদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে পাঁচ থেকে দশ বছরের জন্য নির্বাচিত করা উচিত। অধিকন্তু, জনপ্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ গোষ্ঠীকে মাসিক ভিত্তিতে বিচারিক পর্যালোচনা করতে হবে, যিনি ভারতের মতো দেশের রাষ্ট্রপতি হতে পারেন (পরিস্থিতি এবং গুরুত্ব অনুসারে সংসদের সুপারিশ সহ বা ছাড়াই)।

(ঘ)। ঔপনিবেশিক শাসনে ন্যায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং জেনেশুনে ন্যায়-বরফে পরিবর্তিত হয়, যাতে উপনিবেশের প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করা যায় এবং তা বজায় রাখা যায়। যখন ন্যায়-বরফ বরফের মতো হয়ে যায়, তখন বিলম্ব এবং অন্ধকার (দের ভি আঁধার ভি) তার স্বাভাবিক পরিণতি। বর্তমানে, রাজনীতিবিদরা বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পান, কিন্তু দেশকে বুঝতে হবে যে বর্তমান বিচারকরা সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী - একজন নিছক সরকারি কর্মচারী, এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। যদি সংসদ সংশোধনমূলক পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে হয়তো মানুষ ন্যায়বিচারের জন্য স্থানীয় গুন্ডাদের সম্মান করতে শুরু করবে।

(ঙ)। প্রথম পদক্ষেপ হলো ন্যায় দেবীর পোশাক থেকে কালো ফিতা খুলে দেওয়া। বিচারক এবং আইনজীবীদের পোশাক থেকে কালো (অন্ধকারের প্রতীক) অপসারণ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টকে কেবল ইংরেজি ভাষা থেকে সরে এসে সংস্কৃত, হিন্দি এবং কিছু আঞ্চলিক ভাষা যুক্ত করতে হবে।

(চ) সকল ধরণের কারাগারে এবং সকল ধরণের বন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ এবং আত্ম-সংশোধন প্রচারের মাধ্যমে আচরণ করতে হবে।

(ছ) কাগজপত্র এবং নথির উপর ভিত্তি করে ন্যায়বিচারকে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় ন্যায় ব্যবস্থা এবং গুপ্তচর (গোপন গোয়েন্দা সংস্থা) ন্যায় ব্যবস্থার দিকে স্থানান্তরিত করতে উৎসাহিত করা হবে।

(জ)। ন্যায়বিচার/ন্যায় সরকারের একটি দায়িত্ব এবং তাই সম্পূর্ণরূপে তার তদন্তের উপর নির্ভরশীল থাকাই অপরাধ নির্ণয়ের সঠিক উপায়। অপরাধীর কথা শোনার মাধ্যমে কেবল শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব, এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ এবং আইনজীবীদের প্রয়োজন হয় না।

(i) সরকার গঠন মানবজাতির বাহ্যিক কার্যকলাপ এবং নিরাপত্তার জন্য একটি বাহ্যিক কার্যকলাপ। মানবজাতি চায় না, এবং সরকারের বিশেষাধিকারও নয়। সরকারের উচিত নয় যে তারা তাদের মৌলিক এবং বৈধ অধিকারের সীমানা অতিক্রম করে ঘরে এবং ভেতরে প্রবেশ করবে। যদি তারা তা করে তবে তারা সঠিক সরকার নয় এবং দ্বিতীয়ত, তারা নাগরিকদের তাদের নিজস্ব সরকারের দাস করে তুলছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে সরকারের সেই ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় যার জন্য মানবজাতির পরিবারের আত্মীয়স্বজন এবং প্রবীণরা বিভিন্ন সময় এবং স্থানে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দায়ী এবং ক্ষমতাবান। তাই, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, নারী, স্ত্রী, কন্যা, বোন, মা, পুরুষ, পুত্র, ভাই, স্বামী, পিতা ইত্যাদি পারিবারিক বিষয়গুলি সরকারের আওতার বাইরে থাকা উচিত। সরকারের যেকোনো হস্তক্ষেপ সরকার এবং তার বিচার বিভাগ/ন্যায় ব্যবস্থার মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। [যদি বিবাহ আদালত দ্বারা নির্ধারিত হয় তবে ভবিষ্যতের যেকোনো পার্থক্য বা বিবাহবিচ্ছেদের সমস্যা সমাধানের অধিকার কেবল আদালতেরই রয়েছে। যদি সমাজ বিবাহ সম্পাদিত করে, তাহলে সমাজ নিজেই যেকোনো বিভেদের সমস্যা সমাধানের জন্য দায়ী, এবং যদি আদালত তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহলে আদালত ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করছে, যা আদালতের ভিত্তির বিরুদ্ধে এবং সরকার যে এই ধরনের আদালতকে টিকিয়ে রাখে তাকে ঔপনিবেশিক, বিদেশী বা জনবিরোধী বলা যেতে পারে। পারিবারিক সমস্যা থেকে মুক্ত করে সমাজের উপর ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে অভিন্ন দেওয়ানি আইনের আলোচনা বা তথাকথিত আলোচনা নিজেই পূর্ণ হবে।

ন্যায়ব্যবস্থায় সততা এবং সরলতার সর্বোচ্চ ক্রম বজায় রাখার জন্য, ন্যায়ধিশকে ক্রমাগত নজরদারি করতে হবে অথবা তাদের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত অভ্যাসগুলি এড়ানোর জন্য তল্লাশি চালানো হতে পারে। বিচারপতি, আইনজীবীর মহিমা ন্যায়ের বিপরীতভাবে সমানুপাতিক।

আসুন আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি যে আমাদের ন্যায়ব্যবস্থা পৃথিবীতে একটি জীবন্ত স্বর্গ তৈরিতে নিজেকে নিয়োজিত করে।

(৩.খ)। <u>স্বাস্থ্য</u>:

বলা হয়, “যদি আমাদের মন সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র থাকে, তাহলে পৃথিবীতে বিন্দুমাত্র সমস্যার চিহ্ন থাকবে না এবং পৃথিবী সুখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

একজন ব্যক্তি যদি আরামদায়ক হন এবং বাথরুমে নিজের শরীর অর্থাৎ সম্পূর্ণ নগ্নতার প্রশংসা করতে পারেন, তাহলে তাকে সুস্থ বলা যেতে পারে। যদি কেউ বাথরুমে, ড্রেসিং রুমে এবং ডাইনিং রুমে নিজের শরীর উপভোগ করতে না পারেন, তাহলে অবশ্যই তার কিছু চিকিৎসার প্রয়োজন এবং চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি নিম্নরূপ:

তান্ত্রিক স্বাস্থ্য পদ্ধতি: "মনের গতি গুরুত্বপূর্ণ।" মনই শরীরকে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে শারীরিক শরীরও ঠিক থাকতে হবে। তন্ত্র মন, পদার্থ এবং এর গতিবিধি নিয়ে আলোচনা করে এবং ভগবান শিব মা পার্বতীর কাছে বর্ণিত একশো বারোটি পদ্ধতি রয়েছে যা মানবজাতির সম্পূর্ণ প্রয়োজন অর্থাৎ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। সুগন্ধ থেরাপির মাধ্যমে মন পরিষ্কার, 'যজ্ঞ' দ্বারা বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার এবং যৌন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে শরীর পরিষ্কার করা 'তন্ত্র'–এর ফলাফল।

চিকিৎসার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি : বলা হয় যে, "যদি সমস্ত উপাদান/অংশ ঠিক থাকে তবে যন্ত্র/শরীর ঠিক থাকে।" বেশিরভাগ চিকিৎসা বিজ্ঞান এই ঘটনাটির উপর কাজ করে, তারা পৃথকভাবে নির্দিষ্ট কর্মহীনতা/অকার্যকরতা সংশোধন করে এবং অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইউনানি ইত্যাদি এর উদাহরণ।

আয়ুর্বেদ, অর্থাৎ আয়ু (জীবনের বেদ) এবং পঞ্চম বেদ হিসেবে বিবেচিত, চিকিৎসা প্রদানের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যও গ্রহণ করে। আকুপ্রেশার, আকুপাংচার, রঙ থেরাপি, চৌম্বক থেরাপি এবং ম্যাসাজও চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি।

সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি: অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার আরেকটি পদ্ধতিতে সমন্বিতকরণের উপর জোর দেওয়া হয়। এতে বলা হয়েছে, "আপনি অংশগুলিকে একপাশে রেখে দিন, এবং আপনার পুরো শরীর এবং মনকে সংশোধন করুন, তাহলে অংশগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন হয়ে যাবে"। এইভাবে সমস্ত কার্যাবলী একত্রিত হয়। যোগব্যায়াম, ধ্যান, বিশ্বাস নিরাময় এবং কিছুটা, প্রাকৃতিক চিকিৎসা এবং হিপনোটিজম এই নীতির উপর কাজ করে। এতে বলা হয়েছে, "যদি মেশিন ঠিক থাকে তবে সমস্ত অংশই ঠিক থাকা উচিত"।

সামঞ্জস্যের উপায়: সাধারণ বোধগম্যতার জন্য, যোগব্যায়াম ছিল স্বাস্থ্যের শেষ ধাপ যেখানে, ইনপুট এবং আউটপুটগুলি সুসংগত হয়। যারা ভিতরে এবং বাইরে সুসংগত নয়

তাদের জন্য, যোগব্যায়ামই একমাত্র বিকল্প। কিন্তু সুসংগত ব্যক্তি, 'যোগী কী করবে'? যোগীর নৃত্য, নিখুঁত যোগী খুব কমই যোগব্যায়াম অনুশীলনের আশ্রয় নেয়। যোগী যোগে থাকেন এবং তারা নাচেন – সুফিদের নৃত্য, শিব নৃত্য এবং কৃষ্ণ নৃত্য।

রজনীশের (ওশো) বোধগম্যতা আমাদের জন্য এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ওশো বুঝতে পেরেছিলেন – যোগী নৃত্য, এর সাথে মিল রেখে – যদি কেউ নাচতে পারে তবে সে যোগী এবং নিখুঁত স্বাস্থ্যবান হবে, এবং সুখী ও পবিত্রও হবে। রজনীশ আমাদের সকলের জন্য এই উপলব্ধিটি বিকাশ করেছেন এবং নৃত্য ও গানের বিভিন্ন পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছেন। রোগীর চিকিৎসার জন্য, ভারসাম্যহীন ব্যক্তিত্ব এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়া ব্যক্তিত্বের জন্য, যোগব্যায়াম, এবং সুস্থ মানুষের জন্য, নৃত্য (গান, বাজনা এবং নাচ) হল আদর্শ।

সমাজকে নৃত্যকেন্দ্রগুলিকে উৎসাহিত করতে হবে, এবং এটি সুফি এবং ওশোর সঙ্গীতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বিষয় হিসেবে এবং অফিসে ব্যায়াম হিসেবে এটি অনুমোদিত হবে। প্রতিদিন নাচ ডাক্তারদের দূরে রাখতে পারে।

(৩.খ.১)। সমাজ এবং সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে এবং সেগুলিতে পদক্ষেপ নিতে চাইতে পারে:

(ক) দেখা যায় যে, সকল সরকারি ডাক্তার কম এবং বেসরকারি ডাক্তাররা বেশি প্র্যাকটিস করেন। বেসরকারি ডাক্তাররা প্রার্থনা করেন যে আরও বেশি রোগী তাদের কাছে আসুক এবং একভাবে আরও রোগের জন্য প্রার্থনা করেন, এখানে প্রার্থনারই সংশোধন প্রয়োজন।

(খ) সমাজ ও সরকারকে ডাক্তারদের (আইনজীবী, বেসরকারি শিক্ষক/প্রচারক) এবং হাসপাতালগুলির সর্বোচ্চ ফি সীমিত করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে মিডিয়া এই পেশাগুলিকে (ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক/প্রচারক) মহিমান্বিত ও প্রচার না করে।

(গ) চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য বীমা সহ বিনামূল্যের সুবিধাগুলিকে যুক্তিসঙ্গত করতে হবে এবং সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল, রসায়নবিদ, ডায়াগনস্টিক ল্যাবের মধ্যে সম্পর্ক বাতিল করতে হবে।

(ঘ)। সকল ডিফারেনশিয়াল চিকিৎসা পদ্ধতিতে পরিষ্কার পেটের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়, শারীরবৃত্তীয় পরিভাষায় এই পদ্ধতিগুলো বলে যে সমস্যাটি পাকস্থলী থেকে শুরু হয় এবং পাকস্থলীর মাধ্যমেই সেরে যায়। সাইকো-ফিজিওলজিক্যাল স্তরে বলা হয় যে, পেটের সমস্যা তখনই শুরু হয় যখন কেউ কোনও অনুভূতি, আবেগ, বক্তব্য বা পরিস্থিতি হজম করতে পারে না এবং এইভাবে এই ডিফারেনশিয়াল পদ্ধতিগুলি সমস্যাটিকে আরও শারীরিক এবং কম মানসিক থেকে কম শারীরিক এবং বেশি মানসিক দিকে স্থানান্তরিত করে।

বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির ফলাফল অবশ্যই সম্মিলিত সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিটি নির্দেশ করে যে রোগ, স্বাস্থ্য এবং সুখ সংক্রামক এবং তাই এটি ব্যক্তিবাদী পদ্ধতির পরিবর্তে সম্মিলিত পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করে।

(ঙ) সরকার এবং ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিকে এই বার্তা প্রচার করতে হবে যে, যদি খাবার ঠিক থাকে, তাহলে শরীর ঠিকঠাক কাজ করবে। এখানে খাবার হলো চোখ, কান, নাক, মুখ এবং যৌনাঙ্গ থেকে যা খায় তা এবং এভাবে মুখ থেকে যা গ্রহণ করা হয় তার মাত্র পাঁচ শতাংশ। অনেকে খাবারকে ঔষধ হিসেবে খায়, আবার অনেকে ঔষধ হিসেবে খায়। খাবারের পবিত্রতা সত্যবাদিতা বৃদ্ধি করে।

(চ)। চিকিৎসা পর্যটন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি ভালো সুযোগ প্রদান করে, কিন্তু অন্যের অসুস্থতা থেকে উপার্জন করা একটি অসুস্থ মানসিকতা এবং তাই সুস্থ সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি থেকে এটি প্রচারিত হতে পারে না। তবে, বাইরের রোগীদের চিকিৎসার জন্য আমাদের দরজা খোলা থাকা প্রয়োজন।

(ছ) মানবজীবন যতই তার সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যের জন্য প্লাস্টিক সার্জারির পাশাপাশি ক্লোনিং, জিনোম এবং স্টেম সেল হস্তক্ষেপ অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে, যেখানে ভ্রূণ এবং হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন, মস্তিষ্কের কৃত্রিম উদ্দীপনা কৌশলগুলি উপলব্ধ থাকবে এবং এটি উৎসাহ পেতে পছন্দ করবে কিন্তু সমাজের সম্মিলিত মন এবং সম্মিলিত উন্নতির জন্য এর অগ্রগতি দ্বারা ফিল্টার করা হবে।

মৌলিকভাবে বলা যেতে পারে যে 'সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র দেহ' পেতে হলে – এটি শুনুন, এটি সমস্ত সতর্কতা এবং সংকেত দেয়।

(৩.গ) শিক্ষা: বর্তমান দৃষ্টান্তে শিক্ষার প্রধান কাজ হল কথোপকথনে সাধারণতা এবং বোঝাপড়ায় সাধারণতা বজায় রাখা এবং শেখার জন্য একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা। বর্তমানে শিক্ষাকে শেখার এবং তারপর শেখা থেকে উপার্জনের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং উচ্চশিক্ষাকে প্রক্রিয়াটিকে জটিল করার একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ক্লায়েন্টদের বোকা বানানো বা প্রতারণা করেও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করা যায়।

(ক) 'ব্যবহারের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং অপব্যবহার কমানোর' জন্য পরিবেশ মতবাদ বোঝার একটি প্রক্রিয়া শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলা যেতে পারে। সংস্কৃতে বলা হয় ' সা' বিদ্যা বা বিমুক্তয়ে –সা বিদ্যা য বিমুক্তে – শিক্ষা হলো যা মুক্তি দেয়, আর শিক্ষক হলো সেই ব্যক্তি যিনি তার ছাত্রদের অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ, মতবাদ ইত্যাদি থেকে মুক্ত করার জন্য ধাত্রীর মতো কাজ করেন। কিন্তু বর্তমানে যা ঘটছে, ব্যক্তিদের মুক্ত করার পরিবর্তে, শিক্ষা মানুষকে আরও বেশি বন্ধনে আবদ্ধ করছে, ব্যক্তিদের আরও প্রলোভনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সমাজে সংহত করার চেয়ে আরও বেশি বিভাজন তৈরি করছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মানুষ করে তুলছে না, এটি আমাদের কর্তব্য, কর্ম এবং আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসরণ করতে উৎসাহিত করছে না, বরং এটি ইঁদুর দৌড় এবং বিড়ালের লড়াইকে উৎসাহিত করছে।

(খ) শিক্ষার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো মানুষের অভিজ্ঞতা এবং প্রকাশের স্থান থাকা, এবং তারপর প্রতিক্রিয়া এবং সমালোচনা গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং নম্রতা বিকাশ করা, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, প্রকাশ এবং প্রতিক্রিয়ার এই ক্রমাগত প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের কাজ/নিবেদন করতে হবে। একটি ভালো শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র সেই ব্যবস্থাই সমাজে অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এবং অভিজ্ঞতা ত্যাগ করার জন্য একটি সম্মানজনক প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, যার মধ্যে অনুগ্রহ এবং কৃতজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। কেবল সেই ব্যবস্থাই একটি ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যা সমাজে অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য একটি সম্মানজনক প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, যদি অনুগ্রহ এবং কৃতজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কোনও বাধ্যবাধকতা না থাকে। ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবি, তামিল ইত্যাদি ভাষা টিকে থাকতে পারে যদি এই ভাষাগুলি হৃদয়ের স্বাদ এবং মস্তিষ্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

(গ)। "মানুষ মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে এবং মানুষ হিসেবেই মারা যাবে, আর কিছুই হওয়ার নেই এবং কোথাও যাওয়ার নেই, কেউ চাঁদে যাক বা মঙ্গলে যাক, মানুষ মানুষ হিসেবেই থাকবে, জীবন এখানে এবং এখন। মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে অনুভব করতে শুরু করেছে যে জীবনের সুখ তখন এবং সেখানেই থাকবে, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য মানচিত্রের প্রয়োজন কারণ সমস্ত জ্ঞান এবং জীবনের সুখ এখানে এবং এখনই রয়েছে"।

(ঘ) গুরু বা গুরুই ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে তিনি কোন ধরণের ছাত্রকে মুক্ত করতে এবং ছাত্রদের বেছে নিতে পারেন, তারপর ছাত্রই গুরুকে বেছে নেয়। যেমন কেউ পুকুরে প্রবেশ করে সাঁতার কাটতে শুরু করতে পারে না, খেলার মাঠে প্রবেশ করে ফুটবল খেলতে শুরু করতে পারে না, তাই প্রথম গুরু হলেন মা যিনি তাকে প্রেম এবং সেবার অধ্যায় শেখান, তারপর পিতা এবং গুরু তাকে কর্তব্য এবং দায়িত্বের দ্বিতীয় অধ্যায় শেখান, তারপর তৃতীয় শিক্ষক হলেন বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীরা যারা প্রতিযোগিতা এবং তুলনার অধ্যায় শেখান, এবং স্বামী/স্ত্রী যিনি অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার পাঠ শেখান এবং তারপর ছোটদের সাধুর মতো জীবনযাপনের দানশীলতার পাঠ শেখান। প্রকৃত গুরু জীবনের কর্মফল এবং তার কর্মফল শেখান এবং অতিক্রম করার বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন।

(ঙ) শিক্ষার মূল লক্ষ্য যেহেতু ব্যক্তি মুক্তি, তাই এটি সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক, তবে সরকার পরোক্ষভাবে এর জন্য অর্থায়ন করতে পারে। যেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য এবং ধর্ম কিছুটা মিল, তাই বারো বছর বয়স পর্যন্ত ধর্মীয় কেন্দ্রগুলি কোনও পক্ষপাত ও পক্ষপাত ছাড়াই শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করলে সবচেয়ে ভালো হবে, যেখানে খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে।

কিশোর বয়স থেকে শুরু করে সুবিন্যস্ত শিক্ষা এবং আঠারো বছরের অগ্রিম শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন, যার জন্য একটি শিক্ষা মেলার (পরীক্ষা/পরীক্ষা নয়) ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যেখানে বারো বছর এবং আঠারো বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদত্ত কোর্স, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের নিয়ে তাদের পছন্দ, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী কোর্স

নির্বাচন করা হবে যেখানে মাস্টাররাও শিক্ষার্থীদের সঠিক কোর্স, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গাইড/শিক্ষক নির্বাচনের জন্য গাইড/পরামর্শ দিতে পারবেন।

(চ) ছেলে এবং মেয়েরা জীবনে তাদের ভূমিকার জন্য আলাদাভাবে শেখে এবং বয়ঃসন্ধি শুরু হওয়ার পর তাদের মধ্যে ঐক্যমত্য তৈরির জন্য পৃথক শিক্ষার প্রয়োজন, অর্থাৎ নারী শিক্ষা – নারীমুখী, পুরুষ শিক্ষা – পুরুষমুখী। যেহেতু অভ্যন্তরীণ কাজগুলি মহিলারা এবং বহিরাগত কাজ পুরুষরা আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করছেন, তাই অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা মহিলাদের দ্বারা এবং বহিরাগত পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত করা প্রয়োজন এবং এর জন্য মহিলাদের জুডো কারাতে এবং পুরুষদের সকল অস্ত্র ও শাস্ত্রের (যেমন তরোয়াল, লাঠি, স্টাইন–বন্দুক ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। বিবাহের এক বছর আগে যৌন শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবনের জন্য শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সুশৃঙ্খল শিক্ষার জন্য হোস্টেল/গুরুকুল থাকা আবশ্যক, যেখানে উন্নত শিক্ষার জন্য হোস্টেল বাধ্যতামূলক।

(ছ) বারো বছর বয়সের পর শিক্ষা কারো উপর জোর করে প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই এবং কেউ বাড়িতে বসেই পিতামাতার ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায়িক শিক্ষায় যোগদান করতে পারে। তবে, শিক্ষা কোনও বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্করা যে কোনও সময় স্কুল/কলেজে যোগদান করতে পারবেন।

(জ) শিক্ষকদের এমন হতে হবে যারা তাদের জীবনে উপলব্ধি করেছেন, কেবল একটি তথ্য কেন্দ্র নয়, তাই শিক্ষকের জন্য বয়স আটচল্লিশের পর হতে পারে এবং স্কুলের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা হবেন যারা সন্ন্যাস আশ্রমে আছেন এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ। নিয়মিত, ঘন ঘন, আচরণগত, মনোভাবগত এবং শারীরিক সুস্থতা পরীক্ষার প্রয়োজন যাতে দুঃখজনক এবং দাস মানসিকতার শিক্ষক কর্মীরা এড়াতে পারেন কারণ এগুলি ভবিষ্যতের সুনাগরিক হওয়ার জন্য স্বাধীনতা, সাহসিকতার শিক্ষা প্রদান করতে পারে না। নালন্দা, তক্ষশীলা, রোম, অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সাহসিকতার পাঠ দিতে পারে না। প্রতিষ্ঠান এবং দেশের অগ্রগতি একসাথে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়, তাই আমাদের সকলের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে আমরা কীভাবে থাকতে চাই? ***

16. ধর্ম প্রতিষ্ঠান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)-এর অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা – একটি অবাধ ব্যবহারিক ব্যবস্থা

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: "ধর্ম সংস্থান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)-এর অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা – একটি টেকসই সমাজের জন্য একটি অবাধ প্রচেষ্টা" সম্পর্কিত জমা দেওয়াটি ছয়টি ভাগে উপস্থাপন করা হচ্ছে : (১)। সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা কী হতে পারে, (২)। কীভাবে বলা যেতে পারে যে বর্তমান পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ/গুরুতর/অনিশ্চিত এবং পরিবর্তনের প্রয়োজন, (৩)। ধর্ম কি সমাধান প্রদান করে, (৪), সংজ্ঞা: ধর্ম (ধর্ম), ধর্ম সংস্থান (ধর্মীয়-প্রতিষ্ঠান), রাজনীতি (রাজনীতি), (৫)। সমসাময়িক ধর্মগুলিতে বিরোধ, (৬)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে সমাধান কেন্দ্রিক আলোচনা, (৭)। ধর্ম সংস্থান থেকে সমাজের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি, (৮)। ধর্ম সংস্থান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)-এর ব্যবস্থাপনা অংশ,

(১) <u>সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা কী হতে পারে</u> : বিভিন্ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের অংশগ্রহণে "সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা (সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক) ব্যবস্থা কী হতে পারে?" শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একজন বক্তা বলেন: "আমাদের জীবনের যেকোনো সময়/মুহূর্তে যদি আমাদের মধ্যে কেউ দুর্বল, অসহায়, নিঃস্ব বা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তাহলে সেই সময়ে সরকারের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা কী হবে? যে সরকার সেই সময়ে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম, তাকেই ভালো সরকার বলা যেতে পারে।"

দেখা যায় যে, গভীর হতাশা এবং অসহায়ত্বের মধ্যে মানুষ ঐশ্বরিক শক্তিকে স্মরণ করে/স্মরণ করে, এবং যদি সেই সময়ের সেই স্থানের সরকার এই ধরণের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে এটি সর্বোত্তম সরকার এবং পরিস্থিতি এবং জনগণের সাথে আচরণে ঐশ্বরিক সন্তুষ্টিও ধারণ করে। জনসাধারণের মধ্যে এমন একটি সরকারের আকাঙ্ক্ষা সহজেই দেখা যায় এবং এই প্রভাবের একটি অন্তর্নিহিত ধারা শ্রেণীর মধ্যেও অনুভূত হয়। বিশ্বজুড়ে অনেক নেতার মধ্যে এটি প্রচলিত কথা যে প্রাকৃতিক আইনের উপর ভিত্তি করে এমন একটি সরকার থাকা উচিত যার নাগরিকদের সাথে আচরণে ঐশ্বরিকতা থাকে, কেবল পশুপালন এবং আশ্রয়স্থল বা শাসক এবং শাসিত সরকারের পরিবর্তে।

(২) **কীভাবে বলা যেতে পারে যে বর্তমান পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ/গুরুতর/অনিশ্চিত এবং পরিবর্তন প্রয়োজন**: (উদাহরণস্বরূপ ভারত)?

(২.ক) নিম্নলিখিত কয়েকটি পরামিতি রয়েছে যার মাধ্যমে যে কোনও সাধারণ মানুষ নিশ্চিত হতে পারে যে ভারতের বাস্তবতা ভালো অবস্থায় নেই:

(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নিজেই স্বীকার করেছে যে ভারতে আশি কোটি (ভারতের ষাট শতাংশ) মানুষ দরিদ্র এবং বিনামূল্যে রেশন পাওয়ার যোগ্য, (https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-garib-kalyan-package-pmgkp , india.gov.in, ভারতের জাতীয় পোর্টাল অনুসারে)।
তাছাড়া, ভারত সরকার কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে দাবি করা চার কোটি দরিদ্র কৃষককে চার কিস্তিতে মাত্র আট হাজার টাকা সম্মানী ভাতা প্রদান করে।

(খ) মনে হচ্ছে কোনও সামাজিক নিরাপত্তা নেই; ভারতের রাজধানী দিল্লি সহ যেকোনো মহানগরীতে অসংখ্য ভিক্ষুকের দেখা মিলবে।

(গ) ন্যায়বিচার প্রদানে সময়সীমা, (ভারতের বিভিন্ন আদালতে চার কোটিরও বেশি মামলা বিচারাধীন, যার মধ্যে নব্বই হাজারেরও বেশি মামলা ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন।)?
তাছাড়া শোষণের অভিযোগ করার এবং সান্ত্বনা পাওয়ার কোনও উপায় নেই (কর্মী বা মালিকের দ্বারা এমনকি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও)।

(ঘ) শিক্ষা, রোগ থেকে আরোগ্য এবং আদালত থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য ব্যয় করা অর্থ, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, বিনোদন এবং উদযাপনের জন্য ব্যয় করা অর্থের তুলনায়?

(ঙ) বন ও জলাশয়ের অবস্থা, বিশুদ্ধ বাতাস ও পানির মান?

(চ) উপনিবেশ, বাজার এবং ধর্মীয় স্থানে শব্দের মাত্রা?

(ছ) সাধু/সাধু/ফকির, গুরু ও পুরোহিত, প্রবীণ এবং নেতারা তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে, ফলস্বরূপ সমাজে সম্মান হারিয়েছেন, তাই তাদের ব্যক্তিগত বেঁচে থাকার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে বাধ্য করা হচ্ছে?

(জ) বাড়ি থেকে দূরে দূরবর্তী স্থানে প্রতিকূলতার ক্ষেত্রে ছোটখাটো অনুগ্রহ (যেমন ভ্রমণ ব্যয়ের জন্য অর্থ) চাওয়ার কোনও উপায় এখনও পাওয়া যায় না, একইভাবে ছোটখাটো শোষণের জন্য রিপোর্ট করার এবং তাৎক্ষণিক সান্ত্বনা পাওয়ার কোনও উপায় এখনও অবধি নেই।

(i) বিশ্বের অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য?
(ঞ) নেতাদের অবস্থান ক্রমাগত পরিবর্তন করছেন?

(কে)। 'পরিবার, সমাজ, যোগ, ধর্ম-নির্পেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ, এবং বিশ্ব একটি বৃহৎ পরিবার (বসুধৈব কুটুম্বকম)'-এর মতো মৌলিক শব্দগুলির অর্থ কি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

(ঠ)। মনে হচ্ছে কোনও নির্দেশিকা উপলব্ধ নেই। স্থানীয় পর্যায়ে আমরা কী খাই, তরল পান করি, ধূমপান করি এবং আমরা কী পড়ি এবং দেখি, যা মূলত নাগরিকদের, তাদের সমাজ এবং দেশকে গঠন করে।

(n) স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা, বিনোদন ও বিনোদন এবং নীতি ও শিষ্টাচার শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড স্থবির বলে মনে হচ্ছে।

(৩) ধর্ম কি কোন সমাধান দেয়?

হ্যাঁ। ধর্মই একমাত্র বিকল্প। ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকে সকল ধরণের সমাধান এবং সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে। ধর্ম এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে কিন্তু এখনও এমন কিছু অবশিষ্টাংশ পাওয়া যেতে পারে যা ইঙ্গিত করে যে এটিই মানবজাতির কাছে একমাত্র বিকল্প এবং এটিকে কার্যকর করার জন্য আমাদের ধর্ম এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এই বক্তব্যের সত্যতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে নিশ্চিত করা যেতে পারে:

(৩.ক)। বলা হয় যে, " **প্রত্যেক জীবকে মাতৃত্বের ঘূর্ণির গভীর খাদে ফেলে দেওয়া হয়েছে**– "प्रत्येक जीव ममतामयी भंवर के गहरे गर्त में गिराय गया है ", যা সকলের মধ্যে একটি সহজাত বিশ্বাস/ধর্ম এবং সন্তান জন্মদানের আকাঙ্ক্ষা হিসেবে প্রতিফলিত হয়। ধর্ম বলে যে যাত্রা শুরু হয় নতুন শিশুকে মাতৃগর্ভে ফেলে দেওয়ার আগেই এবং সমাজের নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশে তার পুষ্টি খুঁজে পাওয়ার আগেই এবং শেষও হয় না, যখন বৃদ্ধ শিশুটিকে প্রকৃতির গর্ভে ফেলে দেওয়া হয় এবং ঈশ্বরের নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশে তার ভবিষ্যৎ খুঁজে পায়। ধর্ম বলে যে প্রতিটি সন্তান জন্মদানকারী দম্পতি তাদের প্রতিটি সন্তানের পুত্র/কন্যার প্রতি সমান দৃষ্টিতে তাকায়। এই কারণেই প্রতিটি শিশু তার/তার বাড়িতে (পিতামাতার বাড়িতে) সমস্ত অধিকার এবং তার/তার বাড়ির প্রতি কর্তব্য অনুভব করে। প্রতিটি সন্তানের তাদের পিতামাতা এবং তাদের বাড়ির প্রতি অধিকার এবং দায়িত্বের অনুভূতি ততটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয় যতটা এই জিনিসগুলি চিরন্তন এবং একজনের রক্ত ও মজ্জায় প্রোথিত। এখানে এই অনুভূতি যে বাড়ির সবকিছু বাবা-মা এবং পরিবারের প্রত্যেকের। পরিবারেরও এতে অংশ আছে।

পিতামাতার ঘরের সৌন্দর্য হলো এখানে প্রতিটি শিশু মনে করে যে এটি তার, এখানে প্রতিটি শিশু স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক/স্বাভাবিক বোধ করে এবং নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বাড়িতে খাবার, জল এবং আশ্রয় নিশ্চিত করা হয় এবং বাড়িতে তাকে কিছু দেওয়া হলে পরিবারের কেউ কোনও প্রশ্ন তোলে না, দাতার সততা বা

তার ভবিষ্যতের পরিণতি সম্পর্কে কেউ সন্দেহ করে না। পরিবারে এই ধরণের লেনদেন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং এখনও সেই সমাজগুলিতে লক্ষ্য করা যায় যেখানে যৌথ পরিবারই আদর্শ।

আরও এই সত্যটি সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে আদিবাসীদের মধ্যে যাদের আদিবাসী এবং আদিবাসী বলা হয়, যেখানে আদিবাসীদের প্রতিটি শিরস্ত্রাণ তাদের বয়স নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য একটি আবাসস্থল, যাদের সমান অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে, যেমন ঈশ্বর পিতা বা ঈশ্বর মাতা।

(৩.ক.১)। বলা হয় যে, ছোট স্তরে পিতামাতা এবং পিতামাতার ঘরের মতোই, ধর্ম এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠান (ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) ঈশ্বর/প্রকৃতি দ্বারা অথবা মানবজাতির দ্বারা তাঁর নির্দেশে আপনার নিজের এবং তাঁর সন্ন্যাসীর/শিরস্ত্রাণের প্রকাশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে।

যেহেতু পিতামাতা এবং ঘরকে একটি অনুভূতি/বিশ্বাস বলা যেতে পারে, কেবল চার দেয়ালের নয় যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-নারী এবং কয়েকটি শিশু বাস করে, একইভাবে ধর্ম হল একটি অনুভূতি/বিশ্বাস, পৃথিবীর সারাংশ, যা সকলের মধ্যে সহজাত এবং সকলের দ্বারা বহন করা হয়। "(धार्यते इति धर्मा , धरा का मर्म धर्म है) **যা ঘিরে আছে তা হল ধর্ম/ধর্ম, পৃথিবীর হৃদয়/সারাংশ হল ধর্ম/ধর্ম"** , এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠান এমন কোনও কাঠামো নয় যেখানে কিছু প্রার্থনা করা হয়, কিছু ধর্মোপদেশ পাঠ করা হয়, ভিক্ষা করা হয়, বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন করা হয়, কিছু ব্যবসা লেনদেন করা হয় বরং তার আশেপাশের সকলের জন্য এবং তার অতিথিদের জন্য একটি ঘরের মতো একটি কেন্দ্র। যদি আপনি কোন অচেনা বা পরিচিত কাউকে কোন খাদ্যদ্রব্য বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অথবা এমনকি কোন বিশেষ এবং দামি জিনিসপত্র দান করেন, তাহলে স্পষ্টতই কেউ একাধিক প্রশ্ন তুলবে এবং সেই উপহার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, কারণ উপহার হিসেবে দেওয়া জিনিসটি কতটা লাভজনক এবং দাতা কতটা দয়ালু, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। কিন্তু ভারতে অন্তত একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যে, যখন কেউ বলে যে এটি প্রসাদ (প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয়েছে এবং এখন প্রসাদ হিসেবে তাঁর অনুগ্রহে আপনাকে পরিবেশন করা হচ্ছে), তখন পরিচিত বা অচেনা কেউই কোনও সন্দেহ বা উপেক্ষা করে না, বরং প্রসাদের অন্তত একটি ছোট অংশকে আশীর্বাদপুষ্ট খাদ্য-স্যাক্রামেন্ট, উপহার হিসেবে গ্রহণ করে। একইভাবে, আজও কেউ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে (গির্জা/মন্দির/মসজিদ ইত্যাদি) দান/দান করলেও কেউ প্রশ্ন তোলে না।

প্রসাদের সাথে অনেক অনুভূতি জড়িত, যেমন প্রসাদের মালিক হলেন ঈশ্বর, তাই এটি সকলের, এবং প্রসাদের বিতরণকারীকে ঈশ্বরের জন্য কাজ করা ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এমনকি যদি ব্যক্তিটি দেবতাকে এটি উৎসর্গ করার ঠিক আগে জিনিসপত্রের মালিকও হন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রসাদ হিসেবে যে জিনিসই বিতরণ করা হোক না কেন, তা সর্বদা মানুষ কৃতজ্ঞতার সাথে বিতরণ এবং গ্রহণ করে। এই কারণেই সমাজের মানুষের প্রয়োজনীয়

সমস্ত পরিষেবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছিল এবং কোনও প্রকার বন্ধন ছাড়াই ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে জনগণের কাছে প্রদান করা হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে যেমনটি ঘটেছিল, ব্যবস্থাটি ক্ষয়প্রাপ্ত এবং দূষিত হয়ে পড়ে, তাই খুব কম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেই এই পরিষেবাগুলির আভাস পাওয়া যায়, তবে এই জিনিসগুলি মানুষের স্মৃতিতে রয়ে গেছে।

যা উন্নত করা প্রয়োজন তা হল ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করা, এবং সেই অনুযায়ী সকল ধরণের নিরাপত্তা (ভৌত, খাদ্য, জল, বায়ু, স্বাস্থ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়, পরিবেশগত, শক্তি বিনোদন) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এছাড়াও এই নিরাপত্তাগুলিকে টেকসইভাবে বজায় রাখার জন্য ন্যায়বিচার, শিক্ষা, শহর ও গ্রাম, শিল্প, ব্যাংক, বাজারও সমাজ-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

(৩.খ)। বলা হয়েছে:

" যদি যদি হি ধর্ম গ্লানির্ভতি ভারত।
অধর্মের উত্থান এটাই হলো স্বয়ং আমি তৈরি করছি ॥৪ - ৭ ॥
পরিত্রাণের জন্য সাধুদের ধ্বংসের দিকে চ মন্দ কাজ।
ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সম্ভব। ইউগে ইউগে। ॥৪ - ৮ ॥ "

হেই ভরত (অর্জুন , জ্ঞানী , জ্ঞানী , ভারত) যখন কখন ধর্ম এর অপরাধবোধ (**মূর্ছা যাওয়া** , **বিষণ্নতা** , **দুর্বলতা** , **বিভ্রান্তি** , **বিষণ্নতা** , **অলসতা** , **হতাশা** , **ক্লান্তি** , ক্লান্তি , **তন্দ্রা** , **পরাজয়** , **অনুশোচনা** , **অনুশোচনা** ,) হতো হ্যাঁ , ধর্ম এর পুনরুদ্ধার এর জন্য ভিতরে আমাদের তুমি এর সৃষ্টি করে আমি। ঋষিদের (ভদ্রলোকদের) রক্ষা করা এর দুষ্টদের জন্য এর ধ্বংস এর ধর্মের জন্য প্রতিষ্ঠান এর প্রতিষ্ঠা থেকে যুগ যুগ ভিতরে সম্ভব এটা সম্পন্ন করে আমি ,

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানম্ ধর্মস্য তদাত্মানম্ শ্রীজাময়ম্ । ৪-৭,
পরিত্রানয়সাধুনামবিনাশয় চ দুষ্কৃতম্।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থয়, সম্ভামি যুগে-যুগে । ৪-৮

হে ভারত (অর্জুন, জ্ঞানী, জ্ঞানী, সমগ্র বিশ্ব), যখনই ধর্মের গ্লানি (অপরাধবোধ/অবক্ষয়/বিষণ্নতা/অনুতাপ) দেখা দেয়, তখন আমি ধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য, সাধুদের (ভদ্রলোকদের) সুরক্ষার জন্য, দুষ্ট/অপরাধীদের ধ্বংসের জন্য এবং যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তোলার জন্য নিজেকে পুনর্গঠন করি। ভারত শব্দটি অর্জুনকে বোঝানো হয়েছে, জ্ঞানী, জ্ঞানী এবং মহান ভারত পৃথিবীর বংশধর।

"ভারত" শব্দটি এখানে (গীতায়) এই ভূমির জন্য ব্যবহৃত হয়নি যা এখন ভারত-হিন্দুস্তান নামেও পরিচিত।

উপরে বর্ণিত বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যদি আমরা (নিজের সাথে, অন্যদের সাথে এবং প্রকৃতির সাথে আমাদের দৈনন্দিন আচরণে) বড় আকারের অবনতি প্রত্যক্ষ করি, তাহলে নিশ্চিত থাকতে পারি যে বড় আকারের পরিবর্তন/পরিবর্তন আসতে চলেছে।

(৩.গ) আসুন, এমন একটি পরিস্থিতির কথা ভাবি যেখানে যে কেউ, যেই হোক না কেন, যদি কোনও সমস্যায় পড়ে, ধর্মকেন্দ্রে পৌঁছায়, খাবার ও জলের সাথে সম্মানজনক আচরণ পায় এবং কোনও "যদি" এবং "কিন্তু" ছাড়াই যতক্ষণ ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারে, এই ধরনের পরিষেবা গ্রহণকারীরা কি স্বাচ্ছন্দ্য এবং খুশি বোধ করবেন না?

অধিকন্তু, যদি ব্যক্তিটি দেখেন যে এই বিশেষ ধর্মকেন্দ্রে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য, খেলাধুলা এবং ব্যায়াম, সঙ্গীত এবং বিনোদন, বিশেষজ্ঞ এবং প্রবীণদের নেতৃত্বে তথ্য ও জ্ঞান ও নির্দেশনা কেন্দ্র রয়েছে, যারা কারও সমস্যা শোনেন এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত পরামর্শ এবং অন্যান্য সাহায্য (আর্থিক সহ) প্রদান করেন, তাহলে তিনি কীভাবে একটি ধর্মকেন্দ্রে এই ধরনের ব্যবস্থার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাবেন?

এই বিশেষ ব্যক্তির জন্য কি সেই স্থানটি ঈশ্বরের রাজ্য/আল্লাহ-স্বর্গ/রাম-রাজ্য ইত্যাদির মতো দেখাবে না? যদি এই ধরনের সেবা গ্রহীতা নিঃস্ব, পতিতা, অথবা একাকীত্বে ভুগছেন অথবা একাকীত্ব ও আত্ম-বিচ্ছিন্নতায় সময় কাটাতে চান অথবা যিনি প্রত্যাখ্যাত, হতাশ এবং তার নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে উদ্‌বৃত্ত ঘোষণা করেছেন এবং যিনি পারিবারিক জীবন যথেষ্ট দেখেছেন এবং তার বাকি জীবন ঘর থেকে দূরে কাটাতে চান, এই ধর্মকেন্দ্রে থাকা বা পরিদর্শনকারী সদস্যের সেবা করার সময় শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে চান, তাহলে কী হবে?

যদি এই কেন্দ্রটি এমন একটি স্থানও প্রদান করে যেখানে কেউ তার নিজস্ব পছন্দের পদ্ধতিতে একান্তে উপাসনা বা প্রার্থনা করতে পারে? তাহলে কি এমন স্থান কি কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায় এবং জাতি অপছন্দ করবে, নাকি জাতি, শ্রেণী, বর্ণ বা ধর্ম নির্বিশেষে ব্যক্তি এটি পছন্দ করবে না? এখানে সমবেত ব্যক্তিরা কি তাদের আগ্রহ এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা এবং সামর্থ্য অনুসারে তাদের সেবা প্রদান করতে পছন্দ করবেন না, নাকি এই সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের সৃজনশীল শক্তির মুক্তির উপায় খুঁজে না পেয়ে সেখানেই থাকতে চাইবেন?

(৩.ঘ)। এটা লক্ষ করা যায় যে, মানবজাতি যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তার বেশিরভাগের সমাধান কেবল ধর্ম ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানই দিতে পারে, যা এই বইতে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে: –

(i) পরিবার, সমাজ এবং দেশে কাজ এবং আয়ের একটি যৌক্তিক এবং সুষম বন্টন সকল অভাবী যুবকদের জন্য টেকসই কর্মসংস্থানের সহজলভ্যতা এবং সকল প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সম্পৃক্ততার সুযোগের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

বলা হয়ে থাকে যে ধর্ম/বিশ্বাস হল মূল ভিত্তি – সকল কিছুর সারমর্ম, যা প্রতিটি সত্তার মধ্যে নিহিত, তাই সকল মৌলিক কার্যকলাপ দেখাশোনা করা এবং নির্বাচিত কাজ রাজ্য/দেশের উপর ছেড়ে দেওয়া একজন ব্যক্তি এবং তার সমাজের বিশেষাধিকার। নাগরিকদের চাকরি/কর্মসংস্থান প্রদান করা সরকারের (রাজ্য/দেশ) কাজ নয়, বরং সমাজের প্রতিটি সদস্যকে নিযুক্ত করা এবং লাভজনক কর্মসংস্থান প্রদানের সমস্ত পথের যত্ন নেওয়া স্থানীয় সমাজের বিশেষাধিকার এবং কর্তব্য। সর্বোপরি, সমাজই প্রথমে সরকারের ধারণা তৈরি করেছে, এটি গঠন করেছে, বিপরীতটি নয়।

(ii) কীভাবে বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ন্যায়বিচারের মতো পরিষেবাগুলি সমাজ (সরকার নয়) নিজস্ব সম্পদ থেকে এবং সুবিধাভোগীর কাছ থেকে অনুগ্রহ ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে প্রাপ্ত তহবিল থেকে উপলব্ধ করতে পারে।

(iii) এভাবেই দারিদ্র্য, জনসংখ্যা, দূষণ, পতিতাবৃত্তি এবং পর্নোগ্রাফি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে এবং নৈতিক ও নীতিগতভাবে সর্বোত্তমভাবে নিম্ন স্তরে রাখা যেতে পারে।

(iv) জাতি, ধর্ম, অঞ্চল, অথবা বর্ণ, ধর্ম এবং বর্ণের কারণে সৃষ্ট ধর্মান্ধতাকে কীভাবে কেবল ব্যক্তিগতভাবে এবং কেবল নিজের বাড়িতে প্রার্থনা করে (যেমন সাম্প্রতিক লকডাউনের সময় করা হচ্ছে) দমন করা যেতে পারে, এবং কীভাবে এটি কেবল ভারতকেই নয়, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলি সহ বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের জন্য পুনর্নির্মাণের পথ তৈরি করতে পারে।

(v) এভাবেই ভোটদান, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য বয়স বৃদ্ধি এবং রাজ্য সরকার, পৌরসভার মতো বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থা বাতিল করা অর্থের অপচয় বন্ধ করতে পারে এবং দেশে প্রশাসনকে সুগম করতে পারে এবং সমাজকে শক্তিশালী করতে পারে।

(vi) দুধ দিয়ে তৈরি চা এবং কফির ব্যবহার কমানো বা বর্জন করা এবং ষাঁড় (নন্দী) কে খোজাকরণ বন্ধ করা কীভাবে আমাদের ভারতীয়দের শক্তি, সহনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক নীতি পুনরুদ্ধার করতে পারে (পরিশিষ্ট–৬, ধর্ম–গরু এবং ষাঁড়)।

(vii)। কীভাবে বৈদ্যুতিকভাবে চালিত খাদ্য পিষে ফেলার পরিবর্তে যন্ত্রপাতির মতো ব্যবহারে অপ্টিমাইজেশন লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান/ব্যস্ততা প্রদান করতে পারে এবং অন্য সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে।

(viii) । এভাবেই ধর্ম প্রতিষ্ঠানে (ধর্মীয় কেন্দ্র) জ্ঞান কাম সম্পদ কেন্দ্র খোলা খাদ্য নিরাপত্তা, সঠিক তথ্য ও পরামর্শ, স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রদান করতে পারে এবং একই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করতে পারে।

(৪) ধর্ম (ধর্ম), ধর্ম প্রতিষ্ঠান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) এবং রাজনীতি (রাজনীতি) কী?

(ক)। ধর্ম (ধর্ম) – যা পরিবেষ্টিত তা হল ধর্ম, অথবা ধর্ম হল সমগ্র পৃথিবীর একটি সারাংশ (ধারণ করা হয়)। এটা ধর্ম : , ধারা কা মার্ম ধর্ম সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় , সংসারের (সমগ্র পৃথিবী–ধারা) জন্য এটি সনাতন ধর্ম, যেখানে ধর্ম হল ধর্মের আঞ্চলিক প্রকাশ, 'যেমন; হিন্দুস্তানের জন্য এটি হিন্দু, জুদার জন্য এটি ইহুদি ধর্ম (ইহুদিদের জন্য জেরুজালেম)। বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখরা হিন্দুদের প্রধান ধর্ম যেখানে খ্রিস্টান, মুসলিম এবং বাহাইরা ইহুদিদের প্রধান ধর্ম (ধর্ম)। সম্পূর্ণ ধরে রাখুন কা এবং ধর্ম অঞ্চল এর)।

ধর্ম তার সমস্ত মহত্ত্বের সাথে স্বাধীনতা এবং ভালোবাসার গুণাবলীর পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে, এবং ভূত ও নরকের ভয় বা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যে নির্যাতন এবং জেলখানায় শাস্তি প্রদানের কারণে নয়, যা অনেক ধর্মই করে। ধর্ম স্বাস্থ্যকর এবং জীবনের সকল লেনদেনের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, এটি ব্যবসায় জড়িত হয় না বা ব্যবসায়িক সত্তাকে সমর্থন/অনুগ্রহ করে না, একই সাথে এটি রাজনৈতিক বা শাসক বা সম্প্রসারণবাদীদের সহযোগী, প্রচারক বা সম্মুখ সংগঠনে পরিণত হয় না। ধর্ম কখনও কাউকে এই পোশাক পরতে বা চুল কাটাতে বলে না, 'এটি পড়ুন এবং দেখুন', 'ব্যায়াম করার সময় ধর্মোপদেশের তোতাপাখি শুনতে (যোগিক বা অ্যারোবিক)' ধর্ম মূলত জীবনকে সুস্থ ও পবিত্র করে তোলার জন্য নিমগ্ন।

ধর্ম কখনও কাউকে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষ বা তার বিকল্প প্রাণী যেমন নারকেল বা ছাগল, মহিষ, ভেড়া, উট ইত্যাদি বলি দিতে বলে না। ধর্ম কখনও কাউকে ষাঁড় এবং মহিষকে নপুংসক করতে বা পুরুষ খৎনা করতে বা মেয়েদের যৌনাঙ্গ বিকৃত করতে বলে না, যেমন কোনও কারণে তাদের ব্রহ্মচারী হতে বাধ্য করা, অথবা তাদের (ছেলে এবং মেয়েদের) সম্পূর্ণ বলিদান থেকে রক্ষা করতে বলে না, যা ইতিমধ্যেই সর্বশক্তিমানের উদ্দেশ্যে প্রতীকীভাবে উৎসর্গ করা হয়েছে।

ধর্ম কাউকে মানুষ হোক বা গাছ, কারো বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ করে বামন বা বনসাই বানাতে বলে না। ধর্ম কেবল আমাদের জীবন উদযাপন করতে এবং অন্যদের উদযাপন করতে এবং এমন কিছু খেতে দিতে বলে যা আপনার মেজাজের সুস্থতা বজায় রাখে এবং এমন পান করতে দেয় যা কণ্ঠের সংযম বজায় রাখে। ধর্ম কখনও কাউকে উপাসনা করতে বলে না এবং ধর্ম কাউকে কোনওভাবে, কোনও রূপে (মূর্তি) বা নিরাকারে উপাসনা করতে বা এমনকি নিজেকে উপাসনা করতে বাধা দেয় না, ধর্ম কেবল সহজাত বিশ্বাস/চেতনার

নির্দেশ অনুসরণ করতে এবং নিজের কর্ম-কর্ম চালিয়ে যেতে বলে (এটাও বলা যেতে পারে; কাজই ধর্ম এবং কাজই উপাসনা)। ইংরেজিতে ধর্মের জন্য কোনও সঠিক শব্দ নেই; তাই ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সমগ্র বিশ্ব এক কিন্তু একটি বৃহৎ পরিবার হল ধর্মের সবচেয়ে মৌলিক ধারণা, যা এখন পর্যন্ত অনেক ধর্মই প্রথম থেকেই মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল, যদি না তারা সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে তাদের ধর্মের সংস্করণ গ্রহণ করতে দেখে। এখন, রোগের প্রাদুর্ভাব এবং বিশ্বব্যাপী লকডাউন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে পৃথিবী এক, যদি পৃথিবী এক না হত, তাহলে কীভাবে একটি রোগ পৃথিবীর সমগ্র ভ্রাতৃত্বকে প্রভাবিত করতে পারত?

(খ). ধর্ম-সংস্থা (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান): ধর্ম-সংস্থা হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা কোনও পক্ষপাত বা পক্ষপাত ছাড়াই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সমগ্র সমাজের চাহিদা পূরণ করে। এই ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম-সংস্থা (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) যুগ যুগ ধরে অবিরাম (বারবার) কাজ করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যবস্থার নিরন্তর কাজের কারণে, এই ব্যবস্থার নামকরণ করা হয়েছে সনাতন। অধিকন্তু, যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম সম্পূর্ণ ধর্মীয়তার সাথে (পূর্ণ ধর্মীয়তার সাথে) সম্পাদিত হয় বলে দেখা যায়, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে সনাতন ধর্ম। তবে, খুব কম লোকই বলে যে চিরস্থায়ীতার মৌলিক ধারণার কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলি টেকসইভাবে কাজ করতে পারে তার বিপরীত।

ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে যা ক্ষুধার্তদের খাবার, তৃষ্ণার্তদের জল, নিঃস্বদের আশ্রয়, অসুস্থদের চিকিৎসা, অভাবীদের পরামর্শ ও ন্যায়বিচার, অসহায়দের সাহায্য, যুবকদের কর্মসংস্থান এবং একাকী ও বয়স্কদের সম্মানজনক সম্পৃক্ততা প্রদান করবে এবং এর আশেপাশের সকল ব্যক্তিকে একটি শোষণহীন পরিবেশে শারীরিক, আর্থিক, মানসিক সুরক্ষা প্রদান করবে , যাতে কোনও দারিদ্র্য, জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি না থাকে।

দীর্ঘদিন ধরে সফলভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পরও স্পষ্ট আত্মতুষ্টি এবং এমনকি পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য বোকামিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কারণে, সমাজের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবদান ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে গত তিন হাজার বছরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। এই সকল ধর্ম – হিন্দু, জরথুস্ত্র, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইসলাম, শিখ, বাহাই – প্রত্যেকেই যতই সামগ্রিকভাবে নিজেদের দাবি করে, তবুও সত্য যে এই ধর্মগুলির কোনওটিই তার শিষ্যদের এমনকি ন্যায়সঙ্গত প্ল্যাটফর্মে টেকসইভাবে সুস্থ ও সুখী জীবনধারা প্রদান করতে সক্ষম হয়নি, তাই ধর্ম প্রতিষ্ঠানের পুনরুত্থানই একমাত্র বিকল্প বলা যেতে পারে যাতে পৃথিবীর জীবন আবারও নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।

(গ). রাজনীতি–রাজনীতি: রাজনীতি হলো শাসনব্যবস্থার নীতিশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত সরকার, যেখানে নীতিশাস্ত্র হলো পৃথিবী এবং তার পরিবেশ থেকে উদ্ভূত নীতিশাস্ত্র (নীতি)। নিয়মক সে আতি আছে)।
সময়ের সাথে সাথে পরিবেশ যেমন পরিবর্তিত হতে থাকে, তেমনি পরিবেশকে একটি গতিশীল সত্তা বলা যেতে পারে। পরিবেশের তুলনায় পৃথিবীকে একটি স্থির সত্তা বলা যেতে পারে। যেহেতু রাজনীতি পৃথিবীর সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, তাই রাজনীতিকে স্থির বলা যেতে পারে, কিন্তু যেহেতু রাজনীতি পরিবেশের সাথেও প্রতিধ্বনিত হয়, তাই রাজনীতিও একটি গতিশীল সত্তা হয়ে ওঠে।

এই মিশ্রণের পরিপ্রেক্ষিতে, **রাজনীতিকে একটি অভিজ্ঞতা এবং তার প্রকাশ বলা হয় যা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু যথেষ্ট নমনীয়** । এই সংজ্ঞা অনুসারে, রাজনীতি কোনও চাকরি/পেশা নয় বরং সমাজের এবং তার আশেপাশের পরিবেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সমাজের প্রতি একটি সম্পৃক্ততা। এই ধরনের রাজনীতি সেই ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হয় যাদের মৌলিক পারিবারিক চাহিদার জন্য তার সময় এবং অর্থের প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ যখন তার সন্তানদের বিয়ে হয়, এবং এই ধরনের রাজনীতিতে জড়িত থাকা অব্যাহত রাখা যেতে পারে যতক্ষণ না তার সন্তানরা তার স্থান গ্রহণের জন্য উপলব্ধ হয়। এর অর্থ হল একজন সক্রিয় রাজনীতির (ভোটদান এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার) বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকে পঁচাত্তর বছর হতে পারে। পঁচাত্তর বছর বয়সের পরে এই ধরনের সম্মানিত ব্যক্তিত্বরা সাধারণত নতুনদের শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণে প্রবেশ করতে চান।

রাজনীতি একটি পেশা এবং রাজনীতিবিদরা পেশাদার, যা দেশ ও সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পেশার সাথে সমান আচরণের দাবি রাখে। রাজনীতি মূলত ধর্মগ্রন্থ এবং/অথবা দেশের সংবিধানে প্রণীত নির্দিষ্ট নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের উপর নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু দেশের সংবিধান স্থির (পরিস্থিতি এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথেও কমবেশি একই থাকে), তাই সংবিধান সাধারণত বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলি মোকাবেলায় অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়। **ইংরেজিতে Rajniti শব্দটির কোনও সঠিক শব্দ নেই; তাই Rajniti শব্দটি ব্যবহার করা হয়।**
(৫) সমসাময়িক ধর্মগুলিতে বিতর্কিত (ধর্মের আঞ্চলিক মুক্তি):

(৫.ক) ধর্মগুলি কেন ব্যর্থ হচ্ছে এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে? কারণ, যখন কারও কোনও সমস্যা হয় এবং সে কোনও ধর্মীয় স্থানে যায়, তখন সে কেবল ধর্মোপদেশ গ্রহণ করে, তার নিজের সৃষ্টির পুরোহিতদের কাছ থেকে ধর্মোপদেশ অথবা কিছু পবিত্র গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং বিষয়গুলি সেখানেই শেষ হয়, কোনও বাস্তব এবং দৃশ্যমান সমর্থন ছাড়াই।

তাকে আবারও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় খালি হাতে, তা সে মৌলিক ক্ষুধা, কাপড় বা আশ্রয়ের জন্য হোক বা নিজের বাড়ি/বাড়ি, প্রতিবেশীদের থেকে দূরে একটি

শান্তিপূর্ণ পরিবেশ খুঁজে পেতে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য হোক বা তার সৃজনশীল সাধনা প্রকাশের জন্য একটি জায়গা পেতে হোক।

আরও ভাবুন, এমন একটি পরিস্থিতির কথা যেখানে একটি পরিবারে হঠাৎ ঝগড়া বা মারামারি হয়, এবং একজন ব্যক্তি রাত কাটাতে বা কয়েক দিনের জন্য বাইরে যেতে চায় যাতে বিষয়টি ঠান্ডা হয়ে যায় এবং নিজের ইচ্ছায় মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে একজন পুরুষের কাছে টাকা না থাকলে তার থাকার জন্য কোনও সম্মানজনক জায়গা নেই, ভারত হোক বা অন্য কোথাও, মহিলাদের জন্য এই সমস্যা আরও বেশি। অর্থাৎ আমরা সকলেই এমন একটি পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে প্রতিটি মানুষের মনে খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের নিরাপত্তাহীনতা ব্যবস্থাকে সুরক্ষা প্রদান করছে।

আমরা কি এটাকে একটি সুখী ও সুস্থ অবস্থা বলতে পারি? কোন ধর্ম কি তার অনুসারীদের জন্য এবং তার অ-অনুসারীদের জন্যও এই ধরনের অনিরাপদ, অস্বাস্থ্যকর, অসুখী পরিস্থিতিকে ন্যায্যতা দিতে পারে? সমস্যাটি আরও উপলব্ধি করা যেতে পারে যে প্রতিটি ধর্ম তার বিশ্বাসী/অনুসারীদের অবদান রাখতে বলে কিন্তু বাস্তব জীবনের সমস্যার কোন সমাধান দেয় না।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, মুসলিম, শিখ বা বাহাই, প্রায় সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। যদিও খুব কম ধর্মীয় স্থানেই বিনামূল্যে সাম্প্রদায়িক খাবার এবং কয়েক দিনের জন্য বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। এমন পরিস্থিতিতে তথাকথিত ধর্মকেন্দ্রগুলিতে কীভাবে বিশ্বাস বজায় রাখা যায়?

(৫.খ)। ধর্ম (ধর্ম) এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (ধর্ম-সংস্থা) পুনরুত্থান বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলা যেতে পারে কারণ ধর্মের মূল বিষয়গুলিও একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আমাদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে এবং আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। প্রতিটি ধর্মের সমস্ত ধর্মীয় গুরু ধর্মের মূল বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করেছেন বলে মনে হয়, বিশ্বাসই ভিত্তি এবং ধর্ম (ধর্ম) হল ভিত্তি যার উপর রাজনীতির (রাজনীতি) উপরিকাঠামো নির্মিত হয় এবং তাই ধর্মের (ধর্ম) মৌলিক দায়িত্ব খাদ্য, জল, বস্ত্র, আশ্রয়, কর্মসংস্থান, বিনোদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় প্রশাসন এবং ন্যায়বিচারের সমস্ত মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।

প্রতিটি ধর্মের সকল ধর্মীয় গুরু তাদের বংশ, অনুসারী এবং সমর্থকদের এই সেবা প্রদানের পরিবর্তে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের স্বপ্ন প্রচারে, তাদের অনুসারীদের মধ্যে ভয় জাগিয়ে, তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যদের হীনমন্যতা প্রদর্শনে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন এবং শান্তি ও সম্প্রীতির চেয়ে সমাজে ঘৃণা ও শত্রুতা বেশি সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্ত ধর্মীয় গুরুরা একত্রিত হয়ে তাদের ব্যক্তিগত অনুসারীদের পাশাপাশি সমগ্র সমাজের প্রায় সকলের বিশ্বাসকে নাড়া দিয়েছে।

যেহেতু বিশ্বাস প্রতিটি জীবের সহজাত এবং কেন্দ্রবিন্দু (হৃদয়), তাই যখন বিশ্বাসকে নাড়া দেওয়া হয়, তখন স্পষ্টতই হৃদয় অনিয়মিতভাবে কাজ করবে। যদি এই অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে, তাহলে এটি অবশেষে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ব্যাহত করবে যা স্পষ্টতই শর্করার মাত্রা (ডায়াবেটিস), হতাশা (হৃদরোগ), অসহায়ত্ব (ক্যান্সার) এর দিকে পরিচালিত করবে এবং তাকে অন্যান্য সকল ধরণের রোগের সহজ শিকারে পরিণত করবে।

চিকিৎসা তথ্য নিশ্চিত করে যে রোগগুলি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সমাজে আশা প্রদানকারী সংস্থাগুলি (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি) তাদের অনুসারীদের মধ্যে আশা তৈরি করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। সমাজের জন্য অন্তত আশার অভাবের চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি আর কি হতে পারে ? বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারা যে পরিস্থিতির তীব্রতাকে একত্রিত করেছিলেন তার কারণেই বর্তমান সময় (বিংশ শতাব্দী) হয় কিয়ামতের সময়, অথবা নতুন মশীহের অবতার, অথবা বুদ্ধের পুনর্জন্ম বা ঈশ্বরের নতুন বার্তাবাহকের আগমনের সময়, অথবা এটি কেবল নতুন যুগে রূপান্তরের সময়?

(৫.গ)। সকল ধর্মই তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে, যা করোনা-কোভিডের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, এবং মৌলিক ধর্ম পুনরুত্থানের অপেক্ষায় রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কেউ অবাক হবেন যে এখন জৈন এবং বৌদ্ধরা অস্ত্র এবং আগ্রাসনের কথা বলছে, যেখানে মুসলমানরা শান্তি ও প্রশান্তির কথা বলছে, হিন্দুরা বলছে যে এটি পরিবর্তনের সময়, ইহুদিরা বলছে যে এটি শেষ প্রজন্ম (তোরা-ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসারে)। বুদ্ধের মতে তার ধর্ম পঁচিশশ বছর স্থায়ী হবে এবং তিনি মৈত্রেয় রূপে পুনর্জন্ম নেবেন, খ্রিস্টানরা কিয়ামত সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেন, পয়গম্বর শাহাব যদিও নিজেকে শেষ বার্তাবাহক বলে দাবি করেন কিন্তু যোগ করেন যে চৌদ্দশ বছর পরে দুজন ব্যক্তি আসবেন যারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন, জৈন এবং শিখ ধর্মকে হিন্দুদের থেকে উদ্ভূত একটি অংশ বলা যেতে পারে এবং তাই থাকবে। বর্তমান পরিস্থিতি যাই হোক না কেন অনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে এবং সমাজে সরাসরি, সরাসরি এবং সরাসরি আলোচনার দাবি করে।

(৫.ঘ)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ধর্মীয় গণহত্যার মাধ্যমে কেবল বিশ্বস্তরেই ধর্মীয় বিরোধের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় না, বরং আঞ্চলিক স্তরেও পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করা যায়, এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশেও ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং ফলস্বরূপ ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দ্বারা। ভারতের বিচ্ছিন্নতা, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে সংঘর্ষ এবং জাতিগত নির্মূল এবং সর্বশেষ আফগানিস্তানে ভারতীয় উপমহাদেশে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনাগুলির মধ্যে কয়েকটি। এই সমস্ত জাতিগত হত্যা এবং নির্মূল কোনও বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র ঘটনা নয় বরং পুরোহিতদের দ্বারা কেবল অন্য ধর্মের বিরুদ্ধেই নয় বরং তাদের নিজস্ব ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে -

যেমন বর্ণগত, মুখমণ্ডলীয়, বর্ণগত, শ্রেণীগত এবং বর্ণগত বৈষম্য – ধর্মীয় বিদ্বেষের চূড়ান্ত পরিণতি।

যারা বলে যে ধর্ম শিক্ষা দেয় না, প্রচার করে না অথবা শত্রুতা বৃদ্ধিতে জড়িত, এমনকি বর্তমান বিশ্বজুড়ে এমন পরিস্থিতি দেখার পরেও যেখানে অনেক ধর্মীয় প্রচারক এবং পুরোহিত কেবল ভয় জাগিয়ে তোলা এবং ঘৃণা ছড়ানোর সাথে জড়িত নন, বরং প্রকৃতপক্ষে এক বা অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রচারেও জড়িত, তাদের বলা যেতে পারে তারা উটপাখির জীবনযাপন করছেন।

আশ্চর্যজনকভাবে, প্রতিটি ধর্মের প্রতিটি ধর্মপ্রচারক এবং পুরোহিত বলেন যে তাদের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং তিনি সর্বোৎকৃষ্ট এবং অবিচ্ছেদ্য, তবুও এই ধরণের ধর্মগুরু/পুরোহিতরা ধরে নেন এবং ধরে নেন যে, তথাকথিত ঈশ্বর তাদের প্রতিবেশীদের আশীর্বাদ করবেন না যারা এই দেবতাকে অন্য নামে ডাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল এবং বিন্যাসে প্রার্থনা করে। আরও, প্রতিটি ধর্মের এই ধরণের ধর্মগুরু/পুরোহিতরা অগাধ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন যে তাদের সর্বদেবতা অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীদের কাছে পৌঁছাবেন না যারা তাদের ঈশ্বরের সংস্করণকে সম্মান করে না, বোঝে না এবং মেনে চলে না এবং অবশ্যই সেই ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবেন না এবং তাকে আশীর্বাদ করবেন না যিনি তাদের ঈশ্বরের সংস্করণ সম্পর্কে অবগত নন। এর কি কোন অর্থ আছে?
কোন পুরোহিত/ধর্মগুরু কি ভাবতে পারেন যে, তাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এত ছোট যে তিনি তার প্রতিবেশীর মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম নন, যারা একই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে না এবং সেই প্রতিবেশীকে নাস্তিক, ধর্মহীন এমনকি শয়তানও ঘোষণা করা যেতে পারে এবং ভয়াবহ শাস্তির যোগ্য হতে পারে?

এই বিশৃঙ্খলার দিকে তাকালে সহজেই ধারণা করা যায় যে ধর্মের সার্বজনীনতা ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলভাবে অবনতি লাভ করেছে প্রথমে সার্বজনীনতা থেকে মানবতা, মানবতা থেকে ধর্মীয়তা, ধর্মীয়তা থেকে আঞ্চলিক ধর্মীয়তা, তারপর স্থানীয়তা থেকে অবশেষে ব্যক্তিত্বে, যা প্রতিফলিত করে যে কেবল পরিবার, সমাজের কাঠামোই অদৃশ্য হয়ে গেছে তা নয়, সমগ্র পরিবেশও উল্টে-পালটে পড়েছে। এটি আমাদের বেঁচে থাকার উপরও প্রশ্ন তুলেছে। এই দৃশ্যপট দেখে, কী বলা যেতে পারে, আমরা কোথায় যাচ্ছি?
ক) গণহত্যাসহ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে?
খ) কেয়ামতের দিকে (উদাহরণস্বরূপ- একটি শক্তিশালী ব্লক বলত যে ২১শে ডিসেম্বর, ২০১২ একটি কেয়ামতের দিন হতে চলেছে)।
গ) এমন একটি পরিস্থিতির বলির পাঁঠা হওয়ার দিকে যা কেউ পরিকল্পনা করেছে যে কেয়ামতের দিন সাজিয়ে নিজেকে মশীহ হিসেবে ঘোষণা করবে।
ঘ) পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গলে বসতি স্থাপনের সময় কি এসেছে?
ঙ) এটা কি মন্দের অবসান এবং ধার্মিকতার পুনরুত্থানের সময়?

(৫.ই)। প্রায় সকল ধর্মই আধুনিক যুগের রোগের আক্রমণের কাছে নতি স্বীকার করেছে বলে মনে হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ প্রায় সকল উপাসনালয় এবং তাদের পুরোহিতরা রোগের নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং এর অনুসারীদের মৃত্যুর নৃত্যের মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে যখন মানুষ দেখতে পায় যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনাস্থলও তালাবদ্ধ করা যেতে পারে এবং এগুলিও জরুরি অবস্থা এবং জরুরি অবস্থার সময় সান্ত্বনা এবং সান্ত্বনা প্রদান করতে পারে না। যখন ভ্যাটিকান, মক্কা-মদিনা, জেরুজালেমের মতো প্রায় সকল ধর্ম-উপাসনা কেন্দ্র তালাবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন একজন সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কীভাবে অক্ষত থাকবে?
এই সমস্ত মন্দির-মসজিদ, মঠ এবং গির্জা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে, যা মূলত এই বার্তা দিচ্ছে যে এই উপাসনালয় এবং এর প্রচারকের উপর নির্ভর করা যাবে না, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে এবং কেবল এই সমস্ত কেন্দ্রগুলির পবিত্রতা এবং ধারাবাহিকতাই নয়, বরং এই কেন্দ্রগুলির ধারাবাহিকতা এবং এই কেন্দ্রগুলি যে জাগতিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করে তার উপরও গুরুতর প্রশ্ন চিহ্ন ফেলেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের পক্ষে খোলা মন এবং বড় হৃদয় নিয়ে এই বিষয়টি প্রকাশ করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যে এই জাতীয় কেন্দ্রগুলি পরিত্যক্ত বা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা উচিত, সম্মানের সাথে ধ্বংস করা উচিত বা ইতিহাস ও পর্যটন জাদুঘর সহ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া উচিত?

এমন পরিস্থিতিতে যেখানে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিটি ধর্মই সাম্প্রতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে, এখন কেউ নিজেকে ধর্মের ঠিকাদার বলে দাবি করে এবং বলে যে তার ধর্মই সর্বোত্তম এবং নিজের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলে বা তার নামে অন্যদের জীবন নেয়, তা অর্থহীন এবং অর্থহীন। প্রকৃতি যেমন শূন্যতাকে ঘৃণা করে, তেমনি লকডাউনের পরে ধর্মের ব্যবসা স্বাভাবিকভাবে পুনরায় শুরু হলেও, মানুষ বুঝতে পেরেছে যে প্রার্থনা ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবারের সাথে বা অনলাইনে গোষ্ঠীর সাথে পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক প্রার্থনার পদ্ধতির পরিবর্তে করা যেতে পারে। আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিটি কোণে এবং কোণে আলোচনা করা দরকার এবং ভবিষ্যতে কীভাবে মানুষ তাদের বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে এবং সাধারণ দিনগুলিতে এবং জরুরি ও জরুরি পরিস্থিতিতে সান্ত্বনা পেতে পারে।

(৫.চ)। একই সাথে প্রচলিত প্রতিটি ধর্ম, যত বড়, সাহসী, সুন্দর, উন্নত বা সর্বোত্তম বলে তারা দাবি করে, কিন্তু বাস্তবতা হলো এই ধর্মগুলি দাসত্ব, জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি এবং পতিতাবৃত্তির (যা যেকোনো সভ্যতার কলঙ্ক বলা যেতে পারে) কোনও সমাধান দেয়নি, বরং এই ধর্মগুলির বেশিরভাগই নীরবতা পালন করেছে অথবা দাসত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি এবং পতিতাবৃত্তিকে উৎসাহিত করেছে। তাছাড়া, অন্তত বৌদ্ধধর্ম থেকে এই সমস্ত ধর্মগুলি অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, বিনোদন, শক্তি, পরিবেশ, নীতিশাস্ত্র, শিষ্টাচার, দূষণ, জনসংখ্যা,

দারিদ্র্য, পতিতাবৃত্তি, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক বিষয়গুলি ভুলে গেছে বা সেগুলিতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেনি।
এই সকল ধর্মের এই ধরণের ত্রুটির কারণে, এর সদস্যরা বাজারের দানব এবং ধূর্ত শিল্পের প্রভুদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। এই সকল ধর্মের এই মৌলিক ত্রুটির কারণে, এর সদস্যরা বাজার শক্তি, ভণ্ড (ভিতরে ভয়ঙ্কর কিন্তু সাহসী হওয়ার ভান করে) এবং স্পষ্টতার অভাবের দ্বারা সহজেই ব্যবহারযোগ্য বা চালিত হতে দেখা গেছে। যদিও এই সকল ধর্ম শান্তির কথা বলেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবতাকে প্রকৃতির সামর্থ্যের চেয়েও বেশি টুকরো টুকরো করার অপরাধে অংশীদার হয়ে উঠেছে।
এই পরিস্থিতিতে আমাদের কি অপেক্ষা করা উচিত কোন জাদু ঘটার জন্য অথবা আকাশ থেকে নতুন কোন দেবতার অবতরণের জন্য? নাকি আমাদের কিছু পরিকল্পনা করে এগিয়ে আসা উচিত এবং মৌলিক ধর্ম (ধর্ম) এবং ধর্ম-সংস্থা (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) পুনরুজ্জীবিত করা উচিত। যদি আমরা তা করি, তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

(৬)। পুরনো জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে সমাধান কেন্দ্রিক আলোচনা (একই প্রশ্নের উপর সনাতনীর বৈশ্বিক ব্যবস্থ বই থেকে উদ্ধৃতাংশ):

প্রশ্ন: আমরা আপনার কাছে ব্যক্তিগত, পরিবার, সমাজ এবং আমাদের দেশের অনেক সমস্যা তুলে ধরেছি, এবং আপনার কাছে ভালো মানুষ বলেছেন, হ্যাঁ, সমস্যা যেমন আছে, সমাধানও আছে, এবং সমাজ ও দেশ পর্যায়ে সমাধান বাস্তবায়নের আগে আরও বিস্তৃত আলোচনা এবং বিস্তৃত সংলাপ করা অপরিহার্য, কিন্তু আমরা চিন্তিত যে এই প্রক্রিয়াগুলিতে অনেক সময় লাগে এবং অনেক সময় বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে কি অন্য কোনও উপায় থাকতে পারে না যেখানে সংলাপের প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেতে শুরু করে?

উত্তর: সমাধান তো বাতাসে আছে, মৌলিক সমাধান তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত আছে, তা হলো "প্রার্থনা করো, খেলো এবং পার্টি করো। একান্তে প্রার্থনা করো; খেলোয়াড়দের সাথে খেলো এবং সঙ্গীদের সাথে পার্টি করো" এবং সকলের জন্য উপলব্ধ, তাও কোনও হৈচৈ ছাড়াই, লাউডস্পিকারে প্রার্থনা না করে এবং অন্যদের বিরক্ত না করে। আমাদের বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান সম্মিলিতভাবে উদযাপন/আনন্দের মধ্যে নিহিত। কেবল জীবন উদযাপন করো এবং যদি কেউ আসে তবে তাকে অন্তর্ভুক্ত করো, তাকে আনন্দ দাও এবং তাকে খাবার দাও এবং যদি কেউ থাকতে চায় তবে তার থাকার ব্যবস্থা করো।

বলা হয়ে থাকে যে, "যেমন বাতাস শ্বাস নেয়, তেমনি দিকও বেছে নেওয়া হয়, যেমন খাবারও তেমনি মেজাজও, যেমন জল/তরলও তেমনি কণ্ঠস্বরও এবং যেমন নেশাজাতীয় দ্রব্যও তেমনি অবস্থাও"। তাই যখন এই জিনিসগুলো প্রসাদের আকারে দেবতার কৃপায় পরিবেশিত হয়, তখন আমাদের দিক, ভাগ্য, মেজাজ, কণ্ঠস্বর ভালো হওয়া উচিত। বলা যায় যে এই সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমাদের সমগ্র ব্যবস্থার সংশোধন করা হবে।

প্রশ্ন: যে আসে তাকেও সাথে নিয়ে যায়, প্রসাদ ও আশ্রয় দেয়, এটা কি খুব বেশি উদযাপনের বিষয় নয়? উৎসবে কি পাখি, প্রাণী এবং মৎস্যজীবীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়?

উত্তর: যদি তুমি উদযাপন, আনন্দ এবং পার্টিতে কৃপণ হতে চাও, তাহলে ঝামেলা এবং সমস্যার মধ্যে থাকা তোমার জন্য ন্যায্য হবে, তাহলে তুমি কেন সমাধান খুঁজো?

প্রশ্ন: এই উৎসব কতদিন ধরে পালিত হবে?

উত্তর: যতক্ষণ তুমি সুখে বাঁচতে চাও, যখন তুমি সুখে একঘেয়ে বোধ করো এবং অসুখী, বিরক্ত বা কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতে চাও, তখন তুমি উদযাপন বন্ধ করে দিতে পারো। এটা ঠিক যেমন যখনই সুগন্ধ থাকে, তখনই আনন্দ থাকে, যেখানে দুর্গন্ধ থাকে, সেখানেই শব্দ এবং খারাপ মেজাজ থাকে। উৎসব আনন্দের সাথে এবং বিতর্ক অস্থিরতার সাথে জড়িত।

প্রশ্ন: যদি আমাদের দীর্ঘ সময় ধরে উৎসব করতে হয়, তাহলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে কি এটি একটি বিকল্প ব্যবস্থা হবে না? এটি কীভাবে পরিচালিত হবে, অর্থ এবং অন্যান্য সম্পদ কোথা থেকে আসবে? যখন মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে থাকবে তখন তারা চাকরিও চাইবে, তাহলে তাদের জন্য চাকরি কোথা থেকে তৈরি হবে?

উত্তর: ঠিক আছে, আজকের পরিস্থিতিতে এটি একটি বিকল্প ব্যবস্থা হবে কিন্তু এটি একটি ব্যবস্থা ছিল, যা ভালো বলা যেতে পারে।

অর্থের ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তির আয়ের মধ্যে তার মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে, স্বামী এবং সরকার এবং সমাজের (ধর্ম/ধর্ম) জন্য বারো দশমিক পাঁচ শতাংশ (এক করে আট) অন্তর্ভুক্ত থাকে, যখন এই অর্থ যা সমাজের (ধর্মের) অংশ, সমাজে প্রবাহিত হতে শুরু করে, তখন অর্থের অভাব হবে না।

এছাড়াও, যখন উৎসব ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে, তখন প্রচুর বয়স্ক মানুষ এবং শিশু আসবে, তখন এতিমখানা, বৃদ্ধাশ্রমের খরচও কমবে। তারপর যখন আমরা এখানে থাকা ব্যক্তিকে চাকরি দেব, তখন অতিরিক্ত আয় হবে। এই বিকল্প ব্যবস্থায় নতুন গঠনমূলক কাজ করা হবে, যেখানে যাতায়াতের জন্য মেশিনের মতো সাইকেল যথেষ্ট হবে।

এর অর্থ হলো, এখানে অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, উৎপাদন করবে, রান্না করবে এবং নিজে নিজে খাবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক নীতি হবে "গোষ্ঠীর জন্য এবং দলের জন্য", যা ডিজেল, পেট্রোলের অভাব বা বন্যা, দুর্ভিক্ষের কারণে কখনও বাধাগ্রস্ত হবে না। ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের বিস্তারের কারণে এটি প্রভাবিত হবে না এবং এর ফলে এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে অথবা সর্বোচ্চ আংশিকভাবে পারস্পরিক নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে। এমন বয়স্ক ব্যক্তিরা থাকবে যাদের তাদের সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা থাকবে যারা অন্যদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য, সমাজের জন্য কাজ করতে পারবে এবং এটি হবে আশা

এবং সম্পদের কেন্দ্র। যখন জ্ঞান ও সম্পদের জন্য এই কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হবে তখন এটি অভাবী, দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্যও কাজ করবে এবং দুর্যোগ মোকাবেলা করতেও সক্ষম হবে।

তাছাড়া, যখন এটি খাদ্য, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করবে, তখন ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করা যাবে। শরণার্থীদের সমস্যাও সমাধান হবে। ভিক্ষাবৃত্তির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হল, যদি কেউ অন্য ব্যক্তির কাছে সাধারণ তথ্যের জন্যও তথ্য পেতে যায়, তাহলে অন্য ব্যক্তিকে এমনভাবে দেখাবে যেন সে কিছু পাওয়ার জন্য এসেছে (দেওয়া হচ্ছে না) এবং সে একজন ভিক্ষুকের মতো। যখনই ভিক্ষাবৃত্তি এবং শরণার্থীদের এই সমস্যাটি বিলুপ্ত হবে, তখনই আমরা বলতে পারি যে আমরা একটি উন্নত সমাজে আছি।

আজ সমাজে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে পরিবারে সামান্য সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে পরিবারের যে কোনও সদস্য, তা সে পুরুষ, মহিলা, ছেলে, মেয়ে, শিশু বা বৃদ্ধ, এক রাতের জন্যও টাকা ছাড়াই আশ্রয় পেতে পারে, যেখানে সমাজ নিজেই নিশ্চিত হতে পারে যে তারা সঠিক জায়গায় আছে, কোনও ধরণের লোভ-লালসা ছাড়াই। ধর্ম/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থানে তৈরি এই জ্ঞান ও সম্পদ কেন্দ্রগুলি এই সুবিধা দিতে পারে। সমাজে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে শোষিত মহিলা, পতিতাদের পুনর্বাসন করা যেতে পারে এবং বিশ্বাস কেন্দ্রগুলি এই সুবিধা প্রদান করতে পারে কারণ তারাও কারও কন্যা এবং বোন।

চাকরি বা কর্মসংস্থান দেওয়া সরকারের কাজ নয়। সরকারের দায়িত্ব হলো বাহ্যিক নিরাপত্তা প্রদান করা, কেবল সাংবিধানিক ন্যায়বিচার, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং সমাজের সাথে সমন্বয় সাধন করা। এছাড়াও ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ন্যায়বিচার সম্পর্কিত সকল কাজ সমাজের আওতায় আসে।

প্রশ্ন: এই ধরণের ব্যবস্থার কি কোন উদাহরণ আছে ?

উত্তর: যদি এই ব্যবস্থাটি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, তাহলে আমরা নতুন কিছু করতে, নতুন কিছু করতে ভয় পাই কেন? তবুও আপনি এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধু এবং শয়তান উভয়কেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন; শ্রুতি এবং স্মৃতিতে (বাক্য এবং স্মরণ) এই ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান।

ব্যবস্থা এবং পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য পৃথিবীতে দুটি প্রধান ধারা প্রচলিত। একটি পদ্ধতিতে বলা হয়েছে, যদি দেহ বা সমাজের কোনও অংশে সমস্যা থাকে, তবে তা সংশোধন করুন, শরীর এবং সমাজ সংশোধন করা হবে। এটি বলে যে শরীরের প্রতিটি অংশ বা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে সংশোধন করুন, তাহলে শরীর ঠিক থাকবে এবং সমাজও ঠিক থাকবে। এই পদ্ধতিটি সমস্ত ডাক্তার এবং সমাজের সমস্ত তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং প্রচারকরা ব্যবহার করেন।

অন্যান্য পদ্ধতিতে বলা হয় যদি সিস্টেমটি নিখুঁত থাকে তবে মানুষ ঠিক থাকবে, যদি একজন ব্যক্তি ঠিক থাকে তবে শরীরের সমস্ত অঙ্গ অবশ্যই ঠিক থাকবে। এই বিজ্ঞানীরা যোগ এবং সিস্টেমগুলির উপর মনোযোগ দেন এবং এইগুলি এবং তাদের বাস্তবায়নের

উপর গবেষণা করেন। এর পাশাপাশি, আরও অনেকে আছেন যারা বলেন যে শরীরের অঙ্গ এবং সমগ্র মানুষ, সমাজ এবং এর সিস্টেম উভয়ই মনোযোগের দাবি রাখে। তারা বলেন, এটিই মূল, এটিই সারাংশ এবং এটিই ধর্ম/ধর্ম।

গণতন্ত্রকে সবচেয়ে খারাপ ব্যবস্থা বলা হয়, তবুও ইতিহাসের পরিচিত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে এটিই সেরা। এই গণতন্ত্র গত আটশ বছর ধরে এভাবেই চলছে এবং এখনও শিশুর মতো এবং বড় হয়নি।

এই গণতন্ত্র স্বাধীনতার কথা বলে কিন্তু দাসত্ব বৃদ্ধি করে, দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং তাদের সৃজনশীলতাকে বিলুপ্ত করে, এমনকি যখন বলা হয় 'গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার'।

বাস্তবে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা হল, 'জনগণের দল' নিজেই অন্য জনগোষ্ঠীর পিঠে চড়ে, জনগোষ্ঠী জনসাধারণের দ্বারা শাসিত হয়, কখনও কখনও এক দল অন্য দলের উপর শাসিত হয়, কখনও কখনও অন্যরা। অনেক সময় নতুন দল আসে যা তাদের ভীত করে তোলে এবং অন্যদের প্রভাবিত করে অথবা উভয় পুরোনো দলই একসাথে নতুন প্রবেশকারীকে পরাজিত করে।

গণতন্ত্রে এক আর এক কখনোই দুই হয় না, এক আর একজন এগারো হয়ে যাওয়ার কথা তো বলাই বাহুল্য, গণতন্ত্রে যা থাকে তা হলো এককে এক দিয়ে গুণ করলে এক হয় অথবা এক ভাগ করলে এক হয়, কিছুই বদলায় না, পরিস্থিতি অক্ষত থাকে, স্থিতাবস্থা। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তারা এটাই শিখিয়েছেন, স্থিতাবস্থা বজায় রেখে। কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন গণতন্ত্রে যদি ভালো কিছু ঘটে তবে তা কেবল দুর্ঘটনাক্রমে ঘটে।

তবুও এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে এক বিয়োগ এক শূন্যে পরিণত হয় এবং গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রে পরিণত হয় যা সামরিক আইনের দিকে পরিচালিত করে। তাছাড়া দয়া, ভালোবাসা, সহানুভূতির জন্য আর কোনও স্থান নেই। জ্ঞানী মানুষ, গণতন্ত্রে প্রভু, এটি দেখায় যে এর উন্নতি প্রয়োজন। একটি ভাল এবং নতুন গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা যদি উপরের কাজের উপর মনোনিবেশ করি (যেমনটি বিকল্প অর্থনীতির এই কাজে উল্লেখ করা হয়েছে) তাহলে বর্তমান গণতন্ত্রকে একটি উন্নত গণতন্ত্রে রূপান্তর করা সহজ হবে যার মধ্যে দেবত্ব রয়েছে এবং তাও কোনও পুরোহিতত্ব ছাড়াই। মনে হচ্ছে সময় আসছে তাই আসুন আমরা আমাদের কর্ম সর্বশক্তিমানের কাছে সমর্পণ করি এবং আপনার কাছেই শেষ করি।

প্রশ্ন: নেতারা বা সরকারি কর্মকর্তারা তা করতে দেবেন কিনা, গণতন্ত্র তা অনুমোদন করবে কিনা, এটা কি খুব কঠিন কাজ হবে না ?

উত্তর: আপনি একটি সমাধান চান এবং ভয়ও পান, যখন সমস্যার মূলে রয়েছে বর্তমান ব্যবস্থা। এটি কীভাবে সম্ভব হবে তা সংশোধন করা সবচেয়ে জরুরি। আপনি প্রার্থনা, কঠোর পরিশ্রম এবং উদযাপন শুরু করুন, সংলাপ শুরু করুন এবং সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। দেশে এই বিষয়গুলির জন্য আপনাকে হয়তো একটি বা দুটি গণভোট করতে হবে।

আজকের গণভোটও অপরিহার্য কারণ আমাদের যে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলি রয়েছে সেগুলি হয় স্বাধীনতার আগে গঠিত হয়েছিল অথবা এই দলগুলি থেকে বিভক্ত ছিল, তাই তাদের সকলের মানসিকতা কমবেশি একই রকম অথবা আমরা বলতে পারি যে তারা ভারতকে ভারত করতে চায় না বরং অন্য কিছু করতে চায়)।

(৭) ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকে সমাজ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি:

বলা হয়:
"ধন হলো পেটের ক্ষুধা দূর করা,
লক্ষ্য হলো হৃদয়ের বিভ্রান্তি দূর করা,
মনের অন্ধকার দূর করাই গৌরব,
দায়িত্ব হলো অলসতা দূর করা,

ভয় হলো শৃঙ্খলাহীনতা দূর করা,
তাই জ্ঞানীরা ভাগাভাগি করে শাসন করে,
মনকে পরিষ্কার করে এবং হৃদয়কে পবিত্র করে,
একসাথে কাজ করে এবং পার্টি করে।

কর্ম (*কর্ম) ত্যাগ করা যায় না, তা করতেই হবে।*
যখন ধর্ম টিকে থাকে, তখন জীবিকা নিশ্চিত হয়। *

(৭.ক)। এটা সকলের জন্য আশ্চর্যের বিষয় যে তথাকথিত শয়তান এবং সাধুরা ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করার সময় একমত বলে মনে হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক মহলে বলা হয় যে যখন শয়তান এবং সাধুরা দূরবর্তী একমত হয়ে একই গন্তব্য/ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে, তখন পরিস্থিতি সত্যিই উদ্বেগজনক/বিপজ্জনক/অশান্ত বলা যেতে পারে।

বর্তমান অস্থিরতার বিশদ বর্ণনা করার সময়, সাধুগণ জনসাধারণকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় মনোরম ভঙ্গিতে এবং আনন্দের সুরে বলছেন যে সত্যের যুগ (সত্যযুগ) আসছে, যেখানে প্রত্যেকেই সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র জীবনযাপন করবে। সত্যযুগে পৃথিবীতে মোট তেত্রিশ কোটি মানুষ থাকবে এবং প্রত্যেকেই দেবতার মতো হবে, তাদের হাতে প্রচুর সম্পদ থাকবে।
সাধু-সন্তরা বলছেন যে এটি অশুভ শক্তির প্রকাশ এবং ফলস্বরূপ নির্মূলের সময়, এবং একই সাথে শুভ শক্তির আবির্ভাব এবং উত্থানের সময়, তাই চিন্তার খুব বেশি কিছু নেই, প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, জনসাধারণের কাছ থেকে যা প্রয়োজন তা হল তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া, সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করা এবং আপনার আশীর্বাদ নামার জন্য অপেক্ষা করা।

প্রায় একই ধরণের ভবিষ্যতের কথা তথাকথিত শয়তানরা বলছে, যারা বলে যে পৃথিবীর পরিস্থিতি বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং পৃথিবী সাতশো কোটিরও বেশি মানুষের বোঝা বহন করতে পারবে না। মানব জনসংখ্যার অন্তত নব্বই শতাংশকে টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে, যার ফলে পৃথিবীতে মাত্র দশ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় সত্তর কোটি মানুষ থাকবে।

যদি আমরা শয়তানের এবং সাধুদের সংস্করণ তুলনা করি, তাহলে অবাক হব যে সাধুরা আগামী দিনে আরও ভয়াবহ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছেন।

এই পরিস্থিতিতে সমাজ কী করতে পারে? সমাধান কী? আধ্যাত্মিক মহলে, সাধু-সন্তদের ভবিষ্যদ্বাণী বা পরিকল্পনার বাইরে ধর্ম ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের (ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) পুনরুত্থানের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আধ্যাত্মিক মহলে বলা হচ্ছে যে সমাজে আরও বিস্তৃত মন্থন প্রয়োজন কারণ গুগল, ইউটিউব, উইকিপিডিয়া ইত্যাদি ছাড়া পুরনো জ্ঞান সুখী ভবিষ্যতের দাবি করতে পারে না এবং এই নব্য ক্লাসিক, প্রযুক্তি এবং গ্যাজেটগুলি বাবা-মা, দাদা-দাদি, গুরু এবং গুরুদের গল্প ছাড়া সুখী ভবিষ্যতের দাবি করতে পারে না। বলা হচ্ছে যে ব্যবস্থায় মিশে থাকা বিষ দূর করার জন্য এবং ব্যবস্থাকে টিকে থাকার জন্য অমৃত/সারাংশ বজায় রাখার জন্য বৃহত্তর মন্থন প্রয়োজন।

(৭.খ)। যদি আমরা আদিবাসীদের দিকে তাকাই, তাহলে বলা যেতে পারে যে আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি তা আমাদের নিজস্ব সৃষ্টি, তা সে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, একাকীত্ব, স্থূলতা এবং অপুষ্টি ইত্যাদির কারণেই হোক না কেন, ঈশ্বরের প্রদত্ত বিধান নয়, যেমনটি বেশিরভাগ জায়গায় দাবি করা হয়। জনসাধারণের দারিদ্র্য, বৃহৎ আকারের বেকারত্ব, একাকীত্ব এবং এর বেশিরভাগই কিছু ধূর্ত শিল্পকর্মের মাস্টার দ্বারা পরিকল্পিত এবং ধর্ম, অঞ্চল, বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ এবং বর্ণের প্রতি আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমাদের অনুভূতির নিছক হেরফের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে।

সাধারণ মানুষের জন্য একান্তে প্রার্থনা করা আরও ভালো এবং গুরুর জন্য আদিবাসীদের - আদিবাসীদের - আবার দেখা এবং দেখা ভালো যে তারা কীভাবে বিশ্বাস অনুসরণ করে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করে কারণ আদিবাসীদের থেকেই অঞ্চল, ধর্ম এবং সভ্যতার সমস্ত বিকাশের বীজ নিহিত থাকে।

প্রার্থনার অংশ হিসেবে, ঈশ্বর স্বয়ং সূর্য এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে কয়েকজনই সকল যোগ এবং যোগব্যায়াম সম্পর্কে জানেন, যার মধ্যে সূর্যই সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান, যেখান থেকে কেউ আশীর্বাদ পেতে পারে এবং যোগব্যায়াম শিখতে পারে যা যথেষ্ট সময়ের জন্য প্রায় ভুলে গেছে, অন্যদের পথ দেখানোর জন্য। যেহেতু সূর্য সমস্ত যোগের জ্ঞাতা, তাই সূর্য-সূর্য নমস্কারকে নমস্কার করা যেকোনো যোগব্যায়ামে প্রাথমিক বলে বিবেচিত হয়।

(৭.গ)। প্রকৃতি যেহেতু কোনও উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক এবং ব্যবস্থা প্রদান করেনি, তাই জীবন এবং জীবনচক্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য, প্রতিক্রিয়া, পরামর্শ এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক। পরামর্শ ইঙ্গিত দেয় যে উন্নতির প্রয়োজন আছে নাকি সরলতার অভাব রয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আত্ম-বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং কৌশল সহ সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ সর্বোত্তম ফলাফল নিয়ে আসে; পরমেশ্বরের স্মরণ, ক্রমাগত বা পাঁচবার বা পাঁচ দিনে একবার, ফলাফলে অতিরিক্ত সারাংশ প্রদান করে।

(৮) <u>ধর্ম প্রতিষ্ঠানের (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) ব্যবস্থাপনা অংশ</u> :

(৮.ক)। প্রতিটি বাড়িতেই এটা প্রচলিত যে যখন সন্তানরা বড় হয় এবং বিয়ে করে এবং একজন প্রবাসী (মেয়ে) ঘর ছেড়ে চলে যায় অথবা একজন নতুন প্রবাসী (পুত্রবধূ) ঘরে আসে, তখন তাদের নিজের ঘরই একটি ঘর হয়ে যায়। সন্তানদের বিয়ে এবং নাতি-নাতনিদের আগমনের পর অনেকের কাছেই তাদের নিজস্ব ঘর অপরিচিত হয়ে যায় এবং তারা অতিরিক্ত, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়ে ওঠে, কিন্তু নাতি-নাতনিদের বিয়ের পর প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই এই বয়স্ক ব্যক্তিরা সম্মান পান কিন্তু পরিবারের সদস্য হিসেবে তাদের সাথে খুব কমই আচরণ করা হয়।

এই বয়সে এবং এই পর্যায়ে, বেশিরভাগ মানুষই তাদের এককালের স্বপ্নের বাড়ি থেকে দূরে সরে যেতে চায়। এটা আশ্চর্যজনক যে বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে বর্তমানে দুর্ব্যবহার করা হয় অথবা সর্বাধিক করুণার চোখে দেখা হয়; বর্তমানে কোনও ধর্মই তাদের কোনও সান্ত্বনা দেয় না। নিম্ন আয়ের গোষ্ঠী বা মধ্যম আয়ের গোষ্ঠীর পরিবারের ক্ষেত্রে এটি ঘটে না তবে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পাশাপাশি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী এমনকি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের (প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, রাজা-রাণী এবং অন্যান্য) জন্যও এটি সমানভাবে বেদনাদায়ক। রাজনৈতিক মহলে সম্মানজনক প্রস্থান পরিকল্পনার অভাবে রাজনীতিবিদরা অসম্মানজনক পরিস্থিতিতেও তাদের প্রোফাইল ধরে রাখার চেষ্টা করেন তা উপলব্ধি করা যায়।

যে কোনও ব্যবস্থা এমন একটি সম্মানিত শ্রেণীর জন্য সম্মানজনক আশ্রয় এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ করে দেয়, তার ফলে একটি সমাজ তার পরিধিতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হবে? এই ধরণের অতি বয়স্ক নাগরিকদের একটি শ্রেণী কি নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার প্রদান করবে না? এই ধরণের শ্রেণী কি ধৈর্য, শ্রবণ এবং নিরপেক্ষ পরামর্শ দেবে না? এই ধরণের শ্রেণী কি নীতিশাস্ত্র, মৌলিক শিষ্টাচার এবং জীবনযাত্রার উপর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের যত্ন নিতে পারবে না?

কারণ উপরে উল্লেখিত অনেক কিছুই স্বপ্ন বা কল্পকাহিনী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু অনেক ধর্মীয় গুরু জানেন যে এই ধরণের ব্যবস্থা বাস্তবে বিদ্যমান ছিল, যদিও ইতিহাসের কোনও বই বা/এবং বেশিরভাগ ধর্মীয় গ্রন্থে এটি স্থান পায়নি। এর অর্থ হল এই ধরণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং পৃথিবীতে এমন অনেকেই আছেন যারা এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবগত থাকবেন। ধ্যানের সময় যদি গুরুরা এই ব্যবস্থার উপর গভীরভাবে চিন্তা

করেন, তাহলে তাদের কাছ থেকে এর জটিলতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে, অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগতভাবে কার্যকর হওয়ার পাশাপাশি এই ধরণের প্রকাশের জন্য কোথায় জায়গা পাওয়া যাবে?

(৮.খ)। শতাব্দী প্রাচীন সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য সমাজকে স্থানীয় সরকারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ এবং দায়িত্ব অতিক্রম করতে হবে এবং সেই একই ধর্মীয় স্থান থেকে কাজ শুরু করতে হবে যেখানে সেই নির্দিষ্ট এলাকায় সর্বাধিক স্থান রয়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্মীয় স্থানকে তার কর্মক্ষেত্রে রূপান্তর করতে হবে। সমাজ জ্ঞান এবং সম্পদ কেন্দ্র থেকে শুরু করে, তারপর সেখান থেকে সম্প্রদায়ের খাদ্য এবং আশ্রয়, কর আদায় সহ অন্যান্য সমস্ত কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বা আমাদের সম্মিলিত সচেতন সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত হিসাবে শুরু করা হবে।

এই প্রেক্ষাপটে, সমাজের বিদ্যমান (প্রশস্ত এবং বিশিষ্ট) ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিকে স্থানীয় শাসন ও সুবিধা প্রদান ও পর্যটন কেন্দ্রের কেন্দ্র হিসেবে সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক নীতিমালা (সমাজ এবং দর্শনার্থী/পর্যটকদের জন্য) রূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং এই সমাজকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিদ্যমান নিয়মের পরিবর্তে প্রার্থনাকে কেবল ব্যক্তিগত, শাসনব্যবস্থাকে সামগ্রিক এবং উদযাপনকে জনসাধারণের জন্য সংশোধন এবং কার্যকর করা প্রয়োজন। আরও অকার্যকর ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিকে গণহারে বিলুপ্ত করা যেতে পারে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, জনগণের জন্য প্রতিদিন প্রাণবন্ত, স্বাস্থ্যকর এবং স্বাস্থ্যকর বিনোদন নিশ্চিত করা যাতে তারা মাদক, মাদকদ্রব্য, অ্যালকোহল এবং ইন্টারনেটে বিনোদনের মাধ্যমে আবর্জনা খুঁজে পেতে বাধ্য না হয়, তা বর্তমান পরিসংখ্যান অনুসারে জনসংখ্যার ছয় শতাংশ অর্থাৎ ৮.১২৫ কোটি লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান/প্রবৃত্তির সুযোগ করে দেবে।

(৮.গ)। ধর্ম সংস্থান একটি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে যেখানে লোকেরা কী খাবেন, পান করবেন, ধূমপান করবেন এবং কী করবেন না সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে কারণ এগুলি যে কোনও সমাজের জন্য একটি পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ। **[** গত তিন হাজার বছর ধরে চলমান বিশৃঙ্খলার দিকে তাকালে এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে ধর্মের মৌলিক ধারণার পাশাপাশি, কী খাবেন, পান করবেন এবং ধূমপান করবেন এবং কী করবেন না সে সম্পর্কেও ধারণা ভুল হয়ে গেছে। এটা প্রমাণিত সত্য যে খাদ্য যেমন হয়, তেমনি মানুষের মেজাজও হয়, জল যেমন হয়, তেমনি মানুষের কণ্ঠস্বরও হয় এবং ধোঁয়া যেমন হয়, তেমনি তার ইন্দ্রিয়ও হয়, তাই ধর্ম সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়, যেমন রাসায়নিকভাবে শোষিত কামোদ্দীপক ধূমপান এড়িয়ে চলা, পচা ফল এবং শস্য পান করা এড়িয়ে চলা এবং মানুষের মাংস (নরখাদক) এড়িয়ে চলা, এবং যেগুলি আকারে বড় (প্রাণী-মৎস্য) হাইড্রোকার্বনের উচ্চ-বৃহৎ আণবিক শৃঙ্খলযুক্ত) জেনেটিক ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, এবং শকুন (গিদ্ধ) এবং শূকর-শুয়োরের মাংস এড়িয়ে চলা কারণ তারা ময়লা খায়, তারপর কুকুর (কারণ কুকুরকে মানুষের বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করা হয়), তারপর সেই প্রাণীগুলির মাংস খাওয়া এড়িয়ে চলা যার দুধ মানুষ পান করে, তা ছাগল,

গরু বা এমনকি মহিষ ইত্যাদি (কারণ দুধ মায়ের) ইত্যাদি। এই সত্তাগুলির সাথে কীভাবে একজন ব্যক্তিত্ব কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করে তা কেবল তার ব্যক্তিত্বকেই প্রতিফলিত করে না বরং এই ব্যক্তিদের, তাদের পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে তাদের সমাজের ভবিষ্যৎও পূর্বাভাস দেয়।]

(৮.ঘ)। গৃহনির্মাণ, শহর ও গ্রামাঞ্চল এবং অন্যান্য নির্মাণ কার্যকলাপ প্রচুর পরিমাণে নগদ প্রবাহকে আকর্ষণ করে যা পরিকল্পিতভাবে না করা হলে ড্রেন বা নর্দমায় গিয়ে শেষ হবে অথবা সমাধানের চেয়ে আরও বেশি সমস্যা তৈরি করবে, উদাহরণস্বরূপ, সঠিক বায়ুচলাচল ব্যবস্থার অভাবে সঙ্কীর্ণ ঘর নির্মাণ, শীতকালে ঠান্ডা এবং গ্রীষ্মে গরম হয়ে যাওয়া ঘর এবং বর্ষাকালে ফুটো/জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

তাই সমাজের প্রয়োজন সময়োপযোগী হয়ে স্থানীয় নির্মাণের সমস্ত কার্যকলাপ নিজের হাতে নেওয়া, যার মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা ও নকশা। প্রতিটি শহর, প্রতিটি ব্লক এবং প্রতিটি জেলা এবং মেট্রোপলিটন তাদের এলাকায় আরও নির্মাণ কার্যকলাপ অনুমোদন করার আগে তাদের নাগরিক ও স্থাপত্য পরিকল্পনা পর্যালোচনা করতে পারে।

জাতীয় সরকার রেলওয়ে, মহাসড়ক এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ, বন্দর এবং বিমানবন্দরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। জাতীয় সরকার নতুন শহর তৈরি, শিল্প শহর তৈরি এবং কৃষি বনায়ন অঞ্চল তৈরির পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা, জরুরি অবস্থা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত নির্মাণেও অংশগ্রহণ করতে পারে। উপরের অবকাঠামো এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। ***

17. টেকসই অর্থনীতির জন্য পরিবার, দেশ এবং সমাজের মধ্যে আয়ের বন্টন

" পৃথিবীতে বিনামূল্যের দুপুরের খাবার নেই," প্রভুরা বলেন, এই পৃথিবীতে প্রত্যেককেই তার দুপুরের খাবারের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়, হয় ঋণ পরিশোধের জন্য, অথবা ডেলিভারির বিপরীতে অথবা অগ্রিম। যারা এই বক্তব্যের সাথে একমত নন তাদের জন্য প্রশ্ন জাগে? অন্য কেউ তাদের দুপুরের খাবারের জন্য বা আপনার দুপুরের খাবারের জন্য এবং তাও তাদের সারা জীবনের জন্য কোন বাধ্যবাধকতার অধীনে অর্থ প্রদান করবে? এমন কোন ব্যবস্থা থাকতে পারে যার মাধ্যমে কেউ তার দুপুরের খাবারের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও অর্থ প্রদান করতে পারে, এমনকি যদি কেউ রাজা/রাণী বা রাজকুমার/রাজকুমারীও হয়?

যদি তাই হয়, তাহলে শৈশবে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তা কেবল পিতামাতার (মা এবং বাবা) ঋণ পরিশোধ হিসাবে পরিশোধ করা যেতে পারে, একইভাবে বয়স্ক নাগরিকত্ব প্রাপ্তির সময় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা কেবল তার সন্তানদের জন্য অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে এবং বৃদ্ধ বয়সে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা কেবল তার সমাজ এবং সরকারকে অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে। এটা স্পষ্ট যে কেউ তাদের যৌবনে তার দুপুরের খাবারের জন্য অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হবে?

আরও কীভাবে একজন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায়, স্বাভাবিকভাবে, কঠিন সময়ে এবং দুর্যোগে যেমন শিক্ষকদের সেবা, গুরুজনদের অনুগ্রহ এবং কৃতজ্ঞতা, গুরুজনদের এবং সাধুদের উদারতা এবং আশীর্বাদের সাথে মধ্যাহ্নভোজের সাথে প্রাপ্ত পরিষেবাগুলির হিসাব নেবেন? আরও কীভাবে একজন ব্যক্তি তার সমগ্র জীবনে অন্যান্য জীবিত এবং নির্জীব প্রাণীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরিষেবাগুলির হিসাব নেবেন?

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলিকে একটি নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচনা করলে এবং মানুষের গড় বয়স ছিয়ান্নব্বই বছর (প্রায় একশ বছর) বিবেচনা করলে, একজন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় যে পরিষেবা গ্রহণ বা প্রদান করতে পারেন তার বিতরণের ধরণ এবং তার জীবদ্দশায় যে আয় প্রদান/গ্রহণ করতে পারেন তার বন্টনের ধরণ কী হতে পারে, যার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি তার জীবনের পুরো দুপুরের খাবারের জন্য অর্থ প্রদান করেছেন বলা যেতে পারে? এবং যা জাতি, বর্ণ, শ্রেণী বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মঙ্গলজনক, সময়, ভূগোল এবং শক্তির স্তরের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও পক্ষপাত বা কুসংস্কার ছাড়াই অর্থাৎ বিতরণ ধারাবাহিকতা বা চিরস্থায়ীতা বা সনাতনতা প্রদান (সংস্কৃতে)? এই ধরণের বিতরণ ব্যবস্থা প্রদান করা বা রাখা কি প্রকৃত ধর্ম হতে পারে না? এই বিতরণ ব্যবস্থা ভুলে যাওয়া কি সকল স্তরের সকলের জন্য সমস্যার আমন্ত্রণ নয়?

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: দুটি ভাগে জমা দেওয়া হচ্ছে : (১)। সমস্যা এবং বিস্তৃত রূপরেখা। (২)। "পরিবার, দেশ এবং সমাজের মধ্যে আয়ের বন্টন এবং সমাজ কর্তৃক এর ব্যবস্থাপনা" সম্পর্কে বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি।

(১). <u>সমস্যা এবং বিস্তৃত রূপরেখা</u> :

(১.ক)। কেউ দান করে না, নিজের রুটি নিজেই উপার্জন করতে হয় – এই একটি সাধারণ অর্থ। এই অর্থের কথা মাথায় রেখে একজন সাধারণ পুরুষ/মহিলা দেখতে চান যে তিনি তার সমগ্র জীবনে যা কিছু অর্থ বা সম্পদ ব্যয় করেন/ব্যবহার করেন তা যেন তিনি নিজেই উপার্জন করেন, আরও তিনি দেখতে চান যে তার সমগ্র জীবনের কোনও সময়ে অর্থ বা সম্পদের অভাব না হয় এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য তিনি অবশ্যই তার ব্যয়ের একটি ধরণ তৈরি করতে চান নগদ অর্থের পাশাপাশি জিনিসপত্রের মাধ্যমে অথবা পরিবার, সমাজ, দেশ এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের সদস্যদের মধ্যে তার আয়/সেবা বন্টন। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়টি একজন পরিপক্ক বোধগম্য মানুষের একটি যুক্তিসঙ্গত ইচ্ছা হতে পারে, কারণ শৈশব বা এমনকি কিশোর বয়সে কেউই এমন সুযোগ-সুবিধা তৈরি করেনি যার মাধ্যমে ব্যয়ের ধরণ বা উপার্জন এবং তার সঠিক বন্টনের জটিলতা উপলব্ধি করা যায়। অধিকন্তু, বেশিরভাগ মানুষই খুব বৃদ্ধ বয়সে, আয়/ব্যয়ের জটিলতা সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও, একই সাথে তাল মিলিয়ে চলবে বলে আশা করা যায় না।

তাহলে প্রশ্ন উঠছে যে, শৈশবকালে, বৃদ্ধ বয়সে এবং অতি বৃদ্ধ বয়সে যে খরচ হয়েছিল তার হিসাব কীভাবে করা যায়। অর্থনীতিতে, ঋণ, ঋণ, পোস্ট পেমেন্ট, প্রি-পেমেন্ট, ডেলিভারির বিপরীতে পেমেন্ট, স্থানীয় ব্যাংকে একটি আমানত এবং জাতীয় ব্যাংকে একটি নিরাপদ আমানত হলো উপরের প্রশ্নের উত্তর।

(১.ক.১)। উপরের চিত্রের দৃষ্টান্তটি দেখলে প্রশ্ন ওঠে যে, শূন্য-শূন্য বয়সের একটি শিশু কীভাবে তার পুরো জীবনযাপন করবে, যা তাকে সম্পূর্ণ, নগদ, জিনিসপত্র এবং তার সমস্ত ব্যয়ের জন্য পরিষেবা প্রদান করে, অর্থাৎ এই জন্ম/জীবন থেকে তাদের প্রস্থানের সময় তাকে কোনও বকেয়া সনদ দেওয়া হবে না। কিন্তু, কারও উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ না করে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ওঠে যে, একজন ব্যক্তি তার আনুমানিক বয়স না জেনে কীভাবে তার ব্যয়ের ধরণ পরিকল্পনা করতে পারেন?

কর্ম এবং আয় বণ্টনের উদ্দেশ্যে মানুষের সর্বোত্তম আয়ুষ্কালের ক্ষেত্রে, (এই তথাকথিত কলিযুগে) ছিয়ান্ন বছর ধরে বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে চব্বিশ বছরের চারটি চক্র বা আটটি উপচক্র বা ছয় বছরের ষোলটি উপচক্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গুরুগণ বলেছেন যে মানুষের আয়ুষ্কাল এবং এর বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের সৌরচক্রের সাথে মিল রয়েছে। বলা হচ্ছে যে আমাদের সৌরজগতে, প্রায় প্রতি বারো বছরে সূর্যের উপর একটি ছোট বিস্ফোরণ ঘটে এবং প্রতি ছিয়ানব্বই বছরে একটি বড়

বিস্ফোরণ ঘটে। সূর্যের উপর এই বারো বছরের ছোট বিস্ফোরণের চক্রে, দুটি উপচক্র রয়েছে, একটি আরোহণ এবং অন্যটি ছয় বছরের অধোগামী।

খুব স্বাভাবিকভাবে বলতে গেলে, শৈশবকালে মানুষের দিকে তাকালে উপরের উক্তিটি উপলব্ধি করা যায়, যেখানে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে ছয় বছর বয়সে এবং তারপর বারো বছর বয়সে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। প্রায় ছয় বছর বয়সে শিক্ষা শুরু হয় এবং বারো বছর বয়সের শেষে কিশোর বয়স শুরু হয় এবং চব্বিশ বছর বয়সে মানুষকে বিবাহের জন্য উপযুক্ত বলা হয় এবং দেশ এবং বিশ্বজুড়ে এটি কমবেশি একই রকম।

যারা এই চিরন্তন ঘটনাটি বোঝার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সেই অনুযায়ী মানুষের জন্য ব্যবস্থার ধারণা দিয়েছেন তারা বলেছেন যে মানবজীবনকে চব্বিশটি করে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই গুরুগণ বলেছেন যে যদি মানুষ (পুরুষ এবং মহিলা) তাদের সমাজের সাথে এই সীমানাগুলি হৃদয় দিয়ে/ধর্মীয়ভাবে অনুসরণ করে, তাহলে মানবজাতি সহজেই সুস্থ ও সুখী জীবনযাপন করতে পারে এবং তারপরে সমস্ত আত্মীয়স্বজন, দেশ এবং সমাজের কাছ থেকে কোনও বকেয়া শংসাপত্র না পেয়ে অর্থাৎ পূর্ণ সম্মানের সাথে মর্যাদাপূর্ণভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারে।
ভারত/ভারতে কেউ বুঝতে পারে যে এর ওজন, পরিমাপ এবং মুদ্রা ব্যবস্থায় অন্যান্য সংখ্যার তুলনায় "১, ৪, ৬, ১২, ২৪, ৪৮ এবং ৯৬" সংখ্যার গুরুত্ব বেশি। আজও ভারতে সোনা দশ, বিশ, ত্রিশ গ্রাম ইত্যাদির পরিবর্তে তোলা (১২ গ্রাম), আধা তোলা এবং তার গুণিতকে বিক্রি/কেনা হচ্ছে এবং টাকার হিসাব করলে এক পয়সা, এক আনা (ছয় পয়সা) চার আনা (চার আনা- ২৪ পয়সা), আট আনা (আট আনা-৪৮ পয়সা) সাধারণ মূল্যের ছিল এবং নব্বই পয়সা অর্থাৎ ষোল আনা দিয়ে এক কলদার (এক টাকা) তৈরি করা হতো। উপরোক্ত বিষয়গুলি দেখে যদি কেউ ঋণমুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চান, তাহলে তিনি তার জীবনের প্রতিটি বছরের জন্য এক পয়সা/শতাংশ নির্ধারণ করতে পারেন। এইভাবে একজন ব্যক্তি ছিয়ান্নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত ব্যয় করার জন্য এক শতাংশ অর্থ পেতে পারেন।

(১.ক.২)। যদি আমরা আজও সমাজের জন্য একটি সর্বোত্তম পরিকল্পনা তৈরি করতে চাই, তাহলে আমরা দেখতে চাই যে প্রতিটি ছেলে/মেয়ে বিবাহের আগে এবং অর্থ উপার্জনের জন্য পরিষেবা খাতে প্রবেশের আগে তাদের বেড়ে ওঠা, শিক্ষা এবং সাধারণ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়। এটা স্পষ্ট যে এই সময়কালে কেউ না কেউ তার বেড়ে ওঠা এবং বিকাশের পুরো ভার বহন করবে, তা সে বাবা-মা, দাদা-দাদি, আত্মীয়স্বজন, সমাজ বা দেশ হোক, যার কাছে এই ছেলে/মেয়ে আর্থিক বা চাকরির ক্ষেত্রে ঋণী থাকবে, অন্তত চব্বিশ শতাংশ, যদি তার বেশি না হয়।

আশা করা হচ্ছে যে, এই ছেলে/মেয়েটি আগামী চব্বিশ বছরের মধ্যে তার প্রকৃত মালিকদের অর্থাৎ বাবা-মা (মা-বাবা) অথবা বাবা-মায়ের মতো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তার

আয়ের চব্বিশ শতাংশ হারে আর্থিকভাবে অথবা সেবা প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধ করবে। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীকে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক যাই হোক না কেন, একক একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অধিকন্তু, উপার্জনের আর্থিক অংশ গণনা করার সময়, একজন সদস্যের স্বামী/স্ত্রীর নগদ বা জিনিসপত্রের মাধ্যমে অর্জিত অর্থকে বাড়িতে থাকা এবং বাড়ির সমস্ত কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত সেবার সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
তাই ফেরত দেওয়ার সময় বা অবদান রাখার সময় স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই তাদের বাবা-মা (অথবা শ্বশুরবাড়ি), সন্তানদের এবং সমাজ/সরকারের প্রতি সমানভাবে অবদান রাখার কথা বলা হয়। আর্থিক দিক থেকে স্ত্রীর অবদানের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(১.ক.৩)। ভারতবর্ষে এই শৈশবকালীন শিক্ষাকালকে ব্রহ্মচর্য বলা হয়। এখানে ব্রহ্ম (সমগ্র বিশ্ব) অর্থাৎ যিনি জীবনকে যথেষ্ট দেখেছেন এবং ঘর থেকে দূরে থেকে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেছেন, অর্থাৎ সত্তর বছর বয়সের পর থেকে তাদের সন্ন্যাস আশ্রমে থাকা ব্যক্তিদের আচার্য (শিক্ষক/গুরু) বলা হয় যার অধীনে কেউ তার পড়াশোনা এবং দক্ষতা অর্জন সম্পন্ন করে। শিক্ষক/গুরুর ক্ষেত্রে জীবনের এই প্রথম চব্বিশ বছরের সময়কালকে ব্রহ্মচর্য বলা হয়।
এই সময়কালকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ যদি এটি নষ্ট হয়ে যায় তবে তার বাকি জীবন সাধারণত যন্ত্রণা ও দুর্দশায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তাই বাবা-মা, দাদা-দাদি, আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের সদস্যরা ছোটদের জন্য সুশিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে পছন্দ করেন।

এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ব্যক্তিরা হলেন তারাই যারা নিজেরাই শৈশবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন, তারপর বিবাহিত জীবনযাপন করেছেন, জীবিকা নির্বাহ করেছেন, সন্তান জন্ম দিয়েছেন এবং তাদের লালন-পালন করেছেন, বাড়ির সমস্ত অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম এবং গৃহস্থ আশ্রমের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এর পরে বাড়িতেই থেকে বাড়ির সমস্ত বাইরের কার্যকলাপ দেখাশোনা করেছেন, সামাজিক কার্যকলাপে অংশ নিয়েছেন এবং প্রবীণ নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গির আওতাভুক্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেছেন।

সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন এবং প্রতিটি আশ্রমের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করার পর, একজন শিক্ষক হওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাও কেবল তখনই যখন কেউ নিজের বাড়ি ছেড়ে শিক্ষা প্রদান, প্রশাসন ও ন্যায়বিচার করার জন্য কমিউনিটি সেন্টারে বসবাস শুরু করেন এবং এক অর্থে ধর্মের কেন্দ্র বা ধর্ম সংস্থান বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় শাসনের কেন্দ্রে পরিণত হন।

(১. ক.৪)। উপরোক্ত সীমানা বিবেচনা করে এবং শূন্য-শূন্য বয়সের প্রতিটি শিশু এই পর্যায়ে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে, প্রতি বছর আয়/সেবার এক শতাংশ বন্টন এবং সেই শ্রেণীর ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দান/অবদান সঠিক পছন্দ/সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। এইভাবে প্রতিটি উপার্জনে (আর্থিক দিক থেকে বা অদৃশ্যভাবে) সমান মূল্যের

চারটি বিভাগ থাকা প্রয়োজন। উপরোক্ত পটভূমিতে, যা বেরিয়ে এসেছে (সূত্রটি) অনেক গুরু বিভিন্নভাবে বলেছেন যেমন:
প্রতি টাকায় আয়ের ক্ষেত্রে: চার আনা (চব্বিশ পয়সা/শতাংশ) ঋণ পরিশোধের জন্য চিহ্নিত করতে হবে পিতামাতার কাছে, অর্থাৎ পুরাতন প্রজন্মের কাছে বা পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছে (১২% মায়ের কাছে এবং ১২% বাবার কাছে), চার আনা (২৪%) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ঋণ হিসেবে অর্থাৎ সন্তানদের কাছে (১২% ছেলের কাছে এবং (১২% মেয়ের কাছে), তারপর চার আনা (২৪%) বর্তমান প্রজন্মের কাছে (১২% নিজের কাছে এবং ১২% স্ত্রীর কাছে), তারপর ধর্ম/সমাজের কাছে (২২% স্থানীয় সমাজ বা ধর্ম প্রতিষ্ঠানের কাছে এবং ১২% সরকারের কাছে)।

(১. ক.৫)। আয়ের এই বিভাজন/বণ্টন কেবল ব্যক্তির আয়ের বিভিন্ন উপাদানের অংশীদারিত্ব সম্পর্কেই কথা বলে না বরং পরিবার, সমাজ এবং দেশের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও অনেক কিছু বলে, যেমন:
(i) আয়ের এই বিভাজনে সম্পূর্ণ লিঙ্গ সমতা রয়েছে। স্বামী এবং স্ত্রী পৃথক অর্থনৈতিক পরিচয় নয় বরং একটি পরিচয়। এটি স্বামী/স্ত্রীর দ্বারা বাড়িতে করা কাজকে বজায় রাখার জন্য এবং অন্য অর্ধেক দ্বারা ক্ষেত্রের কাজকে বজায় রাখার জন্য অর্থ/উপাদান উপার্জনের জন্য সমান গুরুত্ব দেয়, তাই যদি কোনও সদস্য (স্ত্রী/স্বামী) বাড়িতে থাকা উপার্জনকারী বলে মনে নাও হতে পারে তবে তা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
একজন স্বামী এবং স্ত্রী (স্বামী/স্ত্রী) একটি হাত পেষকদন্তের (চকির) দুটি অংশের মতো, যাদের একজনকে স্থির থাকতে হয় যাতে অন্য অর্ধেক/অংশটি চলাচল করতে পারে। বলা হয় যে স্বামী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে যদি কেউ বাড়িতে স্থির না থাকে এবং অন্যজন চলাফেরা না করে, অর্থাৎ যদি উভয়েই একই কাজ শুরু করে, হয় বাড়িতে থেকে কাজ করে, অথবা বাইরে গিয়ে কাজ করে, তা বজায় রাখার জন্য, তাহলে এই দম্পতি আরাম/স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে না পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তারা চাপ/চাপ/টেনশন ইত্যাদিতে থাকতে পারে।
(ii)। এটি পূর্ববর্তী প্রজন্মের পাশাপাশি পরবর্তী/ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, সমাজ/ধর্ম/স্থানীয় প্রশাসন এবং জাতীয়/আন্তর্জাতিক সরকারকে সমান সম্মান দেয়। এটি অনুরোধ করে যে দুটি সন্তান থাকা প্রয়োজন, একটি স্বাভাবিক ছেলে/মেয়ে, এবং যদি সন্তান বেশি হয়, তাহলে তাদের অংশ হ্রাস পাবে এবং তাদের সঠিকভাবে লালন-পালন করা যাবে না। পারিবারিক কলহের ক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ ১২% অংশ সেই সদস্যের জন্য প্রযোজ্য যা কোনও পূর্ব বা পরবর্তী শর্ত ছাড়াই সেই ব্যক্তিকে (মা/বাবা, ছেলে/মেয়ে এবং স্বামী/স্ত্রী) দিতে হবে।

(iii) সমাজ/সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক সুযোগ-সুবিধা/পরিষেবা সমাজ/দেশের প্রতিটি উপার্জনকারী সদস্যের আয়ের এক-অষ্টমাংশ থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে প্রদান করতে হবে। এই ব্যবস্থায় পরিবার, সমাজ বা সরকারের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা/পরিষেবা গ্রহণের জন্য আয়/কাজ অথবা বেতন/পরিষেবার অংশ হিসেবে

অবদান বণ্টন করা হয়, যারা ছিয়ান্ন বছরের বেশি বয়সী, তাদেরকে সমগ্র ব্যবস্থার অতিথি (সংস্কৃতে অতিথি যা +তিথি = যার তারিখ নেই) বলা হয়। ছিয়ান্ন বছরের কম বয়সী যেকোনো সমাজে বহিরাগত ব্যক্তি অতিথি নন বরং কেবল একজন দর্শনার্থী/অনুপ্রবেশকারী/পথচারী এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করতে হবে।

(iv) মেট্রিক পদ্ধতিতে এই ছিয়ান্নটি সংখ্যাকে একশতে পূর্ণসংখ্যা দেওয়া হয়েছে, ফলে চতুর্থ আটটি সংখ্যাকে পঞ্চাশে পরিণত করা হয়েছে, চব্বিশটি সংখ্যাকে পঁচিশে পরিণত করা হয়েছে কিন্তু বারোটিকে হয় এক অষ্টমাংশ (১২.৫%) বলা হচ্ছে অথবা দশে পূর্ণসংখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আয়/সম্পদ/ফলনের এই বিভাজন/বণ্টন, কাজ/দায়িত্ব বণ্টনের সাথে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে।

যারা এর প্রশংসা করেন তারা বলেন যে আয় এবং কাজের বন্টনের এই ব্যবস্থা যা অনন্তকাল/চিরস্থায়ীতা প্রদান করে বলে মনে হয় বা সংস্কৃত সনাতনততে এত সহজ, যুক্তিসঙ্গত যে এটিকে ঈশ্বর প্রেরিত নকশা বলেও মনে হয়েছিল।

(১.খ)। কর্ম/আয়/ফলন বণ্টন ব্যবস্থায় নামকরণের উদ্দেশ্যে, বয়স অনুসারে কাজের চারটি বিভাগ বলা হয়েছে যেমন ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম, এবং পছন্দ/পছন্দ অনুসারে কাজের চারটি বিভাগ বলা হয়েছে যেমন সেবা (শূদ্র), ব্যবসা (বৈশ), ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ। যদি আমরা উভয়কেই সমান করি, তাহলে উপরোক্ত বিভাগগুলি হল সেবা হল ব্রহ্মচর্য, বৈশ হল গৃহস্থ, ক্ষত্রিয় হল বানপ্রস্থ এবং ব্রাহ্মণ হল সন্ন্যাস। আয় বণ্টনের জন্য:

(i) সন্ন্যাস আশ্রম বা ব্রাহ্মণদের প্রদেয় অবদান সমাজ ও সরকারকে দিতে হবে, মোট এক-অষ্টমাংশ, চর আনা – এক-চতুর্থাংশ – ২৫%, শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা, ন্যায়বিচার প্রদান, বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নির্দেশনা ও পরামর্শ কেন্দ্র ইত্যাদির জন্য।

(ii) ব্রহ্মচর্য আশ্রম, সেবা শ্রেণী বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যে অবদান রাখা হয় তা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বৈচিত্র্যকরণ ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত।

(iii) বৈশ্য-গৃহস্থ আশ্রমের বর্তমান উৎপাদনের জন্য দায়ী অবদান কর্মশক্তি, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি এবং কার্যকরী মূলধন ইত্যাদির জন্য রাখা উচিত।

(iv) ক্ষত্রিয়-বনপ্রস্থ আশ্রমের পুরাতন প্রজন্মের অবদান ঋণ ও বন্ধক, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, সামাজিক দায়িত্ব পালন, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত বলে মনে করা হয়।

(১.গ)। নতুন যুগের সূচনালগ্নে এটি বিলুপ্ত হওয়ার আগে উপরোক্ত ব্যবস্থাটি অনেক দিন ধরে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ধর্মীয় গুরু বা প্রচারক/শিক্ষকরা যখন তাদের শিষ্যদের তাদের উপার্জনের এক-অষ্টমাংশ বা তাদের উপার্জনের দশ শতাংশ ধর্ম/ধর্মে দান করতে বলেন,

তখনও এর কিছু প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ প্রচারক তাদের শিষ্যদের কারণ বলেন না, তাই শিষ্য/মানুষ আন্তরিকভাবে দান করেন না এবং দান করা অর্থ সমাজে মৌলিক সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহার করেন না।

(১.ঘ)। কিন্তু, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে যে, যদি শারীরিক নিরাপত্তা, খাদ্য, জল, বাতাস, সূর্যালোক, শক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের মতো সুযোগ-সুবিধার ব্যয় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে, তাহলে কীভাবে একটি সমাজ এবং দেশ একজন সৎ এবং আন্তরিক ব্যক্তির কাছ থেকে তার সমগ্র জীবনের সমস্ত পাওনা পরিশোধের আশা করে? আরও কী, যদি বিভিন্ন পরিষেবা এবং সেই নির্দিষ্ট পরিষেবার বিভিন্ন ব্যক্তিদের (যেমন ডাক্তার, বিচারক, প্রকৌশলী, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং তারপরে নার্স, পরিচারক এবং সহকারী) মধ্যে বেতন এবং সুযোগ-সুবিধার বিশাল বৈষম্য থাকে, তাহলে কীভাবে একটি সমাজ এবং দেশ কেবল মানবজাতির প্রয়োজনীয় মৌলিক পরিষেবাগুলির গুণমান এবং পরিমাণই নয়, বরং দীর্ঘ সময়ের জন্য তার নিজস্ব অস্তিত্বও পরিচালনা করতে পারে?

(১.ই)। এত যুক্তিসঙ্গত, স্পষ্ট, সরল জীবনধারা কীভাবে এবং কেন পিছনে ফেলে দেওয়া হল তা নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা করে লাভ নেই এবং একইভাবে কোনও অঞ্চল, ধর্ম বা মহান ব্যক্তিত্বকে দোষারোপ করে লাভ নেই, এবং পরিশেষে, যদি আমরা বলি যে কয়েকজনের লোভ/অহংকার/স্বার্থপরতার কারণে কাজ এবং আয়ের বন্টন ব্যবস্থাটি দমন করা হয়েছে, তাহলে এর কোনও লাভ হবে না, তবে বিশ্বজুড়ে তাকানো এবং বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করা অবশ্যই ভালো হবে। **নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে**:

(i) জাপানের মতো দেশে জন্মহার তীব্রভাবে হ্রাস পাচ্ছে কারণ দম্পতিরা সন্তান ধারণ বন্ধ করে দেয়, তারপর তাদের লালন-পালন করে, শিক্ষিত করে এবং বিয়ে দেয়, কেবল বৃদ্ধ বয়সে তাদের ভুলে গিয়ে জীবিকার জন্য সরকার বা আকাশের দিকে তাকায়। জাপানের মতো দেশে দম্পতিরা মনে করতে শুরু করে যে সন্তান ধারণের চেয়ে বৃদ্ধ বয়সের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা ভালো।

(ii) বিবাহিত দম্পতিরা তাদের বাবা-মা এবং সমাজের জন্য আর্থিকভাবে অবদান রাখার কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না, তারা তাদের বাবা-মা এবং সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিদের কথাও শোনে না, এই ধারণাটি দেশ এবং বিশ্বজুড়ে প্রচলিত। তাই অনেক দেশে বাবা-মা এবং সমাজ তাদের সন্তানদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থা করার পরিবর্তে তাদের অর্থ উপার্জনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা শিশুশ্রম এবং শিশু অপরাধের সংখ্যার অসাধারণ বৃদ্ধি দ্বারা প্রশংসিত হতে পারে।

(iii) সমাজ এবং তার জ্ঞানী ও বৃদ্ধদের (প্রপিতামহী বা তাদের মতো ব্যক্তিদের) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাজে তাদের আয়ের প্রাপ্য অংশ অবদান না রাখার কারণে, বিশ্বজুড়ে সাধারণ আয়ুষ্কাল সর্বোত্তম ছিয়ানব্বই বছর থেকে কমে বর্তমানে ৭২-৭৫ বছর

হয়েছে। অন্য কথায়, আয়/উপার্জনের ভারসাম্যহীন বন্টনের ফলে, সবচেয়ে পরিণত, অভিজ্ঞ বলে মনে করা একটি সম্পূর্ণ অংশ, কেন্দ্রবিন্দু থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

(iv) ৭২-৯৬ বছর বয়সী পুরোনো প্রজন্মের বিলুপ্তির সাথে যা ঘটেছে, তার ফলে এই গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত সমাজের সমস্ত স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(v) বলা হয় যে ব্রহ্মচর্যের সময় নষ্ট হলে ব্যক্তির পুরো জীবন নষ্ট হয়ে যায়। সন্ন্যাস আশ্রমে শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী লোকের অনুপস্থিতির কারণে, সমাজের সমস্ত শিশুদের মৌলিক শিক্ষা নষ্ট হয়ে যায় এবং একভাবে পুরো সমাজ খড়ের গুদামে পরিণত হয়।

(vi)। কাজ/সেবার মৌলিক বন্টন এবং তার ফলে আয়/আয় বণ্টনের ব্যর্থতার ফলে সমাজে প্রায় সকল মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(১.চ)। একটি সুস্থ ও সুখী সমাজের জন্য কাজ এবং আয়ের আরও ভালো বন্টন কী হতে পারে তা নিয়ে আরও আলোচনা করার আগে এই মন্দার সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বের করা মূল্যবান হবে।

যদিও সবকিছুই দেবতাদের ইচ্ছা বলা যেতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বৃত্তের চেয়ে যদি কেউ সত্যিই জানতে আগ্রহী হয় যে দেবতাদের ইচ্ছা কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল, তাহলে বলা হয়, চোখ বদলালে দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যায় (নজরে) বদলি তো নজরে (বদলে - নজরে বদলি থেকে নজরে বদলে) তারপর খাদ্য, পানীয়ের কামোদ্দীপক পরিবর্তনের সাথে সাথে সবকিছু ধীরে ধীরে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। যদি খাদ্য, পানীয় এবং কামোদ্দীপক পদার্থ বিশুদ্ধ, আশীর্বাদপূর্ণ হয় তবে স্বাস্থ্য এবং সুখ অবশ্যই আসবে এবং যদি জোর করে খাদ্য তৈরি করা হয় সম্পূর্ণরূপে খোজা ষাঁড় এবং দুধ কৃত্রিম গর্ভধারণ থেকে উৎপাদিত হয় তবে খাদ্য এবং পানীয় অভিশপ্ত হয়ে ওঠে এবং সকলের জন্য খারাপ ফলাফল বয়ে আনতে বাধ্য। আধ্যাত্মিক বৃত্তের এই যুক্তি যুক্তিসঙ্গত এবং বোধগম্য বলে মনে হয়। আমরা যদি সম্মিলিতভাবে চাই, তাহলে অবশ্যই আমরা পরিস্থিতি বিপরীত করতে পারি কিন্তু আমরা আমাদের ভবিষ্যত সংশোধন করতে পারি।

(১. ছ)। উপরে উল্লিখিত বিষয়কে একটি অনুমান বা একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে যে কীভাবে একজন ব্যক্তি (পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই) তার সমগ্র জীবনকে একটি পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালনা করতে পারেন যাতে এটি শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি সুস্থ এবং সুখী যাত্রা হিসাবে চলতে পারে, প্রকৃতপক্ষে কারও উপর নির্ভরশীল না হয়ে। এছাড়াও, অনেক শিক্ষক আছেন যারা উপরে উত্থাপিত প্রতিটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করতে সক্ষম হবেন এবং তারা দলবদ্ধভাবে এর জন্য ব্যাপক নির্দেশিকা তৈরি করতে পারেন। কাজ এবং আয়ের জন্য উপরোক্ত বন্টন প্যাটার্নের মাধ্যমে এটি নিরাপদে বলা যেতে পারে যে আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পদের মধ্যে সমস্ত অভাবী ব্যক্তিদের জন্য

লাভজনক কর্মসংস্থান এবং সমস্ত ইচ্ছুক প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সম্মানজনক নিযুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হব।

(১.এইচ)। কাজের বণ্টন এবং আয়ের উপর উপরোক্ত যুক্তিগুলি থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে:

(i) এই বন্টন পদ্ধতির মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে প্রত্যেকেই তাদের জীবদ্দশায় প্রাপ্ত সমস্ত মধ্যাহ্নভোজের জন্য অর্থ প্রদান করছে, যা প্রমাণ করে যে "পৃথিবীতে এমন কোনও বিনামূল্যের মধ্যাহ্নভোজ/পরিষেবা নেই যেখানে প্রত্যেককে একই জীবনে (পরবর্তী জীবনে বা কিয়ামতের দিনে নয়) একই মূল্য দিতে হবে।"

(ii) উপরোক্ত চারটি গ্রুপের প্রত্যেকটিতে দুজন করে নির্বাচনী অংশীদার রয়েছে, অর্থাৎ আটজন নির্বাচনী অংশীদার (পুত্র, কন্যা, স্বয়ং এবং স্ত্রী, মা এবং পিতা, সমাজ/ধর্ম/স্থানীয় সরকার এবং রাজ্য/অঞ্চল/জাতীয় সরকার) রয়েছে যাদের প্রত্যেকেই সমান পরিমাণ ১২.৫% বা যেকোনো আয়ের ১/৮ ভাগ পাওয়ার অধিকারী। এটি লিঙ্গ সমতা প্রদান করে এবং নির্বাচনী সদস্য সংখ্যার সর্বোত্তমতা বজায় রাখার জন্যও অনুরোধ করে।
এই বন্টন প্যাটার্ন ইঙ্গিত দেয় যে, উপাদানের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হয় সেই অংশের বৃদ্ধি সীমিত হবে অথবা অন্যান্য অংশের জন্য সীমাবদ্ধতা তৈরি হবে। একইভাবে, অতিরিক্ত চাহিদা বা যেকোনো বিভাগের দ্বারা ছিনতাই অন্যদের ক্ষতির কারণ হয়, তা সে শিশু, পিতামাতা, ধর্ম বা সরকার যাই হোক না কেন, যা শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি, তার পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের সম্প্রীতি এবং ছন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

এই বিবেচনায়, ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ভূমিকা এবং দায়িত্ব সাধারণত তারাই গ্রহণ করে যারা শত বছর বয়স অর্জন করেছেন এবং দেবতার মতো সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন (अतिथि)। দেবো (ভঃ) সমগ্র সমাজের।

(iii) উপরের বিভাগটি দেখলে, শেষ বিভাগে ১২.৫% বা আয়ের ১/৮ অংশ সমাজ/ধর্মে অবদান রাখা হয়। এখান থেকেই ধর্মীয় প্রচারকদের ধারণা এসেছে যে, একজন ব্যক্তির তার আয়ের ১/৮ অংশ ধর্ম/ধর্মে দান করা উচিত।
কিন্তু হায়! ধর্ম প্রচারকরা মনে হচ্ছে এটি কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন)) অথবা স্থানীয় সরকারকে সমস্ত স্থানীয় বিষয় যেমন শারীরিক নিরাপত্তার বিধান, সুবিধা (প্রশাসন) এবং ন্যায়বিচার, খাদ্য, জল, বায়ু, আশ্রয়, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদির সুবিধা দেখাশোনা করার কথা। শেষ বিভাগে আরও ১২.৫% বা আয়ের ১/৮ অংশ জাতি/দেশকে সীমান্ত এবং বৃহত্তর নিরাপত্তা, সাংবিধানিক আদালত, গবেষণা ও উন্নয়ন, বিপর্যয়কর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো সমস্ত বৃহত্তর জাতীয় বিষয় দেখাশোনা করার জন্য অবদান রাখার কথা।

(iv), উপরোক্ত আয়ের বন্টন দেখে এটা স্পষ্ট যে, যখন কেউ ইতিমধ্যেই তার আয়ের পঁচিশ শতাংশ সমাজ ও সরকারকে প্রদান করে ফেলেছে, তখন কোনও কর এবং কর আরোপের প্রয়োজন নেই। অতএব, এমন কোনও বিভাগের প্রয়োজন নেই যা কর সংগ্রহ করে (যে কোনও আকারে হোক না কেন) এবং রিটার্ন দাখিল, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের দেখাশোনা করে। এর অর্থ হল জাতীয় সরকার পেট্রোলিয়াম এবং অ্যাফ্রোডিসিয়াকের মতো পণ্য বা বিনোদন এবং খাবারের দোকানের মতো পরিষেবার উপর করমুক্ত থাকবে, ফলস্বরূপ সমাজ এবং জাতীয় সরকার কোনও বাণিজ্যিক কার্যকলাপে নিজেদের জড়িত করবে না। এটি ভালো কারণ এটি প্রমাণিত যে সরকার ব্যবসা করলে জনসাধারণ ভিক্ষুক হয়ে যায় (সন্না) ব্যবসা তো প্রজা ভিখারি)।

(v), কাজের পরিমাণ এবং এর জটিলতা বিবেচনা করে, ভাগ সংগ্রহ, এর তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণ সমাজ দ্বারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জাতীয় সরকারের সহযোগিতায় সর্বোত্তমভাবে পরিচালিত হতে পারে, বিপরীতে নয়।

(vi), উপরোক্ত বন্টনটি দেখলে এটা স্পষ্ট যে রাজ্য সরকার, পৌরসভা, পঞ্চায়েত ইত্যাদির মতো কোনও মধ্যস্থতাকারী সরকারের প্রয়োজন নেই, এবং এর কর্মীদেরও। এই কর্মীদের স্থানীয় সরকারের সাথে অথবা জাতীয় সরকারের সাথে একীভূত করা যেতে পারে, প্রতিটি ক্ষেত্রে।

(vii), উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করলে, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প, মধ্যাহ্নভোজ এবং রেশন কার্ড, গ্যাস, জল, বিদ্যুতে ভর্তুকি, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে পরিবহন এবং এক বা অন্য অংশের জন্য অন্যান্য বিনামূল্যের মতো প্রকল্পগুলি পরিচালনা করার কোনও অর্থ নেই বলে মনে হয়। নাগরিক কল্যাণের জন্য দারিদ্র্য বিমোচনের সমস্ত প্রকল্প স্থানীয় প্রশাসনের বিষয় এবং স্থানীয় সমাজ দ্বারা সর্বোত্তমভাবে সমাধান করা যেতে পারে।

(২) "পরিবার, দেশ এবং সমাজের মধ্যে আয়ের বন্টন এবং সমাজ কর্তৃক এর ব্যবস্থাপনা" সম্পর্কে বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি :

(২.ক)। বলা হয় যে পৃথিবীর বায়ু, জল, শক্তি এবং স্থান স্থির, তাই যদি একটি বালতি উপচে পড়ে তবে অন্যটি শুষ্ক থাকবে।

বলা হয় যে দুর্ভিক্ষ খারাপ শাসন/প্রশাসন বা ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনার ফলাফল, অন্যথায় প্রকৃতি তার প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি দিয়েছে।

সমাজের ব্যাপক দারিদ্র্য, ব্যাপক শোষণ এবং সম্পদ ও সাধারণ সম্পদের মধ্যে বিশাল পার্থক্যই মূলত এর পরাধীনতার কারণ এবং এর ব্যাপক দারিদ্র্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

এটি সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীত যে সমাজের দাসত্ব প্রথমেই সাধারণ জনগণের মধ্যে দারিদ্র্যের কারণ হয়।

স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্য সৃষ্টিকারী ঘটনা হ্রাস বা অপসারণ করা প্রয়োজন, তা সে ধর্মীয় হোক (যেমন এটি গত জন্মের খারাপ কাজের ফল, অথবা ঈশ্বরের দরজা দরিদ্রদের জন্য, অথবা পবিত্র মাসে দান করা ভালো অথবা দান নেওয়া রাজকীয়, যেমন রাজা গৌতম বুদ্ধ এবং রাজা মহাবীরও গ্রহণ করেছিলেন) সামাজিক (ধন-সম্পদ বোঝা, এবং দরিদ্ররাই ভালো ঘুমাতে পারে)।

ভিক্ষাগ্রহীতারা (ভিক্ষাকারীরা) খুব কমই ধনী হতে পেরেছিলেন। যারা ভিক্ষা, দান এবং ভর্তুকির উপর নির্ভরশীল তাদের জীবনযাত্রা খুব একটা ভালো হয় না। দেখা যায় যে মধ্যবিত্ত, ধনী এমনকি কোটিপতিরাও এই ভর্তুকি, অনুদানের সুযোগ নিয়ে কৌশলে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে, যার ফলে দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে।

সমাজকে সম্প্রীতির জন্য 'জীবনযাপনের কাজ' এবং 'জীবনযাপনের শিল্প' উভয়কেই উৎসাহিত করতে হবে কারণ দেখা গেছে যে "দারিদ্র্যের মতো দুঃখ নেই এবং সাধুদের সাথে থাকার মতো সুখ নেই"।

(২.খ)। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এমন একটি নিরাপত্তা যা হয় ইকো (পরিবেশ-বাস্তুতন্ত্র) ব্যবস্থার সকলের কাছে থাকবে, নয়তো পৃথিবীর কারো কাছেই থাকবে না। অতি বাহ্যিক পর্যবেক্ষণে আমাদের ইকোসিস্টেমে অর্থনীতি – শক্তি-পরিবেশ – এর কার্যপ্রণালীর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সমান্তরালতা এবং সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

যারা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন অথবা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা সহজেই বলতে পারেন যে শক্তি উৎপাদন করা যায় না এবং ধ্বংসও করা যায় না; কেবল এর আকার বা রূপ পরিবর্তন করার জন্যই এর সাথে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে অথবা উভয়ই। আমাদের বাস্তুতন্ত্রে শক্তির আরও পরিমাণ স্থির। অর্থনীতি, পরিবেশ (বায়ু এবং জল) সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। অন্যভাবে, শক্তির জন্য প্রযোজ্য নিয়মগুলি অর্থনীতি এবং পরিবেশের জন্যও প্রযোজ্য হবে। এটা সহজভাবে বলা যেতে পারে যে এগুলি একসাথে কাজ করে।

অর্থনীতি, শক্তি, পরিবেশ, বিনোদন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং বাস্তুতন্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ ই-শব্দগুলি (যেসব শব্দ E অক্ষর দিয়ে শুরু হয়) ইকো সিস্টেম বা পৃথিবীর সিস্টেমের সাথে বৃহত্তর এবং অনুরূপ সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। এই সম্পূর্ণ প্যারামিটারটি আমাদের আবেগকে ঘূর্ণায়মান করে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, যে অর্থনীতির ভিত্তি শক্ত থাকে বা ভূ-সম্পদ এবং কার্যকলাপের (পৃথিবীর পৃষ্ঠে কার্যক্রম (কৃষি বনায়ন) উপর ভিত্তি করে অর্থনীতি টিকে থাকে, যেখানে ভূগর্ভস্থ (তেল ও গ্যাস, খনির) বা ভূ-উপরিস্থ (মহাকাশ ও উপগ্রহের)

সম্পদ এবং কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য সমস্ত কার্যকলাপ দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকে না।

(২.গ)। আয়ের সঠিক বণ্টনের অভাবের কারণে, ঘরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের – যেমন বাবা–মা, স্ত্রী, সন্তান এমনকি যুবকদের – গুরুত্ব এবং সামাজিক স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে ব্যবস্থায় অর্থ উপার্জনের কাজ করার একটি সাধারণ ইচ্ছা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, ঘরে সন্তানদের লালন–পালনের কাজ আয়া/পরিচারিকা, বৃদ্ধদের, দেবতা এবং ঘরের তালা–চাবি রাখার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনযাত্রার মান হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে পরিবার এবং সমাজের সকলেই কোনও না কোনও রোগে ভুগছেন। একটি ব্যাপক পরিবর্তনের কি প্রয়োজন?

(২.ঘ)। যদি আমরা শক্তিকে দায়িত্ব এবং নিরাপত্তাকে শক্তি হিসেবে না দেখি এবং শক্তিকে সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলে লুট/ডাকাতি শক্তিতে পরিণত হবে এবং একইভাবে যদি আমরা মুনাফাকে নিজের অধিকার হিসেবে (ন্যায়সঙ্গতের পরিবর্তে) গ্রহণ করি, তাহলে প্রতারণা শক্তিতে পরিণত হবে, এই পরিস্থিতিতে কেবল সাধারণ পুরুষ/নারীই নয়, তাদের পরিবার, আমাদের দেশ ও সমাজও বেশি দিন টিকে থাকবে না।

উপরে উত্থাপিত এই প্রশ্নগুলি ইঙ্গিত দেয় যে যদি পরিবার, সমাজ, দেশ এবং বিশ্ব স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং সম্প্রীতি, স্থায়িত্ব (অতিরিক্তভাবে অল্প সংখ্যক মানুষের সংকীর্ণ এবং সংকীর্ণ স্বার্থপরতার সেবা করার জন্য) চায়, তবে বিভিন্ন পেশাদারদের বেতন এবং সুযোগ–সুবিধা, ফি এবং পরিষেবা চার্জ, বিভিন্ন জিনিসপত্রের মৌলিক খরচ এবং তাদের লাভের মার্জিন, পেটেন্ট করা জিনিসপত্রের মূল্য এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকারের রয়্যালটি ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত, সাশ্রয়ী এবং কমবেশি স্থিতিশীল থাকা প্রয়োজন। ***

18. (বিকল্প) অর্থনীতি এবং বাস্তুতন্ত্রের অর্থনীতির বিকাশ

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: দুটি ভাগে জমা দেওয়া হচ্ছে: (১)। সমস্যা এবং বিস্তৃত রূপরেখা। (২)। বিকল্প অর্থনীতির এজেন্ডা শুরু করার জন্য ভারত কেন আরও ভালো জায়গা হতে পারে,

(১). সমস্যা এবং বিস্তৃত রূপরেখা:

সূর্যের নীচে নতুন কিছু নেই; এই বইয়ের শেষ সতেরোটি অধ্যায়ে যা কিছু রাখা হয়েছে, তা-ই প্রচলিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, দীর্ঘ সময় ধরে মসৃণভাবে কাজ করার পর সিস্টেমে আত্মতুষ্টি দেখা দেয় এবং মানুষ অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের মন প্রয়োগ করতে শুরু করে এবং অপ্রয়োজনীয় যুক্তির অজুহাতে সিস্টেমের সাথে খেলা করতে শুরু করে যে উন্নতির সুযোগ সবসময় থাকে।

অনন্তে কিছু যোগ করার কোন সম্ভাবনা নেই, পরিপূর্ণতায় উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই এই সহজ ধারণা থাকা সত্ত্বেও। নিখুঁত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ইচ্ছাকৃত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যখন মনকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন যা ঘটে, নিখুঁত ব্যবস্থা সভ্যতা এবং চরিত্র আরও নিখুঁত বা কম নিখুঁত হয় না, এগুলি মূলত ভেঙে যায় এবং অতল গহ্বরে পতিত হয়। আমাদের পতনের ক্ষেত্রেও তাই। এখন পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, যা প্রয়োজন তা হল নতুন কিছু করা নয় বরং কেবলমাত্র সেই ব্যবস্থা এবং পদ্ধতিগুলিকে পুনরুদ্ধার বা পুনরুজ্জীবিত করা যা আমরা একসময় অনুসরণ করতাম (যা এই নথিতে বেশ সংখ্যকের কাছে রাখা হয়েছে) এবং সতর্ক, সজাগ এবং সতর্ক থাকা। বলা হয় যে যারা সমস্ত কাজ করে এবং তাদের কর্ম (কর্ম) তাদের কাজের উপর সমর্পণ করে তাদের সাফল্য শীঘ্রই ঘটে।

আধ্যাত্মিক মহলে বলা হয় যে অর্থনীতি এবং সাধারণ শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য ভারত (ভারত) একটি ভালো শুরু হতে পারে। এই কাজের জন্য ভারত (ভারত) কেন, তা নীচের কয়েকটি যুক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যেতে পারে:

(২) <u>বিকল্প অর্থনীতির এজেন্ডা শুরু করার জন্য ভারত কেন আরও ভালো জায়গা হতে পারে</u> :

(২.ক) সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিটি ধর্মের ধর্মপ্রচারক/পুরোহিত সন্ত্রাসী, চোর, ডাকাত, প্রতারক, লুটেরা এবং তথাকথিত শয়তানী শক্তি এবং তাদের কার্যকলাপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন, কিন্তু দেখা যায় যে তারা সমাজে ভয়, ঘৃণা ও শত্রুতা বৃদ্ধির মতো ধর্মবিরোধী কাজ করে চলেছেন।

এই শক্তিগুলির সম্পূর্ণ বিপরীতে, সাধু-সাধুরা ভালো কাজ করে চলেছেন কিন্তু কৃতিত্ব নেওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। যদিও প্রতিটি দেশেরই শয়তান এবং সাধুদের

নিজস্ব অংশ রয়েছে, কিন্তু অনাদিকাল থেকে ভারতকে সাধু-সাধুদের আবাসস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। সাধু-সাধুদের উপস্থিতির কারণে, ভারত-ভারত নামে পরিচিত এই ভূমিটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একসাথে সমস্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তার পূর্ণ ধর্মীয়তা বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট ভাগ্যবান।

অধিকন্তু, এত সম্মানিত সাধু ও সাধু শ্রেণীর উপস্থিতির কারণে, ভারত দেশভাগের সময় হিন্দু রাষ্ট্র হওয়ার জন্য প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও, একটি ধর্মনির্পেক্ষ (সম্পূর্ণ ধর্মীয়) দেশ হিসেবে নিজেকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

যদিও ভারতের অবস্থা অতিরঞ্জিত করার মতো নয়? তিনটি জাতি এবং প্রতিটি জাতির মধ্যে অনেক রাজ্যে বিভক্ত অবস্থা থেকেও, কেউ এখনও কিছুটা উন্নতি এবং বিকাশ খুঁজে পেতে পারে। ভারতের ইতিবাচক দিক হল এর শিশুরা তাদের আত্মবিশ্বাস অর্জন করছে এবং এখন তাদের প্রতি বিশ্বাস, তার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি গর্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধু এবং সাধুদের আশীর্বাদে, ভারত-ভারত এখন নিজেকে স্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করা মন্দ দূর করার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে।

(২.খ)। যদিও আমরা ভারতকে একটি বিশ্বাসযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য দেশ হিসেবে নিয়ে অনেক স্লোগান দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এতে কোন বিস্তারিত তথ্য দেখানো হচ্ছে না, যেমন এটি কী হবে এবং কী হবে না? যদিও ভারত কী এবং ভারত মানে কী তার যথেষ্ট প্রকাশ রয়েছে, তবুও বলা হয় যে ভারত মানে সকলের কল্যাণের জন্য ভালো মানুষের দ্বারা সুশাসন।

আরও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে? ভারত কি একটি ধারণা, নাকি এটি কেবল একটি স্থলভাগ, নাকি এটি কিছু বোঝায়, নাকি এটি শব্দের মিশ্রণ, নাকি এটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ, বিশেষণ বা ক্রিয়াপদ, অথবা ভারত কি নাম দেওয়া হয়েছে অথবা নির্ধারিত নাম?
গত কয়েক হাজার বছরে অনেকেই "হিন্দুস্তান - ভারত" কে হিমালয় এবং ভারত মহাসাগরের মধ্যে সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র নদী দ্বারা বেষ্টিত একটি অঞ্চল হিসাবে প্রশংসা করেছেন এবং এই অঞ্চলটিকে "ঈশ্বরের ভূমি বা দেবতাদের ভূমি/ব্রহ্মার ভূমি" এবং এর সন্তান/নিবাসীদের হিন্দু এবং ব্রহ্মপুত্রের (সিন্ধু / হিন্দু) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এভং ব্রহ্মপুত্রা)। কিন্তু এটা বলা যেতে পারে যে ভারত একটি উপাধি যা জনসাধারণকে আলোকিত করার এবং শ্রেণীগুলিকে আলোকিত করার জন্য এটি যে কাজ করেছে তার কারণে অর্জিত হয়েছে।

"ভারত" নামটি (ভা -আলো, এবং ইঁদুর -ব্যস্ত, ভারত = ভা + ইঁদুর)। ⇒ ভা = আলো , আলোকসজ্জা , জ্যোতি + রত = ব্যস্ত , নিযুক্ত , ⇒ প্রকাশিত করতে এর কাজ মধ্যে ব্যস্ত) এসেছে এর গুণমান এবং মানবজাতিকে আলোকিত করার প্রচেষ্টার কারণে, যেখানে 'হিন্দুস্তান' এবং 'ভারত' নামটি অন্যরা 'সিন্ধু'

নামক সাধারণ উৎস থেকে এর সাথে যুক্ত করেছে যেমন: (i)। 'সিন্ধু –হিন্দু – হিন্দুস্তান' (সিন্ধু – হিন্দু – হিন্দুস্তান), (ii)। 'সিন্ধু' – 'ইন্দু' – 'ভারত' (সিন্ধু – ইন্দু – ভারত),

(২.গ)। বলা হয় যে "হিন্দি–হিন্দু এবং হিন্দুস্তান" হল "সংস্কৃত–সনাতন ধর্ম এবং সংসার/ভারত" এর অপভ্রংশ (দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্করণ)।
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ভারতের সকলেই একমত যে "হিন্দি–হিন্দু এবং হিন্দুস্তান" শব্দের চেয়ে "সংস্কৃত–সনাতন ধর্ম এবং ভারত"ই আমাদেরকে বেশি সংজ্ঞায়িত করে। ভাষা, ধর্ম এবং দেশের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণার এই দুর্নীতি সমগ্র মানবজাতির জন্য সমাধানের চেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি করেছে।

তবে, কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার সেক্টরের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা খুব কমই বলেন যে "হিন্দি–হিন্দু এবং হিন্দুস্তান" হল অ্যালগরিদমের প্রথম সংস্করণের একটি যা হল "সংস্কৃত–সনাতন ধর্ম এবং ভারত", এবং খুব কমই বলেন যে "হিন্দি–হিন্দু এবং হিন্দুস্তান" হল "সংস্কৃত–সনাতন ধর্ম এবং ভারত" এর মূলের অঙ্কুর, আবার খুব কমই বলেন যে "হিন্দি–হিন্দু এবং হিন্দুস্তান" একটি নদীর মতো যেখানে "সংস্কৃত–সনাতন ধর্ম এবং ভারত" হল একটি সমুদ্র, মেঘ এবং পাহাড়, যেখান থেকে এই নদী উৎপন্ন হয়, জল পায় এবং ডুবে যায়।

গুরুগণ বলেন যে ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের প্রধান সমস্যা হল বিভিন্ন অঞ্চল, ধর্ম এবং ভাষার মূল/উৎস "সংস্কৃত–সনাতন ধর্ম এবং ভারত" থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। বলা হয় যে যদি আমরা (নিজের সাথে, অন্যদের সাথে এবং প্রকৃতির সাথে আমাদের দৈনন্দিন আচরণে) বৃহৎ আকারের অবনতি প্রত্যক্ষ করি, তাহলে নিশ্চিত থাকা যায় যে বৃহৎ আকারের পরিবর্তন/পরিবর্তন আসতে চলেছে। আমাদের সকলের কাছ থেকে যা প্রয়োজন তা হল সহযোগিতা করা এবং সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারের এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কাজে বাধা সৃষ্টি করা নয়। ***

বন্দনা চৌধুরী

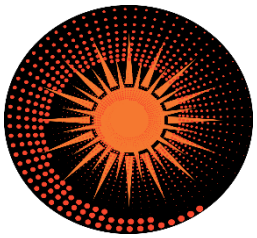

ধর্মের পুনরুত্থান

পর্ব-২

অর্থনৈতিক সত্তা, ব্যবস্থা এবং পেরিফেরাল সম্পর্কিত নোটস বাংলায় |
(মিতা– লাইফ স্টাইল এজেন্ডা থেকে সম্পাদিত অংশ)

1. জীবনধারা

ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নাও, কাজ শেষ হলে অবসর নাও।
ক্লান্ত হয়ে দিনের কাজ শেষ হলে বিশ্রাম নেয় এবং ঘুমায়, এবং জীবনের পুরো কাজ শেষ হলে শেষ বিশ্রাম নেয় এবং একটি গভীর ঘুম (মৃত্যু) নেয়।
একই রকমের কাজ আবার দেখা দিলে, আবার দেখা, কাজ শেষ করে শেষ করো।
জগৎ সৃষ্টি তাঁর (আল্লাহ-সর্বস্ব, ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ড (বিশ্বজগৎ)) বিনোদন, এই সৃষ্টি/অনবদ্যকালীন চক্র কখনও এখানে কখনও সেখানে চলে, এবং প্রতিটি অংশ এবং অতিরিক্ত অংশ নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানে ব্যবহৃত হয়, সেই দৃষ্টান্তে যথাযথ স্বীকৃতি সহ।

প্রতিটি অংশ, প্রতিটি ব্যক্তি এখানে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য, প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করে, বেঁচে থাকে এবং তারপর সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য মারা যায়। দ্রষ্টারা এটি বোঝেন, জ্যোতিষশাস্ত্র এটি ঘোষণা করে, হস্তরেখাবিদ্যা এটি ভবিষ্যদ্বাণী করে, রেইকি এটি পর্যন্ত পৌঁছায়, ট্যারোট এটি সম্পর্কে বলে। এই বিশ্বাসকারী ব্যক্তিরা সবকিছু শোনেন এবং এর কর্তব্য/উদ্দেশ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যান।

যারা পুরো ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে দেখেন, দেখেন কোথায় সমতল পৃষ্ঠ, কোথায় বিষণ্নতা, কোথায় দমন, কোথায় আগ্রাসন এবং কোথায় লক্ষ্য এবং লক্ষ্যের পিছনে কী আছে, তারা বোঝেন যে সময় পার করা কতটা কঠিন, এবং আমাদের (চোখের) সামনে এই ধরণের পর্দা লাগানো হয় যাতে খেলা চলতে থাকে এবং চলতে থাকে...

এই বিনোদনের সময়, সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়, দিনের কাজের শুরুতে, তারপর বিরতিতে, তারপর দিনের কাজ শেষ করার পরে এবং তারপর বিশ্রামের আগে এবং তারপর আবার বিশ্রামের পরে এবং আরও অনেক কিছু স্মরণ করা উচিত, এবং এটিই যথেষ্ট।
মা বলেন: এই সময়টাতে দিনের বেলায় এমন কিছু করো না যা আমাদের রাতের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, আর রাতে এমন কিছু করো না যা দিনের বেলায় আমাদের মুখমণ্ডল বা মুখের মান নষ্ট করে। এই সময়টাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ/ব্রহ্মার সুরে গান গাওয়া এবং নাচ করাই ভালো।

যারা তাদের কাজ করার সময় বেশি মনে রাখে তারা নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পায়, এবং যারা ক্রমাগত মনে রাখে এবং কাজ করে, তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যারা কেবল কাজ করে এবং যারা কেবল মনে রাখে তারা অস্থায়ী গুরুত্ব পায় এবং যখন এই লোকেরা সম্প্রীতি হারিয়ে ফেলে তখন তারা পাশে থেকে যায়।

যতক্ষণ না খেলাটি সুষ্ঠুভাবে চলছে, সবকিছু স্বাভাবিক থাকে, যখন মানুষ বিপথগামী হয়, তখন এর কার্যকরী বার্তাবাহক (পয়গম্বর) উপস্থিত হয় এবং যখন খেলাটি বিঘ্নিত হয় তখন এটিকে আরও বেশি প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংশোধন করা হচ্ছে।
সাধারণভাবে, জীবনধারা বিভিন্ন বার্তাবাহকদের এবং সর্বশেষ লেখক: কবীরের কথা অনুসারে একই হতে হবে।

“ খেলিবা , খাইবা , ধরীবা ধ্যানম ”–খেলিবা, খাইবা, ধরিব ধ্যানম (খেলা, খাওয়া, এবং ধ্যান/মনে রাখা), বা নানকের দ্বারা

" কাজ করো , বংট চখো , নাম জপো , কাম করো, বাংট চাখো, নাম জপো", (কাজ করুন, একসাথে খান, এবং সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করুন), এবং এটি সমস্ত জীবনধারা সম্পর্কে– “প্রার্থনা করো, খেলো এবং পার্টি করো” – একান্তে প্রার্থনা করো, খেলোয়াড়দের সাথে খেলো (কাজ করো) এবং সঙ্গীদের সাথে পার্টি করো। **

2. সফল (সফলতা) – সঠিক ফল

সকলেই জানেন যে যৌন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিশুদের জন্ম হয়, তবুও সকলেই বোঝেন যে এটি কেবল যৌন ক্রিয়াকলাপ (কাম – কর্ম – কর্ম) নয়, যা দায়ী বা বরং একই ধরণের পুনরুত্পাদন করে। ক্রোমোজোমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যৌন ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টি করতে পারে বা নাও করতে পারে। কী ধরণের সৃষ্টি ঘটবে তা সঙ্গীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, স্থান এবং আবহাওয়া ইত্যাদির উপরও নির্ভর করে এবং এগুলি সবই ভবিষ্যতের শিশু এবং শিশুর ভবিষ্যত গঠন করে।

শিশুদের সাফল্যের গল্প শুরু হয় শক্তি এবং দুধ চুষে খাওয়ার মাধ্যমে। যারা অতিরিক্ত (SUCk–excess) চুষে খায় তাদের সফল বলা হয় এবং যারা মৌমাছির মতো চুষে খায় তাদের সফল – ফলপ্রসূ / সু–পরিণত। অতিরিক্ত চুষে খালে মা এবং শিশুর (দাতা এবং গ্রহণকারী) অসুস্থতা হয়, অন্যদিকে প্রয়োজন/উপযুক্ততা অনুসারে চুষে খাওয়া উভয়কেই এবং অন্যান্য সকলের জন্য তৃপ্তি প্রদান করে।

গত বিশ বছর ধরে (ভারতে) অসংখ্য মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ভিক্ষুক, কৃষক, সংস্কারক, উড়োজাহাজ চালক, কোটিপতি এবং বিলিয়নেয়ার আইন প্রণেতা এবং আইন ভঙ্গকারী, প্রধানমন্ত্রী সহ, সকলেই বলেছিলেন যে তাদের বাবা–মা আর্থিকভাবে কিছুটা কম ছিলেন, কিন্তু যাদের সাথে এটি কথা বলেছে তাদের দাদা দরিদ্র ছিলেন। এই সকল লোক বলেছিলেন যে "এর কারণ হল, তাদের দাদা–দাদীর সময়ে দেশ স্বাধীন ছিল না, এবং তাদের বাবা–মায়ের সময়ে দেশটি তার নবজাতক পর্যায়ে ছিল এবং এখন আমরা বলতে পারি যে আমরা কিশোর বয়সে আছি"।

সকলেই বলেছে যে সাফল্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা হলেও ফলাফল হল সম্মিলিত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং নিয়তি। সকলেই বলেছে যে যদি ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবধান পাঁচ তারকা হোটেল এবং পাঁচ বর্গমিটার কুঁড়েঘরের মতো খুব বেশি বেড়ে যায়, তাহলে ডাকাতি এবং লুটপাট, দমন ও আগ্রাসন, উস্কানি এবং সুরক্ষা, জীবন রক্ষা এবং জীবন কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। তাই, সাফলতার (সাফল্য) জন্য সকলেই প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে একটি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। একটি সফল সমাজের জন্য, আমাদের বর্তমানের অনেক কাজ/বিষয় ভিন্নভাবে করতে হতে পারে এবং নতুন এবং আসন্ন অনেক কাজ একইভাবে হতে পারে।
"যারা প্রকৃতি বা সর্বশক্তিমানের নির্দেশনা অনুসরণ করে এবং তাদের কর্ম (কর্ম) প্রকৃতির কাছে সমর্পণ করে, তাদের কর্মফল শীঘ্রই সফল হয় এবং তারাই সুখী এবং প্রেমময়"। **

3. দায়িত্ব

(ক) একজন ঋষি যখন তাকে চরিত্রহীন ঘোষণা করলেন, তখন রাজা/প্রধানমন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর অর্থ কি সে প্রেমের লোভ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি করবে?'
ঋষি উত্তর দিয়েছিলেন যে চরিত্রবান হওয়া একটি জীবন্ত যন্ত্রের মতো পূর্বনির্ধারিত, পূর্বনির্ধারিত। অন্যদিকে যখন কেউ 'জাগ্রত' হয় এবং প্রকৃতির সাথে বসবাস শুরু করে, তখন সে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হয় অথবা প্রতিক্রিয়াশীল হয়। যখন কেউ প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হয় তখন কেবল একজনই দায়ী (প্রতিক্রিয়াশীলতা)। অধিকন্তু, যখন কেউ দায়ী থাকে না তখন কেবল তাকেই চরিত্রায়িত করা যায়।

আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এখানে কেউই সাড়া দিতে পারছেন না, তা সে মহামান্য হোক বা মহামান্য, প্রধান বিচারপতি হোক বা তথাকথিত মুক্ত সংবাদমাধ্যম, এবং তাই কেউই দায়ী বলে মনে হচ্ছে না। গত এত বছরে 'গণতন্ত্রের' পাঁচটি স্তম্ভ (জনগণ, সংসদ, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ এবং সংবাদমাধ্যম) একতলা ভবন তৈরি করতে পারেনি এবং এখনও পৃথক স্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এবং সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির সাথে পরিস্থিতি দেখছে।

এখানে তথাকথিত দায়িত্বের নামে, কখনও কখনও একজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয় এবং খুব কম সংখ্যক কর্মীর ভুলের জন্য চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করা হয়, আবার কখনও কখনও একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে একজন বিচারকের ভুলের জন্য জেলে পাঠানো হয়। এখানে প্রচুর ফসলের সময় গম আমদানি করা হয় এবং অভাবের সময় পেঁয়াজ রপ্তানি করা হয় এবং কেউ দায়িত্ব বোধ করে না। এখানে ঘটনার পরে পুলিশ পৌঁছায় এবং মৃত্যুর পরে রায় ঘোষণা করা হয়। এটা এতটাই হট্টগোল যে কেউ সরাসরি কারও উপর দোষ চাপাতে পারে না – ঈশ্বরের কৃপায় পরিচালিত একটি সামগ্রিক দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবস্থা। খুব কম ব্যক্তিই যারা আন্তরিক এবং বিচক্ষণ, তারা বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত এবং অতিরিক্ত ভুক্তভোগী বোধ করে।

(খ) উন্নতির জন্য নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল:

১) পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অর্থাৎ জনসাধারণের 'সংসদ, সংবাদমাধ্যম, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী' আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং ঘোষণা করতে হবে কে সর্বোচ্চ নেতা এবং সামগ্রিকভাবে দায়ী। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আমাদের নেতাকে নির্দেশমূলক এবং দায়িত্বশীল আচরণ এবং কাজের জন্য পুরো পাঁচটি স্তম্ভে সিস্টেমের উন্নতি করতে বাধ্য করতে হবে।

২) সমাজ এবং পারিবারিক ব্যবসায়ে সরকারের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে, তাদের মধ্যে দায়িত্বশীল আচরণ কিছুটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কল্যাণমূলক সরকারের ধারণাটি সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্বকে বিদায় জানিয়েছে। বলা হয় যে স্বাধীনতার সাথে দায়িত্ব আসে; বরং বিপরীতটি। যখন কেউ দায়িত্বশীল হয়, তখনই কেবল সে স্বাধীনতা বহন করতে পারে, অন্যথায় শারীরিকভাবে মুক্ত থাকা সত্ত্বেও মানসিকভাবে বঞ্চিত থাকে। **

4. স্বাধীনতা

(ক) পয়গম্বর মোহাম্মদকে তার শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমরা কি স্বাধীন নাকি?'

পয়গম্বর সাহেব প্রশ্নকর্তাকে তার এক পা তুলতে বললেন এবং শিষ্যও তার পিছু পিছু গেলেন। পয়গম্বরজী তাকে তার দ্বিতীয় পা তুলতে বললেন। শিষ্য বললেন, এটা সম্ভব নয়।

পয়গম্বরজি বললেন, "আমরা এতটা স্বাধীন এবং এতটা সংযুক্ত, একজন তার এক পা তুলতে স্বাধীন এবং কোনটি তুলতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন, বাম না ডান। যখন প্রথম পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ব্যক্তি তার এক পা তুলে, তখন অন্য পদক্ষেপটি কেবল অনুসরণ করতে হবে"।

জন্ম মুক্ত একটি ধারণা একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। " বিন পগ চালে সুনহু বিন কানা– বিন পাগ চলে, সুনাহু বিন কানা" (যে পা ছাড়া চলে, কান ছাড়া শোনে অর্থাৎ সর্বশক্তিমান)। আমরা এই সত্যকে প্রশান্তির সাথে গ্রহণ করি এবং প্রার্থনা করি যে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ ধার্মিকতা।

(খ)। নিম্নলিখিতগুলি লক্ষ করা যেতে পারে:

(১). দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি তার স্বাধীনতা হারায় এবং একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করে। স্বাধীনতার সাথে সাথে দায়িত্বও আসে, তাই কেবল দায়িত্বশীল, সাহসী মানুষ এবং সমাজই স্বাধীন থাকতে পারে। এটি লক্ষণীয় যে পুরুষ ও মহিলার সাধারণ স্বাস্থ্য এবং উচ্চতা তাদের ভোগ করা স্বাধীনতার উপরও নির্ভর করে এবং গ্রাম, শহর, শহর, মহানগর এবং স্বাধীনতার পূর্ব ও উত্তরকালীন সময়ের গড় স্বাস্থ্য এবং উচ্চতার মধ্যে সহজ তুলনা দ্বারা এটি উপলব্ধি করা যেতে পারে।

(২)। যে ব্যক্তি একা দাঁড়াতে সক্ষম, সে স্বাধীন, তবুও সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল। তাই, কেবল সাহসী, সাহসী ব্যক্তিরাই যারা লুকানো ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করতে পারে এবং দায়িত্বশীল, তারাই স্বাধীনতা চাইতে, গ্রহণ করতে এবং বহন করতে পারে, তা সে ব্যক্তি, সংবাদমাধ্যম, সমাজ বা দেশ যাই হোক না কেন। আসুন আমরা একজন ব্যক্তি হিসেবে, পরিবারের সদস্য হিসেবে, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে, একজন অর্থনীতিবিদ, বিচারক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি হিসেবে আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য দায়িত্বশীল হই এবং দায়িত্বশীল থাকি, তাহলেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে, বজায় রাখতে এবং টিকিয়ে রাখতে পারব। **

5. ধর্ম (ধর্ম)

(ক)। "ধার্যতে ইতি ধর্ম" যা ধারণ করে তা হল ধর্ম। ধর্ম হল বিশ্বাস, প্রতিটি দেহে সহজাত, এবং প্রকৃতিতে সনাতন (চিরস্থায়ী)। মানুষের ক্ষেত্রে এটি প্রথমে অর্থের পরে রূপ নেয় – অর্থাৎ উপায়, অর্থ, অর্থ এবং শরীর, তারপর কাম (কাজ, যৌনতা – শারীরিক প্রেম) তারপর ধর্ম (শারীরিক প্রেম এবং মানসিক শারীরিক প্রেম – একটি আঞ্চলিক প্রেম) তারপর মোক্ষ – স্বাধীনতা (দানশীলতা বা কেবল প্রেম – সর্বোপরি), এই চতুর্থ পর্যায়ে এটি ধর্মে পরিণত হয়।

ধর্ম হলো সনাতন (চিরস্থায়ী, চিরস্থায়ী); ধর্ম হলো প্রাকৃতিক এবং প্রকৃতির সাথে এক, ধর্ম সমগ্র অঞ্চল এবং ধর্মকে তার আবরণে অন্তর্ভুক্ত করে। ঋষিরা ঈশ্বর, আল্লাহ এবং ভগবানকে সর্বশক্তিমান, সর্বত্র সর্বব্যাপী, সর্ব চরিত্রে সর্বশক্তিমান এবং অবিচ্ছেদ্য সত্ত্বা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অখণ্ড সত্ত্বা, সকলকে একীভূত করে, কোন পার্থক্য রাখে না।

বেদ–পুরাণ, কুরআন–বাইবেল আমাদের আত্মা এবং আমরা এগুলো দ্বারা সংজ্ঞায়িত, কিন্তু তবুও আমরা আগামীকাল যা করতে যাচ্ছি তা সেখানে নেই। ঋষি এবং সুফিরা যেভাবে তাদের জীবনযাপন করেছিলেন তা এই চতুর্থ ধাপের সাক্ষ্য দেয়। ধর্ম হল অভ্যন্তরীণ যা বাহ্যিক বিকাশের জন্য কর্মকে জল দেয়, উভয়ের মধ্যে দৃঢ় সংযোগ কিসমত (ভাগ্য) সংজ্ঞায়িত করে যা জীবনে ছন্দ আনে।

ধর্ম হলো একটি নদীর (হয়তো সবচেয়ে পবিত্র গঙ্গার) মতো যা সনাতনে পরিণত হয়। ধর্ম/নদী প্লাবিত হতে পারে, শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু সমুদ্রের সমান হতে পারে না। সকল নদী সমুদ্র থেকে জল পায় এবং সকল ধর্মই সনাতন ধর্ম থেকে মৌলিক শক্তি পায়। ধর্মের সাথে (ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত) বিচ্ছিন্নতা একজনকে মূলহীন/ভাসমান করে তোলে যা সাধারণত বেশিদিন টিকে থাকে না।

আধ্যাত্মিকতা হলো মূল ভিত্তি – রাজনীতি সহ সকল কিছুর সারমর্ম। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি/ভিত্তির উপর ভিত্তি করে, জাতি গঠিত হয় এবং অঞ্চল ও ধর্মের উপযুক্ততা অনুসারে ভৌগোলিক আকার ধারণ করে। রাজনীতি হলো রাজনীতি থেকে উদ্ভূত একটি পেশা এবং অনেকের কাছে রাজনীতি অন্য যেকোনো পেশার মতো।

(খ)। উপরে নিম্নলিখিতগুলি নির্দেশ করে :

১. সকল ধর্মই মহান, যদি তারা মহান না হতো, তাহলে এতদিন টিকে থাকতে পারত না। এক বা অন্য ধর্মকে ধ্বংস করার পরিবর্তে, আমাদের উচিত বিভিন্ন নদী সমুদ্রে, অর্থাৎ

সনাতনে ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের নিমজ্জন বা আত্তীকরণের জন্য অপেক্ষা করা এবং প্রচার করা।

২. সকল ধর্মই সেই অঞ্চল থেকে উদ্ভূত। যেখানে একটি ধর্মের আওতায় অঞ্চলটি অবস্থিত, সেখানে ধর্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমগ্র অঞ্চলের জন্য (যেমন ভ্যাটিকান) নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে, কিন্তু যেখানে বিভিন্ন অঞ্চল এবং ধর্ম একত্রিত হয়ে একটি দেশ গঠন করে, সেখানে জনগণের সমষ্টি যেকোনো বা সমস্ত আঞ্চলিক বা ধর্মীয় শক্তিকে অতিক্রম করবে, এবং এটিই স্বাভাবিক (ধর্ম) এবং এটিকে শান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে।

৩. গত ছাব্বিশ শত বছরে ধর্ম তরবারির জোরে বা কৌশলগত রাষ্ট্রশক্তির জোরে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নয়। আন্তঃসংযুক্ত এবং ইন্টারনেট সংযুক্ত বিশ্বে ধর্মের নিজস্ব স্বার্থেই উত্থান প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ধর্মই সকল ধর্মের তুলনামূলক উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পছন্দ করতে পারে।
বিশাল মুসলিম জনসংখ্যা এবং বৃহত্তম হিন্দু জনসংখ্যার শক্তির কারণে ভারতকে বিশ্বের স্বাভাবিক ধর্মীয় নেতা বলা যেতে পারে। বিশ্বব্যাপী সকল ধর্মের মর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভারতের এই স্বাভাবিক দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। **

6. বিজ্ঞান

(ক)। ইংরেজি শব্দ "বিজ্ঞান" এসেছে "বিবেক" (con-science) থেকে, যার অর্থ "বিবেক" শব্দটির অর্থ হল, "ভুল এবং সঠিকের জ্ঞান এবং বোধগম্যতা"। বিজ্ঞান শব্দটিতে ভুল এবং সঠিকের বোধগম্যতা বাদ দেওয়া হয় বা মুছে ফেলা হয় এবং এইভাবে বিজ্ঞান কেবল জ্ঞানে পরিণত হয়। বিজ্ঞান কেবল জ্ঞান, অনেকাংশে এটি নিয়মতান্ত্রিক এবং ভুল এবং সঠিকের কোনও পর্দা ছাড়াই 'কী এবং কীভাবে' এর মতো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সেই কারণেই আমরা বলি বিজ্ঞান অন্ধ।
বিপরীতে, ভারতে আমরা 'বিজ্ঞান' শব্দটি দিয়েছি, যার অর্থ 'বিশেষ জ্ঞান'; এখানে 'জ্ঞান' অর্থ ভুল এবং সঠিকের বোধগম্যতা, এবং সেই হিসাবে, বিজ্ঞান অর্থ ভুল এবং সঠিকের বিশেষ বা উপলব্ধিযোগ্য বোধগম্যতা। এটাও বলা যেতে পারে যে যখন জ্ঞান বোধগম্য হয় এবং উপলব্ধি করা হয় তখন তা বিজ্ঞান হয়ে যায়, এখানে বিজ্ঞানিকে বিশেষ দৃষ্টিসম্পন্ন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বলা হয়েছে: “বিজ্ঞান এবং বেদান্তের সংজ্ঞা স্পষ্ট; সন্ন্যাস এবং যোগ হল প্রকৃত সত্য”। (বিজ্ঞান-উপলব্ধি বিজ্ঞান, বেদান্ত-বেদ + পিঁপড়া: যা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, সন্ন্যাস-ভালোর সাথে বসবাস, যোগ-সমষ্টি, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে সংযুক্ত)।

(খ) আরও যদি আমরা জীবনের বিভিন্ন লেনদেনের কথা বিবেচনা করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের জীবনে দশ লক্ষ লেনদেনের মধ্যে বিজ্ঞান মাত্র বিশ শতাংশ লেনদেন নিয়ে কাজ করে; এবং এর ফলাফল আশি থেকে নব্বই শতাংশ সঠিক, আমাদের কল্পনা আশি শতাংশ লেনদেন নিয়ে কাজ করে এবং এর ফলাফল প্রায় চল্লিশ শতাংশ সঠিক, যেখানে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি শতভাগ লেনদেন নিয়ে কাজ করে এবং যার ফলাফল প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ সঠিক। সুতরাং যদি আমরা তুলনা করি, তাহলে দশ লক্ষ লেনদেনের মধ্যে বিজ্ঞান এক লক্ষ ষাট আশি হাজার, কল্পনা তিন লক্ষ বিশ হাজার এবং অন্তর্দৃষ্টি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সঠিক উত্তর দেয়। একভাবে, কল্পনা এবং অন্তর্দৃষ্টি একত্রিত করলে ছয় লক্ষ সত্তর হাজার লক্ষ সঠিক উত্তর পাওয়া যায়, যেখানে বিজ্ঞান মাত্র এক লক্ষ ষাট আশি হাজার সঠিক উত্তর দেয়।

(গ) আরও বিজ্ঞান বলে,
A হল A এবং এটি অ-A নয়
টাও সিস্টেম বলে,
A হল A এবং Z এর বিধেয় হিসেবেও
যেখানে বেদান্ত ব্যবস্থা বলে,
A, A নয় এবং Aও নয়

এটি A এর সমস্ত অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে, A কে A হিসাবে, A কে প্রথম হিসাবে, A কে এক হিসাবে, A কে Z এর বিধেয় হিসাবে, এবং এখনও বলে (neti-neti-) এটা নয়, এটা নয় এবং এভাবে A এর অসীম অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বিজ্ঞান হলো চেতনা, কল্পনা হলো অবচেতনতা এবং অন্তর্দৃষ্টি হলো অবচেতনতা এবং আমরা সকলেই এই তিনটির ক্রমবর্ধমান বিশালতা জানি। অচেতন স্তর প্রকৃতির সাথে কম্পিত হয় এবং এই কারণেই অন্তর্দৃষ্টি প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং যেকোনো ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরও দেয়। সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন অন্তর্দৃষ্টি এবং/অথবা কল্পনার ফলাফল, এবং তাই, বিজ্ঞানকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

(ঘ)। বিজ্ঞান ভৈরব তন্ত্র সর্বোচ্চ; বিজ্ঞানের পরে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং তারপরে সচেতন বিজ্ঞান আসে এবং এগুলির জন্য একইভাবে গুরুত্ব এবং প্রকাশ প্রয়োজন। বলা হয় যে বুদ্ধ বিজ্ঞান ভৈরব তন্ত্রের প্রথম পদ্ধতি দ্বারা জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং বিজ্ঞান ভৈরব তন্ত্রে এই ধরণের একশো বারোটি পদ্ধতি রয়েছে।

বর্তমান বিজ্ঞান মিনিট থেকে মিনিট সম্পর্কে আরও বেশি করে জানার চেষ্টা করছে অর্থাৎ সামান্য থেকে সামান্য সম্পর্কে আরও বেশি করে জানা অথবা শেষ পর্যন্ত 'কিছুই না' সম্পর্কে আরও বেশি করে জানা, এই চূড়ান্ততা 'কিছুই না' সম্পর্কে সর্বাধিক (অনন্ত) জানার দিকে পরিচালিত করে এবং একজনকে উপলব্ধি করে যে এটি বৃত্ত; এই স্তরে শূন্য (০-বৃত্ত) এবং অসীম (দ্বৈত বৃত্ত) অনুসন্ধান করা হয়েছিল এবং এটি কেবল একটি স্বাভাবিক ফলাফল।

শূন্যের আবির্ভাবের সাথে সাথে এটিও অনুসন্ধান করা হয় যে, ০.০১ এর আগে শূন্য স্থাপন করলে, একের ভালভ হ্রাস পায়, যেখানে ১ এর পরে শূন্য স্থাপন করলে যেমন ১০০, এটি তার মানকে অতিরঞ্জিত করে, ব্যক্তির মান বৃদ্ধি করে, এবং তাই শূন্য এবং অনন্তের গবেষক হওয়ার গর্ব করার পরিবর্তে আমাদের ফলাফলকে আমাদের অগ্রগতিতে নেওয়া উচিত। এই পদগুলির অনুসন্ধান বা গবেষণা চূড়ান্ত উপলব্ধি নির্দেশ করে। যেহেতু অনুসন্ধানকারী বা গবেষক সমগ্র মানবজাতির জন্য, তাই এতে কোনও গবেষণা বা গর্ব করার দরকার নেই।

(ঙ) উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে:
(i) সুপার কম্পিউটার সিস্টেমেও যে প্রার্থনা করা হয় তা প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ,
(ii) বিজ্ঞানের অন্ধত্ব দূর করার জন্য বিজ্ঞানের পরিবর্তে বিজ্ঞান নামটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। ব্যক্তির কল্পনা এবং অন্তর্দৃষ্টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উপায় এবং উপায়গুলি বিকশিত করা প্রয়োজন। **

7. মৃত্যু এবং জীবন

একটি সংক্ষিপ্ত গল্প: শ্বেতকেতুকে তার বাবা-উদ্দালক জিজ্ঞাসা করেছিলেন; এই ছোট বীজ থেকে এই বড় বটগাছটি কীভাবে জন্মেছে?
শ্বেতকেতু বলল, আমি ঠিক বলতে পারছি না কিন্তু এই বীজের মধ্যে প্রাণ আছে যা এই গাছটিকে বড় করে তোলে।
উদ্দালক শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তাই হয়, তাহলে এই বীজ ভেঙে বের করো?
তার আদেশে বীজটি সবচেয়ে সূক্ষ্ম (পারমাণবিক) কণা আকারে ভেঙে ফেলা হয়েছিল কিন্তু এমন কিছুই নেই যা দেখে শ্বেতকেতু বলতে পারেন যে এতে জীবন রয়েছে।
এই উত্তর শুনে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে গুরু/গুরু-কুলের কাছে ফিরে যেতে বললেন, যাতে তিনি এটি বুঝতে পারেন, জীবন ও মৃত্যু, ব্রহ্মার (সর্বস্ব আল্লাহ) কার্যকারিতা বুঝতে পারেন এবং জ্ঞানী/ব্রাহ্মণ হতে পারেন।

"জীবনের উৎপত্তি এই বীজের মধ্যে শূন্যতা থেকে, শূন্যতা বা অ-উৎপত্তি থেকে আসে অ-মন, অ-স্মৃতি থেকে আসে, এবং এই অ-স্মৃতি থেকে আসে স্মৃতি এবং পূর্ণ বিকাশের পর এটি আবার শুদ্ধ সত্তায় বিলীন হয়ে যায় এবং তারপর চক্র পুনরাবৃত্তি হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্ভাবনা বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে; লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কিছুই ঘটে না, তবুও সবকিছুই সম্ভব।" শূন্যতা (শূন্যতা) থেকে আসে মনহীনতা, অর্থাৎ; বীজ রোপিত হয় (একটি গর্ভবতী পর্যায়), সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়ার দিকে তার প্রথম পদক্ষেপ নেয়, এবং অপেক্ষা শুরু হয়, মনহীনতা থেকে আসে স্মৃতিহীনতা, এবং আমরা বুঝতে পারি যে আমরা আমাদের শৈশবের স্মৃতি খুব কমই মনে রাখি/স্মৃতি (অর্থাৎ দুই-তিন বছর বয়স পর্যন্ত)। এই পর্যায়টি মূলত একটি সাইকেডেলিক পর্যায়, এবং এখান থেকে আসে স্মৃতিহীনতার পর্যায় যা থেকে স্মৃতি বিকশিত হয় এবং তারপরে আমরা আমাদের জীবন মনে রাখতে সক্ষম হই।

যদি আমরা ধ্যানের অনুশীলনগুলি দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে ধ্যান হল স্মৃতির পর্যায় থেকে সাইকেডেলিক পর্যায় থেকে গর্ভবতী পর্যায়ে শক্তি তরঙ্গের বিশুদ্ধ সত্তায় যাওয়ার একটি প্রক্রিয়া। যারা ধ্যান করতে পারেন তারা তাদের শেষ জন্ম অথবা তাদের বিকাশের পুরো কালক্রম, সমগ্র সমাজ এবং প্রকৃতির বিকাশের সাথে সাথে জানতে পারেন।
প্রত্যেকেই শক্তির পরিমাণ হিসেবে থাকে এবং তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (যোনি) এবং প্রশস্ততা (সঠিক গর্ভ) অনুসারে অস্তিত্বে আসে। যারা প্রকৃতির সাথে স্পন্দিত হয় তারা তার ইচ্ছা অনুসারে আসে এবং তার ইচ্ছা পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এগুলি স্বাভাবিক উপায়ে আসে তবে

হয় উদযাপন হিসাবে, অথবা সমাধি হিসাবে, অথবা জলাশয়ে একটি প্রাণবন্ত যাত্রা হিসাবে, অথবা আলোক উৎস হিসাবে (তার দেহে পারমাণবিক সংমিশ্রণ তৈরি করে) যায়।

প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে (ধর্মীয় গ্রন্থ) নবজাতকের স্মরণে উদযাপনের উপায় এবং উপায়ের পরামর্শ দেওয়া হয়, কিন্তু মৃত ব্যক্তির সাথে কী করতে হবে তা খুঁজে পাওয়া বিরল। 'রমন মহর্ষি' বলেছিলেন যে যারা এসেছেন (প্রকৃতির সাথে স্পন্দিত হতে শুরু করে ঋষি হয়ে ওঠেন) তাদের সমাধিতে থাকা অবস্থায় দাহ করতে হবে, এবং যারা এখনও আসেনি তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তাদের মাথার খুলি ভেঙে (জ্বালিয়ে দেওয়ার পরে) পুড়িয়ে ফেলতে হবে যাতে তারা আবার ফিরে আসতে পারে এবং এর যাত্রা সম্পূর্ণ করতে পারে।
শক্তি তরঙ্গ (আত্মা) যখন বাইরে চলে যায় তখন জৈব-অবচনযোগ্য পদার্থের কী হয় তা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। খুলি ভাঙা অবস্থায় পুড়িয়ে ফেলা, (কফিন সহ বা ছাড়া) দাহ করা, কোনও কার্যকর উদ্দেশ্যে (যেমন শকুন দ্বারা খাওয়া) ফেলে রাখা, অথবা নদী/সমুদ্রে ফেলে দেওয়া - এই সবই সনাতন অনুশীলনের অংশ, যা এও খেয়াল রাখে যে মৃতদেহ যেন ভূগর্ভস্থ জল এবং পৃষ্ঠীয় বায়ুকে সংক্রামিত/দূষিত করতে না পারে এবং মরুভূমি এবং সমুদ্র উপকূলে কাঠ খুঁজে পেতে সমাজের উপর বোঝা হয়ে না পড়ে।

'মহর্ষি রমন'-এর প্রথম উক্তি অনুসারে যে সংস্কৃতি এবং ধর্মগুলি শুরু হয়েছিল, তারা দাহ এবং পিরামিড/কফিন (ছোট বা বড়) তৈরির রীতি অনুসরণ করে। এবং যারা জীবনের এই সত্যকে উপলব্ধি করে যে এটি একটি অবিচ্ছিন্ন যাত্রা, তারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (পোড়ানো) বা মাছ/পাখি খাওয়ার রীতি অনুসরণ শুরু করে।

যারা প্রথম চিন্তাকে (মোটামুটি) গ্রহণ করেছিল, তারা এক জীবনের ধারণা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল এবং যারা দ্বিতীয় চিন্তাকে গ্রহণ করেছিল, তারা বহু জীবনের ধারণা শুরু করেছিল এবং এটিকে লীলা, মায়া (নাটক, মায়া, জীবনের অগণিত) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ডাকতে শুরু করেছিল এবং কখনও কখনও এমনকি বলে যে, "ঘুম ছোট মৃত্যু এবং মৃত্যু বড় ঘুম"। তারা আরও বলে যে ক্লান্তি ছোট হলে ঘুম কাজ করবে এবং ক্লান্তি বড় হলে মৃত্যুই কাজ করবে, এবং মৃত্যুর পরে (বড় ঘুম) একজন নতুন ঝলক দিয়ে তার যাত্রা শুরু করতে পারে।
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে এই কথাটি যুক্তিসঙ্গত যে, "একটি ক্ষুদ্রতম কণা/শক্তি তরঙ্গও ধ্বংস করা যায় না, এটি কেবল আকার এবং আকার পরিবর্তন করে; যদি তাই হয় তবে আমরা মানুষ কীভাবে ধ্বংস হতে পারি (সিগারেট বা শবদাহে পোড়ানো একটি কার্বন কণা কার্বন ডাই অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়, যা উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে এবং এটিকে ফুল, ফল বা কাঠে রূপান্তরিত করে, যা জীবন্ত প্রচণ্ড উত্তেজনা দ্বারা গ্রাস করা যেতে পারে, এবং তারপরে এই চক্রটি পুনরাবৃত্তি করতে পারে। আমরা কেবল জানি না, বা জানতে সক্ষম নই যে (কার্বন ডাই অক্সাইডে) পোড়ানোর পরে এই কার্বন কীভাবে প্রকাশিত হবে?

অসংখ্য উপায় এবং উপায়ের মাধ্যমে দেখা গেছে যে চিরস্থায়ী সুখ সকল জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এবং এটি সকলের জন্য একমাত্র জীবন ধারণকারী শক্তি, তাই কোন পদ্ধতিতে একজনকে শেষকৃত্য করা হচ্ছে তা বিবেচ্য নয়; গুরুত্বপূর্ণ হলো কেউ কি সুরেলা এবং সুখে জীবনযাপন করছে কিনা। মৃত্যু এবং জীবনের পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিতগুলি করা যেতে পারে:

১. মৃত্যুবার্ষিকীর পরিবর্তে জীবন (জন্মদিন) উদযাপন করতে হবে। বিবাহবার্ষিকীকে বিবাহবার্ষিকী হিসেবে উদযাপন করতে হবে।

২. শবদাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; এটি ব্যক্তি এবং পরিবারের উভয়েরই পছন্দ। তবে, শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য ব্যক্তির পরিবারকে পর্যাপ্ত (তিন দিনের) স্মরণ ছুটি দিতে হবে।

৩. সমগ্র জীবন যেমন একটি উৎসব, তেমনি মৃত্যুও একটি উৎসব হওয়া উচিত। ডাক্তারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণগুলি শিখতে এবং এমনভাবে কাজ করতে যাতে ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী জীবন শেষ হয়, এবং ভেন্টিলেটরে অর্থের জন্য বিদেহী আত্মা এবং তার আত্মীয়দের কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদের জড়িত না করতে।

৪. চক্ষুদান এবং অন্যান্য অঙ্গদান, যদি থাকে, স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রধানকে কিছু নগদ অর্থ সম্মান হিসেবে দিতে হবে। করুণা হত্যার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। হারা-কিরি এবং আত্মহত্যার ব্যর্থতার ঘটনাগুলিকে ফৌজদারি হিসেবে বিবেচনা না করে, বরং সহানুভূতির সাথে বা সম্ভব হলে উদারতার সাথে আচরণ করতে হবে।

বর্তমান রীতিনীতির চেয়ে জীবনের উদযাপনকে আরও সাধারণ করে তুলতে হবে। জীবনকে যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি সম্মান করতে হবে। ****

৪. ব্রহ্মচারী, সাধু, সাধু এবং ঋষি

(ক)। যারা অন্য মাথায় বাস করে তারা দীর্ঘজীবী হয়, যারা অন্য হৃদয়ে বাস করে তারা দীর্ঘজীবী হয় এবং যারা অন্যের মাথায় এবং হৃদয়ে বাস করে তারা দীর্ঘজীবী হয়। ঋষিরা মানুষের হৃদয়ে এবং মাথায় বাস করেন এবং তাই সকল যুগে বেঁচে থাকেন। যেহেতু ঋষিরা কোনও পৃথক ধর্ম, বর্ণ, ধর্ম এবং বর্ণের প্রবালের অন্তর্ভুক্ত নন, তাই জীবনের সকল স্তরের মানুষ এমনকি সমস্ত বাধা অতিক্রম করেও তাঁর সাথে দেখা করতে এবং শ্রদ্ধা জানাতে পছন্দ করেন। এই ঋষিরা – তাদের প্রতি আমার প্রণাম।

ঋষিরা স্বাধীনতা প্রদান করেন, শিষ্য তৈরি করেন না, কারণ শিষ্যকে ধরে রাখা তাদের ছাত্রদের যে স্বাধীনতা প্রদান করে তারই পরিপন্থী। যে গুরুরা তাদের ছাত্রদের স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং শিষ্য তৈরি করেন না, তারা ঋষি হন এবং বাকিরা কেবল গুরু বা শিক্ষক হিসেবে থাকেন, যাদের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে দক্ষতা রয়েছে এবং শিক্ষাদানের দক্ষতা রয়েছে।
সাধু– সেই ব্যক্তি যে নিজের অভ্যন্তরীণ সত্তায় কিছু ধরে রেখেছে (साधु ; जिसने कुछ साध लिया है – সাধু; জিসনে কুছ সাধ লিয়া হ্যায়) এবং যেমন একাধিক শিল্পে ওস্তাদ। এই সাধুরা জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য তাদের প্রভুত্ব দেখাতে চলে।

অপরদিকে সাধু তারাই যাদের শেষ ভালো। সন্ত– সন্ত জিনকা শেষ ভালো হয় – "জিসকা আঁত ভালো হ্যায়," আমরা যেমন বলি "আঁত ভালো তো সব ভালো" (শেষ ভালো হলে সব ভালো) ধীরে ধীরে এই মানুষগুলো ক্রমাগত সংজ্ঞায়িত এবং পরিমার্জিত হয়, তারাও বৃহৎ জনসংখ্যার উন্নতির লক্ষ্যে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং এর বিভিন্ন দৃশ্য ভাগ করে নেয় বা প্রকাশ করে।

জোরপূর্বক ব্রহ্মচারী হওয়া – সম্পূর্ণ পাপ। এটি তাদের পিতামাতার প্রতি অসম্মান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি অবিশ্বাস; এই ব্যক্তিদের কঠোর এবং গোপনে শাস্তি দেওয়া হয়। ব্রহ্মচার যদি কুণ্ডলিনী জাগরণ থেকে উদ্ভূত হয় তবে এই ব্যক্তিরা সরাসরি ঋষি মর্যাদায় পৌঁছায় এবং তাদের উপস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ (নেতিবাচক বা ইতিবাচক) দ্বারা তাদের পার্থক্য করা যায়।

(খ) ক্ষমতার খেলায়, প্রথম শিক্ষা হল মুখের অভিব্যক্তি সামঞ্জস্য করে উদ্দেশ্য লুকানো যাতে জনসাধারণকে আকর্ষণ করা যায় বা বিভ্রান্ত করা যায়, তবুও এই ধরণের সমস্ত নেতা চোখের নড়াচড়া সামঞ্জস্য করতে এবং চোখের পর্যবেক্ষককে বোকা বানাতে সক্ষম হননি। চোখের মণির স্থিরতা এবং প্রেমময় অভিব্যক্তি নেতা, সাধু, সাধু এবং অবশেষে ঋষির দিকে যাত্রার ইঙ্গিত দেয়। মানুষ যদিও নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু, আবারও ধর্মের আন্তঃধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে এবং এই ইতিবাচকভাবে উজ্জীবিত জনগোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমাজ ও সরকারের জন্য নতুন নিয়ম নিয়ে আসতে পারে। **

9. পরিবার – পরিবার

ক) সাধারণত ইংরেজিতে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং বেশিরভাগ পশ্চিমা দেশে গৃহীত হয়: পরিবার – পিতা এবং মাতা যার মধ্যে জীবিত (প্রেমময়) যৌবন অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পিতা, মাতা তাদের অবিবাহিত পুত্র এবং কন্যা (পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত) সহ একটি পরিবার হিসাবে বিবেচিত হয়।

খ) ভারতে বলা হয় যে – রক্তের সম্পর্কের মানুষ (পিতা, চাচা, দাদা, ছেলে ও মেয়ে, নাতি ও মেয়ে) এবং একই বংশের মানুষ যারা রক্তের সম্পর্কের গঠনে অংশগ্রহণ করেছেন (মা, দাদী, স্ত্রী এবং পুত্রবধূ), যাদের জীবদ্দশায় দেখা যায়, তাদের পরিবার বলা হয়।

আশ্রম ব্যবস্থ (আয়ুষ্কাল ব্যবস্থা) তে পরিবারের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আমাদের জীবনে চব্বিশ বছরের চারটি আশ্রম রয়েছে (মানুষের জীবন ছিয়ান্নব্বই বছর ধরে ধরে নিলে, তাই তার একশো বছরের জীবনে রক্তের সম্পর্ক এবং একই গোত্রের (গোত্র) মোট যত মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, তাকে পরিবার (পরিবার) বলা যেতে পারে। আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, জন্মের সময় একজন ব্যক্তি তার রক্তের আত্মীয়দের একশো বছর পর্যন্ত বয়স দেখতে পান অর্থাৎ তার বাবা–মায়ের (প্রপিতামহের বাবা) তিন প্রজন্ম আগে এবং তারপর একশো বছর বয়সে পৌঁছে একই ব্যক্তি তার আগে তিন প্রজন্ম (নাতির ছেলে/মেয়ে) দেখতে পান।
এইভাবে সাত প্রজন্মের মানুষ, তিন প্রজন্মের আগে তিন প্রজন্ম এবং এক প্রজন্মের বর্তমান প্রজন্ম) আমার পরিবার গঠন করে অথবা তাদের আমার পরিবার (পরিবার) বলা যেতে পারে। বলা হয় যে তাদের কমবেশি একই জেনেটিক (ডিএনএ) কোড রয়েছে এবং তারা জেনেটিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করে।

গ) আশ্রম ব্যবস্থে বলা হয় যে আমার জন্মের সময় আমার মা এবং বাবা তাঁর গৃহস্থ আশ্রমে থাকবেন, আমার দাদা–দাদি বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকবেন, আমার প্রপিতামহ সন্যাস আশ্রমে থাকবেন এবং আমার প্রপিতামহও হতে পারেন, তারাও সন্্যাস আশ্রমে থাকবেন। আমি যখন বড় হব এবং গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করব তখন আমার স্ত্রীও আমার বংশের সদস্য হবেন এবং আমার পরিবারের (পরিবারের) অংশ হবেন। তারপর বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করব এবং আমার ছেলে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে, তখন আমার ছেলের স্ত্রীও আমার পরিবারের সদস্য হবেন। আরও, আমার বানপ্রস্থ আশ্রম থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমার নাতি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রীও আমার পরিবারের সদস্য হবে। আমার নাতি যখন পুত্র/কন্যার আশীর্বাদে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে, তখন আমি এবং আমার স্ত্রী সন্্যাস আশ্রমে চলে যাব এবং তারপরে বংশের প্রতি আমার খুব বেশি আগ্রহ থাকবে না। এইভাবে আমার চার প্রজন্ম আগে এবং তিন প্রজন্ম আগে সকল আত্মীয় (রক্তের এবং রক্তের সম্পর্ক গঠনের জন্য দায়ী) আমার পরিবারের সদস্য হিসেবে

বিবেচিত হতে পারে। এর সাথে শপথের মাধ্যমে গঠিত সম্পর্ক (মনসা , বাচা , কর্মনা -)। মনসা, ওয়াচ, কর্ম্ম- চিন্তা, বক্তৃতা, কর্ম) আমি অথবা আমার পিতামাতা অথবা আমার সন্তানরাও আমার পরিবারের অংশ, যেমন বোন, ভাই, ছেলে বা মেয়ে শপথের মাধ্যমে গৃহীত।

ঘ) ভারতে বলা হয় যে আমার মায়ের পিতৃকুল, আমার দাদীর পিতৃকুল এবং আমার স্ত্রীর পিতৃকুলের সদস্যরা মিলে একটি "কুটুম্ব" - কুটুম্ব বৃহত্তর পরিবার গঠন করে। যদি আমরা এইভাবে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে সংযুক্ত এবং এখান থেকেই "বসুধৈব কুটুম্বকম" ধারণা এবং অনুভূতি তৈরি হয়েছে - যে সমগ্র বিশ্ব আপেক্ষিক।

ঙ) উপরের দিকটি দেখলে, আমার নৈতিক এবং জেনেটিক আচরণ হবে এই সকল আত্মীয়স্বজনদের স্নেহের সাথে দেখাশোনা করা এবং কর্তব্যের সাথে ভালোবাসার সাথে তাদের যত্ন নেওয়া, এমনকি যদি আমাকে/আমাদের আমাদের জীবন/জীবন উৎসর্গ করতে হয়, কিন্তু যখন আমরা আমাদের জীবন বা অন্যদের জীবন উৎসর্গ করতে চাই, তখন ধর্মকেই পথপ্রদর্শক হতে হবে এবং এটি কেবল শেষ অবলম্বন হিসেবেই হওয়া উচিত।

চ)। <u>উপরের পাশাপাশি আমরা নিম্নলিখিতগুলি পছন্দ করতে পারি</u> :

১) যে সমাজে দুটি শিশুর নীতিমালা গ্রহণ করা হয় এবং অনুসরণ করা হয়, এবং যেখানে নিরাপত্তা (শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, মানসিক এবং যদি সম্ভব হয় আধ্যাত্মিক) যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অবহেলা করা হয় না, সেখানে উপরে বর্ণিত পরিবার ব্যবস্থা প্রতিটি উপাদানকে সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র জীবন প্রদান করে ভালোভাবে কাজ করে। প্রতিটি নতুন শিশুর দুটি সন্তানের জন্মের পর একটি প্রজন্ম ভুলে যাওয়া/পরিত্যক্ত হওয়ার দিকে পরিচালিত করে এবং নিরাপত্তার ত্রুটিগুলির (শারীরিক, মানসিক, আর্থিক এবং মানসিক) সাথে সাথে অনেক প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যায়।

২) উপরে বর্ণিত পরিবার হল বৃদ্ধি এবং বিকাশের চূড়ান্ত দিক, এবং উপরে বর্ণিত পরিবার হল নৈরাজ্য/দাসপ্রথা/যাযাবরবাদ থেকে বৃদ্ধির সূচনা। পরিবার ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত/কার্যকর হবে যখন সমগ্র পৃথিবী এক হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তিন থেকে চার প্রজন্মের পরিবার নিয়ে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে।

৩) বর্তমান পরিস্থিতিতে তথাকথিত ব্যর্থ কল্যাণ রাষ্ট্রগুলির চেয়ে ধর্মীয় কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব বেশি যে তারা দুই সন্তানের (ছেলে এবং মেয়ে) ধারণাটি সামনে আনে যাতে আমাদের সমাজের বয়স্ক এবং শিশুরা আমাদের কাছ থেকে যথাযথ শারীরিক, আর্থিক এবং

মানসিক সহায়তা পায় এবং আমরা আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের নাতি-নাতনি/প্রপৌত্র/মেয়েদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য পাওনা পাই।

৪). হিন্দু অবিভক্ত পরিবার এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কিত আইন পর্যালোচনা এবং সংশোধন করতে হবে। আমাদের উন্নত মানবতার জন্য ক্রস চাচাতো ভাই এবং সমান্তরাল চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে বিবাহ পর্যালোচনা করতে হবে। আশ্রম, ব্যবস্থ এবং বর্ণ (বর্ণ/গোষ্ঠী) ব্যবস্থে প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং অধ্যয়ন করা প্রয়োজন এবং সামাজিক, শাসন এবং বিচার ব্যবস্থায় উপযুক্ত ফলাফল/পরামর্শ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। পরিবার - परम्परा , रीति व रिवाज , পরিবার - পরম্পরা রীতি ওয়া রিওয়াজ - পরিবার (পরিবার) ধারণাটি ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং শাসন অনুসরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল যাতে আমরা এবং আমাদের প্রবীণরা এবং সন্তানরা সুস্থ, সুখী পবিত্র জীবন উপভোগ করতে পারি। ***

10. জাতি

(ক)। স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউ বুঝতে পারবেন যে মিশ্রণটি বিভিন্ন রঙ, বৈশিষ্ট্য এবং আরও অনেক কিছুর মিশ্রণের পরে আসে যখন কালো এবং সাদা মিশে যায়। আমরা যদি পৃথিবী জুড়ে পর্যবেক্ষণ করি তবে আমরা প্রধানত চার-পাঁচটি রঙের মানুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি যেমন কালো, সাদা, হলুদ, লাল মাথা এবং গম।

যদি আমরা সেইসব দেশগুলিতে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করি যেখানে বিভিন্ন শতাংশে সমস্ত জাতি একসাথে বাস করে, তাহলে আমরা সহজেই কালো এবং সাদার বিভিন্ন অনুপাতে হাইব্রিড জাতিগুলির উত্থান উপলব্ধি করতে পারি। শত শত এবং হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন কারণে এই ধরণের মিশ্রণ ঘটে চলেছে যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যা একজন নবীন ব্যক্তিও সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন কয়েকজন শীর্ষ মডেল, গায়ক, অন্যান্য শিল্পী এবং সাধারণ জনগণের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান দেখে।

(খ) ব্রাজিল, মেক্সিকোর মতো পূর্ব ও পশ্চিমের কিছু মানুষের মিশ্রণে তাদের মিশ্র রঙ (ত্বকের ক্যান্সার এবং অন্যান্য ত্বকের রোগ যা সাদা রঙে প্রচলিত) এবং মিশ্র সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করার দরকার নেই, যা কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলে মনে করা যেতে পারে। ভারত সর্বদা কৃষ্ণের 'শ্যাম (নীল কালো) রঙ'কে সম্মান করে এবং এই ধারা অনুসরণ করতে পছন্দ করে। সমুদ্র উপকূল এবং মরুভূমির কারণে ন্যায্যতা, গরম এবং ঠান্ডা আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে। কোনও বাধা বা প্রদর্শন ছাড়াই আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রাকৃতিক মিলন দেখতে পাব বলে আশা করা হচ্ছে। ভারত তার গভীর শিকড় নিয়ে গর্ব করে এবং বোঝে যে যাদের শিকড় গভীর তারা কেবল উচ্চতর দিকে যেতে পারে এবং আরও পরিপক্ক আচরণ করতে বাধ্য। **

11. বৃদ্ধ এবং জ্ঞানী (পুরাতন জ্ঞানী)

সাধারণত জীবনের গতিশীলতার জন্যও স্থির সংজ্ঞা দেওয়া হয়, কিন্তু মৌলিক প্রশ্ন হল স্থির সংজ্ঞা কীভাবে জীবনের গতিশীলতা সহ যেকোনো গতিশীলতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে বা তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে? জীবনের গতিশীলতাকে নিম্নলিখিত দুটি উপায়ে গতিশীল সংজ্ঞা দ্বারা আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(ক)। যারা বিবর্তন তত্ত্ব এবং অনুশীলনে বিশ্বাস করেন, তাদের জন্য, মানুষের মন শারীরিক আকারে ক্রমাগত প্রসারিত এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে, এখানে গতিশীলতা এবং বিকাশ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলতে থাকে। প্রতিটি নতুন শিশু তার বাবা-মায়ের কাঁধ থেকে তাকায় এবং আরও এগিয়ে যায়। তরুণ প্রজন্ম বৃদ্ধরা যেখান থেকে চলে গেছে সেখান থেকে কাজটি গ্রহণ করে এবং এইভাবে বয়স্কদের অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে।

এটা বলা যেতে পারে যে একজন তরুণের অগ্রগতির যাত্রা নির্ভর করে তার প্রবীণ ব্যক্তির সম্পূর্ণ যাত্রার উপর। প্রতিটি নতুন আবিষ্কার ঘটে পুরোনো আবিষ্কারের ভিত্তিতে। এইভাবে কোনও আবিষ্কারকেই মৌলিক বলা যায় না এবং পেটেন্ট পাওয়ার যোগ্য। প্রতিটি বর্তমান অর্জনের জন্য, এমনকি জীবিতদের জন্যও, আমরা বৃদ্ধের কাছে বাধ্য এবং তাই আমাদের পিতামাতা এবং সমগ্র সমাজের ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য। এই তত্ত্বের আরও গভীরতম দিক হল, "মানুষ হল সমগ্র বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল এবং মানবতা হল এই প্রক্রিয়ার বিকাশ, অর্থাৎ, এই ফলের (বীজের) মধ্যে সমগ্র বিবর্তন লুকিয়ে আছে"।

(খ)। এখানে ঋষি এবং দ্রষ্টারা তাদের কৃতিত্বের সমস্ত কৃতিত্ব তাদের গুরুদের এবং এই গুরুরা তাদের গুরুদের এবং আরও অনেক কিছুকে, অবশেষে গুরু বা প্রথম গুরু, বৃহস্পতিকে দেন। বৃহস্পতি বলেন যে তিনি ব্রহ্মার (ঈশ্বর) সাথে এটি দেখেছেন এবং 'ব্রহ্মা' বলেন যে তিনি 'ব্রহ্মা' (ব্রহ্মাণ্ড) থেকে এটি অনুভব করেছেন – গতিশীল এবং সর্বদা প্রসারিত মহাবিশ্ব। একভাবে এই তত্ত্বের গভীরতম দিকটি বলে যে সূর্যের নীচে এবং মহাবিশ্বে নতুন কিছু নেই।

(গ)। এই বিষয়ে নিম্নলিখিতগুলি জমা দেওয়া হল:

১. উভয় দিক থেকেই, বয়স্ক ব্যক্তিদের নীচ এবং জ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. সকল তথাকথিত নতুন আবিষ্কারই ঘটে পূর্ববর্তী প্রজন্মের জ্ঞান, সমাজের প্রতিক্রিয়া, কল্পনা এবং প্রকৃতির প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে; যেকোনো নতুন সংযোজনের উপর কর্তৃত্ব এবং সম্পূর্ণ মালিকানা দাবি করা সম্পূর্ণ অর্থহীনতা এবং বুদ্ধিমত্তার বোকামি এবং এই ধরনের দাবি গ্রহণ করা আরও বেশি সত্য। এইভাবে, যেকোনো জ্ঞান (বৌদ্ধিক) সম্পত্তির

অধিকার বা আইনের উপর যে কোনো দেশের বা যেকোনো দেশের দাবিকে ভিত্তিহীন বা ভিত্তিহীন বলা যেতে পারে।

পুরো গাছের অনুমতি ছাড়া ডালপালা পড়ে যেতে পারে না। সমস্ত আবিষ্কার মানবজাতির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই জাতীয় সমস্ত আবিষ্কারের ফলাফল সমগ্র মানবজাতির। সমগ্র বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার এবং পেটেন্ট আইনের কোনও ভিত্তি নেই এবং এগুলি বাতিল করতে হবে।

৩. সমাজ জ্ঞানী ও প্রবীণদের দ্বারা পরিচালিত সৃজনশীল ও পরামর্শমূলক কর্মব্যাংকের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিকে প্রচার করতে পারে। একইভাবে, আমরা জ্ঞান ও সম্পদ কেন্দ্রগুলিকে প্রচার করতে পারি, যেখানে নতুন প্রযুক্তি/তত্ত্ব আবেদনের আগে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে, এর ব্যবহারযোগ্যতা, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং সামগ্রিক প্রভাব দেখার জন্য। **

12. শিশুরা

"আত্মা পিতামাতা এবং সমাজকে নির্বাচন করে।" শিশু নৃত্যশিল্পীরা, অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান, অজানা থেকে জ্ঞাত, স্থির অতীত থেকে লুকানো ভবিষ্যতের মাধ্যমে চির-নতুন বর্তমানের মাধ্যমে এর প্রকাশ। অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ অতীত এবং বর্তমানকে নির্বাচন করে। এক অর্থে অতীত এবং বর্তমান ভবিষ্যৎকে রূপ দেয় না, বরং ভবিষ্যৎই সমগ্র অতীতকে রূপ দেয়/নির্দেশিত করে এবং বর্তমানকে ক্রমাগত রূপ দেয়। খুব কম লোকই বলে যে জীবন একটি বৃত্তে চলে তাই যা ভবিষ্যৎ বলে মনে হচ্ছে তা আসলে সাম্প্রতিক বা দূরবর্তী অতীতে ঘটেছে।

উ: "কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, মহাবীর, পয়গম্বর, যীশু, নানক, রাজপরিবারকে তাদের পিতামাতা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ আমাদের সেই অর্থে আমাদের সেরাটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে; কেবলমাত্র একজন সুস্থ ও সুখী পিতামাতাই তাদের সন্তানদের জন্য একটি ভালো পরিবেশ দিতে পারেন, এবং তাই পিতামাতার কর্তব্য হল তাদের সন্তানদের জন্য একটি সুস্থ, সুখী ও পবিত্র পরিবেশ বজায় রাখা।

যখন প্রতিটি মহিলা তার গর্ভের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিতে চান, তখন কেবল প্রার্থনা করা যেতে পারে যে তিনি যেন ভালো সন্তান প্রসব করেন। গর্ভধারণের সময় এবং তার পরে সঠিক অঞ্চল, ঋতু, সময়, শারীরিক স্বাস্থ্য, মেজাজ এবং প্রচুর প্রার্থনা নির্বাচন করেই কেবল ভালো সন্তান প্রসব করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়াটি অন্য যেকোনো ব্যায়াম বা কাজের মতোই। এখানে একমাত্র পার্থক্য হল যে দম্পতিরা সন্তান জন্মদানের জন্য যৌনমিলন করেন, আনন্দের জন্য নয়। সঠিক সময় নির্বাচন ইত্যাদির জন্য। " गर्भाधान संस्कार – গর্ভাধন সংস্কার" (গর্ভাধারণ এবং গর্ভাবস্থার আচার) উপলব্ধ।

খ. বেশিরভাগ শিশুরা ভয় দেখিয়ে বড় হয়; যেমন মা বলে – যদি তুমি এটা করো, তাহলে ভূত তোমাকে খেয়ে ফেলবে, আর বাবা বলে, – আমি তোমাকে মারব। আমাদের সমাজেও আমরা একই ধারা অনুসরণ করি; একইভাবে, ধর্ম বলে – যদি তুমি কিছু ভুল করো, তাহলে তুমি নরকে যাবে এবং ঈশ্বর/আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন, আর সরকার বলে যদি তুমি অন্যায় করো, তাহলে তোমাকে কারাগারে পাঠানো হবে। এই ধরণের ক্রমাগত ভয়ের পরিস্থিতিতে, বাড়িতে শিশুদের এবং সমাজের মানুষের সুস্থ বিকাশ সম্ভব নয়।

হয়তো আমরা এটাকে পরিবর্তন করতে চাই, খারাপ কতটা খারাপ, এবং কীভাবে এবং কেন ভালো ভালো, এবং কীভাবে এগুলো ব্যক্তি, তাদের পরিবার, দেশ এবং সমাজের উপর প্রভাব ফেলে তা দেখিয়ে। ভয়কে ভালোবাসা এবং স্বাধীনতা দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। আমাদের দেখাতে হবে কিভাবে ভালো/ভালো এবং ভয়কে ভালোবাসা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। সুখই একমাত্র জীবন ধারণকারী শক্তি, যা ভালোবাসা এবং

প্রেমময় সম্পর্ক দ্বারা বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি ব্যক্তি, সমাজ এবং সরকারের কাছ থেকে প্রার্থনা এবং প্রত্যাশা করা হয় যে আমরা আমাদের সমাজে ভালোবাসার পরিমাণ বৃদ্ধি করব।

গ. ব্যবসায়িক/অর্থনৈতিক পরিভাষায় বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ একদিনে লাভ/রিটার্ন চায়, তাহলে লটারির টিকিট কিনবে, যদি কেউ বছরে লাভ চায়, তাহলে ফসল ফলাবে, দুই থেকে পাঁচ বছরের লাভের জন্য ফল চাষ করবে, কিন্তু স্থায়ী লাভ/রিটার্নের জন্য অফিস/শিল্পে একটি দল এবং বাড়ি/সমাজে শিশুদের একটি দল গড়ে তুলবে।

ঘ. শিশুদের বাবা-মায়ের প্রয়োজন, বিশেষ করে মায়ের, শুধু মানসম্মত সময় দেওয়ার জন্য নয়, পরিমাণগত সময় দেওয়ার জন্যও। গৃহকর্মী বা ক্রেচে লালিত-পালিত শিশুদের মধ্যে সুসংগত বন্ধনের অভাব দেখা যায় এবং তারা পরিবার, সমাজ এবং দেশের প্রতি উদাসীন মনোভাব পোষণ করে। সাধারণত, যদি কোনও শিশু শৈশবে একাকীত্ব বোধ করে, তবে বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মায়ের একাকীত্বের মুখোমুখি হতে হয়। সমাজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারকে একযোগে কাজ করতে হবে যাতে মা/পিতামাতারা তাদের সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দেন এবং সর্বোপরি নিরাপদ বোধ করেন। **

13. কিশোর-কিশোরীরা

(ক)। ইতিহাস থেকে কেউই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে কিশোর-কিশোরীদের কী করা উচিত। খুব কম লোকই কিশোর-কিশোরীদের শিশু হিসেবে দেখে এবং অন্যরা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে দেখে এবং আবার কেউ কেউ তাদের মিশ্রণ হিসেবে দেখে। কিশোর-কিশোরীদের সাথে এই আচরণ তাদের সুবিধার জন্য, কিশোর-কিশোরীদের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়। কেউ কেউ বলে যে তারা শেখার পর্যায়ে রয়েছে এবং অন্যরা বলে যে মৌলিক বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে তা রূপ নেবে। কেউ কেউ বলে যে কিশোর বয়সের মেয়ে এবং ছেলেদের একে অপরের থেকে দূরে থাকা উচিত; আবার কেউ বলে যে বয়ঃসন্ধির শুরুতে মেয়েদের বিবাহযোগ্য এবং কেউ কেউ বলে যে এটি কোনও কঠিন অনুভূতি ছাড়াই ডেটিং এবং মিলনের বয়স।

পূর্ণ আকারে বেড়ে ওঠা ফলকে পাকা ফল বলা যাবে না, পূর্ণ বৃদ্ধির পর ফল পাকতে পূর্ণ বিকাশের জন্য কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ বেশি সময় লাগে এবং এটি ধৈর্যের সময়। একইভাবে, যদি বয়ঃসন্ধি তেরো-সতেরো বছর থেকে শুরু হয়, তাহলে ছেলে-মেয়েদের বিবাহের সঙ্গী হতে আরও সাত-আট বছর সময় লাগবে।

"কিশোরদের জীবনযাত্রার শিল্পের পাশাপাশি জীবনযাপনের অভিনয়েরও প্রয়োজন" **এবং** তাদের জন্য ছাতা ধরণের সুরক্ষা এবং স্বাধীনতার প্রয়োজন। কিশোর-কিশোরীদের বাবা-মায়েদের বন্ধু, পথপ্রদর্শক, সমালোচক, বিবেক রক্ষাকারী এবং একই সাথে অভিভাবক হিসেবে আচরণ করা উচিত। এই বয়সে বাবা-মায়ের পরিমাণগত সময়ের পাশাপাশি মানসম্মত সময়ও প্রয়োজন।

(খ) আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে চাই:

১)। এই প্রাণবন্ত এবং সবচেয়ে গতিশীল যুগে, যেখানে স্বপ্নই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে নেয়, সেখানে সাধারণত পর্যাপ্ত নির্দেশনা পাওয়া যায় না। চিন্তাবিদদের পাশাপাশি এই গোষ্ঠীর মধ্যেও মস্তিষ্ক-ঝঞ্ঝাট এবং হৃদয়-চিন্তা শুরু করতে হবে।

২) কিশোর-কিশোরীদের জন্য শহর ও শহরে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে যেখানে ভবিষ্যতের জন্য বিস্তৃত পথ দেখানো হবে, গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য নতুন মাত্রা দেখানো হবে। প্রদর্শনীতে এমন কিছু ক্ষেত্র তুলে ধরা উচিত যেখানে কেউই সাধারণ শিক্ষা এবং উপার্জনমূলক উদ্যোগের সাথে যেতে পছন্দ করে না যাতে কিশোর-কিশোরীরা তাদের উদ্যোগ অর্থাৎ অ্যাডভেঞ্চার যোগ করতে আগ্রহী হয়। **

14. নারী

আমরা অন্যদের যা কিছু দেই, তা কিছু সময়ের পরে প্রাকৃতিক মাধ্যমে আমাদের কাছে ফিরে আসে, তা সে সবচেয়ে খারাপ, খারাপ, ভালো বা সেরা যাই হোক না কেন। "যদি সারা বিশ্বের নারীরা সেরাটা না পায়, তবে এটি কেবল ইঙ্গিত দেয় যে তারা কোথাও না কোথাও সমাজকে তাদের সেরাটা দিচ্ছে না" কন্যা, বোন, বন্ধু, স্ত্রী, এমনকি মা হিসেবেও নয়, পুরুষ হিসেবেও।

১) অতীতের শিল্পায়ন ছিল যান্ত্রিক, যেখানে বর্তমান শিল্পায়ন হল যান্ত্রিক এবং সফ্টওয়্যার চালিকাশক্তির মিশ্রণ। আশা করা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে শিল্পায়ন মূলত সফ্টওয়্যার চালিত হবে, তাই মহিলারা সফ্টওয়্যারে আরও বেশি বিশেষজ্ঞ হওয়ায় শিল্পোন্নত বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবেন, এবং পুরুষরা এই সফ্টওয়্যার চালিকাশক্তির মহিলাদের সাহায্যকারী হবেন। মহিলারা আনন্দিত বোধ করতে পারেন, যেখানে পুরুষরা এটিকে একটি স্বাভাবিক অগ্রগতি হিসাবে নিতে পারেন।

২) নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। উভয়কে একই শিক্ষা প্রদান উভয়ের প্রতিই অবিচার। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত পুরুষমুখী। **"নারী শিক্ষা – নারীমুখী" বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।**

৩) প্রতিটি ধর্মই নারীকে পৃথিবীর সাথে তুলনা করেছে এবং তাই সমস্ত পার্থিব বিষয় নারীরা ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং সমাজকে উৎসাহিত করতে হবে এবং এর ফলে নারীরা তাদের ঘর, সমাজ এবং দেশের দায়িত্ব নিতে পারে।

৪) বিয়ের মাধ্যমে একটি ভিন্ন জীবন শুরু হয়; বিশ্বের কোথাও তরুণ-তরুণীরা বিবাহিত জীবনে যাত্রার জন্য সঠিক সময়ে প্রশিক্ষিত হয় না। সমাজের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃতি, নীতি, আচরণগত, শিশুর যত্ন ছাড়াও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে শিক্ষা উভয়কেই দেওয়া উচিত, তবে জৈবিক কারণে মহিলাদের আরও বেশি করে দেওয়া উচিত।

(৫) শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য মায়ের তিন থেকে ছয় বছর বয়স লাগে। তাছাড়া, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়া প্রাপ্তবয়স্কদের দায়িত্ব এবং তাদের অযত্নে রেখে দেওয়া বা চাকর-বাকরের মাধ্যমে তাদের দেখাশোনা করা ইঙ্গিত দেয় যে বৃদ্ধ বয়সেও তাদের একই আচরণ পাওয়া যাবে। সমাজের এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত যাতে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিছু নির্দেশনা পাওয়া যায়। **

15. পুরুষ

যে দান করে, সে প্রাধান্য পায়, পুরুষরা আধিপত্য অনুসরণ করে বলে মনে হয় কারণ পরিবারে পুরুষরাই বেশি দান করে, এবং এটি আমাদের যুগ এবং সময়ে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি কারণ। এটি অব্যাহত রাখার জন্য মানুষকে তার দানশীল মনোভাব এবং কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে।

দেখা যায় যে, একজন নারী কেবল তখনই দান করেন যখন তিনি মা হন; অন্য সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণকারীর মতো প্রত্যাশা করেন এবং আচরণ করেন। যদি কেউ কোন নারীর কাছ থেকে কিছু নিতে চান, তাহলে তাদের মাতৃসুলভ আচরণ দেখাতে হবে অথবা নারীর প্রতি তার মায়ের মতো সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সাধু-সন্তরা এটা বোঝেন এবং তাই নারীদের কাছ থেকে সদয়তা, আশীর্বাদ, শুভকামনা এবং অনুসরণের মাধ্যমে সর্বাধিক লাভ করেন, অন্যরা অনুসরণ করতে পারে এবং নারীদের আরও বেশি সম্মান দিতে পছন্দ করতে পারে। ভগবান - ঈশ্বর-পিতামাতা এবং ভাগ্যবান স্ত্রী - ভাগ্যবানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা পুরুষ এবং সমগ্র সমাজের জন্য একটি বাস্তব চ্যালেঞ্জ হবে।
**

16. লিঙ্গ

(ক) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি যৌন জীবকে একক পরিচয় (যেমন অ্যামিবা, নিম ইত্যাদি) বলা হয় এবং যৌন প্রাণীকে দ্বৈত পরিচয় বলা হয়, মানুষ (পুরুষ এবং মহিলা)। সমস্ত জীবিত অযৌন বা যৌন প্রকৃতির উভকামী এবং এটিই অঙ্গগুলির (পুরুষ বা মহিলা) ভিত্তি, যদিও এটি বিচ্ছিন্নভাবে থাকে তবুও পূর্ণতা অনুভব করে।

যৌনক্রিয়ায় যখন সময় এবং স্থান অদৃশ্য হয়ে যায় (প্রচণ্ড উত্তেজনার সময়) তখন নতুন সৃষ্টির বীজ রোপণ করা হয়। প্রকৃতির যৌনতা অব্যাহত রাখার ভিত্তি হল এবং প্রকৃতির যৌনতার অবসান ঘটানোর কারণ হল এই কারণেই আমরা সর্বশক্তিমানকে স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকারীকে "শিব – প্রেম এবং মৃত্যু" বলি।
মানুষের যৌনশক্তি প্রথমে শারীরিক রূপ ধারণ করে, (যৌনশক্তির জন্য দেহ এবং আধার প্রসারিত করে) যা তেরো থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত থাকে এবং তারপর বাইশ থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত শক্তির আধার পূর্ণ হয়, এবং তারপর থেকে এটি হয় উপরে উঠে যায় যা কুণ্ডলিনী জাগরণ নামে পরিচিত এবং হৃদয় ও মাথায় খাদ্য ও শক্তি সরবরাহ করে অথবা নীচে নেমে আসে এবং যৌনাঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

ঊনত্রিশ বছর বয়সের পর যৌনশক্তির স্থবিরতা ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। স্থবিরতা দূর করার জন্য, স্বামী/স্ত্রীর সাথে দেখা করা, যৌনকর্মীর সাথে দেখা করা বা হস্তমৈথুন করা সম্ভব। পুরুষ স্বভাবতই বৈচিত্র্যময় সত্তার আকাঙ্ক্ষা করে এবং নারীরা সত্তা থেকে বৈচিত্র্যময় সত্তার আকাঙ্ক্ষা করে। যৌনতা হল দীর্ঘায়ু, আত্মতৃপ্তি, ভরণপোষণ, পরিসমাপ্তি এবং বিনোদনের জ্ঞাত ভিত্তি এবং তাই থাকবে।

(খ) কুণ্ডলিনী পর্যায়ের ক্রমাগত জাগ্রত থাকা অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে ঋষি শক্তির ঊর্ধ্বমুখী গতিতে থাকা বিরলতমতম ঘটনা এবং তাই যৌন মিলন, হস্তমৈথুন এবং ভিজা স্বপ্ন সাধু-ঋষিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই ঊর্ধ্বমুখী গতি এবং ক্রমাগত মহাজাগতিক প্রচণ্ড উত্তেজনা সুবিধা ব্রহ্মার কাছে উপলব্ধ বা প্রদত্ত। উপরোক্ত ভারত বোধগম্যতা তার সিস্টেম থেকে নীতি, নিষেধাজ্ঞা অপসারণ শুরু করতে পারে এবং একই প্রচার করবে।
মানুষ সহ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে, শারীরিক-মানসিক মাত্রায়, আত্ম-অনুসন্ধান, তারপর একই, তারপর বিপরীত, তারপর বিপরীতে অভিযান এবং তারপর বিরতি হল আদর্শ এবং এই বিরতির পরে একই চক্র পুনরাবৃত্তি হয়। "সমকামী" এবং "সমকামী" বিবাহ প্রকৃতির সবচেয়ে বিরল ব্যতিক্রম এবং কোনও সরকারের দ্বারা কোনও আইন প্রণয়ন এবং স্বাভাবিকীকরণের প্রয়োজন হয় না এবং কেবল সমাজের উপর ছেড়ে দিতে হয়।

(গ) আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে চাই:

১. যতক্ষণ না কুণ্ডলিনী জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত (বিষমকামী স্ত্রী/সঙ্গী ছাড়া) মন্দির, মসজিদ, মঠ, গির্জা এবং গুরুদ্বারে একক ব্যক্তি হিসেবে অর্থাৎ (বিষমকামী স্ত্রী/সঙ্গী ছাড়া) কুণ্ডলিনী জাগ্রত না হতে পারে অথবা অবৈধ যৌন তৃপ্তি বা যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে উপদ্রব তৈরি করতে পারে এবং ধর্মীয় স্থানের পবিত্রতাকে বিপন্ন করতে পারে। অতএব, এই ধরণের স্থানে অবশ্যই বনপ্রস্থ আশ্রম (আটচল্লিশ বছরের বেশি) বা সন্ন্যাস আশ্রম (বাহাত্তর বছরের বেশি) বয়সের বিবাহিত ব্যক্তিদের প্রধান এবং আচার/প্রার্থনা সম্পাদনকারী হিসেবে থাকতে হবে। অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত এবং বিধবা ব্যক্তিরা এই ধরণের ধর্মীয় স্থানে থাকতে পারেন তবে গৌণ এবং সহায়ক পদে।

২. যৌনতার উচ্চ প্রচার এবং এর কম প্রাপ্যতার কারণেও ইভটিজিং এবং ধর্ষণ হয়, একটি মিডিয়ার কারণে এবং অন্যটি যৌনতার সাথে জড়িত কলঙ্ক/নিষিদ্ধতার কারণে, সংশোধনমূলক পদক্ষেপের জন্য সমাজে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেক সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানে জোরপূর্বক অবিবাহিতদের যৌন ব্যবহার বা নির্যাতনের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অক্ষত থাকার জন্য নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে।

৩. সমকামী এবং সমকামী; কয়েকটি দেশে নতুন শ্রেণীর তথাকথিত উত্থান মাঝেমধ্যে ভ্রমণ, এবং স্থায়ীভাবে বিকৃতি। ভ্রমণ বাদ দিতে হবে, অথবা মাঝেমধ্যে বাদ দিতে হবে, কিন্তু বিকৃতি রোধ করতে হবে এবং প্রচার করার প্রয়োজন নেই। সমকামী এবং সমকামীরা তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের বৃত্তে আবির্ভূত হচ্ছে যাদের জীবন ক্রমশ ভণ্ডামিপূর্ণ হয়ে উঠছে; মিডিয়া এবং আদালতকে গ্ল্যামারাইজিং এবং গৌরবময় ভূমিকার পরিবর্তে স্বাভাবিক এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। যেহেতু এটি একটি সামাজিক সমস্যা, তাই সরকারের কোনও অজুহাতে এতে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই।

৪. রাজনৈতিক মহলে এবং অন্যান্য শত্রুতার ক্ষেত্রে (যৌন) প্রকাশ এবং নির্মূল করা আমাদের সমাজের জন্য অবশ্যই উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকবে। প্রকাশ এবং নির্মূলের বিষয়ে আমাদের একটি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। **

17. প্রতিবন্ধী

(ক) জন্মগত প্রতিবন্ধী:
সাধারণত, দম্পতিরা আনন্দ, তৃপ্তি বা তাদের উত্তেজনা মুক্ত করার জন্য যৌনমিলনে লিপ্ত হয় এবং শিশুরা তাদের উপজাত। আমরা সকলেই উপজাতের মূল্য, মূল্য এবং অবস্থা জানি এবং এটি অস্বাস্থ্যকর এবং কখনও কখনও জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রধান কারণ। সমস্ত ধর্ম এবং তাদের জ্যোতিষশাস্ত্র একজন ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য জন্মের সময়কে বিবেচনা করে। অনেক ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র যেমন কাবাল, সংখ্যাতত্ত্ব বা রাশিফল ইঙ্গিত দেয় যে প্রকৃত প্রসবের সময়ের চেয়ে গর্ভধারণের সময় গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের খুব কম জায়গায় জ্যোতিষীরা শিশু এবং তার গুণমান কামনাকারী দম্পতিকে গর্ভধারণের সময় সম্পর্কে পরামর্শ দেন। এই সময়কালে সহবাস কেবল যৌন তৃপ্তির চেয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে করা উচিত বলে পরামর্শ দেওয়া হয়।

দেখা যায় যে, অনেক দম্পতি সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র শিশুর জন্য "গর্ভধন সংস্কার" নামে কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করেন; তারপর এই দম্পতিরা পবিত্র কুরআনে আল্লাহর একশো নামের শিরোনামে প্রদত্ত নিরানব্বইটি নামের তালিকা থেকে ছেলে বা মেয়ের নামও নির্বাচন করেন (এই তালিকায় একটি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে যা ইঙ্গিত করে যে শিশুর নাম যাই হোক না কেন, তা আল্লাহর নাম হবে)। একইভাবে, অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা তেত্রিশ কোটি দেবী, দেবতা, যীশু, মারিয়া, মূসা, বুদ্ধ এবং মহাবীর অথবা কোনও বড় ব্যক্তির নাম থেকে নাম নির্বাচন করেন। দেবতার নাম থেকে নাম নির্বাচন দুটি কারণে করা হয়: নবজাতককে ঈশ্বর হিসেবে সম্মান করা এবং শিশুর নাম ধরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা।

(খ) ধর্মীয় কেন্দ্র এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় সমাজ এবং সরকারকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রচার করতে হবে:

১) ফুলকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার জন্য বীজকেও উপলব্ধি করতে হবে। যদি একজন মহিলা তার সন্তানদের ভালোবাসেন কিন্তু তার স্বামীকে ঘৃণা করেন, তাহলে সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা কেবল অধিকারবোধ, ভালোবাসা নয়। একটি উন্নত ভবিষ্যতে যখন নারীরা তাদের সন্তানদের সত্যিকার অর্থে ভালোবাসবে, তখন তাদের বিবাহসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের আরও বেশি স্বাধীনতা প্রয়োজন হবে। সমাজ হয়তো বিবাহ এবং সঙ্গমের আগে প্রাপ্তবয়স্কদের আড্ডা এবং ডেটিং করার অনুমতি/উৎসাহিত করার জন্য তার ভূমিকা পুনরায় পালন করতে চাইবে।

২) যৌন তৃপ্তি কামনাকারী দম্পতিদের জন্য: উন্নত যৌন শিক্ষা, উন্নত যৌন পাঠের উপকরণ এবং খাজুরাহো এবং কোনার্কের মতো স্থান পরিদর্শনের জন্য উৎসাহিত করা উচিত। খাজুরাহো এবং কোনার্ক মন্দিরে, যৌন কার্যকলাপের বার্তাটি সীমানায় এবং কেন্দ্রে অবস্থিত। এই ধরনের কেন্দ্রগুলিকে ভাল পরিকাঠামো সহ রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।

৩) সন্তান প্রার্থণাকারী দম্পতিদের জন্য, গর্ভধারণের সঠিক সময় এবং তাদের বিশ্বাস অনুসারে আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য একজন উপযুক্ত সংখ্যাতত্ত্ববিদ বা জ্যোতিষী, হস্তলিপিবিদ বা ট্যারো রিডারের মাধ্যমে সাহায্য নেওয়া উৎসাহিত করা উচিত। সমাজ এবং সরকার জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বিভিন্ন জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সমন্বিত প্রক্রিয়ার গবেষণাকে সমর্থন এবং উৎসাহিত করতে পারে।

(গ) <u>একজন পরিত্যক্ত প্রতিবন্ধীর জন্য</u> :

সমাজ এবং সরকারের উপর আরও গভীর দায়িত্ব বর্তায়। বিশেষ প্রতিভাবানদের খুব কম প্রতিবন্ধীই থাকে এবং এই ধরনের প্রতিভাকে কাজে লাগানো, সমর্থন করা এবং প্রচার করা প্রয়োজন।
একটি পরিত্যক্ত প্রতিবন্ধী সমাজ এবং সরকারের জন্য যথাযথ এবং প্রাণবন্ত অবকাঠামো তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সমাজ এবং সরকার একসাথে এই ধরনের সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এক জায়গায় আনতে এবং তাদের চিকিৎসা ও মানসিক সহায়তা প্রদান করতে চাইতে পারে। এটি সমাজ এবং সরকারের দায়িত্ব, তাই প্রতিবন্ধীদের আশ্রয়স্থল পরিচালনায় তথাকথিত দাতব্য ট্রাস্ট এবং এনজিওগুলির ভূমিকা বন্ধ করা উচিত। যাই হোক না কেন, এই এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করা উচিত।

(ঘ) <u>দুর্ভাগ্যজনক প্রতিবন্ধী</u> :

১. শুধুমাত্র সার্টিফিকেশনের জন্য প্রতিবন্ধী হওয়া অথবা চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় সংরক্ষণ/অনুগ্রহের জন্য প্রকৃত অর্থে প্রতিবন্ধী হওয়া অথবা ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এই ধরনের ঘটনা শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে।

২. চক্ষুদানকে উৎসাহিত করতে হবে; এই সকল উৎসাহের জন্য সকল সফল চক্ষু প্রতিস্থাপনের জন্য দাতার পরিবারের প্রধানকে পঞ্চাশ থেকে একশ গ্রাম স্বর্ণের টোকেন নগদ অর্থ প্রদান করা হবে। একশ শয্যার বেশি শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালগুলিকে চক্ষুদানের সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন সহজ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের করা উচিত। প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল ততটুকুই প্রাপ্য যতটুকু বর্তমান মানুষ সুখে বসবাস করে।

৩. অন্যান্য সকল প্রতিবন্ধীর জন্য, সমাজ এবং সরকারকে একসাথে তাদের জীবিকার যত্ন নিতে হবে এবং কোনও অবস্থাতেই ভিক্ষাবৃত্তিকে বিকল্প হিসেবে অনুমোদন বা বাদ দেওয়া উচিত নয়। **

18. জনসংখ্যা

(ক) বিশ্বাস এবং সন্তান জন্মদান সকল জীবের মধ্যে একটি সহজাত আকাঙ্ক্ষা, এবং এটি পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেশি। আমরা বুঝতে পারি যে নারীরা বেশি ধার্মিক এবং সন্তান জন্মদানের জন্যও বেশি আগ্রহী। এর সাথে যেকোনো হস্তক্ষেপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে খেলা।

পশ্চিমে যখন গির্জাগুলি তাদের যুবসমাজকে পরিচালনা করতে পারত না, অথবা বরং ব্যর্থ হত, যখন পশ্চিমের যুবসমাজ গির্জাগুলিতে নিজেদের সন্তুষ্ট দেখতে পেত না, তখন তারা একটি শূন্যতা অনুভব করত, এবং প্রকৃতি যেহেতু শূন্যতাকে ঘৃণা করে, তাই এই জায়গাটি হিপ্পি সংস্কৃতি এবং যৌন তৃপ্তি দ্বারা পূর্ণ হয়ে ওঠে। যৌন স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য, মহিলারা শিশু বহন করতে অস্বীকার করে। ঘন ঘন বিবাহবিচ্ছেদ এবং একক পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত সমস্যার কারণে এই পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। শিশুদের বিকাশের জন্য সঞ্চিত অর্থ একাকীত্বের একঘেয়েমি এড়াতে বিলাসবহুল জিনিসপত্রের জন্য নতুন এবং নতুন প্রযুক্তিগত খেলনা কেনার জন্য বিনিয়োগ করা হত। অনেক দেশে এই সমস্যা আরও তীব্র হয়ে উঠছে কারণ বৃদ্ধ বয়সে তাদের বাবা-মায়ের সাথে শিশুদের আর্থিক অবদান/সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করা হয়, যার ফলে অনেক দম্পতি চিন্তাভাবনা করে এবং একটি জীবনধারা গ্রহণ করে এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য ব্যয় করার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে।

(খ) পশ্চিমা দেশগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাস পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের সতর্ক করেছে, কিন্তু তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ নীতিগত সমস্যাগুলির সাথে মোকাবিলা করতে অক্ষম বলে মনে করে। পশ্চিমা জনসংখ্যা হ্রাস এবং পূর্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাদের চিন্তিত করেছিল যে এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা তাদের দেশ দখল করবে। এই অপ্রয়োজনীয় ভবিষ্যতের ভয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, পশ্চিমা ধর্মযাজকরা "ছোট পরিবার এবং পরিবার পরিকল্পনা" থিমটি প্রচার শুরু করেছিলেন। এর প্রচারকে সমর্থন করার জন্য, এটি জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিভাইস এবং পদ্ধতি তৈরি করেছিল এবং এই থিমটিকে পরিপূরক করার জন্য, মিডিয়া ব্যবহার করা হয়েছিল যে জনসংখ্যা হল দেশগুলির বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের মূল সমস্যা।

(গ) উপরোক্ত চিন্তাভাবনা থেকে অনুমান করে, খুব কম দেশ এবং আরও কিছু ধর্মযাজক অনুমান করতে শুরু করেছিলেন যে যদি আমাদের দেশ এবং আমাদের বংশের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয় তবে আমরা বিশ্ব শাসন করব। প্রকৃতিতে, আমরা যা দমন করি তা আবেশে পরিণত হয় এবং আমরা যা উৎসাহিত করি তা দমন হয়ে যায়, এবং এটি পূর্ব এবং পশ্চিম উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য, একটির সমস্যা হল কম জনসংখ্যার এবং অন্যটির সমস্যা হল বেশি জনসংখ্যার। এছাড়াও, অনেক পূর্ব দেশ যেখানে মাথাপিছু আয় খুব কম, সেখানে শিশুদের উপার্জনকারী সদস্য হিসেবে দেখা যায় (ভিক্ষা করে,

ছোটখাটো কাজ করে, সরকারি রেশন গ্রহণ করে ইত্যাদি) যা তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

সরকারের উচিত তথাকথিত কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রক্ষেপণ পরিহার করা এবং সমাজের মাধ্যমে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা যে তাদের অনুসারীরা ভিক্ষা ও দাসত্ব ছাড়াই সুখী ও সুস্থ জীবনযাপন করবে, এবং তারপর একটি পরিবারের কতজন সন্তান আছে; সরকারের তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়।

(ঘ)। গত ষাট বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা দুইশ কোটি থেকে তিন থেকে চার গুণ বেড়ে প্রায় সাতশ কোটিতে পৌঁছেছে, যার প্রধান কারণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রবর্তন (সেটি চিকিৎসা সুবিধা, মেট্রোর ভরণপোষণ, উঁচু ভবন এবং বস্তি, মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এবং মরুভূমিতে তাপ এবং শীতলীকরণের সহায়তা)। এই বৃদ্ধি ঝুঁকিপূর্ণ। সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে যাতে দেশ ও বিশ্বে একটি সুষম পরিবারের ধারণা প্রতিষ্ঠিত এবং টিকিয়ে রাখা যায়। ***

19. জিডিপি ভিআইএস-এ-ভিআইএস জিএইচআর (মোট সুখ অনুপাত)

অর্থাৎ, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) শব্দটি ভুল, আট শতাংশ প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি এমন ধারণা দেয়:
আট শতাংশ প্রবৃদ্ধি: দরিদ্রদের দারিদ্র্য।
আট শতাংশ প্রবৃদ্ধি: উন্নতদের উন্নয়নে।
আট শতাংশ প্রবৃদ্ধি: অনুন্নত নয়, উন্নয়ন নয়।
আট শতাংশ প্রবৃদ্ধি: লুটপাট, অপরাধ, নকশালপন্থী এবং জঙ্গি কার্যকলাপের পাশাপাশি নিপীড়িতদের বশ্যতা এবং ভালোর প্রতি সদয়তা।
জিডিপির উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে সমাজে ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, দরিদ্র ও ধনী ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে। চুরি, ডাকাতি, দিনের আলোতে লুটপাট বৃদ্ধি, অন্যান্য অপরাধমূলক ও নকশালবাদী কার্যকলাপ ছাড়াও জিডিপির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ঘটনাকে দায়ী করা যেতে পারে। যেহেতু মোট বাতাসে অক্সিজেনের শতাংশ প্রায় একই থাকে এবং একই থাকতে হয়, তাই বাস্তুশাস্ত্র বা অর্থনীতিতে এই ধরনের বৃদ্ধি ব্যাঘাত/ভারসাম্যহীনতার ইঙ্গিত দেয় কারণ এই শব্দটির পরিবর্তে জিডিপির প্রয়োজন হয় স্থূল সুখ অনুপাত, যেখানে **জিএইচআর-এ স্থূল সুখ অনুপাত (GHR) = A/B অনুপাত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।**

ক: অবকাঠামো, শক্তি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য ও ফিটনেস, খাদ্য ও নকশা, ফ্যাশন ও বিনোদন, সংরক্ষণ ও গবেষণা, উন্নয়ন ও সাজসজ্জা, দানশীলতা ইত্যাদির উপর সরকার ও জনসাধারণের মোট ব্যয়।

খ: স্বাস্থ্য, মামলা-মোকদ্দমা, তথাকথিত নৈতিক প্রচার, সংকট ব্যবস্থাপনা এবং মর্গ ব্যবসার উপর সরকার ও জনসাধারণের মোট ব্যয়। স্থূল সুখের অনুপাত বৃদ্ধি আমাদের সকলের জীবন ধারণকারী শক্তির একটি বৃহত্তর পরিমাণ সরবরাহ করবে।

যখন প্রবণতা নিম্নগামী হয়, তখন স্বাস্থ্য, মামলা-মোকদ্দমা, ধর্মপ্রচার এবং মর্গ ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং যখন প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী হয়, তখন অবকাঠামো, খাদ্য ও ফিটনেস, খাদ্য ও নকশা, ফ্যাশন ও বিনোদন, সংরক্ষণ ও গবেষণা, উন্নয়ন এবং সাজসজ্জায় প্রবৃদ্ধি ঘটে। **

20. মূল্যবোধ ভিত্তিক নেতৃত্ব

(ক) এই শব্দটি সাধারণত রাজনৈতিক অঙ্গন, কর্পোরেট হাউস এবং বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলিতে ব্যবহৃত হয়; এখানে তারা বলে যে নেতৃত্ব মূল্যবোধ ভিত্তিক হওয়া উচিত, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে এটি মূল্যবোধ (নীতিশাস্ত্র, আচরণবিধি) কি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ।
সাধারণত, মূল্যবোধ বা নেতৃত্বকে কেউ কতটা মূল্য দেবে, তার কর্মপন্থা তার উপর নির্ভর করে। যদি কারো জন্য মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে হয়তো তার জন্য নেতৃত্ব তুচ্ছ হয়ে যাবে এবং মূল্যবোধ বজায় রাখার জন্য সে অনেক ত্যাগ স্বীকার করবে [স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এটি প্রায়শই ঘটেছিল]। আর যদি কারো জন্য নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য সে প্রথমে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ত্যাগ করবে, এবং তারপরে এমন সমস্ত মূল্যবোধ ত্যাগ করবে যা তার নেতৃত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ব্যবহারিকতা ইঙ্গিত দেয় যে কিছু মূল্যবোধ সময় এবং স্থানের সাথে পরিবর্তিত হয় (যেমন যুদ্ধে, শান্তিতে, দুঃখে এবং আনন্দে) এবং ধর্মের সাথে সাথে কিছু মূল্যবোধ চিরস্থায়ী থাকে। সমাজের টিকে থাকার জন্য চিরস্থায়ী মূল্যবোধ বজায় রাখা প্রয়োজন, এমনকি যদি এর ফলে সমাজের কিছু লোকের নেতৃত্ব নষ্ট হয়। যদি মূল্যবোধ অক্ষত থাকে তবে চিন্তা করা উচিত নয়, নতুন নেতৃত্ব সাধারণত প্রত্যাশার চেয়ে তাড়াতাড়ি আবির্ভূত হয় যা আবার চিরস্থায়ী মূল্যবোধকে পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে। যদি মূল্যবোধ অক্ষত না থাকে, তাহলে কেবল সেই নেতা বা সেই গোষ্ঠীই নয় বরং সমগ্র সমাজই অধঃপতিত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই চিরস্থায়ী মূল্যবোধ বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ঋষিদের আশীর্বাদে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য অনুসারে কাজ করার জন্য নতুন নেতৃত্ব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

(খ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, পেশাদার রাজনীতিবিদরা তাদের পেশাদারিত্ব অনুসারে আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু যেখানে অতিরিক্ত আন্তরিকতা দেখা যায়, সেখানে সাধারণত এটি হয় গভীর নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হয় অথবা ভালোবাসার উপচে পড়া থেকে উদ্ভূত হয়। রাজনৈতিক (রাজনীতি) যা নিরাপত্তাহীনতার গভীর অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হয়, তার দলীয় সংগঠন এবং জনসাধারণের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে, এবং রাজনৈতিক (রাজনীতি) যা গভীর প্রতিশ্রুতি এবং ভালোবাসার উপচে পড়া অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হয়, তা এমন নেতাদের তৈরি করে যারা লক্ষ্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে এবং অন্যদের সুবিধা প্রদান করে।
প্রার্থনা করা হয় যে আমরা যেন এই ধরনের পার্থক্য দেখতে পাই এবং তারপর স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের জন্য আমাদের পথ এবং নেতা বেছে নিই, এবং প্রথমে নিজেকে, তারপর গোষ্ঠীকে, তারপর ধর্ম ও অঞ্চলকে, তারপর জাতি ও

আন্তর্জাতিককে এবং অবশেষে সনাতন ধর্মকে, সনাতনকে শক্তিশালী করে আমাদের যাত্রা শুরু করি।

(গ) সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের তাদের প্রতিভাকে আরও প্রখর করার জন্য নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এর জন্য, নেতৃত্ব কলেজ খোলা প্রয়োজন (যার মধ্যে থাকবে রাজনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা, মানবসম্পদ প্রশাসন, ভূগোল এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বিশ্ব ধর্মের ঝলক, আমাদের ক্ষমতা এবং আমাদের সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়)।
কর্পোরেট সেক্টরে দেখা গেছে যে; ক্রমাগত ব্যর্থ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের মধ্যে, শিল্পগুলিতে বিরাজমান পারিবারিক ধরণের পরিবেশ এখনও ভাল ফলাফল দিচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে আলোচনা করা আমাদের পক্ষে ভাল হবে। ***

21. ধর্মনিরপেক্ষ ভিআইএস-এ-ভিএস ধর্মনির্পেক্ষতা

(ক)। ভারতীয় ধর্ম নির্পেক্ষা ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ভূত হয়েছে যেখানে নির্পেক্ষা মানে ধর্ম যা অ-সম্পর্কহীন অর্থাৎ হিন্দুর সাথে সাপেক্ষ/সম্পর্কিত নয়, মুসলমানের সাথে সাপেক্ষ নয়, বৌদ্ধের সাথে নয়, খ্রিস্টানদের সাথে ইহুদীদের সাথে নয় এবং x, y, z এর সাথে সাপেক্ষ নয়। নির্পেক্ষা সপেক্ষের বিপরীত।
ভারত ধর্মকে 'সনাতন' বলে এবং এর মধ্যে সমস্ত ধর্ম অন্তর্ভুক্ত, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে কারণ এর অর্থ ধর্মহীন এবং সম্পূর্ণ অর্থমুখী সরকার। ইংরেজিতে ধর্মনির্পেক্ষের জন্য কোনও সঠিক শব্দ নেই। ধর্মনির্পেক্ষের অর্থ সম্পূর্ণ ধর্মীয় বা সম্পূর্ণ ধর্মীয়। ধর্মনির্পেক্ষ দেশ হিসেবে ভারত একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় (ধর্মীয়) দেশকে নির্দেশ করে এবং এটিকে 'ভারত - ধর্ম-রাষ্ট্র, ভারত - ধর্মীয় দেশ' বলা যেতে পারে।

(খ)। "ভারত" (ভা-আলো, এবং ইঁদুর-ব্যস্ত) নামটি এসেছে বিভিন্ন ঋষিদের মানবজাতিকে আলোকিত করার প্রচেষ্টার পরে। ভারত উজ্জ্বল সাদা আলো দেয়, যা জীবন এবং জীবনের সকল রঙকে অন্তর্ভুক্ত করে। রঙিন লেন্সের সাহায্যে ব্যক্তিরা এতে তাদের পছন্দসই রঙ দেখতে পারে এবং এটি উপলব্ধি করতে পারে। 'সনাতন' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পুরাতন এবং নতুন উভয় ভারতকেই নির্দেশ করে।

(গ) <u>আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে চাই</u> :

১. ভারত ধর্মনির্পেক্ষ ছিল এবং থাকবে (যেমনটি প্রতিটি ভারতীয়র রক্তে ও মজ্জায় রয়েছে); তাই এর সাথে হস্তক্ষেপ করার বা এটিকে ধর্মনিরপেক্ষ বলার যেকোনো প্রচেষ্টা আমাদের সকলের জন্য অসুখের কারণ হবে।

২. মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন চলমান (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) আগ্রাসন, প্রচারমূলক ধর্মান্তর, যোগ, ধ্যান গ্রহণের মিথস্ক্রিয়া, মিশ্রণ এবং আত্মীকরণের ইঙ্গিত দেয় এবং ফলস্বরূপ ধর্মনির্পেক্ষ (সম্পূর্ণ ধর্মীয় - সনাতন) বিশ্বব্যবস্থার উত্থানের ইঙ্গিত দেয়।

৩. ভারতকে ধর্মনির্পেক্ষের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আলোচনা প্রচার করতে হবে, এবং ধর্মনির্পেক্ষ ও তার অনুশীলনের রক্ষক হিসেবে ভারতকে তার পথে যেকোনো প্রতিকূলতা দূর করতে হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ধর্মনির্পেক্ষের প্রচার করতে হবে। ***

22. আইন

চীন ও জাপানের একটি বিখ্যাত চিত্রকর্মে দেখানো হয়েছে, জেন মাস্টার ধম্মপদ পুড়িয়ে দিচ্ছেন, যা জেন মাস্টারের একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বৌদ্ধদের কাছে এক ধরণের আইন গ্রন্থ)। যখন বই এবং ধর্মগ্রন্থ আসে, তখন তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে।

এই ধরনের মানুষ এবং সমাজ প্রকৃতির সাথে স্পন্দিত হয় এবং এর কথাই শৃঙ্খলায় পরিণত হয়, এবং ঘটনাগুলি ঘটে, আইনের বইতে লেখা থাকুক বা না থাকুক। জনগণকে পূর্বনির্ধারিত বা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না তবে তারা দায়ী।

যারা এখনও আসেননি, তাদের জন্য লিখিত নিয়ম এবং নথিভুক্ত আইন বই প্রয়োজন। যেসব দেশের নিয়ম ও বিধি, আইন বই বড়, তাদের বলা যেতে পারে যে তারা এখনও আসেনি এবং যদি নিয়ম ও আইন বই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাহলে বলা যেতে পারে যে দেশটি নবজাতক পর্যায়ে রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে যদি নিয়ম ও আইন জটিল হয়, তাহলে ন্যায়বিচার প্রদান বিপন্ন হতে বাধ্য। একটি দেশ এবং সমাজকে তরুণ রাখতে হলে, তার আইন বইগুলি অভিজ্ঞতা অব্যাহত রাখতে হবে। **

23. অর্ডার

তন্ত্র বলে যে যারা নিখুঁত শৃঙ্খলায় থাকে, যদি কিছু বলা হয়, তারাই শৃঙ্খলায় পরিণত হয়, এবং যারা শৃঙ্খলায় থাকে কেবল তাদেরই শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা থাকে। যে কোনও ব্যবস্থা (এমনকি যন্ত্রও), যা শৃঙ্খলায় নেই, তারা কার্যকর শৃঙ্খলা দিতে পারে না এবং আদেশ অনুসরণ করতে পারে না, এই ধরণের ব্যক্তি বা যন্ত্র বা ব্যবস্থার কোনও আদেশ যতটা স্পষ্ট করে তার চেয়ে বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাদের সমাধান সমস্যা তৈরি করে এবং প্রতিটি হস্তক্ষেপ আরও বেশি হস্তক্ষেপ এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। একটি বিশৃঙ্খল ব্যবস্থায়, "প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী" এই বিবৃতিটি "প্রয়োজনই আবিষ্কারের সন্তান" দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

তন্ত্র নিজেকে এবং সিস্টেমকে সুশৃঙ্খল করার জন্য একশো বারোটি উপায়ের পরামর্শ দেয়। এই বারোটি উপায় সর্বব্যাপী এবং সমস্ত ধর্ম এবং সর্বকালের, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত প্রক্রিয়া ধারণ করে এবং পরীক্ষিত। যেকোনো আদেশ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন। যখন কেউ সুশৃঙ্খল থাকে, অর্থাৎ যখন কেউ প্রকৃতির (পরিবেশ, আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিকতা এবং পরিস্থিতি) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, তখন আদেশ অনুসরণ করা হয়। একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় ব্যক্তির কোনও চাপ থাকে না, ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষার কোনও বাধা থাকে না। এটি একটি নিখুঁত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার মতো, যেখানে সুইচ অন করলে, বাল্ব জ্বলে ওঠে এবং মেশিনগুলি কাজ করে।

সমাজকে নিজেকে এবং সরকারকে সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রক্রিয়া এবং অনুশীলনকে উৎসাহিত এবং উৎসাহিত করতে হবে যাতে শৃঙ্খলা সম্মানিত হয় এবং অনুসরণ করা হয়। যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ তাদের ক্ষমতার আসন, অথবা পথপ্রদর্শক, সমালোচক এবং সচেতন রক্ষক অথবা সকলের আসন গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সিস্টেমটি পরীক্ষা করতে হবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বাধাগুলি অপসারণ করতে হবে। আসুন আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি যাতে আমরা সুশৃঙ্খল থাকি। ***

24. সরকার

(ক)। যারা ইতিহাসের দিকে তাকান তারা বুঝতে পারবেন যে, লিপিবদ্ধ ইতিহাসে, সরকার, যা বিশুদ্ধ নৈরাজ্য থেকে শুরু হয়েছিল, তা তীরন্দাজ, তীরন্দাজ থেকে দলগত তীরন্দাজে, শারীরিক তীরন্দাজ থেকে শারীরিক এবং মানসিক তীরন্দাজ, তীরন্দাজ থেকে আর্চ-শিপে তারপর রাজকীয় অভিজাততন্ত্রে পরিণত হয়। রাজকীয় অভিজাততন্ত্র থেকে রাজকীয় কঠোর-জাহাজ থেকে রাজকীয় একনায়কতন্ত্রে, যৌথ একনায়কতন্ত্র থেকে রাক্ষসতন্ত্রে এবং রাক্ষসতন্ত্র থেকে প্রদর্শনযোগ্য-অভিজাততন্ত্রে অর্থাৎ গণতন্ত্র এবং এই প্রদর্শনযোগ্য অভিজাততন্ত্র (গণতন্ত্র) থেকে এবং যদি এই ক্রম অনুসরণ/চলমান থাকে তবে আরও ভালো সময়ে গণতন্ত্রে এবং অবশেষে ঐশ্বরিক গণতন্ত্রের আকারে সরকারের দেবত্ব থাকবে।

যদি আমরা বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকাই, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে গণতন্ত্র থেকে শুরু করে ছোট স্তর পর্যন্ত প্রতিটি ধরণের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং এটিও লক্ষ্য করা যায় যে এগুলি ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হচ্ছে। যদি আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে ভারত এবং আরও কয়েকটি দেশ দ্রুত দৈত্য-গণতন্ত্রের পর্যায় থেকে প্রদর্শনযোগ্য অভিজাততন্ত্র (গণতন্ত্র) এবং শাসনের একটি রূপ হিসেবে ঐশ্বরিক-গণতন্ত্রের (পুরোহিত অভিজাততন্ত্র নয়) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে বলা যেতে পারে।
বলা হয় যে এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায়, যারা বিশ্বকে আলোকিত করার এবং মানুষকে আলোকিত করার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে চলেছেন তারা এর স্পষ্ট মশাল বাহক হয়ে ওঠেন এবং ভারত নামে পরিচিত হন।

(খ)। যারা ইতিহাসের দিকে তাকান না তারা বোঝেন যে, পৃথিবীতে কোন কিছুই আকস্মিক, কাকতালীয় বা আকস্মিক নয় বরং সবকিছুই ধারাবাহিক। প্রকৃতির দৃষ্টান্ত এত বিশাল যে বেশিরভাগ ঘটনা এবং প্রক্রিয়া আকস্মিক, কাকতালীয় বা আকস্মিক বলে মনে হয়, কিন্তু যারা প্রকৃতির সাথে স্পন্দিত তাদের জন্য; জন্ম থেকে মৃত্যু থেকে পুনর্জন্ম পর্যন্ত সবকিছুই ধারাবাহিক এবং কেবল একটি সময় (ব্রহ্ম-আল্লাহ-সর্বশক্তিমান)। যারা প্রকৃতির সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং যারা করে না, তারা মূলত প্রকৃতির বিবর্তন প্রক্রিয়ার অংশ।

বলা হয়ে থাকে যে এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায়, যারা বিশ্বকে আলোকিত করার এবং মানুষকে আলোকিত করার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে চলেছেন তারা এর স্পষ্ট মশাল বাহক হয়ে ওঠেন এবং ভারত নামে পরিচিত। ভারত (BHA + RAT), BHA- আলো, শিখা, শক্তি, RAT- ব্যস্ত, অর্থাৎ আলোকিতকরণে ব্যস্ত, (এর সাদা আভা জীবনের প্রতিটি রঙ ধারণ করে)। এটা বলা যেতে পারে যে ভারত বিশ্বের একটি স্বাভাবিক নেতা এবং আরও বেশি করে ভারতের জন্য তার সমস্ত প্রাণবন্ততা এবং গতিশীলতায় বিশ্বের একজন স্বাভাবিক নেতা হিসাবে আচরণ করা প্রয়োজন, যাতে সর্বত্র একটি সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র পরিবেশ

বজায় থাকে। অতীতে ভারত এটি বজায় রেখেছিল এবং এখন ভারতেরও একই পথ অনুসরণ করার সময় এসেছে।

উপরে উল্লেখিত কারণ হল, ভারত বোঝে যে নেতৃত্বের পথ হল হৃদয় থেকে মাথা পর্যন্ত, মানসিক গঠন থেকে শারীরিক কর্মের মাধ্যমে, কথায়, কাজে এবং কাজে। বলা হয় যে, ভারত যদি নেতার মতো আচরণ না করে, তাহলে পরিস্থিতি সাধারণত বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করে অথবা এমনকি বিপর্যয়ও হতে পারে।

ভারত বোঝে যে, স্বপ্নদর্শীই লক্ষ্যের পূর্বাভাস দেন এবং তা দেখান, এবং আমরা সকলেই বুঝতে পারি যে লক্ষ্য আকর্ষণ করে এবং এর অর্জনের পথ দেখায়। অতএব, স্থানীয় এবং জাতীয় স্তরের সর্বোচ্চ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং সমন্বয়কারী সংস্থাকে ক্রমাগত সকল ঋষি, ঋষি এবং সুফিদের (বিচ্ছিন্নভাবে বা পরিবারে বসবাসকারী) আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে হবে। ঋষি, ঋষি এবং সূফিদের পরবর্তী আদেশের অবশ্যই সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকতে হবে, পরিস্থিতি বা প্রচলিত/বিদ্যমান আইন যাই হোক না কেন। প্রাকৃতিক নেতৃত্বের গতিশীলতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বজায় রাখার জন্য এটি অপরিহার্য, কারণ এই আদেশগুলি সরাসরি প্রকৃতি থেকে আগে থেকেই আসে এবং দুর্যোগ, যুদ্ধ এবং উৎসবের ক্ষেত্রে ভিন্ন।

এটাও বলা যেতে পারে যে নেতা হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা পরিস্থিতি দ্বারা গঠিত, ঋষিদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত, প্রভুদের দ্বারা সমর্থিত, বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্ররোচিত, অনুসারীদের মধ্য দিয়ে চলে এবং ক্যানভাসের সাধারণ গন্তব্যের জন্য কাজ করে। এটি একটি কাঠামোগত ঘটনা এবং কেবল এই পদ্ধতিতেই কাজ করে। যেকোনো পরিবর্তন বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায় এবং যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে। (একক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান একটি বিরল ঘটনা এবং সর্বশক্তিমান-দেবতা 'কৃষ্ণ'-এর মতো একচেটিয়া)। এই পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য দূরদর্শী, ঋষি, দ্রষ্টা এবং সুফিদের সম্মান করা এবং সুখী, সুস্থ এবং পবিত্র থাকার জন্য তাদের আদেশ অনুসরণ করা আবশ্যক। এটি একটি ভিন্ন গল্প যে এই ধরণের শ্রেণী শ্রদ্ধা পায় এবং কখনও শ্রদ্ধার জন্য ক্ষুধার্ত বোধ করে না।

(গ) যদি আমরা বিশ্ব পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন সমাজ, ধর্ম এবং দেশের মধ্যে আন্তীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যা ঘৃণার উত্থানের পাশাপাশি বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রেমের উত্থানের মাধ্যমে দেখা যায়। বলা হয় যে ঘৃণা এবং প্রেমের সম্পর্ক নিম্নরূপে গড়ে ওঠে:

ঘৃণা + ভালোবাসা = করুণা,
করুণা + ভালোবাসা = সাহায্য।
সাহায্য + ভালোবাসা = করুণা
করুণা + ভালোবাসা = দানশীলতা
দানশীলতা + ভালোবাসা + ভালোবাসা = ভালোবাসা

আমরা বলতে পারি যে আন্তর্জাতিক পরিবার বা আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ বিশ্বে বিদ্যমান এবং সুনামি, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়ের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রোগের বিস্তারের সময় আমরা সকলেই এটি প্রত্যক্ষ করি। সাম্প্রতিক অতীতে আমরা দেখেছি যে কীভাবে সমগ্র বিশ্ব থেকে তথ্য, পরামর্শ, সহযোগিতার প্রস্তাব আসতে শুরু করে, তবে সাহায্যের পরিমাণ ব্যক্তির ক্ষমতা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এটা বোঝা সাধারণ যে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় উদাসীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে, তার পরে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে, তার পরে যারা তাদের ঘৃণা করে তাদের কাছ থেকে, তার পরে যারা তাদের ভালোবাসে তাদের কাছ থেকে।

যেসব সমাজ এবং দেশে শত্রুতা বা ঘৃণা বিদ্যমান, সেখানে তাড়াতাড়ি বা পরে তা উদাসীনতা বা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়। ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে, উদাসীনতা পুনর্বিন্যাসের কারণ হয় যেখানে ঘৃণা বা ভালোবাসা ঐক্যের কারণ হয় এবং উভয়ই এই ধারণায় ডুবে যায় যে বিশ্ব হল একটি বৃহৎ পরিবার এবং এর মধ্যে দেশটি একটি পারমাণবিক পরিবারের মতো। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নকরণ বা একীভূতকরণের ফলে জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় রাজধানী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে এবং আরও অনেক পরিবর্তন আসবে যা একটি স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

উপরের পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের একীকরণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাধারণ জনগণ এবং তাদের নেতাদের কাছ থেকে আশা করা যায় যে তারা ভারত ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলির মধ্যে ঘৃণাকে উৎসাহিত করে এবং তারপর জিনিসপত্র বিক্রি করে, লুটপাট করে এবং বোকা বানিয়ে উভয়ের কাছ থেকে বড় সুবিধা গ্রহণ করে, তা নিয়ে আলোচনা করবেন। সাধারণ জনগণ এবং তাদের নেতারা বুঝতে পারেন যে পরিবার পৃথক হয়ে গেলে এবং পরিবারের সদস্যরা প্রতিবেশী হয়ে গেলে এটি স্বাভাবিক, পরিবারের সদস্যদের প্রতিবেশী হয়ে শত্রুতা দেখা খুবই দুঃখজনক। এই পরিস্থিতিতে, ঘৃণা-শত্রুতা, হতাশা-মারামারি, রাগ-আগ্রাসন, ভিত্তির উপর কান্না-যুদ্ধ এবং অন্তর্নিহিত প্রেমের হঠাৎ উত্থান এই বিচ্ছেদের স্বাভাবিক ফলাফল যা দুর্ভাগ্যবশত সকলকে দেখতে হয়। কিন্তু যখন একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে হৃদয় কম্পিত হয়, তখন কেবল ভারত ও পাকিস্তান নয়, বিশ্বের বিভিন্ন অংশের অন্যান্য দেশের একীকরণের আশা সর্বদা থাকে। পার্থক্যগুলি আলোচনায় নয় বরং সমুদ্রের প্রেম এবং উদারতার স্রোতে ডুবে থাকে, সম্ভবত আমরা সকলেই আমাদের সামগ্রিক সুখের জন্য আমাদের কথা এবং কাজে এটি উপলব্ধি করব। হয়তো সংবিধান প্রণেতা দেশগুলি উপরে উল্লেখিত একীকরণের সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য একটি বা দুটি গণভোট করতে চাইবে।

চীনা পণ্যগুলিকে সস্তা বলা হয়, জানা গেছে যে পণ্যের এই সস্তাতা সেই দেশের অসহায় শ্রমিকদের রক্ত চুষে আনা হয় যারা একসময় এই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করত এবং শ্রমিকদের পক্ষে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেষ্টা করত। চীনের উচিত এর প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া এবং বন্দী সহ তার নাগরিকদের যত্ন নেওয়া।

ভারত ও চীন দুটি সর্বাধিক জনপ্রিয় (অন্তত বুদ্ধ, লাও-ৎজু এবং কনফুসিয়াসের সময় থেকে) এবং জনবহুল দেশ, তাদের বিশ্বের জনসংখ্যার চেয়ে তাদের জনগণের যত্ন নেওয়া উচিত এবং পারমাণবিক ধ্বংসের তথাকথিত ক্রমাগত হুমকির মধ্যে বিশ্বকে টিকে থাকার জন্য সহযোগিতা, সহযোগিতা এবং নিশ্চিত করা উচিত। ভারত ও চীনের মধ্যে সাধারণ সীমান্ত, সাধারণ মুদ্রা, সাধারণ পরিবহন এবং সাধারণ যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা এবং চিন্তা করা যেতে পারে।

(ঘ)। কেউই তার শরীরের গঠনে বিদেশী উপাদান পছন্দ করে না। বিদেশী কণাগুলিকে উপদ্রব হিসেবে দেখা হয় এবং অত্যন্ত জরুরি ও জরুরি অবস্থায় ব্যবহার ও গ্রহণ করা হয়। বিদেশী উপাদানের ব্যবহার দুর্বলতা এবং অসহায়ত্বের লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। যতক্ষণ না আমরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব/পরিবারের স্তরে পৌঁছাই, ততক্ষণ বিদেশী বিদেশীই থাকবে,

আমরা সকলেই জরুরি প্রয়োজনে খাদ্যে বিদেশী উপাদান গ্রহণ করি এবং সাধারণত তা এড়িয়ে চলি, কিন্তু একই সাথে চাই যে বিদেশী বিভিন্ন প্রাণী এবং জিনিসের জন্য বিদ্যমান থাকুক। সকল বিদেশী এবং বিদেশীদের সকলের কাছে অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয় (যেমন প্রতিটি অভিজ্ঞতা প্রকাশ চায়), এবং গবেষণাগারগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য, সেগুলি ব্যবহার করার জন্য এবং নিজের ইচ্ছা ও ইচ্ছা অনুসারে সেগুলি গ্রহণ করার জন্য দেখা হয়। প্রত্যেকেই নিজের আত্মকে প্রসারিত করতে চায় কিন্তু আত্ম-ধ্বংসের বিপদ দ্বারা বাধাগ্রস্ত এবং সীমাবদ্ধ থাকে।

এটা সত্য যে, যেকোনো দেশের অন্যান্য বিদেশী দেশের প্রতি নীতি সাধারণত ঊর্ধ্বমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয় এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে যেকোনো দেশের জন্যই তার অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং সংহতি বজায় রাখা এবং বিশ্ব পরিবারকে বাস্তবে পরিণত করার দিকে এগিয়ে যাওয়া ভালো হবে। উদ্যোগ বা অভিযান যাই হোক না কেন, সুখকে পরিবার, সমাজ, দেশ এবং বিশ্ব পরিবার গঠনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তির একমাত্র আকাঙ্ক্ষা বলা যেতে পারে এবং একই কথা মনে রাখতে হবে। **

25. সংসদ

***আরও তথ্যের জন্য: বই- ডিভিনক্রেসি, অধ্যায় -৫, গণতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থা,**

ভারতীয় সংসদ এখন এক ভূতের ঘরে পরিণত হয়েছে, প্রতিটি কোণে অসংখ্য মূর্তি রয়েছে। এত মূর্তির উপস্থিতি সংসদকে একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। ভারত-মাতার একটি মূর্তি যথেষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে; গীতা, কুরআন, গুরু-বাণী ইত্যাদির দেব-দেবীর বাক্যাংশের ছবির ফ্রেমগুলি আরও ভাল রচনা এবং প্রাণবন্ততা প্রদান করবে, পাশাপাশি ধর্ম-নির্পেক্ষ দেশের একটি প্রকৃত প্রতিষ্ঠানের অর্থ বহন করবে।

১. অনেকেই মনে করেন যে ভারতীয় সংসদ এবং ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ভারতে ব্রিটিশ প্রক্সি উপস্থিতির শেষ দুটি প্রতীক এবং এগুলি ভেঙে ফেলা উচিত এবং সমস্ত ধর্মের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করা উচিত, যা প্রকৃতির সাথে গতিশীল এবং প্রাণবন্ত, ব্যবহার/চর্চায় প্রয়োগ করা উচিত।

২. যদি আমরা মনে করি যে ভারত (দেশ) "জয়ী সব নিয়ে যায়" এই ধারণা থেকে সরে আসা উচিত এবং জাতীয় নির্বাচনে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের সেবা গ্রহণ/সংযোজন করতে পছন্দ করে, তাহলে আমাদের নতুন সংসদ সংযোজনের কথা বিবেচনা করতে হবে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে এই জাতীয় সংসদ খোলা উচিত।

(৩)। সকলেই জানেন এবং সকলেই বোঝেন যে যেকোনো প্রতিষ্ঠান এবং সাংগঠনিক কার্যকলাপের জন্য জনবল এবং অর্থের প্রয়োজন হয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত কাজ এবং দায়িত্ব বিশাল হলে প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। বর্তমান পরোক্ষ তহবিলের পদ্ধতিতে, রাজনৈতিক দলগুলিও বৃহৎ দাতা/অনুদানকারীদের প্রতি বাধ্য বোধ করে এবং জয়লাভের পরে সরকারী অনুগ্রহের আকারে তা পরিশোধ করতে বাধ্য হয় বা বাধ্য হয়, যা সাধারণত অনেক বেশি রিটার্নের সমান। এই পরোক্ষ তহবিল পদ্ধতি যেকোনো দেশের করদাতা এবং নাগরিকদের জন্য অনেক ব্যয়বহুল।

রাজনৈতিক দলগুলির প্রয়োজনীয়তা, প্রত্যক্ষ তহবিলের সুবিধা, প্রত্যক্ষ তহবিলের নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য নিয়ে ছয় থেকে আট বছরে আলোচনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করতে হবে। শুরুতে, একটি দেশ আলোচনা করতে পারে এবং সর্বোচ্চ অনুমোদিত নির্বাচনী ব্যয় সীমার সমান (মোট দেশজ উৎপাদন-জিডিপির এক শতাংশের বেশি নয়) সমন্বিতভাবে সকল সংসদ সদস্যের জন্য তিন-চারটি প্রধান জাতীয় দলের মধ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে সমানভাবে বন্টন করা যেতে পারে এবং তারপরে ছোট দলগুলিকে কিছু কম অর্থ প্রদান করতে পারে। ***

26. পথ (কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, রাজ যোগ এবং এর সমন্বয়)

(ক). <u>উপায়</u>:

১. মোটা মানুষ বেশি খায় এবং বেশি খাওয়ার ফলে ঘুম আসে এবং কম কাজ করে এবং এর ফলে মোটা হয় এবং এই চক্র চলতে থাকে। অন্যদিকে, কর্মজীবী মানুষ বেশি কাজ করে এবং সুস্থ থাকে, এবং তাই আরও বেশি কাজ করতে পারে, এবং আরও বেশি কাজ করে তারা কাজের দিকে বেশি পরিচালিত হয় এবং কর্ম/কর্মের মাধ্যমে যা ইচ্ছা তা অর্জন করে। এগুলিকে কর্ম-যোগী – কর্ম যোগী হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

২. দ্বিতীয় ধরণের মানুষ যারা পড়াশোনা করে, আরও বেশি পরিকল্পনা করে, তাদের আরও বেশি সন্দেহ দূর করতে হয়। এই ধরণের মানুষ তাদের বুদ্ধি, জ্ঞান এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে অবদান রাখে এবং লাভ করে এবং তাদের বলা হয় জ্ঞান – যোগী – জ্ঞান যোগী।

৩. তৃতীয় ধরণের মানুষ তাদের প্রভুর তোষামোদ, মাখন এবং প্রার্থনায় বাস করে, এর ফলে তারা তাদের প্রবীণ, প্রভু বা প্রভুর ভক্তির মাধ্যমে তাদের প্রভুর সেবা করার এবং যা ইচ্ছা তা পাওয়ার সুযোগ ক্রমশ বেশি করে পায়।
সর্বশক্তিমান এবং ভক্তি – যোগী ভক্তি যোগী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

৪. চতুর্থ ধরণের মানুষ উপরোক্ত তিনজনের সেবা গ্রহণ করে তাদের নিজেদের এবং তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে যা ইচ্ছা তাই পায়, এবং এক অর্থে তাদেরকে "রাজ যোগী" হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

৫. পঞ্চম ধরণের মানুষ উপরের সমস্ত কিছু বোঝে, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে, তাদের যেকোনো একটি বা সকলের সাথে কাজ করতে পারে এবং তবুও স্বাধীন এবং তাদেরকে সাধু, সুফি এবং সাংখ্য (সাঙ্খ্য) যোগ্য জ্ঞানী বলা যেতে পারে – যোগী ।

(খ) আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে চাই:

i) প্রথম চারটি শ্রেণীর পশ্চাদমুখী যাত্রা (অথবা কার্যকলাপের বিরতি) ব্যক্তিদের শূন্যের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে অগ্রসর যাত্রা এই ব্যক্তিদের নাম, খ্যাতি এবং অর্থ ইত্যাদির চূড়ান্ত অর্জনের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে পঞ্চম শ্রেণীর মানুষ শূন্য এবং অসীমের মধ্যে প্রাণবন্ত থাকে।

ii) **যোগব্যায়াম কেবল শরীর ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম নয়, যোগব্যায়াম হলো মাথা, হৃদয়, শরীর এবং অনুভূতিকে একীভূত করা অথবা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জগতের মধ্যে সংশ্লেষ স্থাপন করা। যোগব্যায়ামের পথ নির্বাচন করা ব্যক্তিগত পছন্দ, সমাজ/সরকারের কোনও ভূমিকা নেই, কেবল ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের এই বোধগম্যতা উপলব্ধি করা ছাড়া। সাধু/সাধু/** সাঙ্খ্যের আশীর্বাদ অব্যাহত রাখা - ** - সাংখ্য যোগী দেশ ও সমাজকে সুখ, স্বাস্থ্য এবং পবিত্রতা দান করেন এবং এর দীর্ঘায়ুও বজায় রাখেন। **

27. জীবনকাল এবং এর বিভাগ (আশ্রম ব্যবস্থা–শ্রম বিভাগ ব্যবস্থা)

(ক) সূর্যে প্রতি বারো বছর অন্তর ক্ষুদ্র পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে এবং অষ্টম বিস্ফোরণে (অর্থাৎ ছিয়ান্ন বছর অন্তর) বড় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে। প্রতিটি ক্ষুদ্র বিস্ফোরণে, প্রথম ছয় বছরের শক্তি ক্রমবর্ধমান এবং পরে হ্রাসের প্রবণতায় থাকে। দুটি বড় বিস্ফোরণের মধ্যে সূর্যে, সূর্যের আটটি চক্র এবং ষোলটি উপচক্র থাকে। বলা হয় যে মানুষ সাধারণত একই প্রবণতা অনুসরণ করে এবং মানুষও সূর্যে বিস্ফোরণের পর্যায়ক্রমিক বিতরণের মতো বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে বলে দেখা গেছে।

মানুষের ক্ষেত্রে, প্রথম বারো বছর হলো শৈশবকাল, যেখানে মেয়ে এবং ছেলেরা প্রায় একই প্রবণতা প্রতিফলিত করে। বারো বছর পর থেকে চব্বিশ বছর পর্যন্ত কিশোর বয়স, যেখানে যৌন শক্তি, শেখা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ বছরের যৌন শক্তি সন্তান জন্মদানে ব্যবহৃত হয়, পরিবারে জন্ম হয় এবং পারিবারিক জীবন চলতে থাকে। আটচল্লিশ বছর বয়সের বেশি বয়স থেকে মেনোপজ শুরু হয় এবং বিভিন্ন জীবন শুরু হয়, যখন তার সন্তানরা বিয়ে করার এবং দায়িত্ব নেওয়ার মতো বয়স্ক হয়ে ওঠে এবং এখন ব্যক্তি বাইরের দিকে তাকাতে পারে, অথবা বাইরের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়। বাহাত্তর বছর বয়সে বা তার বেশি বয়সের বাচ্চাদের সন্তানরা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছায়।

যখন নাতি–নাতনিদের পারিবারিক জীবন শুরু হয় এবং সন্তানরা বাইরের দিকে তাকাতে শুরু করে, তখন পারিবারিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়ার সময় আসে এবং এটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ব্যক্তি পরিবারের প্রতি তার সম্পূর্ণ কর্তব্য পালন করেছেন এবং সন্ন্যাস আশ্রম শুরু হওয়ার সময় এসেছে।

(খ) উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে মাস্টাররা অনেকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যার মধ্যে কয়েকটি নীচে উপস্থাপন করা হল:

১. শিশুদের শিক্ষা ছয় বছর বয়স থেকে শুরু করে বারো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য একই রকম হতে পারে। বারো বছর থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের আলাদাভাবে শিক্ষা দিতে হবে। যৌন শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবনের জন্য শিক্ষা বিবাহযোগ্য বয়সে অর্থাৎ আনুমানিক চব্বিশ বছর বয়সে প্রদান করতে হবে। বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থান চব্বিশ বছর বয়সে শুরু করতে হবে এবং আরও চব্বিশ বছর ধরে চালিয়ে যেতে হবে।

২. আটচল্লিশ বছর থেকে বাহাত্তর বছর বয়সী ব্যক্তিরা তাদের সমাজসেবায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন এবং উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, নজরদারিকারী হিসেবে কাজ করতে পারেন এবং রাজনীতি (রাজনীতি), শিক্ষা, ন্যায়বিচার (বিচার বিভাগ) ইত্যাদিতেও তাদের জড়িত

করতে পারেন। বাহাত্তর বছর বয়সের পরে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তরুণদের জীবনের অভিজ্ঞতা প্রদান করতে হবে।

উপরোক্ত কাজের বন্টনে, ব্যক্তিগত পছন্দ, পছন্দ এবং সমস্যাগুলি মিটমাট করার জন্য, বিভিন্ন মাস্টাররা সাধারণত ছয় বছরের ব্যবধানের পরামর্শ দিচ্ছেন। যেকোনো ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম কেবল ব্যতিক্রমই হতে হবে।

ব্যবসায় শ্রমের একটি সুন্দর বিভাজন ।,

28. শ্রেণী–বর্ণ ব্যবস্থা–(বর্ণ ব্যবস্থা– পছন্দ নির্বাচনের ব্যবস্থা)

বর্ণ ব্যবস্থা – বর্ণ ব্যবস্থ পছন্দ/নির্বাচন অনুসারে কাজের বন্টন ((সংস্কৃত শব্দ বারণ – বর্ণ বরণ–বর্ণের অনেক অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হল: পছন্দ, নির্বাচন, বিকল্প, অক্ষর, বর্ণ, জাত, শ্রেণী, প্রজাতি, রঙ, রঞ্জকতা, বর্ণ, চরিত্র ইত্যাদি)

উ: যদি আমরা সমসাময়িক সমাজগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত গোষ্ঠী বা শ্রেণীর অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি:

i) একজন পরিকল্পনাকারী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিজ্ঞানী, অর্থাৎ একজন বাহ্যিক দিক থেকে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার ব্যবহারকারী, একজন অভ্যন্তরীণ দিক থেকে। এই শ্রেণী সমাজের কার্যকারিতার জন্য তাদের বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে শাসক এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীকে সহায়তা প্রদান করে।

ii) শাসক শ্রেণী, রাজনৈতিক শ্রেণী, সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ। এখানে সাহসিকতা ব্যবহার করা হয় – একটি পরিশীলিত উপায়ে এবং অন্যটি কাঁচা ও শারীরিক উপায়ে কাজ সম্পন্ন করার জন্য। এখানে একটিতে শাসনের ধরণ উচ্চ শ্রেণীর এবং দ্বিতীয়টিতে নিম্ন শ্রেণীর। এই শ্রেণী উপরের শ্রেণীর দ্বারা প্রণীত নিয়মকানুন অনুসারে সমাজের কার্যকারিতার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

iii) ব্যবসায়ী শ্রেণী, যেমন শিল্পপতি, উদ্যোক্তা একভাবে এবং স্টকব্রোকাররা অন্যভাবে কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে। এই দুই ধরণের ব্যবসায়ী শ্রেণী: একজন বেশি সংক্ষিপ্ততা ব্যবহার করে, অন্যজন বেশি বুদ্ধি ব্যবহার করে।

iv) পরিষেবা শ্রেণী – উপরের তিনটিরই সমর্থন এবং সমর্থন পাওয়া। এই শ্রেণীটি আরও কর্মমুখী কিন্তু নির্ভরশীল।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগে, ব্যক্তি তার জীবনে কী পছন্দ করে তার উপর নির্ভর করে কমবেশি অনুভূমিকভাবে বিভক্ত। এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে মানুষের স্থানান্তরকে একটি স্বাভাবিক অভ্যাস বলা যেতে পারে এবং এটি একটি স্বীকৃত আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হয়।

ভারতে এটিকে বর্ণ/জাতি হিসেবে গণ্য করা হয় (স্বয়ংবর) –স্বয়ম্বর) ব্যবস্থ/ব্যবস্থা। পছন্দ/আগ্রহ অনুসারে কর্ম বন্টনের এই সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীকে "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ/ব্যবসায়ী এবং সেবা শ্রেণী (শূদ্র)" বলা হয়।

(খ) ভারতে, এটাও বলা হয় যে প্রত্যেকেই তার জীবদ্দশায় এই চারটি বর্ণের মধ্য দিয়ে যায়, শূদ্র (সেবা) চব্বিশ বছর পর্যন্ত, বৈশ্য (ব্যবসায়ী) চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ পর্যন্ত, ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা-শাসক) আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর বছর পর্যন্ত, ব্রাহ্মণ (পরিকল্পনাকারী শিক্ষক) বাহাত্তর থেকে ছিয়াত্তর বছর পর্যন্ত এবং ছিয়াত্তর বছর পরে সাধু/অতিথির মতো। অধিকন্তু, খুব কম জ্ঞানীই বলেন যে প্রত্যেকের শরীরেই এই চারটি বর্ণ/বর্ণ রয়েছে - পা ও হাত সেবা প্রদানকারী, পেট ও বংশবৃদ্ধি ব্যবসা, বুক ক্ষত্রিয়, মাথা ব্রাহ্মণ।

(গ) উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে, দেহের পেট বা পরিবারের গৃহস্থ আশ্রম এবং সমাজের ব্যবসায়ীর কর্তব্য হল অন্য তিনটি শ্রেণীর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি/খাদ্য/অর্থ সরবরাহ করা যাতে দেহ, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে।
একইভাবে, অন্য তিনটি শ্রেণীকে কোনও উৎসাহ বা অনুগ্রহ ছাড়াই অন্য তিনটি শ্রেণীর সেবা করতে হবে। অন্য কথায়, কোনও একটি শ্রেণীরই নিজেদের শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট মনে করা উচিত নয় এবং অন্যদের কাজ বা মুক্তিপণের জন্য চাপিয়ে দিতে পারে।

অন্য একটি শ্রেণীর পাশাপাশি, সাধু/সাধু-জ্ঞানী-অতিথি/ অতিথি -এই শ্রেণীকেও স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। সাধু ছাড়াও আরও একটি শ্রেণী চিহ্নিত করা হয়েছে যারা একবারে কেবল একজনের কাজ ছাড়া যেকোনো শ্রেণীর কাজ নিতে পারে এবং এই শ্রেণীকে গুরু ঋষি হিসেবে সম্মান করা হয়। "শেষ শ্রেণী সর্বশক্তিমানের"।

(ঘ) ভারতে সংরক্ষণ, যা মোট চাকরির মাত্র দুই শতাংশ অর্থাৎ সরকারি চাকরির জন্য, তা নিপীড়িতদের অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে না। সরকার SC/ST, OBC এবং সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে, বাস্তবে যা ঘটেছে তা হল ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা একটি বেসরকারি এবং ব্যয়বহুল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিচার ব্যবস্থা তৈরি করে তাদের জন্য ৯৮ শতাংশ চাকরি সংরক্ষণ করেছেন। এই ব্যয়বহুল বেসরকারি স্কুল/কলেজ, হাসপাতাল এবং আইনজীবীরা শুরুতেই তথাকথিত সংরক্ষিত শ্রেণীকে বঞ্চিত করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব দেখতে পায় না।
এটি দূর করার জন্য, আমাদের সকল স্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিচার ব্যবস্থাকে বিনামূল্যে করতে হবে। যেহেতু মানসিক বাধা দূর করা প্রাথমিক বিষয়, তাই সংরক্ষিত/সেবা শ্রেণীর এবং দেশের সকল মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য ধর্মের আন্তঃশ্রেণী, ধর্মের আন্তঃশ্রেণী আলোচনা শুরু করতে হবে।

(ঙ) জন্মগতভাবে বর্ণের চেয়ে চরিত্রগতভাবে উৎপন্ন নাম/ট্যাগ নাম/বর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; ব্যবসা করলে যে কেউ বৈশ্য (বাণিয়া), সেবা করলে তাকে শূদ্র, সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরি করলে তাকে ক্ষত্রিয়, পরিকল্পনা ও গবেষণা করলে তাকে ব্রাহ্মণ বলা উচিত। কেবল বিশ্বাস/ধর্ম নয়, কাজ/বর্ণ পরিবর্তনেরও স্বাধীনতা থাকতে হবে।

বিউটিশিয়ান, ডায়েটিশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান বা রাজনীতিবিদ যাই হোন না কেন, যে কেউ তার কাজের দক্ষতা নিয়ে গর্ব করতে পারেন। একমাত্র সংশোধনের প্রয়োজন হল পরিষেবার পারিশ্রমিকের অংশ, শারীরিক বা মানসিক বা উভয় কাজের ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত এবং পারিশ্রমিকের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন অনুপাত পনেরো হতে পারে [যাতে এক টাকায় (এক টাকা = ষোল আনা) যদি কেউ পনের আনা পান তবে অন্যজনকে কমপক্ষে এক আনা অর্থাৎ ছয় পয়সা পেতে হবে]। **আশ্রম ব্যবসায়। এভং বর্ণ ব্যবস্থা মিলাকর বরাশ্রম ব্যবস্থা বলে।** **

29. সমাজ বিকাশের পর্যায়সমূহ

(ক)। একটি সহজাত এবং মৌলিক বিশ্বাসের স্তম্ভের উপর সমাজ এবং দেশের সভ্যতার বিকাশের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথমে অর্থ, তারপর কাম (যৌনকর্ম – শারীরিক প্রেম), তারপর ধর্ম (মানসিক প্রেম), এবং তারপর মোক্ষ (স্বাধীনতা)। আরও বলা হয় যে, অর্থ, উপার্জনের উপায় এবং অর্থই যেকোনো সভ্যতার লক্ষ্য বা চূড়ান্ততা নির্ধারণ করে।

বলা হয়ে থাকে যে এটিই হল উপায়। অর্থ যা সমাজ ও দেশের ভাগ্য এবং তার সীমা নির্ধারণ করে যে এটি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্যায়ে টিকে থাকবে নাকি চতুর্থ পর্যায়ে পৌঁছাবে, চূড়ান্ত পর্যায়ে। আরও বলা হয় যে মন্দিরের সোনালী চূড়া (সভ্যতার শিখর) ভিত্তির উপর নির্মিত, অর্থ কাম (কাজ-প্রেম) এবং ধর্মের স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত। যেকোনো স্তরের গুরুত্ব অস্বীকার করলে (মন্দির) সভ্যতা ভেঙে পড়ে।

সাধারণত দেখা যায় যে, যখন কেউ শীর্ষে পৌঁছায়, তখন সে উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে থাকা ব্যক্তিদের গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করতে শুরু করে এবং অন্যদের সম্মান দেওয়া এবং আকর্ষণীয় শক্তি প্রদান করা তার স্বাভাবিক কর্তব্যও ভুলে যায়, ফলস্বরূপ এই ধরনের মানুষ এবং এই ধরনের সভ্যতা শীর্ষে থাকা অবস্থায়ও পতনের সম্মুখীন হতে পারে। দেখা যায় যে, ছিন্নমূল সভ্যতা সাধারণত তাদের এককালের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে এবং যথেষ্ট সময়ের জন্য সেই স্মৃতিভ্রংশের (নস্টালজিক অনুভূতি) মধ্যে থাকে, এবং অন্যরা এমনকি ছিন্নমূল সম্পদের টুকরোও কেড়ে নিত, যা বাসিন্দাকে স্মৃতিভ্রংশে রেখে তাদের দুর্বল, অসহায় করে তুলত।

(খ)। এটা সত্য যে আমরা সভ্যতার চরম শিখর দেখেছি, এবং এটাও সত্য যে আমাদের একটি বড় পতন এবং ভেঙে পড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমাদের যাত্রা পুনরায় শুরু করার সময় আশা করা যায় যে চূড়ায় পৌঁছানোর তাড়াহুড়ো করে আমরা কোনও অস্পষ্ট মিনার তৈরি করব না। আশা করা যায় যে আমাদের বিশ্বাস/বিশ্বাস এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটি শক্তিশালী ভিত্তি থাকবে। বলা হয় যে আগামী দিনগুলিতে কেবল বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি টিকে থাকবে তাই আমাদের প্রচেষ্টা স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী জনগণের কল্যাণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। **

30. বিশ্বাস, বিশ্বাস, আস্থা এবং সত্য

নানক বলেন, “যা অস্বীকার করা যায় বা অতিক্রম করা যায় তা সত্য নয়;
যুদ্ধে অহিংসাকে অস্বীকার করা হয় এবং তাই এটি সত্য নয়।" আমরা জন্মগ্রহণ করি, বেঁচে থাকি এবং তারপর মারা যাই এবং এভাবে জীবনও অস্বীকার করা হয়, এই কারণেই গ্রান্থাম বলেন, "জীবন হল লীলা, মায়া বা নাটক"।
জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে আমরা যেমন আবির্ভূত হই, তেমনি চিরন্তন সত্য, পরিস্থিতিগত সত্য আবির্ভূত হয় এবং সেই অনুযায়ী মূল্যায়নও করা হয়। এই দুটি সত্যই প্রকৃতিতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয় এবং ব্যক্তিদের মধ্যে বিশ্বাস হিসাবে আবির্ভূত হয়। যারা বিশ্বাস করে, তারা বলতে পারে যে পৃথিবী সমতল এবং যারা সত্য পরীক্ষা করে দেখেছে এবং স্বাদ পেয়েছে তারা বলবে যে পৃথিবী গোলাকার এবং শক্তির উৎসের চারপাশে ঘোরে। "স্বাদ বিশ্বাস তৈরি করে," হয়তো, ভবিষ্যতে আমরা কোনও বিশ্বাস অনুসারে নয় বরং পরীক্ষা এবং স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে সৃষ্ট আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে কাজ করতে চাই। **

31. আদর্শ এবং মতাদর্শ

ক) খুব কম লোকই বলে যে আদর্শগুলি আইডলের অন্তর্গত, আবার কেউ বলে যে আদর্শগুলি আইডলের মতোই সম্মানিত। খুব কম লোকই বলে যে আদর্শগুলি স্থির, এবং পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল বিশ্বে একই থাকে, আবার কেউ কেউ বলে যে মৌলিক আদর্শ সর্বদা এবং সময়ে একই থাকে তবে এর প্রকাশ সময় এবং স্থানের রঙ বহন করে।

খ). ধারণা– শক্তির একটি বুদবুদ, অথবা কিছু মানুষের মস্তিষ্কে একটি আণবিক ব্যাঘাত যাকে তারা সৃজনশীলতা বলে। ধারণা বা সৃজনশীলতা যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে আদর্শে পৌঁছানোর জন্য শক্তির প্রবাহকে আকর্ষণ করে। আদর্শের দিকে যাত্রায় ধারণাকে বিভিন্ন ধরণের আবহাওয়া এবং ত্বক, ঋতু এবং যুক্তি, উত্তেজনা এবং হতাশা, খেলা এবং আনন্দের মুখোমুখি হতে হতে পারে অথবা ধারণাটি প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তার উপর নির্ভর করে এটি মসৃণভাবে চলতে পারে। আদর্শে, একটি ধারণা আদর্শে ডুবে যাওয়ার কথা, কিন্তু আদর্শেও যদি কেউ এখনও ধারণার সাথে লেগে থাকে, তবে এটি পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়। একবার পিছনে ঠেলে দেওয়া হলে এটি স্পষ্ট যে পুরো যাত্রাটি আবার শুরু করতে হবে। তার পুনর্যাত্রার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে অন্য একটি ধারা তাকে অতিক্রম করে এবং এটি প্রয়োজনীয় শক্তি এবং প্রবাহ হারাতে পারে। আদর্শে যেখানে প্রতিটি ধারা ডুবে যায়, সেখানে সমস্ত ধারণা আদর্শে যথাযথ এবং সমান সম্মান পাওয়ার যোগ্য, অন্যথায় একটি ধারণাকে আদর্শ বলা যেতে পারে কীভাবে?

গ) যেকোনো মতাদর্শের সাফল্যের সীমা নির্ভর করে মতাদর্শের বিস্তৃতির উপর। যদি কেউ পশ্চাদপদ, অগ্রসরমান, অঞ্চল বা ধর্মের মতাদর্শ তৈরি করে, তাহলে তার সাফল্যের সীমা নির্ভর করে সেই গোষ্ঠীর সম্মিলিত শক্তির উপর। আশ্চর্যজনকভাবে, এই ধরনের গোষ্ঠীর নেতারা যখন শাসনের পদে উন্নীত হন, তখন তারা নিজেদেরকে খুব বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেন, কারণ শাসনব্যবস্থায় তাদের প্রতিপক্ষের সাথে ঠিক একইভাবে আচরণ করতে হয় যেমন তাদের দলের যে কোনও সদস্য তাদের উচ্চতর করেছে।

দ্বন্দ্ব এতটাই তীব্র যে অনেকেই চোখ ফিরিয়ে নেয় এবং রুটিন অনুসরণ করতে শুরু করে, অন্যরা যারা কেবল তাদের দলের কথা চিন্তা করে তারা ধর্মঘট, অস্থিরতা এবং প্রতিবাদের কারণ হয় এবং ব্যবস্থার কিছু অংশে, অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা এবং সামগ্রিক ভাবমূর্তির সমস্যায় হতাশা এবং অসহায়ত্বের জন্ম দিতে পারে, এবং যারা বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে, তারা তাদের দলের সমর্থন হারানোর ভয় পায় এবং এই ভয়ের সাথে তারা শেষ পর্যন্ত হেরে যায়।

জ্ঞান বলে– যদি কেউ "আইডিওলজি" শব্দটির প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে কেবল সেই আইডিওলজিই একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনেতিক (রাজনৈতিক) দলকে ক্ষমতায় বসাতে পারে এবং পরবর্তীতে এটিকে ক্ষমতায় রাখতে পারে, তাহলে তা কেবল সর্বাত্মক ধর্ম-নির্পেক্ষ, জাতীয় পর্যায়ে আত্তীকরণমূলক এবং সমন্বিত এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভূতি হতে পারে। যেহেতু একটি দেশ সকল দেশবাসীর, তাই শাসনব্যবস্থায় সকল দেশবাসীর সম্মিলিত কল্যাণই কেবল আইডিওলজি এবং আদর্শ হতে পারে। আমাদের নিজস্ব পথপ্রদর্শক, সমালোচক, বিবেক রক্ষক এবং আদর্শ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। **

32. ইতিহাস ও ভূগোল

বলা হয়ে থাকে যে, যাদের ইতিহাস ভালো তাদের ভূগোল ভালো নয়, এবং যাদের ভূগোল ভালো তাদের ইতিহাস ভালো নয়, তাছাড়া যাদের ইতিহাস এবং ভূগোল উভয়ই ভালো নয় তারা হতাশ এবং যাদের ইতিহাস এবং ভূগোল উভয়ই ভালো, তারা সকলের কাছে সম্মানিত।

ঊ: যদি আমরা গত ছয়-সাত হাজার বছরের ইতিহাস দেখি, তাহলে আমরা একটি ছোট গ্রাম রাজ্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারব, তারপর গ্রাম রাজ্যের গুচ্ছ, তারপর নদী রাজ্য, তারপর নগর রাজ্য, তারপর নগর রাষ্ট্রের গুচ্ছ। যদিও প্রতিটি রাজ্য যুদ্ধ করেছে এবং তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে তাদের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য, কিন্তু বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক রাষ্ট্র প্রদানের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে।
আর এখন, কোনও দেশই এটা বলতে পারে না যে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, যদি একটি উৎপাদন করে তবে অন্যটি বাজার সরবরাহ করে, এবং যদি উৎপাদকদের সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে বাজার সহায়তা এবং নির্দেশনা প্রদান করে। নব্য-বিশ্বায়নের জন্য ভৌগোলিক ইতিহাস এভাবেই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ঘটছে। আমরা এই সত্যকে শান্তভাবে গ্রহণ করি এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ/রামের পথে এগিয়ে যাব।

খ. ইতিহাস রহস্য এবং ভূগোল বাস্তব, ইতিহাস অতীত এবং ভূগোল বর্তমান, ইতিহাস থেকে মানুষ যা শিখেছে তা হল "মানুষ কখনও ইতিহাস থেকে শেখেনি, এবং অনেকেই বলে যে "ইতিহাস নিজেই পুনরাবৃত্তি করে"। সমস্ত নবজাতক তাদের মস্তিষ্কে সমগ্র অতীত বহন করে এবং তারা তার মা এবং বাবার কাঁধে বসে পৃথিবীকে দেখে এবং তাই তাদের পিতামাতার চেয়েও বেশি দূরে দেখে। সমস্ত তরুণ ভূগোল দেখে/দেখে এবং এর আচরণ, মনোভাব, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য থেকে শেখে এবং ভূগোলের শক্তি এবং সামঞ্জস্য থেকে শেখে। দুঃখ বা সুখ একটি ঘূর্ণায়মান (গতিশীল) বিশ্বের মধ্যে কম্পনের ছন্দ এবং এর বিচলিত (স্থির) উপর নির্ভর করে।

গ. অগ্রগামী শ্রেণীগুলি কখনও ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামায় না এবং সর্বদা ভূগোল এবং ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত থাকে। পশ্চাদগামী শ্রেণীগুলি মূল অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে, মনে করে যে যাদের ইতিহাস পুরানো তারা কেবল উপরে উঠতে পারে; এবং তারা ইতিহাস লেখা এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় নিজেদের ব্যস্ত রাখে। যদি কোনও দেশ এমন কাজ করে, তবে নিরাপদে বলা যেতে পারে যে তাদের পতন শুরু হয়েছে, তারা ভুলে যায় যে যাদের শিকড় গভীর, তারা কেবল উপরেই যেতে পারে।

ভারত এটা বোঝে এবং ইতিহাস নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় না। একমাত্র জিনিসটি নিয়েই তারা মাথা ঘামায়, কোনটি অপরিহার্য এবং কোনটি অপরিহার্য। যেহেতু এই জিনিসগুলি

আমাদের রক্তে মিশে আছে, তাই আমরা রামের দাদা (নানা) কে এবং তার প্রপৌত্র কারা ছিলেন তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাই না। এমনকি তারা রামের ব্যাপারেও খুব বেশি মাথা ঘামায় না, কেবল তারা কী কী প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়েছে তা নিয়েই মাথা ঘামায়, এমনকি তারা সন্দেহ করে যে কোনও নির্দিষ্ট কাজ রাম, কৃষ্ণ, গণেশ ইত্যাদি দ্বারা করা হয়েছিল কিনা।

ঘ. আমরা যদি ইতিহাসের বইগুলো দেখি, তাহলে আমরা কৃষ্ণ, রাম, শিব, বুদ্ধ, মহাবীর, লাও-ৎজু, পাইগম্বর সাহেব এবং যীশুর নাম খুব একটা খুঁজে পাব না, এমনকি যদি থাকেও, তবে তা কেবল একটি পাদটীকা। আমরা ইতিহাস লেখকদের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করতে পারি যে এই ব্যক্তিত্বরাও ঐতিহাসিক হয়ে ওঠেনি। আমরা এখনও তাদের শিশু বা সবচেয়ে ছোট [কখনও বৃদ্ধ হয়নি] চিত্রিত করি। এটি বুঝতে পেরে, ভারতের পক্ষে অপরিণত (ইতিহাস লেখকের দেশ) সাথে প্রতিযোগিতা করা এবং ইতিহাস লেখা ভালো নয়,

ঙ. যখন পৃথিবী এগিয়ে যায় এবং যখন সম্মুখ দৃষ্টি এবং পশ্চাদমুখী অভিজ্ঞতার একীকরণের প্রয়োজন হয়, তখন ইতিহাসপ্রেমী এবং বৃদ্ধরা পিছনে ফিরে তাকান এবং গৌরবময় অতীতের স্তব উচ্চারণ করেন এবং তাদের কোষে আনন্দিত বোধ করেন এবং অনুভব করেন যে তারাই নেতা (স্বঘোষিত) এবং একটি স্বয়ংক্রিয় উজ্জ্বল ভবিষ্যত পেতে পারেন।

যারা এর ভূগোলের যত্ন নেন, সম্ভাব্য বিপদের দিকে নজর রাখেন/দেখেন, শাসনব্যবস্থা প্রস্তুত করেন এবং এমনকি অজানা বিপদের প্রস্তুতির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন, এবং সেইজন্য ভূগোল প্রেমী হিসেবে, দীর্ঘমেয়াদে তারা এর ভৌগোলিক অঞ্চল সম্প্রসারণে অগত্যা অনুভব নাও করতে পারেন এবং সন্তুষ্ট বোধ করেন কিন্তু এর ভূগোলের প্রতি সতর্ক থাকেন। ভূগোল প্রেমীরা বোঝেন যে এর আকৃতি বজায় রাখার চেয়ে সম্প্রসারণ করা সহজ। আমাদের ভূগোলকে সঠিক করার জন্য, সন্তুষ্ট বোধ করতে এবং সতর্কতার সাথে এবং উদ্যমীভাবে এটি বজায় রাখার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে।

(চ) উপরে আরও বলা হল: **১.** ভারতের বিশাল ভূগোল এবং এর ভূগোলের বিশালতা এবং অনন্যতা নিয়ে আমরা গর্বিত। ভূগোল তার বিশালতা, এর বিশাল ভূ-প্রকৃতি এবং অনন্য ভূমি গঠনের উপর ভিত্তি করে স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত বিষয়গুলি পড়াতে হবে। শিল্প উন্নয়ন বা বাইরের কোনও দেশের প্রলোভন সত্ত্বেও প্রকৃতির প্রাকৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে এবং বজায় রাখতে হবে, চাপ তো দূরের কথা।

২. দেশকে তার প্রাকৃতিক ভূগোল সংশোধনের জন্য আলোচনা এবং সংলাপকে উৎসাহিত করতে হবে। বহিরাগত উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে জাগ্রত নিরাপত্তাকে অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যে গ্রহণ

করতে হবে। শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠদের আধাসামরিক ও প্রতিরক্ষা শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

৩. স্বাধীনতায় জন্ম নেওয়া প্রতিটি নতুন প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেওয়ার বিষয় এটি নয় যে, সেই দেশটি কারো দ্বারা শাসিত ছিল, অথবা ভারত ও চীনের সময় আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম যাযাবর ছিল এবং তাই পনের বছর বয়স পর্যন্ত এই ইতিহাস শেখানোর প্রয়োজন নেই, পরবর্তীতে জাতীয় ও বিশ্ব ইতিহাসের সংমিশ্রণে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় হিসেবে এটি পড়াতে হবে। ইতিহাসের বর্তমান পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করে স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞানের একটি বিষয় হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। স্কুলগুলিতে ধর্ম, যুক্তি, নীতি এবং নীতিশাস্ত্রের একটি পৃথক বিষয় যুক্ত করা প্রয়োজন। শক্তিশালী সংস্কৃতির প্রসারের জন্য পাঠ্যপুস্তকে কী অপরিহার্য, কেন অপরিহার্য এবং কতটা অপরিহার্য তা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৪. যারা ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চান তাদের কলেজে স্নাতক স্তরে পড়াতে হবে, স্নাতকোত্তর স্তরে অন্যান্য দেশের ইতিহাস, ইতিহাসকে একটি বিষয় হিসেবে কোনও উচ্চপদস্থ পদের (প্রশাসনিক পরিষেবা বা অন্যান্য) অংশ হতে হবে না, এবং কেবল সাধারণ অধ্যয়নের অংশ হতে হবে। ইতিহাসকে নৃবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের সাথে একত্রিত করতে হবে। ইতিহাস লেখকদের ভারতের অনেক ভুল নাম সংশোধন করতে হবে, পশ্চিমের ইতিহাসের সাথে এবং এর বিপরীতে। ভারতকে সচেতনভাবে এগিয়ে যেতে হবে এবং তার ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য গর্ব করতে হবে, এবং অগত্যা তার নতুনদের উপর ঐতিহাসিক বড়-বড় জিনিসের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়, বলা হয় যে বড় গাছের কাছে ফসল জন্মায় না। **

33. আধুনিকীকরণ এবং ঐতিহ্য

(ক) নতুন যেকোনো জিনিসকে আধুনিক বলা হয় এবং যখন কেউ এই আধুনিক জিনিসের সাথে ব্যবসা চালিয়ে যায়, তখন তা ঐতিহ্যে পরিণত হয়। একই জিনিসের কমবেশি তিন প্রজন্মেরও বেশি সময় ধরে একইভাবে ব্যবসা করা ঐতিহ্যে পরিণত হয়।

একই স্থানের বা অন্য স্থানের (ধর্ম এবং আঞ্চলিক রীতিনীতি) অন্যান্য বাণিজ্যের মাধ্যমে উপরোক্ত বাণিজ্যে যে কোনও সংযম আধুনিক হয়ে ওঠে এবং এই নতুন আবিষ্কৃত বৈচিত্র্যের অনুশীলনকে আধুনিকীকরণ বলা হয়। ধর্ম এবং আঞ্চলিক ঐতিহ্যের মিশ্রণের পাশাপাশি, আধুনিকীকরণ তখনও ঘটে যখন প্রকৃতি পেট্রোলিয়াম জ্বালানি, বিদ্যুৎ উৎপাদন বা তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বেতার সংক্রমণের মতো নতুন জিনিস সরবরাহ করে।

এই আধুনিকীকরণে সমগ্র অঞ্চল এবং সমস্ত ধর্ম এই নতুন আবিষ্কৃত রূপগুলির দ্বারা পরিবর্তিত হয়। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশের সাথে সাথে, কমপক্ষে তিন প্রজন্ম ধরে ঐতিহ্যে পরিণত হওয়া বাণিজ্য এখন ব্যাপক এবং দ্রুত বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযোগের সাথে বার্ষিক পরিবর্তন পাচ্ছে।

(খ) আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে চাই:

১. সাধারণত সকল নতুন/তরুণের মধ্যেই প্রচুর গতিশক্তি থাকে এবং তাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে হয়, যেখানে পুরাতনের প্রচুর সম্ভাব্য শক্তি থাকে এবং তাই এটি নতুনকে স্থানান্তরিত করতে বা স্থির হতে দেয়। দেখা যাচ্ছে যে, 'পুরাতন সর্বদা সোনার এবং নতুন সর্বদা সাহসী নয়', আমাদের উভয়কেই আমাদের যত্ন সহকারে নিতে হবে।

২. আমাদের বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণকে সুসংগতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রচারের জন্য সময়-পরীক্ষিত সংস্কৃতিগুলিকে সমর্থন করতে হবে। মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নতুন আগতদের পাশাপাশি বিদ্যমান বাণিজ্য পদ্ধতিগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আমাদের জ্ঞানী ব্যক্তিদের একটি সমাজ গঠন করতে হবে। **

34. সিঙ্ক্রোনিসিটি

'জং'-এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি বন্ধ ঘরে দুটি পেন্ডুলাম ঘড়ি একই সময় (ঘন্টা, মিনিট) দেখায় এবং যদি বিঘ্নিত হয় তবে একই সময় দেখানোর জন্য পুনরায় সমন্বয় করে। আরও দেখা গেছে যে ছোট ঘড়িটি সর্বদা সমন্বয় করে, যেখানে পুনর্বিন্যাসের সময় ব্যবধানটি বিঘ্নিত হওয়ার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

একই রকম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বন্ধ ঘরে বাদ্যযন্ত্র, যেমন গিটার, সেতার, ইত্যাদিতে যেগুলো বাজালে অপ্রচলিত তারটিও একইভাবে কম্পিত হয়। বৈদ্যুতিক উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতেও একই রকম ঘটনা ঘটে, প্রতিটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি অনুসরণ করে। একইভাবে, প্রকৃতিতে, আমরা শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি ইত্যাদিতে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য করি, বিপরীতে নয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, অত্যন্ত উজ্জীবিত মানুষদের কম্পন সাধারণ জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের উজ্জীবিত গুরুদের চলাচল, আচরণ, মনোভাব এবং কাজকর্ম; নেতারা উদাহরণ স্থাপন করেন এবং জনসাধারণের জন্য ব্যবস্থা তৈরি করেন। এক অর্থে উক্তিটি '(अंधेर नगरी , चौपट राजा , यथा राजा तथा प्रजा ', অন্ধের নগরী, চোপট রাজা, এবং যথ রাজা তথা প্রজা')- "অন্ধ নগর আশাহীন রাজা" এবং "রাজা যেমন প্রজা তেমনি"ও সমলয়ের নীতি দ্বারা ন্যায়সঙ্গত হয়।

অতএব, সিস্টেমগুলি কেবল সেই ব্যক্তিদের দ্বারাই ভেঙে ফেলা যেতে পারে যাদের সিস্টেমের চেয়ে উচ্চতর শক্তির স্তর রয়েছে, যা সর্বদা সর্বশক্তিমানের দ্বারা তার নির্বাচিত ব্যক্তির প্রতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত বলে মনে হয়। বলা হয় যে এই ধরণের লোকেরা তাদের নির্দোষতা, তাৎক্ষণিকতা, সরলতা, দৃঢ়তার পাশাপাশি তাদের প্রেমময় এবং যত্নশীল কাজের ধরণ দ্বারা স্বীকৃত হয়। **

35. উপাসনালয় – মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার ইত্যাদি।

(ক) যদি তুমি কোন মানুষ বা সম্প্রদায়কে ভাঙতে চাও, তাহলে তাদের বিশ্বাস ভেঙে দাও, এবং তা করার সর্বোত্তম উপায় হল তাদের বিশ্বাস (ধর্মীয়) কেন্দ্রগুলি – মন্দির, মসজিদ এবং গির্জা ইত্যাদি ভেঙে ফেলা অথবা তাদের বিলুপ্ত/নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। আর যদি তুমি কোন মানবজাতি বা সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে চাও, তাহলে তাদের বিশ্বাস (ধর্মীয়) কেন্দ্রগুলি তৈরি করো এবং তাদের সক্রিয় ও কার্যকরী করে তুলো, অথবা যদি কোন কারণে ভেঙে পড়ে, তাহলে তাদের ধর্মীয় কেন্দ্র পুনর্গঠন এবং পুনরুদ্ধার/পুনরুজ্জীবিত করো।

মন্দিরগুলি হল মানুষের সর্বোচ্চ স্তরের সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ এবং আরও অনুসন্ধান এবং অভিব্যক্তির দরজা। উপাসনালয়ের নির্মাণকাজটি পদ্মাসনে বসে থাকা নারীদের ভঙ্গি অনুসরণ করে, যেখানে এর কেন্দ্রে দেবতা (মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর মতো) অবস্থান করেন।

(খ). একটি মন্দির/মসজিদের (প্রার্থনা স্থান) অবস্থা তার ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী বা দেশের সামগ্রিক অবস্থা নির্দেশ করে। যদি উপাসনালয়ের অবস্থা নোংরা এবং জরাজীর্ণ হয়, তাহলে সেই গোষ্ঠী, সমাজের অবস্থাও তাই হবে এবং যদি মন্দির/মসজিদ/গুরুদ্বারের অবস্থা সাদৃশ্য, ছন্দ, সমন্বয় এবং উজ্জীবিত হয়, তাহলে সেই গোষ্ঠীর এবং সেই স্থানে আগত দর্শনার্থীদের অবস্থাও ভালো হবে। এই উভয়ই পরস্পর নির্ভরশীল এবং সরাসরি সমানুপাতিক অর্থাৎ যদি সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি হয়, অথবা যদি উপাসনালয়ের অবস্থার উন্নতি হয় তবে অন্যটির অবস্থারও উন্নতি হবে। ওয়াইজম্যান আমাদের দেশ এবং সমাজের অবস্থার উন্নতির জন্য সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ নিতে বলেন অর্থাৎ উপাসনালয়ের অবস্থার উন্নতি করতে।

(গ) তথাকথিত কল্যাণ রাষ্ট্রের সরকারি অফিসগুলি, যারা বিশ্বজুড়ে তার জনগণকে খাদ্য, দর্শনার্থীদের আশ্রয়, ব্যায়াম, সঙ্গীত, গো-শালা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতার মতো মৌলিক পরিষেবা প্রদানে চরমভাবে ব্যর্থ, তাদের পরিবর্তে, জনগণ/সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
আমাদের (সমাজ এবং সরকার) উপাসনালয়কে উৎসাহিত করতে হবে যাতে পক্ষশালা, পাঠশালা, ধর্মশালা, ব্যায়ামশালা, আরোগ্যশালা, সৈনিকশালা, সঙ্গীতশালা, গোশালা, সন্ন্যাস-আশ্রম এবং ব্রহ্মচর্য আশ্রম (অন্নভোগ, শিক্ষা, দর্শনার্থীদের আশ্রয়স্থল, জিমন্যাসিয়াম, স্বাস্থ্যকেন্দ্র , প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ, সঙ্গীত-কেন্দ্র এবং গো-আশ্রয়স্থল এবং সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচার্য আশ্রমে থাকা মানুষের থাকার স্থান) কোনও বৈষম্য ছাড়াই এবং সম্পূর্ণ ধর্ম-নির্পেক্ষভাবে দায়িত্ব যোগ করা যায়। এই দৃষ্টান্তটি দেখলে এটা স্পষ্ট যে সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ স্থানে উপাসনালয় কেবল সমগ্র সমাজের হতে পারে অর্থাৎ এটি

কোনও ব্যক্তি বা পরিবার বা একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের হতে পারে না এবং রাষ্ট্র/সরকারেরও হতে পারে না।

গত কয়েকশ বছরে, কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা এবং প্রচার সমাজকে একপাশে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং এর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে) কিছু কর্মকাণ্ড/আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া যেকোনো বা সমস্ত সামাজিক কার্যকলাপ করার জন্য বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এই এনজিওগুলি (বেসরকারি সংস্থা), যাকে দেখানোর জন্য চালু করা হয়েছিল, বাস্তব কার্যক্রমের চেয়ে সাদা-কলার অর্থের কারসাজিতে বেশি জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এনজিওগুলি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে সমস্ত এনজিওগুলিকে স্ক্রিন করা, সেন্সর করা এবং প্রয়োজনে বন্ধ করা প্রয়োজন। এনজিও, ট্রাস্ট, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদিতে আরও বিদেশী অনুদান (আগত এবং বহির্গত) কেবল জাতীয় সরকারের মাধ্যমেই হতে হবে যাতে স্থানীয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা যায়।

(ঘ) এই কার্যক্রমকে সুবিন্যস্ত করার জন্য, অযোধ্যা-ভারতকে এমন একটি স্থান হিসেবে দেখা হচ্ছে যেখানে প্রাণবন্ততা, গতিশীলতা এবং শক্তির স্তর রয়েছে, যা ধর্মীয় রাজধানী হতে পারে, সনাতন ধর্মের সকল শাখার (যেমন হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বুদ্ধ, ইহুদি ইত্যাদি) সকলের সকল ধরণের ধর্মীয় চাহিদা পূরণের জন্য এবং বিশ্বকে একটি জীবন্ত স্বর্গে রূপান্তরিত করার জন্য। হয়তো আগামী দিনে আমরা এটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এই দিকে আমাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করতে চাই।

তবে, যাদের কর্ম (কর্ম) পূজা, তাদের কর্মস্থল একটি মন্দির এবং যাদের ধ্যান পূজা, তাদের জন্য সর্বত্রই মন্দির। **

36. ব্যবস্থাপনা– প্রবন্ধ

(ক)। যদি কেউ নিজের কাজ নিজে করতে পারে, তাহলে এর মতো আর কিছুই নেই। কিন্তু একটি বৃহত্তর কাজের জন্য, প্রচুর পরিমাণে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, আমরা (সমাজ এবং সরকার) অন্যদের অবদান/সেবা গ্রহণ করতে চাই যাতে এটি সম্পন্ন হয়। অন্যদের অবদান/সেবা গ্রহণ করার সময়, যারা দায়িত্বে আছেন তারা নীচের মতো একটি বা অন্য নিয়ম অনুসরণ করার চেষ্টা করেন:
(ক) অন্যদের উৎসাহিত করা এবং তাদের সহায়তা করা, অথবা,
(খ) প্রয়োজনীয় ক্রমে লোক, যন্ত্র এবং উপকরণ সাজিয়ে, অথবা
(গ) মানুষ, যন্ত্র, অর্থ, উপাদান এবং বাজার পরিচালনা করে, অথবা
(ঘ) কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য মানুষ, যন্ত্র, অর্থ, উপাদান এবং বিপণন পরিচালনা করে।

যদি আমরা উপরের চারটি বিভাগকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে প্রথম বিভাগটি এমন একজন প্রকৃত নেতার অন্তর্গত যার হৃদয় ও উদ্দেশ্যের উদারতা রয়েছে, যিনি ফলাফলের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চান।
দ্বিতীয় শ্রেণীটি সেই ব্যক্তির অন্তর্গত যিনি ফলাফলের জন্য ব্যক্তি এবং জিনিসপত্র সাজিয়ে থাকেন এবং তাকে অ্যারেঞ্জার বা সুবিধা প্রদানকারী বা প্রবন্ধক বলা হয়।
তৃতীয় শ্রেণী হল ম্যানেজার, যিনি কেবল জিনিসপত্র, জিনিসপত্র এবং ব্যক্তি পরিচালনা করেন। যেহেতু এই ম্যানেজাররা আবার পরিচালিত হচ্ছে, তাই ম্যানেজারের লক্ষ্য হলো যেকোনোভাবে বা যেকোনোভাবে কাজটি শেষ করা।
চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রশাসক, যিনি প্রশাসনের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেন। যেহেতু এই শ্রেণীগুলিও শৃঙ্খলা পায়, তাই আত্ম-দাসত্ব এবং এর প্রচার কেবল এই শ্রেণী থেকেই আসে।

(খ) আমরা, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য সমাজ/সরকার তখনই আস্থা অর্জন করি যখন সাধারণ পরিষেবা/বিষয়গুলি সমাজের/সরকারের হয়, কোনও ব্যক্তির নয়। সন্দেহ তখনই তৈরি হয় যখন জিনিসগুলি বিদেশী হয় এবং যখন জিনিসগুলি বহুজাতিক এবং সন্দেহজনক স্তরের হয় তখন আরও বেড়ে যায়। অন্যদিকে আতঙ্ক শুরু হয় যখন সরকারী নিয়মগুলি একটি সাকশন পাম্পের মতো কাজ করে যা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে এবং তা ধনী ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেয় অর্থাৎ ধনীদের দ্বারা এবং ধনীদের জন্য সমাজ/সরকার, অথবা সরকারী কর্মচারীর দ্বারা এবং সরকারী কর্মচারীর জন্য সমাজ/সরকার।

ব্যক্তিগতভাবে; আমরা চাই যে ঘরে ঘরে ভাণ্ডার পূর্ণ হোক এবং সম্মিলিতভাবে আমরা চাই যে সমাজ/সরকারের ভাণ্ডার পূর্ণ হোক। ঘরে ঘরে ভাণ্ডার ব্যক্তিদের নিরাপত্তা এবং আত্মবিশ্বাস প্রদান করে এবং সমাজ/সরকারের ভাণ্ডার সমাজকে নিরাপত্তা এবং আস্থা

প্রদান করে। বিলগ্নিকরণ স্বল্পমেয়াদে পাগলামি এবং দীর্ঘমেয়াদে আত্মঘাতী (এমনকি সেই শিল্প পরিবারের জন্যও যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং মালিকানা অর্জন করে)।

(গ) আমরা বাড়িতে পরিবারকে ফলপ্রসূ কাজের সাথে যুক্ত করতে উৎসাহিত করি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সময় এবং অর্থ বিনিয়োগ করি। সরকার সম্মিলিতভাবে এই কাজগুলি করে এবং সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সময় এবং অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়।
আমরা যখন ঘরে কোনও কাজে নিযুক্ত থাকি, তখন প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা এবং সামর্থ্য অনুসারে কাজ গ্রহণ করি বা অর্পিত কাজ পাই এবং পরিবারের ট্রাস্টি পর্যায়ে প্রতিদান পাই, সমাজ/সরকারে (বৃহৎ পরিবার) একই কাজ করা দরকার, অংশগ্রহণকারীরা ট্রাস্টি এবং কেবল অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত বা পরিচালিত কর্মচারী নন।

(ঘ) <u>নিম্নলিখিতটি আরও জমা দেওয়া হল</u> :

১). ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের ধারণার শক্তি হলো প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় এই ধরনের ব্যক্তিকে শুভকামনা ও সহায়তা প্রদান উন্নয়নের চাবিকাঠি ছিল/হয়, দেশের প্রবৃদ্ধির জন্য তা কেড়ে নেওয়া ছিল কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার চাবিকাঠি, ব্যক্তিগত ধারণা গ্রহণে সহায়তা প্রদান, কোম্পানির নামে পেটেন্ট করা এবং তথাকথিত উন্মুক্ত বাজার ও মুক্ত প্রতিযোগিতায় পণ্য প্রচার ছিল নতুন ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের সর্বশেষ কিন্তু ব্যর্থ শাসনব্যবস্থার চাবিকাঠি।
অনেক গণতান্ত্রিক দেশে, যখন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পরিকল্পনা করা হত, তখন সরকারি খাতের লক্ষ্য ছিল সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা, কর্মসংস্থান তৈরি করা, কারণ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পরিষেবার মান, দক্ষতা এবং প্রভিডেন্স লক্ষ্য ছিল না, এবং তাই এটি ব্যর্থ হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ/সরকারে প্রবৃদ্ধি তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন একজন ব্যক্তি উদ্যোক্তার ধারণা, কল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ এবং সরকার দ্বারা সমর্থিত এবং গ্রহণযোগ্য হবে যাতে বৃহত্তর মানবজাতির কল্যাণ হয়। সমন্বিত এবং সুরেলা বৃদ্ধি তখনই ঘটবে যখন পুরো শরীর পূর্ণ সম্মান এবং তার প্রাপ্য অংশ পাবে, কেবল মাথা নয়।
২) বর্তমান পকেটভুক্ত উন্নয়নের পরিবর্তে সার্বিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা-প্রবন্ধ ব্যবস্থাকে প্রমাণ, সংজ্ঞায়িত, সূচনা এবং তারপর বজায় রাখার জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যদিও কঠোরতা সঠিক ভিত্তি প্রদান করে কিন্তু কঠোর হওয়া মৃতদের জন্য, নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণে প্রাণবন্ততা, প্রাণবন্ততা এবং গতিশীলতা সবচেয়ে বেশি প্রদান করে যখন এগুলি বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি পায়। অন্যদের আসার এবং আমাদের বাইরে যাওয়ার জন্য, কাকে স্বাগত জানাতে হবে এবং কোথায় যেতে হবে, কোন বিদেশীকে স্বাগত জানাতে হবে এবং কোন বিদেশী দেশে ভ্রমণ করতে হবে, বাণিজ্য গ্রহণ করতে হবে, অন্যান্য চুক্তি করতে হবে বা ভিন্নমত পোষণ করতে হবে, যার জন্য আমাদের মাথা এবং হৃদয় সর্বোত্তম নির্দেশনা প্রদান করে।

ভারতে আমরা বলি দর্শন (দর্শন), যার অর্থ দেখা, এবং আমরা এমন ব্যক্তিকে বলি যিনি দেখেছেন (জার্মান ভাষায় এর সমান শব্দ ফিলোসিয়া)। উপনিষদ, জেন, তাও, কাবালা হল দ্রষ্টার অভিব্যক্তি এবং তাদের সর্বোচ্চ বিচক্ষণতা রয়েছে এবং এগুলি পবিত্র, যা একভাবে মানবজাতিকে সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনার জন্য ঋষি-দ্রষ্টার আশীর্বাদ পেতে এবং যদি না হয়, অন্তত নিজের স্বাস্থ্য এবং সুখের জন্য নির্দেশিত হতে পরামর্শ দেয়।

(৩)। ব্যস্ততা – শরীর সুস্থ থাকার জন্য যেকোনো কাজে ব্যস্ত থাকা অপরিহার্য এবং যখন স্বাধীনতা এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য সবচেয়ে বেশি থাকে তখন এটি সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করে। ব্যস্ত থাকা মানে ব্যবসায় থাকা, ব্যস্ত থাকাই সঠিক কিন্তু সর্বদা ব্যবসায় থাকা ঠিক নয়, বিশ্রাম প্রয়োজন। যারা নিজেদের ব্যবসায়ী পুরুষ/মহিলা বলে তাদের আমরা প্রশংসা করতে পারি; চাপ, ক্লান্তি তাদের ঘিরে ধরে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে এবং তারপর তাদের মুখ এবং শরীরের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

বিভ্রান্ত সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য শীর্ষে থাকবে, সেবা দ্বিতীয় স্থানে থাকবে, কৃষিকাজ তৃতীয় স্থানে থাকবে এবং ভিক্ষা চতুর্থ ও শেষ অবলম্বন। যে সমাজ পতনের দিকে যেতে শুরু করে, সে এই অবস্থায় থাকে এবং কিছুটা এইরকমই থাকে, কিন্তু সমাজের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে, ভিক্ষার মতো, সেবা দ্বিতীয় স্থানে, বাণিজ্য (ব্যবসা) নিম্ন স্তরে এবং কৃষিকাজ শেষ অবলম্বন। প্রাচীন ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন যে, অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত: "সর্বোত্তম হলো কৃষিকাজ, মধ্যম হলো বাণিজ্য (ব্যবসা), নিম্ন হলো সেবা (দাসত্ব) এবং শেষ অবলম্বন হিসেবে ভিক্ষা"।

(৪)। বলা হয়, যদি তুমি কোন মানুষ বা সম্প্রদায়কে ভাঙতে চাও, তাহলে তাদের বিশ্বাস ভেঙে দাও, এবং তা করার সর্বোত্তম উপায় হল তাদের বিশ্বাস কেন্দ্রগুলিকে ভেঙে ফেলা অথবা তাদের অচল/নিষ্ক্রিয় করে তোলা। আর যদি আমরা কোন মানুষ বা সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই, তাহলে তাদের বিশ্বাস কেন্দ্রগুলিকে সক্রিয় এবং কার্যকরী করে তুলো অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় কেন্দ্র পুনর্গঠন করো। ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে (বিশ্বাস/ধর্মীয় কেন্দ্র) সর্বোচ্চ স্তরের অভিব্যক্তির প্রকাশ এবং মানুষের সবচেয়ে সুন্দর অভিব্যক্তি বলা যেতে পারে এবং এটি আরও অনুসন্ধান এবং অভিব্যক্তির দরজাও।

সমাজের ধর্মীয় কেন্দ্রের অবস্থা তার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অবস্থা নির্দেশ করে। যদি উপাসনালয়ের অবস্থা নোংরা এবং জরাজীর্ণ হয়, তাহলে সেই সমাজের অবস্থাও একই রকম হবে। যদি ধর্মীয় কেন্দ্রের অবস্থা সামঞ্জস্য, ছন্দ, সমন্বয় এবং উজ্জীবিত হয়, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে) ছাড়াও এর দর্শনার্থীদের অবস্থাও ভালো হবে এবং একইভাবে তাদের একটি ভালো পথ দেখাবে। এই উভয়ই পরস্পর নির্ভরশীল এবং সরাসরি সমানুপাতিক অর্থাৎ যদি সম্প্রদায়ের অবস্থার

উন্নতি হয়, অথবা যদি উপাসনালয়ের অবস্থার উন্নতি হয় তবে অন্যটির অবস্থাও উন্নত হবে।

ওয়াইজম্যান আমাদেরকে ছোট পদক্ষেপ নিতে বলেন অর্থাৎ উপাসনালয়ের অবস্থা উন্নত করতে, দেশ ও সমাজের অবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নত হবে। যাদের কর্ম (কর্ম) উপাসনা, তাদের কর্মস্থল মন্দির, এবং যাদের ধ্যান তাদের জন্য সর্বত্র প্রার্থনা মন্দির। গর্ব তার সর্বোচ্চ স্তরে বৃদ্ধি পেয়ে জাগ্রত অবস্থায় থাকার পরে আনন্দ আসে।

(৫) দেখা গেছে যে পরিবার এবং সমাজ, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ধারাবাহিকভাবে একটি গোপন প্রক্রিয়ার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, যার সূত্রপাত প্রায় তিন হাজার বছর আগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সাফল্যের ধারাবাহিক বক্তৃতাবাজি দ্বারা শুরু হয়েছিল, তা সে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই হোক বা বস্তুগত/অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, " **নিজের মালিক হও, নিজের আলো হও" – এই ধরণের উপদেশ দিয়ে।** এই বক্তৃতা এখনও পর্যন্ত পরিবার এবং সমাজের সামষ্টিকতা এবং একতা নষ্ট করে দিয়েছে।

বলা হয়েছে যে: প্রার্থনা ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত স্থানে ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত, কাজ স্পষ্ট এবং নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রে করা উচিত এমনভাবে যেভাবে আমরা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বাড়িতে কাজ করি (যেখানে প্রত্যেকে তার/তার সামর্থ্য এবং সামর্থ্য অনুসারে অবদান রাখে এবং তার প্রয়োজন এবং প্রয়োজন অনুসারে অংশগ্রহণ করে) যেখানে পার্টি/উৎসব ঐচ্ছিক তবে অংশীদার এবং বন্ধুদের সাথে সর্বজনীন স্থানে করা উচিত।

হায়! আমরা যা দেখছি তা ঠিক বিপরীত, জনসাধারণের স্থানে ইউনিফর্ম পরে প্রার্থনা করা হচ্ছে, দাসের মতো অথবা যন্ত্রের মতো উদাসীন পরিবেশে কাজ করা হচ্ছে এবং পার্টি করা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে অথবা এমনভাবে করা হচ্ছে যেন কেউ নিজেকে আদর করছে অথবা সর্বোচ্চ ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর সাথে। এর ফলে পরিস্থিতি উল্টে-পালটে যাচ্ছে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে যার থেকে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার।

(৬)। আমাদের বর্তমান জ্ঞান যে সবাই চোর (তাই কঠোর ব্যবস্থা) থেকে কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে যে সবাই সৎ এবং (তাই হালকা ব্যবস্থা)। প্রথমটিতে লঙ্ঘনকারী (সৎ) পুরস্কৃত হয়, যেখানে দ্বিতীয়টিতে লঙ্ঘনকারী (চোর) শাস্তি পায় (তবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সৎদের শাস্তি দেওয়া হয় এবং চোর এবং কৌশলীরা পুরষ্কার এবং পুরষ্কার পেতে সক্ষম হয়)।

সরকারি চাকরিতে শতভাগ নিরাপত্তা, নিম্নস্তরের কর্মীদের বদলি না করা, ছোট পদের জন্য কোনও শাস্তি না থাকা, ন্যূনতম মজুরি এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমের জন্য কঠোর সময়সূচী ব্যবস্থাপনার উপর অযথা চাপ এবং চাপ সৃষ্টি করে। তবে, একজন অদক্ষ বা

অদক্ষ ব্যক্তিকে বহিষ্কার করার আগে একটি প্রত্যাখ্যাত, হতাশ, উদ্‌বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মী সেল/বিভাগে রাখতে হবে। এটি একজন ব্যক্তির উন্নতি বা বহিষ্কারের জন্য একটি গর্ভকালীন সময় প্রদান করবে এবং সংস্থাগুলি চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার হওয়ার আগে সেই ব্যক্তিকে পুনর্মূল্যায়ন করবে। শিল্প ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাহীদের জেলা প্রবন্ধনে স্থানান্তরকে উৎসাহিত করতে হবে, এবং বিপরীতভাবে প্রশাসক, অধ্যাপক এবং নির্বাহীদের কাজের চাপ এবং কার্টেল কমাতে হবে এবং ব্যক্তিদের তাদের নির্বাচিত এলাকায় তাদের সেরাটা দেওয়ার জন্য একটি সুযোগ/সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(৭)। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রবৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বের জন্য ভালো, ব্যক্তিদের জন্য ছোট খাত, যৌথ উদ্যোগের জন্য মাঝারি খাত এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের জন্য বৃহৎ খাত ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধি এবং গৌরবের মূল চাবিকাঠি হতে পারে। ছোট আকারে এবং বৃহত্তর আদর্শে অতিক্রান্ত প্রতিযোগিতা জীবন্ত স্বর্গকে বাস্তবে পরিণত করবে। ***

37. সবার জন্য খাদ্য

(অজগর সেবা করে না, পাখি কাজ করে না। 'দাস-মালুক' বলে যে রাম-সর্বশক্তিমান, যিনি সকলকে তা দেন।)

প্রকৃতি সর্বদা ভোক্তাদের চাহিদার চেয়ে বেশি খাবার দেয়/জোগান করে, প্রাকৃতিক বণ্টনে হস্তক্ষেপ করলেই একমাত্র সমস্যা শুরু হয়। দুর্ভিক্ষ খাদ্যের অভাবের কারণে নয় বরং খারাপ বণ্টনের কারণে ঘটেছিল। নিয়ন্ত্রণ প্রতিকূলতা বা প্রাচুর্যের ক্ষেত্রেও ভালো নয়, বরং এটি একটি শৃঙ্খলা, প্রতিকূলতায়, স্বাভাবিক সময়ে এবং প্রাচুর্যেও যা অনুশীলন করতে হবে।

যখন সমাজ সভ্যতার তুঙ্গে ছিল, তখন সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে কেবল মানুষই নয়, স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ও ধর্মীয় কেন্দ্রের আশেপাশে বসবাসকারী বা আসা সকল পাখি, প্রাণী, পিঁপড়া এবং মাছের জন্য সমস্ত মৌলিক চাহিদা অবাধে উপলব্ধি করার কথা বিবেচনা করা হত যাতে এলাকার কেউ খালি পেটে না ঘুমায়। হায়! এটি ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়েছিল। তাঁর পবিত্র নানকই খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং একটি ধর্মীয় উৎসবের মতো লুঙ্গার ধারণাটি শুরু করেছিলেন। এই ধর্মীয় উৎসবগুলি একদিকে খাদ্য নিরাপত্তার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং অন্যদিকে 'প্রভু'-এর কৃতিত্বে খাদ্যের গুরুত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করেছিল।

(১) সরকার পরিচালিত খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা উচিত এবং এটি বাতিল করা উচিত কারণ এই ব্যবস্থা দারিদ্র্য বজায় রাখা, প্রতারণা এবং অন্যান্য বৃহৎ আকারের অসদাচরণের মূল কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। গ্রাম, শহর, শহর এবং মহানগরীতে অভাবীদের খাদ্য সরবরাহের জন্য সমিতিগুলিকে লুঙ্গার আয়োজন করতে হবে।

খাদ্যপণ্যের আমদানি ও রপ্তানি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, দুর্যোগের জন্য তিন বছরের জন্য পর্যাপ্ত মজুদ রাখতে হবে এবং প্রয়োজনের সময় অন্যান্য জাতির জন্য অবদান রাখতে হবে, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিপন্ন করতে পারে এমন যেকোনো অসৎ মজুদ এবং হেরফের প্রতিরোধে সতর্ক থাকতে হবে এবং জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এই সবকিছুই প্রয়োজন।

(২)। শরীরের জন্য, খাদ্য হলো আমরা চোখ, কান, নাসিকা, স্পর্শ এবং মুখ থেকে যা গ্রহণ করি। মুখ থেকে আমরা যা গ্রহণ করি তা সাধারণত আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ খাবার খাই তার দশ শতাংশ। সুখী, সুস্থ এবং পবিত্র থাকার জন্য বলা হয় যে আমাদের খাদ্য - মোট খাদ্য - ভালো মানের হওয়া উচিত। যখন খাদ্য বিশুদ্ধ হয়, তখন এটি বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি করে যা ফলস্বরূপ স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে; এই বর্ধিত স্মৃতিশক্তি সকল অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা, বন্ধন, গোঁড়ামি এবং সীমানা থেকে মুক্তি দেয়।

তাই আসুন আমরা প্রার্থনা করি এবং অনুশীলন করি যে আমরা ভালো খাবার খাই এবং অন্যদের ভালো খাবার দেই যাতে আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সামগ্রিকভাবে সুখী, সুস্থ এবং পবিত্র থাকতে পারি। ***

38. পোশাক এবং ইউনিফর্ম

(ক) বিছানায়, বাথরুমে, একাকীত্বে বা একাকীত্বে কেউ কী পরবে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, তবে একই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ্যে প্রকাশ পেলে অবশ্যই মানুষ আপত্তি জানাতে পারে। যারা বাইরে জোর করে এই প্রবণতা অনুসরণ করে তারা খুবই করুণ এবং যারা এই প্রবণতা অনুসরণ করে তারা স্বেচ্ছায় আধ্যাত্মিকভাবে, যৌনভাবে অথবা ব্যঙ্গাত্মকভাবে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(খ) মানবজাতি বিভিন্ন কারণে পোশাক পরিধান করে সুরক্ষার জন্য, প্রজেক্ট করার জন্য, সংরক্ষণ করার জন্য অথবা প্রাপ্যতা এবং পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন মাত্রা এবং রঙে নিজেকে প্রদর্শন করার জন্য। রঙের পছন্দ মূলত সময় এবং স্থানের উপর নির্ভর করে। বলা হয় যে; উজ্জ্বল সাদা আলোতে সাতটি রঙ থাকে, যথা, বেগুনি, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল। বলা হয় যে এই সাতটি রঙ আমাদের শরীরের সাতটি শক্তি কেন্দ্র দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে, যেমন। লাল – মূলধারা ভিত্তি বা যৌন কেন্দ্র, কমলা – নাভি (স্বাধিস্থান – মৃত্যু কেন্দ্র, হলুদ – পেট (মণিপুর, ইন্দ্রিয় কেন্দ্র), সবুজ – হৃদয় (অনাহাত), নীল–গলা– (বিশুদ্ধ–শুদ্ধ) – বাকশক্তি, নীল–মস্তক (আজ্ঞা–ক্রম) এবং বেগুনি–আকাশ কেন্দ্র (সহস্ত্রসার – হাজার পদ্মের পাপড়ি)।

আমরা যদি লক্ষ্য করি, বিবাহ অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাল রঙ ব্যবহার করা হয়, সাধুরা কমলা রঙ ব্যবহার করেন, যা স্বাধিষ্ঠান (মৃত্যুর কেন্দ্র – অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আগুনের রঙ) নির্দেশ করে। এবং বক্তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নীল রঙ ব্যবহার করেন। হাসপাতালে সাধারণত পর্দা সবুজ রঙের হয় (আশা জাগানোর জন্য) যেখানে চিকিৎসা ও প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের সাদা কোট পরতে হয় (সমস্ত রঙ চিত্রিত করার জন্য)। রঙের পছন্দের ক্ষেত্রে আরও নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করা হয়েছে।
হলুদ – যারা সাধারণত ইন্দ্রিয়তে বাস করে, সবুজ – যারা হৃদয় পূর্ণ, নীল – সাধারণত বক্তা, বক্তারা, নীল – শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং বেগুনি – যখন কেউ শান্ত, শান্ত এবং ক্রমাগত খুশি মেজাজে থাকে,

সাদা – সকলেই ব্যবহার করে এবং পছন্দ করে, তবে বেশিরভাগই তারা যারা তাদের মধ্যে সমস্ত রঙ ধারণ করে। কালো – রঙ এবং আলোর অনুপস্থিতি ডাকাত, প্রলোভনসঙ্কুল মহিলারা ব্যবহার করে এবং অত্যন্ত সৃজনশীল ব্যক্তি এবং কালো বিড়াল কমান্ডোরাও এটি ব্যবহার করতে পারে।

(গ) আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে চাই:

১. অভ্যন্তরীণ বিষয় যেমন কাপড়ের নির্বাচন এবং তার রঙের উপর প্রভাব ফেলে, তেমনি পোশাকের বাহ্যিক রঙও একইভাবে অভ্যন্তরীণ বিষয়কে প্রভাবিত করে।

২. ইউনিফর্ম হল অভিন্নতার জন্য; এটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচয় এবং ব্র্যান্ড বাদ দিয়ে ঐক্য এবং সমতার অনুভূতি তৈরি করার জন্য। এটি পরিষেবার ধরণ এবং ঋতু, বয়স এবং লিঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। স্কুল ইউনিফর্মের অপ্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা, যেমন শীতকালে শিশুদের জন্য হাফ প্যান্ট, গ্রীষ্মকালে টাই এবং মেয়েদের জন্য টাই, সংশোধন করতে হবে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে সাধারণ এক্সিকিউটিভ পোশাক হিসেবে টাই এবং কোটকে উৎসাহিত করা উচিত নয়। প্রক্রিয়াজাত শিল্পে টাই এবং ঢিলেঢালা পোশাক সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতে হবে।

৩. আদালতের মূর্তি, বিচারক, আইনজীবীর পোশাক এবং তাদের লেখার কলম এবং তার কালি থেকে কালো রঙ অপসারণ করতে হবে, কারণ কালো হল আইনহীন। কালো অন্ধকারের রঙ হওয়ায় সমগ্র শিক্ষা সমাবর্তন ব্যবস্থা থেকে কালো রঙ অপসারণ করতে হবে।

৪. নাভির নিচের অংশে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নের চিত্রায়নকে অসম্মান হিসেবে বুঝতে হবে এবং একইভাবে আচরণের যোগ্য হতে হবে। যদিও সরকারের সাধারণভাবে কিছু বলার নেই, তবুও আমাদের নিজেদেরকে পরিষ্কার এবং সম্মানজনক পোশাক পরতে উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা সুস্থভাবে বাঁচতে পারে এবং অন্যদের সুখে বাঁচতে শেখাতে পারে।

৫. চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি শাখা, রঙ থেরাপির প্রচার প্রয়োজন।

৬. মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বোরকা ও পর্দার আলোচনা উৎসাহিত করতে হবে। আরব দেশগুলিতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মুখমণ্ডলকে তাপপ্রবাহ থেকে রক্ষা করার জন্য বোরকা ব্যবহার করা হয়। সাধারণত মুসলিম এবং কিছুটা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বলা হয় যে মহিলারা স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারে না, তাই তাদের ঢেকে রাখা, সুরক্ষিত রাখা এবং নিষিদ্ধ করা উচিত। এমনকি তুলসীদাস, রামচরিত্র – মানসে বলেছেন:
অমিত বৃষ্টি জিমি ফুটি কিয়ারি, জিম স্বাধীন ভয় বিগ্রে নারী (প্রবল বৃষ্টির জলে (বাগান/খামারের) পথ ভেঙে যায়, একইভাবে নারীরা স্বাধীনতায় পাগল হয়ে যায়) অথচ গীতায় এই ধরনের অনুভূতি প্রতিফলিত হয় না এবং তাই, প্রকৃতির অংশ নয় এবং এগুলিকে দূর করতে হবে।
আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা উচিত এবং একটি সঠিক আচরণবিধি তৈরি করা উচিত যাতে আমাদের পঞ্চাশ শতাংশ (বোনের মা এবং মেয়ে) স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে যেমনটি দেখা যাচ্ছে। বলা হয়ে থাকে যে, "নিষেধ এবং অগ্রগতি, দমন এবং সুখ বিপরীত আনুপাতিক, যেখানে যেকোনো দমনই আবেশে পরিণত হবে"।

৭. কর্মক্ষেত্রে ঢিলেঢালা পোশাক কুর্তা-পায়জামা, সালোয়ার-কুর্তা পরলে ঘুম ঘুম ভাব, অলসতা, অলসতা এবং কম কার্যকরী হয়ে ওঠে। কর্মক্ষেত্রে কোমর শক্ত এবং আরামদায়ক রাখা এবং ঘুমের সময় জাগ্রত থাকা এবং অন্তর্বাস ছাড়াই ঢিলেঢালা পোশাক পরা, ঋতু এবং কারণ অনুসারে ভিন্নতা থাকাই সর্বোত্তম। প্রতিটি পর্যায়ে মাথা এবং পা ঢেকে রাখার সুবিধা ভালো।

৮. সুতি সিল্ক এবং পশমী পোশাক শরীর স্পর্শ করে এমন পোশাকের জন্য সবচেয়ে ভালো এবং সিন্থেটিক এবং চামড়া আনুষাঙ্গিক পোশাক হিসেবে ভালো, যেমন- বেল্ট, পার্স জুতা-চপ্পল ইত্যাদি এবং উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য এগুলো একইভাবে পছন্দ করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য, মন্দির এবং রান্নাঘর ইত্যাদির মতো সম্মানজনক এবং ধর্মীয় স্থানে নোংরা পোশাক, সাধারণ স্লিপার এবং জুতা পরার জন্য কিছু বিধিনিষেধ থাকা প্রয়োজন। পোশাক এবং ইউনিফর্মের ক্ষেত্রে আমাদের একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

৯. নেতাদের পোশাক: সাধারণত, লোকেরা বাড়িতে এবং বিশ্রাম ও ঘুমের সময় কুর্তা-পায়জামা পরে, এবং নেতারা যদি সারাদিন একই পোশাক পরেন, তাহলে আমরা কী বলতে পারি? নেতাদের কঠিন সময়ে সাধারণ মানুষের পোশাক, দেশের উন্নয়নের পর্যায়ে ধনীদের সাদা/ফুলের পোশাক এবং উন্নত পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতে হবে। জিন্স-শার্ট/কুর্তা, শাড়ি/ধুতি এবং অভ্যন্তরীণ জিনিসপত্র সহ পোশাক সব ধরণের আবহাওয়ার জন্য সেরা পোশাক। ***

39. ভাষা

(ক)। মা তার সন্তানের সাথে গভীর প্রেমের মাধ্যমে প্রথম মৌখিক যোগাযোগ করেন/করছেন এবং এভাবেই মাতৃভাষার উদ্ভব ঘটে। ভালোবাসার প্রকাশের বিভিন্ন উপায় রয়েছে এবং তাই সময়, স্থান এবং শক্তি অনুসারে প্রতিটি মাতৃভাষায় বিভিন্ন ধরণের মাতৃভাষা বা ভাষা রয়েছে এবং বৈচিত্র্য রয়েছে। যেহেতু সমস্ত মা মাটির মতো এবং তাই বিশ্বের সমস্ত ভাষায় কিছু মিলের সূত্র দেখা যায় যেমন শব্দ/ধ্বনি A, U, M, প্রায় সমস্ত ভাষা, উপভাষা এবং অপভাষায় দেখা যায়। অধিকন্তু, যদিও মা (মাতৃভাষা) আদিম কিন্তু শাশুড়ির (স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়দের ভাষা) গুরুত্ব কে অস্বীকার করতে পারে, তাই বোধগম্য পুরুষ/নারী উভয়ই বহন করে এবং ভাষার ভিত্তিতে কোনও শত্রুতা/বিরোধিতায় নিজেকে জড়ায় না।

(খ) দেখা গেছে যে সংস্কৃত হল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী, বাস্তবায়িত এবং বৈজ্ঞানিক ভাষা। সংস্কৃতের শব্দগুলি একই ধ্বনি/উচ্চারণ বহন করে, যে ভাষাই বলুক না কেন, যেমন সময়, স্থান এবং শক্তি। কেউ কেউ বলেন যে সংস্কৃতের বর্ণমালা প্রথমে ভগবান শিবের ডমরু দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, এবং তারপর দেবতারা ব্যবহার এবং উচ্চারণ করেছিলেন। এই কারণেই সংস্কৃতকে দেব-ভাষা (দেবতাদের ভাষা) এবং এর লিপি/বর্ণকে দেব-নাগরী (দেবতাদের লিপি/বর্ণ/বর্ণ) বলা হয়। এইভাবে সংস্কৃতকে ঈশ্বরের ভাষা বলা যেতে পারে, যা অন্তহীন এবং সর্বদা বিদ্যমান।

কিন্তু যারা বিবর্তনবাদের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন যে সকল মাতৃভাষাই সংস্কৃতের চেয়ে পুরনো, তাদের একটি সহজ যুক্তি হল যে, সেই সময়ে উপস্থিত সকল মাতৃভাষার মধ্যে বাধ্যতামূলক বা পরিকল্পিত মন্থন থেকেই কেবল একটি উন্নত ভাষা উদ্ভূত হতে পারে, তা সে দেবতা হোক বা দানব, সন্ত হোক বা শয়তান, প্রভু হোক বা দানবের।

উপরে তাকালে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীনকালের সেরা সাহিত্য মৌলিক বা অনুরূপ সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, তাই সংস্কৃতকে মাতৃভাষার পর এক ভাষা বলা যেতে পারে যা শেখার জন্য প্রত্যেকেরই আগ্রহী হওয়া উচিত।

(গ)। আজ আমরা যে সকল ভাষা সম্পর্কে শুনি সেগুলো মহান ভাষা, যদি তারা মহান না হত তাহলে টিকে থাকত না এবং অবশ্যই অন্যান্য ভাষার মধ্যেই ডুবে যেত। সমস্ত আবিষ্কার প্রকৃতিরই প্রকাশের ইচ্ছা এবং সাধারণত কাউকে এর উপর একচেটিয়া অধিকার বা মালিকানা রাখার অনুমতি দেয় না, তা সে টেলিভিশন, টেলিফোন বা টেলিকম বা ভাষা হোক এবং সমস্ত মানুষেরই।

সকল ভাষা সকলের; কেউ কেউ প্রথম হতে পারে আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় হতে পারে। গর্ব করা, শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করা, অন্যদের একটি নির্দিষ্ট ভাষা শিখতে বাধ্য করা এবং অন্য

ভাষা ত্যাগ করা, রাষ্ট্রীয় সীমানা তৈরি করা, ভাষার ভিত্তিতে বাধা, সীমানা এবং বৈষম্য তৈরি করা, জাতি ও ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী, বয়স এবং লিঙ্গের কারণে উদ্ভূত বৈষম্যের মতোই প্রবৃদ্ধি ও সম্প্রীতির প্রতিকূল। উদীয়মান বিশ্ব ব্যবস্থায় ভাষার একত্রীকরণ বা আত্তীকরণ ঘটবে।

(ঘ) বলা হয় যে, সর্বোত্তম ভাষা হলো সেই ভাষা যার মধ্যে কোন শব্দ নেই এবং একজনের দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং অন্যজনের দ্বারা সম্পূর্ণ নীরবতার অনুভূতির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় সেরা ভাষা হলো সেই চিহ্ন এবং প্রতীকের ভাষা যা সাধারণত নৃত্যশিল্পী, বোবা এবং বধির এবং বিভিন্ন ভাষা জানা মানুষ ব্যবহার করে। এটি তৃতীয় সেরা ভাষা যার জন্য লোকেরা যুক্তি দেয় যে তাদের ভাষা উন্নত এবং প্রত্যেকেরই এটি শেখা এবং অনুসরণ করা উচিত এবং তারপরে কেবল এই ভাষা ব্যবহার এবং অপব্যবহার করা উচিত। কী ভ্রান্ত ধারণা!

শব্দ হলো ব্রহ্ম, প্রতিটি চরিত্র হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিনিধি, প্রতিটি শব্দ সৃষ্টি করে, শক্তি বহন করে, তাই প্রত্যেকেরই ভাষা সাবধানতার সাথে ব্যবহার করার প্রত্যাশা করা হয়। বলা হয় যে, গুরু এবং ঋষিদের দ্বারা কথিত ভাষাগুলি ভালো হতে হবে, তবুও আমাদের ভাষা এবং ধ্বনিবিদ্যার জন্য একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যাতে সাদৃশ্যের শব্দ খুঁজে বের করা যায় এবং ভাষা ক্ষেত্রে এটি কীভাবে আত্মস্থ করা যায়। ***

40. কর্মসংস্থান সৃষ্টি (ভারতের মতো দেশে)

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: “ভারতের মতো দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি” সম্পর্কিত আবেদন দুটি ভাগে উপস্থাপন করা হচ্ছে: (১)। বিষয় এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (২)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ আলোচনা:

"ভারতের মতো দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি" এই অধ্যায়টি পড়ার সময়, এর বিষয়বস্তু উপলব্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে: **সামাজিক সুরক্ষার অর্থনীতি এবং অর্থনীতির সামাজিক সুরক্ষা,** পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির অর্থনীতি, **একটি অর্থনীতির টেকসই কাজের জন্য কর্ম বন্টন** , একটি টেকসই অর্থনীতির জন্য শাসন, প্রশাসন এবং এর অপ্টিমাইজেশন, **স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের অর্থনীতি** , পারিশ্রমিকমূলক কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক সম্পৃক্ততার প্রধান উপায়, **ধর্ম সংস্থা (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)-এর অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা – একটি অবাধ মেলা** , একটি টেকসই অর্থনীতির জন্য পরিবার, দেশ এবং সমাজের মধ্যে আয় বন্টন "।

(১). <u>সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা</u> :

(১.ক)। কর্মসংস্থানের জন্য বলা হয় যে কৃষি বনায়নই সর্বোত্তম, বাণিজ্য (ব্যবসা) মধ্যম, সেবা হল নিম্ন এবং ভিক্ষা হল শেষ অবলম্বন। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা (বিশ্ব উষ্ণায়ন), পরিবর্তনশীল আবহাওয়া, ক্রমবর্ধমান দূষণ, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস, খরা, বন্যা, শহরে চাপপূর্ণ জীবন এবং নতুন নতুন রোগের আবির্ভাবের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের শেখা, শেখা এবং উপার্জন, উপার্জন এবং জীবনযাপন, জীবনযাপন এবং সুখে জীবনযাপনের জন্য নতুন করে পরিকল্পনা করতে বলে।

লাভজনক কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কর্মসংস্থান তৈরি এবং টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাথমিক কাজ বাধ্যতামূলকভাবে ভৌত, মাধ্যমিক কাজ আধা-স্বয়ংক্রিয় এবং প্রযুক্তি চালিত এবং তারপরে স্বয়ংক্রিয় বা দূরবর্তী নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এইভাবে সমগ্র কৃষি-বনায়ন খাতকে ভৌত/ম্যানুয়ালি পরিচালিত করতে হবে, খাদ্য পণ্যের প্যাকেজিং আধা-স্বয়ংক্রিয় এবং হিমাগারের রক্ষণাবেক্ষণ প্রযুক্তি চালিত করতে হবে এবং জৈব-গ্যাস প্ল্যান্ট পরিচালনা, বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ স্বয়ংক্রিয় হতে হবে এবং এমনকি দূরবর্তী নিয়ন্ত্রিতও হতে পারে। যদি প্রয়োজন হয় বা যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের হার দশ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায়, তাহলে কৃষি ও বন খাতে জ্বালানি তেল বা বিদ্যুৎ চালিত সমস্ত যন্ত্রপাতি নিষিদ্ধ করার কথা আমাদের ভাবতে হবে।

(২)। <u>প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আলোচনা</u> :

(২.ক)। বিশ্বের পাশাপাশি ভারতের তথ্য প্রযুক্তি চালিত প্রধান সংস্থাগুলিতে সাম্প্রতিক ছাঁটাই একটি শীতল বার্তা পাঠিয়েছে যে ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা কেবল শেষই হয়নি বরং হ্রাস পেয়েছে। এ থেকে, এটি দেখা যায় যে তথ্য থাকা এবং তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ হওয়ার কোনও অতিরিক্ত মূল্য থাকবে না; তাই যুবকদের বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এটিকে বড় আকারে না নেওয়াই আমাদের বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

(২.খ) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, সমাজের উচিত প্রতিটি ধরণের কাজ/ক্ষেত্রের জন্য সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মজুরি/লাভ নির্ধারণের পাশাপাশি কাজের চুক্তির উভয় পক্ষই যাতে কোনও শোষণ না করে তা নিশ্চিত করা।

এটা মনে করা হচ্ছে যে আগামী বছরগুলিতে কর্মসংস্থান নিরাপত্তা, খাদ্য, ফ্যাশন, শক্তি এবং বিনোদন, প্রকৃতির বিলাসবহুলতায় উদ্যোগ এবং অ্যাডভেঞ্চারের চারপাশে আবর্তিত হবে। আমাদের অবশ্যই এই প্রবণতা তৈরি এবং অনুসরণ করতে হবে। ***

41. পাওয়ার-এনার্জি

শক্তি হলো আনন্দ এবং শক্তি থেকেই উৎপন্ন হয়। আমাদের প্রার্থনায় আমরা যেমনটি দেখি, সর্বোত্তমের চেয়ে বেশি কিছু থাকা, যেমনটি আমরা কালাশে পরিপূর্ণ – শক্তি, তা আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা করি।

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল :

(ক). বিনামূল্যে শক্তি: আমরা "শ্রী পরমহংস তেওয়ারী" (লেখক, উদ্ভাবক এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআইএল) এর অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক (পারমাণবিক প্রকল্প) দ্বারা উদ্ভাবিত বিনামূল্যে শক্তির বিজ্ঞাপন প্রচার করতে চাই , বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক, এনপিসিআইএল-এর সাথে তার চার দশকেরও বেশি সময় ধরে কর্মজীবন ছিল। তবে তার অগ্রণী অবদান তার পেশাগত কর্মজীবনের বাইরেও বিস্তৃত। তিনি পদার্থবিদ্যায় একটি বিপ্লবী তত্ত্ব, স্পেস ভর্টেক্স থিওরি (এসভিটি) এবং এর উপর বেশ কয়েকটি বইয়ের লেখক। তার তত্ত্ব তাকে তেওয়ারী রিঅ্যাকশনলেস জেনারেটর (টি-আরএলজি) আবিষ্কার করতে পরিচালিত করেছিল, যা একটি উচ্চ-দক্ষ বৈদ্যুতিক জেনারেটর। যোগাযোগ: অনুপম তেওয়ারী, a_tewari@icloud.com , https://www.tewari.org/contact.html অথবা https://www.tewari.org ,

(ক.১)। বলা হয়ে থাকে যে, টাকা হলো সকলের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি। খুব কম লোকই বলে যে টাকা (শক্তি যত বেশি) তত ভালো এবং এগুলো সম্পদ (অর্থ এবং শক্তি) সঞ্চয়ের প্রবণতা তৈরি করে। দীর্ঘমেয়াদী অভিজ্ঞতা বলে যে ধীর এবং স্থির গতিতে শক্তি ব্যবহার করলে আনন্দ পাওয়া যায় এবং প্রকৃতিকে তার শক্তির চক্রটি সুসংগতভাবে সম্পন্ন করার জন্য সময় দেওয়া যায়, অন্যদিকে দ্রুত গতিতে শক্তি (অর্থ) ব্যবহার করা বা উচ্চ শক্তির উৎস (তরল হাইড্রোজেন বা) অথবা ঘনীভূত অর্থ (সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম এবং মুক্তা) অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা দূষণের কারণ হয় এবং প্রকৃতিকে চক্রটি সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয় না এবং চক্রের সকলের জন্য (দৃশ্যমান হোক বা না হোক) ঝামেলার কারণ হয়। এই বোধগম্য ব্যক্তিরা বলেন যে অর্থ অবশ্যই কল্যাণের সাথে আসতে হবে; লাভ অবশ্যই কল্যাণের সাথে এবং সঠিক উপায়ে আসতে হবে এবং সঠিক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে হবে।

(খ) ভারতের মতো দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকে উৎসাহিত করার প্রয়োজন নেই – কারণ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সর্বোচ্চ চল্লিশ শতাংশ দক্ষতা রয়েছে যার মধ্যে দশ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়, পনের-বিশ শতাংশ কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন এবং পরিবহন এবং গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ পরিবহনে ব্যবহৃত হয় মাত্র ত্রিশ শতাংশ নিট শক্তি ব্যবহারের জন্য। এই শক্তি উৎপাদিত হয় যা বায়ু দূষণ, ছাই নিষ্কাশনের সমস্যা এবং অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণ হয়। জ্বালানি-

তেল ভিত্তিক এবং গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকেও অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। এই ছোট থেকে মাঝারি জলবিদ্যুতের পরিবর্তে, ছোট থেকে মাঝারি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, বৃহৎ বায়ুকল, এবং সৌরশক্তির বৃহৎ ব্যবহার এবং নির্বাচনী কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করতে হবে।

(খ.১)। ভারতের অনেক রাজ্য সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তার বাসিন্দাদের জ্বালানি নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। জ্বালানি তেল, কয়লা, পারমাণবিক শক্তি এবং বৈদ্যুতিক শক্তির বৃহৎ উৎপাদন এবং পরিবহন/সঞ্চালনের জন্য জাতীয় চরিত্র প্রয়োজন, তবে বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য সমাজের অধীনে স্থানীয় চরিত্রই সর্বোত্তম হবে।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, প্রাকৃতিক গ্যাস, সিএনজি, এলপিজিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, যেমন প্রথমে রান্নার উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয়ত নগর পরিষেবার জন্য এবং তারপরে শিল্প ও অন্যান্য ব্যবহারের জন্য। যেহেতু ভর্তুকি সেই সমাজের সুসংগত বিকাশের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করা হয় যার জন্য এটি দেওয়া হয়, তাই সমস্ত জ্বালানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কেরোসিন এবং ডিজেল প্রকৃত মূল্য অনুসারে সারা দেশে একই হারে ক্যালোরি মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রি করা উচিত। অধিকন্তু, কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি যে দামে কয়লা পায়, সেই দামে জনসাধারণকে খনির কয়লা সরবরাহ করা আরও ভালো হবে।

(খ.২)। প্রবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সরাসরি শক্তির প্রাপ্যতা এবং এর ভরণপোষণের উপর নির্ভরশীল এবং সমানুপাতিক। এটি অর্জনের জন্য ভারতকে প্রযুক্তি/সরঞ্জাম, তাদের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং সর্বশেষ কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে জ্বালানি এবং পারমাণবিক জ্বালানির পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হতে হবে। ভারতকে কেবল সঞ্চয় নয়, সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সর্বনিম্ন অপব্যবহার/অপচয়ের ধারণা প্রচার করতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যর্থতার কারণে সমগ্র দেশ বা মহাদেশকে পঙ্গু করে দিতে পারে এমন ধরণের উন্নয়ন এড়াতে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, তাই একটি সংযুক্ত কিন্তু পৃথক/পৃথক গ্রিড সিস্টেমকে সর্বোত্তম বলা যেতে পারে।

আবাসিক ও শিল্প কমপ্লেক্সের ঘরগুলিতে সিলিং উচ্চতা হ্রাস এবং ফলস্বরূপ ভেন্টিলেটর অপসারণের ফলে বায়ুচলাচল সমস্যা তৈরি হয়েছে যার ফলে সিলিং ফ্যান, এক্সহস্ট ফ্যান এবং এয়ার-কন্ডিশনারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে বৈদ্যুতিক বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক ঘর এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, অফিসগুলিকে এমনভাবে ডিজাইন করা দরকার যাতে তারা সর্বাধিক প্রাকৃতিক সূর্যালোক, বায়ু শীতলকরণ এবং উত্তাপ ইত্যাদি ব্যবহার করে। অর্থাৎ ঘরগুলি বারো থেকে তেরো ফুট উচ্চতার হতে হবে যাতে ছাদের কাছে ভেন্টিলেটর থাকে, পর্যাপ্ত পুরু দেয়াল থাকে যাতে তারা শীতকালে গরম থাকে এবং গ্রীষ্মে ঠান্ডা থাকে (শীতে ঠান্ডা এবং গ্রীষ্মে গরম থাকার পরিবর্তে) যার

ফলে ঘর/বাড়ির ভিতরে বসবাসযোগ্য তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়।

উপরন্তু, বৃহৎ আকারের বৃক্ষরোপণ এবং কাঁচা বা কম দামের কাঠের পণ্য রপ্তানি বন্ধ করার পাশাপাশি, খনি, পরিশোধন এবং পেট্রোকেমিক্যাল এলাকার কাছাকাছি নাইট্রোজেন এবং সালফার অক্সাইড শোষণকারী উদ্ভিদ রোপণ করা ভারত শক্তির ক্ষেত্রে টেকসইতা অর্জন করতে পারে। এছাড়াও, ভারত গবেষণা এবং উন্নয়ন শক্তি সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলি, তা সংরক্ষণ, সঞ্চালন এবং বিতরণ, চালিয়ে যাচ্ছে, তবে ভারতের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হল **উপরে (A) তে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা** ।

(গ) ভারতের মতো জলবায়ু সমৃদ্ধ বেশিরভাগ দেশই সর্বদা বনভূমির আশীর্বাদ পেয়েছে, তাই পোড়ানোর জন্য এত শুকনো কাঠ সবসময়ই থেকে যায় যে মরুভূমি এবং তুষারাবৃত অঞ্চলে যেমন শক্তির ধারণা থাকে তেমনভাবে আসেনি।

বিদ্যুৎ এবং পেট্রোল আবিষ্কারের আগে, সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের জনসংখ্যা সর্বাধিক ছিল, কিন্তু আজ যখন মরুভূমিতে, তুষারাবৃত অঞ্চলে, প্রাকৃতিক বাতাস, আলো ছাড়া, বাক্সের মতো ঘরে (ঘর) বসবাস করা সম্ভব হয়েছে, তখন মানুষের জনসংখ্যা মাছি-মশার মতো বেড়েছে। এই ক্রমবর্ধমান মানব জনসংখ্যা শক্তির (পেট্রোল এবং বিদ্যুৎ) প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে - এবং এখন জনসংখ্যা এবং শক্তি (বিদ্যুৎ এবং পেট্রোল) উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমন একটি অন্যটিকে শক্তি দেয়।

আজ, প্রতিটি প্ল্যান্ট এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে (বাতাস, জল, সূর্যালোক, কয়লা, পারমাণবিক) পেট্রোল-ডিজেলকে বিদ্যুতে রূপান্তর করার প্রচেষ্টা চলছে। একই সাথে, উন্নয়নের দৌড়ে, এমন পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর শক্তি সরবরাহ করে - যেমন তরল হাইড্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, পারমাণবিক শক্তি/অস্ত্র, বারুদ এবং ক্রায়োজেনিক্স (দ্রুত এবং গভীর শীতলকরণের জন্য)।

(গ.১)। উপরোক্তটি বাস্তবতার এক দিক, অন্যদিকে বাস্তবতার অন্য দিক হল আমাদের গণধ্বংস শক্তির চাহিদার সমান হারে বা অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাধারণত, উন্নয়নের একটি আকর্ষণীয় মডেল উপস্থাপন করা হয় যেমন প্রতিটি দেশের পুরুষ/মহিলা স্বপ্ন দেখেন যে তাদের কমপক্ষে একটি বাড়ি, একটি বাইক, একটি বন্দুক/পিস্তল, একটি গাড়ি থাকা উচিত এবং বাড়িতে এয়ার কন্ডিশনার, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ডিশওয়াশার, ওয়াই-ফাই কম্পিউটার এবং ভাল মানের মোবাইল থাকতে হবে, তারপর প্রতিটি কৃষকের কাছে একটি ট্র্যাক্টর এবং ফসল কাটার, খোসা ছাড়ানোর জন্য মেশিন থাকতে হবে। তাহলেই কেবল দেশকে উন্নত বলা যাবে। এটা স্পষ্ট যে এই

স্বপ্ন পূরণের জন্য, দেশে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এবং পরিবহনের জন্য প্রচুর জীবাশ্ম জ্বালানির সরবরাহ থাকতে হবে। যদি এটিই উন্নয়নের মাপকাঠি হয়, তাহলে আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই একটি অন্তহীন দৌড়ে দৌড়াতে হবে যার শেষ একটি পিঁপড়ার মতো, যে মারা না যাওয়া পর্যন্ত দৌড়াতে/হাঁটতে থাকে।

এই অবিরাম ও বিস্তৃত উন্নয়নে, শক্তির ব্যবহার এবং এর দ্বারা উৎপাদিত তাপ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে সমগ্র পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে; হিমালয় এবং আর্কটিকের বরফ গলতে শুরু করেছে। সমগ্র পরিবেশ পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে এবং দূষণ স্পষ্টভাবে জল, ভূমি এবং বাতাসে প্রতিফলিত হচ্ছে, গাছপালা ধ্বংস হচ্ছে এবং বন সংকুচিত হচ্ছে যার ফলে সমস্ত জীবের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে।

(C.2)। সূর্য পৃথিবীতে ক্রমাগত শক্তি প্রদান করে চলেছে, (প্রায় ... পনেরো টেরা-ওয়াট অর্থাৎ বেশ কয়েক কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুতের সমতুল্য) যা মাটি এবং জলকে উত্তপ্ত করে চলেছে। কেবলমাত্র গাছপালা এবং গাছই এর প্রচুর পরিমাণে শোষণ করে এবং পাতা, কাঠের আকারে সংরক্ষণ করে এবং প্রাণীজগতের খাদ্যে রূপান্তরিত করে এবং পৃথিবীর পরিবেশ (তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বায়ু সঞ্চালন) ভারসাম্য বজায় রাখে। আমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হল গাছ লাগানো এবং সেগুলি রক্ষা করা এবং তারপরে সেগুলি কেটে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন করা, এমনকি যদি আমরা উভয়কেই দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে উভয় দ্বারা উৎপাদিত শক্তির দিক দিয়ে গণনা করি।

ভারতের মতো দেশ, যেখানে সূর্য, বাতাস, জল থেকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায়, তারা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক আগেই শক্তি-সুরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। শক্তির চাহিদার সমাধান বাতাস, জল এবং সূর্যের মধ্যে। মাধ্যাকর্ষণ বল এবং উত্তোলন বল (শক্তি) বিপরীত; এগুলির প্রাকৃতিক ছন্দ একটি সুখী এবং সহজ জীবন দেয়। ***

42. পতিতাবৃত্তি

(ক) বিশ্বের প্রাচীনতম পেশা এবং যৌনতার জন্য একটি গবেষণাগার (কাম-অভ্যন্তরীণ কাজ) বন্ধ করার কথা ভাবা যায় না, যেখানে (কাম-অভ্যন্তরীণ কাজ) পতিতাদের মধ্যে কাম-সূত্র তৈরি করা হয়েছিল। কিছু জায়গায় শোনা যায় যে একজন নববিবাহিতা মহিলা 'সদা সুহাগন'-এর জন্য পতিতাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতেন, কারণ পতিতাদেরও তাই বলে মনে করা হয়।

(খ) যৌনতা দমন করা, একে নিষিদ্ধ করা এবং ব্যক্তির সবচেয়ে ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হল একটি ষড়যন্ত্র যার মাধ্যমে প্রথমে শ্রেণীকে নপুংসকের মতো করে তোলা হয় এবং তারপর তাকে দাস (ষাঁড়) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। (সেক্সি পুরুষ এবং মহিলা) ষাঁড়কে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা খুবই কঠিন।

(গ) পতিতাবৃত্তির বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো উচ্চ বিবাহবিচ্ছেদের হার, মিডিয়াতে কম প্রাপ্যতা এবং উচ্চ প্রচারণা, প্রেমময় সম্পর্কের চেয়ে বেশি প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক পতিতাবৃত্তির প্রধান কারণ, উচ্চ যৌন তীব্রতার চেয়ে এবং এই কারণেই বর্তমানে পশ্চিমে পতিতাবৃত্তি বেশি প্রচলিত। বুদ্ধিমত্তার স্তর কেবল শারীরিক থেকে মানসিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে যৌন বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়, এই ক্ষেত্রে পতিতারা তাদের জমানো শক্তি এবং অর্থ বের করে দেওয়ার জন্য একটি সহজ পথ তৈরি করত।

(ঘ)। বিবাহিত দম্পতি একে অপরের প্রতি আচ্ছন্ন বোধ করে এবং কিছু সময় পর একে অপরের সাথে খেলা বন্ধ করে দেয় এবং সেই ক্ষেত্রে অবিশ্বাস বহির্মুখী ব্যক্তিদের জন্য একটি স্বাভাবিক পরিণতি এবং একে অপরের প্রতি হতাশার সৃষ্টি করে এবং তারপরে এই নতুন প্রবণতা প্রত্যেককে তাদের নতুন নির্বাচিত পথ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে, অর্থাৎ বাইরে সান্ত্বনা খুঁজে বের করতে। মিডিয়া, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা অজান্তেই সাধারণ অবিশ্বাসকে বাধ্য করার পরিবর্তে যৌন বিশ্বস্ততার বৈচিত্র্য আনার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করার ভূমিকা পালন করবে।

(ঙ) আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে চাই:

১) সরকারের একমাত্র করণীয় হলো জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। সহজ ও উচ্চতর বিবাহবিচ্ছেদের হার এবং তার পরে দারিদ্র্যের কারণে পতিতাবৃত্তির দিকে যাত্রা শুরু করার জন্য ধর্মীয় আলোচনা শুরু করতে হবে। এই ধরণের লোকদের পতিতাবৃত্তির বাইরে বসতি স্থাপনের জন্য সরকারকে সহায়তা প্রদান করতে হবে। মনে করা হয় যে পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধ করা সরকারের একটি সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব এবং এতে সরকারের খুব বেশি হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই।

২). পতিতাদের সাথে এবং দর্শনার্থীদের সাথেও আমাদের ভালো আচরণ করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য ত্রৈমাসিক/সময়মত চিকিৎসা পরীক্ষা এবং চিকিৎসার সুবিধা অপরিহার্য। পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে সমস্ত আইনি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করুন এবং ভোটাধিকার প্রদান করুন। শুধুমাত্র পতিতাবৃত্তির কারণে পর্যটন যাতে বৃদ্ধি না পায় তা

নিশ্চিত করুন। বড় হোটেল এবং অনাবাসিক এলাকায় ড্যান্স বার খোলা যেতে পারে। প্রেমিক/প্রেমিকা/বা উপজাতকেও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে, পিতা নির্ধারণের জন্য ডিএনএ পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে, শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে (আইনিভাবে) এবং এটি গোপন রাখা যেতে পারে। ***

43. সংরক্ষণ (ভারতের মতো দেশে)

নিম্নলিখিতটি জমা দেওয়া হল: “ভারতের মতো দেশে সংরক্ষণ” সম্পর্কিত আবেদন দুটি ভাগে উপস্থাপন করা হচ্ছে: (১)। সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা, (২)। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ আলোচনা:

"ভারতের মতো দেশে সংরক্ষণ" এই অধ্যায়টি পড়ার সময়, এর বিষয়বস্তু উপলব্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে: **সামাজিক সুরক্ষার অর্থনীতি এবং অর্থনীতির সামাজিক সুরক্ষা,** পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির অর্থনীতি, **একটি অর্থনীতির টেকসই কাজের জন্য কর্ম বন্টন** , একটি টেকসই অর্থনীতির জন্য শাসন, প্রশাসন এবং এর অপ্টিমাইজেশন, **স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের অর্থনীতি** , ধর্ম সংস্থান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)-এর অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা – একটি অবাধ মেলা, **একটি টেকসই অর্থনীতির জন্য পরিবার, দেশ এবং সমাজের মধ্যে আয় বন্টন"।**

(1)। <u>সমস্যা এবং এর বিস্তৃত রূপরেখা</u> :

পরম করুণাময় আমাদের জন্ম, মৃত্যু সংরক্ষণ করেন এবং আমাদের কর্ম, ভক্তি বা জ্ঞান/জ্ঞান অনুসারে কিছু জিনিস সংরক্ষণ করেন যাতে পারস্পরিক ঝামেলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যিনি ব্রহ্ম/ব্রহ্মাণ্ডের এই ঘটনাটি দেখেন তাকে ঋষি হিসেবে সম্মান করা হয় এবং যারা ব্রহ্ম/ব্রহ্মাণ্ডের এই সত্য/দৃষ্টি বোঝেন/মূল্যায়ন করেন তাদের ব্রাহ্মণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ হওয়া একটি দ্বিতীয় জন্ম এবং এটি না বুঝে/অনুভূতি না করে কেউ দাবি করতে পারে না যে সে একজন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হওয়া রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী, পুরোহিত, পণ্ডিত, মৌলভী, প্রকৌশলী, ডাক্তার ইত্যাদি হওয়ার চেয়েও বেশি কিছু, যা কেউ জন্মসূত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দাবি করতে পারে না।

মহাভারতে একটি ঘটনা আছে যেখানে রাণী গান্ধারী ভগবান কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন যে, তুমি যেমন আমার বংশ ধ্বংস করেছ, তেমনি তোমার বংশও ধ্বংস হয়ে যাক এবং ভগবান কৃষ্ণ যদি এই অভিশাপ গ্রহণ না করতেন। বলা হয় যে, যদি এই অভিশাপ না পাওয়া যেত এবং ভগবান তা গ্রহণ না করতেন, তাহলে আজ এত লোককে বলতে দেখা যেত যে তারা ভগবানের সরাসরি বংশধর (পুত্র ও কন্যা)। এই ঘটনাটি দেখে আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি যে, ভগবান নিজেই চান না যে কেউ নির্দিষ্টভাবে বলুক যে তারা ভগবানের পুত্র/কন্যা বা ভগবানের সরাসরি বংশধর। এখন যদি কেউ দাবি করে যে সে ভগবান কৃষ্ণের একই গ্রাম/বংশের এবং ভগবান কৃষ্ণের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুবিধা, কিছু সুযোগ-সুবিধা তার আছে, তাহলে অবশ্যই এটি একটি হাস্যকর পূর্বাভাস হবে।

যারা ব্রাহ্মণ হননি, কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণের পুত্র এবং কন্যা হওয়ার কারণেই তারা মনে করেন যে তাদের পিতা/মাতা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, তাদের সাথে একই সুবিধা, একই সুযোগ এবং সম্মানের অধিকার তাদের জন্মগত অধিকারের সাথে সম্পর্কিত, কারণ তাদের জন্মগত অধিকারই বৃহত্তর পারিবারিক সমাজের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সমস্যা তৈরি করে/সূচনা করে। উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলিকে 'সংরক্ষণ, পেটেন্টিং' এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার' ধারণাটি চিত্রিত হওয়ার সূচনা বিন্দু বলা যেতে পারে। এটিই আসল সংরক্ষণ বলা যেতে পারে যা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, চিন্তা করা উচিত এবং বাতিল করার চেষ্টা করা উচিত, এবং ভারত এবং অন্যান্য দেশে আমরা যা দেখি তা কেবল একটি চোখের পলক ছাড়া যেকোনো সময় সহজেই শেষ করা যেতে পারে।

(২)। <u>প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আলোচনা</u> :

(২.ক)। ভারতে সংরক্ষণ, যা মোট চাকরির মাত্র দুই শতাংশ অর্থাৎ সরকারি চাকরির জন্য, তা নিপীড়িতদের অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে না। সরকার SC/ST, OBC এবং সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে, বাস্তবে যা ঘটেছে তা হল ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা একটি বেসরকারি এবং ব্যয়বহুল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিচার ব্যবস্থা তৈরি করে তাদের জন্য ৯৮ শতাংশ চাকরি সংরক্ষণ করেছেন। এই ব্যয়বহুল বেসরকারি স্কুল/কলেজ, হাসপাতাল এবং আইনজীবীরা শুরুতেই তথাকথিত সংরক্ষিত শ্রেণীকে বঞ্চিত করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব দেখতে পায় না।
এটি দূর করার জন্য, আমাদের সকল স্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিচার ব্যবস্থাকে বিনামূল্যে করতে হবে। যেহেতু মানসিক বাধা দূর করা প্রাথমিক বিষয়, তাই সংরক্ষিত/সেবা শ্রেণীর এবং দেশের সকল মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য ধর্মের আন্তঃশ্রেণী, ধর্মের আন্তঃশ্রেণী আলোচনা শুরু করতে হবে।

(২.খ)। পুরো গাছের অনুমতি ছাড়া ডালপালা পড়ে যেতে পারে না। সমস্ত আবিষ্কার মানবজাতির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই জাতীয় সমস্ত আবিষ্কারের ফলাফল সমগ্র মানবজাতির। আমাদের সমস্ত আবিষ্কারকে কোনও পেটেন্ট অধিকার, বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার এবং এর সাথে সম্পর্কিত মোটা চার্জ ছাড়াই সম্মান জানাতে হবে, যা এর পেশাদারদের জন্য অযৌক্তিক সংরক্ষণের দাবি করে। সমাজের পরামর্শদাতা, ডাক্তার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আইনজীবী, ঝাড়ুদার, কাঠমিস্ত্রি, রাঁধুনি ইত্যাদির দ্বারা নেওয়া ফি সর্বোত্তম করা উচিত।

আশা করা হচ্ছে যে উপরোক্ত অনুশীলন এবং এই বইয়ের মূল অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে যা জমা দেওয়া হয়েছে তার মাধ্যমে বেশিরভাগ সংরক্ষণ বাতিল করা হবে, তা সে জাতি, ধর্ম এবং বর্ণের হোক বা সাংবিধানিকভাবে প্রদত্ত হোক। আরামদায়ক সংরক্ষিত (রেল) যাত্রা এবং সাধারণ শ্রেণীতে অস্বস্তিকর যাত্রার বর্তমান রূপ সকল শ্রেণীর জন্য এবং সকল শ্রেণীর জন্য আরামদায়ক যাত্রা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া উচিত। দেশ যাতে

সমৃদ্ধি ও সম্মানের স্তরে পৌঁছায় এবং তার হারানো গৌরব ফিরে পায় তার জন্য এটি প্রয়োজন। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা এবং তরুণদের তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা যাতে তারা প্রভুদের সজাগ দৃষ্টিতে কাজ করতে পারে যাতে আমরা সম্মিলিতভাবে একটি সুস্থ, সুখী এবং পবিত্র জীবনযাপন করতে পারি। ***

44. স্থূলতা এবং অসুস্থ পুষ্টি

ক) ক্লিনিক্যাল ব্যবসার উপর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "বর্তমান জীবনযাত্রা এবং খাদ্যাভ্যাসের (দ্রুত জীবনযাপন, ফাস্ট ফুড) কারণে, নগর জনসংখ্যার ত্রিশ শতাংশ সর্বদা স্থূলতায় ভুগবে এবং এই ত্রিশ শতাংশের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ স্থূলতা ক্লিনিকগুলিতে আশ্রয় নেবে। এই বিশাল সংখ্যক স্থূলতা রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য, স্থূলতা ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে এবং এই ব্যবসাটি ভালো সম্ভাবনা নিয়ে আসবে।"

বিশ্বের অন্যান্য অংশে আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের সাথে সাথে, সেই দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সমান হারে দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পাবে। এই দারিদ্র্যের ফলে অনাহার/অপুষ্টি দেখা দেবে এবং এটি মিশনারি এবং দাতব্য ট্রাস্টগুলিকে ভালো চাকরি দেবে।
এটা বলা যেতে পারে যে চিকিৎসা, দাতব্য এবং ধর্মপ্রচারকে ব্যবসা হিসেবে বৃদ্ধি এবং মহিমান্বিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তেমনি অসুস্থতা/রোগকেও বৃদ্ধি এবং প্রচার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হায়! কী লজ্জার! এটা কেমন চিন্তার প্রক্রিয়া? এই ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কি সমাজকে সুস্থ ও সুখী করতে সাহায্য করতে পারে, নাকি রোগ ও দুঃখে পূর্ণ করতে পারে? এই পরিস্থিতিতে আমাদের (সমাজের) পরিকল্পনার সমগ্র পরিসরকে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(খ) আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে চাই:
১) স্থূলতা এবং অপুষ্টিও ভাঙা আশ্রম এবং বর্ণব্যবস্থার (জীবনধারা এবং বর্ণ/শ্রেণীর বিভাজন) ফলাফল। একটি স্বাভাবিক ধারণা হিসেবে, গৃহস্থ আশ্রমের যুগে একজন এবং ব্যবসায়িক কাজে একজন অন্য সকলের চাহিদা পূরণের জন্য উপার্জন করে এবং ধরে নেয়। কিন্তু বর্তমানে গৃহস্থ আশ্রম এবং ব্যবসায়ের লোকেরা বেশি খাচ্ছে এবং আয়/লাভ/সম্পদ সঠিকভাবে ভাগ করে নিচ্ছে না যার ফলে তরুণ বয়সে, ব্যবসায়, চাকরিতে এবং শিশুদের ক্ষেত্রে স্থূলতা এবং বৃদ্ধ বয়সে অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। আমরা যদি একটি সুস্থ পরিবার এবং সুস্থ সমাজ চাই, তাহলে আমাদের আশ্রম এবং বর্ণব্যবস্থা সংশোধন করতে হবে। সমাজকে সুশৃঙ্খল করার জন্য আমাদের ধর্মীয় স্থানে বিনামূল্যে খাবার (অন্নদান/অন্নকুট/কুরআন-খানি/ভোজ) প্রদানের ব্যবস্থা শুরু করতে হবে যা সমাজের দ্বারা খারাপ পুষ্টি মোকাবেলায় শুরু এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
২) স্থূলতা সংক্রান্ত শিক্ষার উপর নজর রাখার জন্য, শিল্প এবং পরিষেবা খাতকে তাদের পাঠ্যক্রমের একটি প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে শারীরিক কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, হয় 'ওয়ার্ক ইন' অথবা 'ওয়ার্ক আউট' হিসেবে। বলা হয় 'একদিন নাচলে ডাক্তার দূরে থাকে'।
৩) প্রিজারভেটিভযুক্ত খাবার পেটেও খাবার সংরক্ষণ করে এবং বদহজমের কারণ হয়। কৃত্রিম প্রিজারভেটিভের ব্যবহার সীমিত করতে হবে এবং প্রাকৃতিক প্রিজারভেটিভের সাধারণ ব্যবহার কমাতে হবে। স্কুল এবং অফিসের ক্যান্টিনে যা বিক্রি হয় তা পর্যবেক্ষণ

করতে হবে। দেখা গেছে যে মোটা লোকেরা খুব দ্রুত খায়, অন্যদিকে স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য খাওয়া এবং পান করা ধীরে ধীরে করতে হয়। খাবারের জন্য বলা হয় 'কঠিন পান করুন এবং তরল খান (খাবার এত বেশি চিবিয়ে নিন যে এটি তরল হয়ে যায় এবং জল শক্ত কলার মতো গিলে ফেলুন)। সম্ভব হলে খাওয়া এবং পান করা শান্তভাবে গদিযুক্ত মেঝেতে বা টেবিল চেয়ারে বসে করা উচিত, তবে দাঁড়িয়ে খাওয়া এবং পান করা এড়িয়ে চলতে হবে।

৪) স্থূলতা খাওয়ার কারণ নয়, বরং অকার্যকর স্রাবের কারণ। পূর্বাঞ্চলীয় পায়খানা হাঁটুর পিছনে আকুপ্রেসারও দেয় এবং খালি করার সুবিধা দেয়। পূর্বাঞ্চলীয় পায়খানা এবং প্রসাধন সামগ্রীর আরও প্রচার প্রয়োজন। তাছাড়া, বসে বা দাঁড়িয়ে পায়খানা করা রোগাক্রান্ত প্রাণীদের জন্য। সুস্থ সমাজের প্রস্রাব এবং পায়খানা করার একটি স্বাস্থ্যকর উপায় ব্যবহার করা প্রয়োজন। পশ্চিমা কমোড মোটা, অস্বাস্থ্যকর মানুষ এবং রোগের বৃদ্ধি এবং ফলস্বরূপ চিকিৎসা বিল বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ, এবং এর সংশোধন প্রয়োজন।

৫) বট এবং পিপল গাছ অন্যান্য গাছ এবং উদ্ভিদের তুলনায় বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকে কারণ পিপল এবং বট সারা দিন ধরে খাদ্য তৈরি করে, কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং তাজা অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। খাদ্য তৈরিতে, গাছ কার্বন গ্রহণ করে (বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাধ্যমে) এবং পরিবেশে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। গাছ যে কার্বন গ্রহণ করে তা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গ্লুকোজ/ফ্রুক্টোজ বা গাছের রসে রূপান্তরিত হয় এবং গাছকে বৃদ্ধি দেয়। বাতাস থেকে মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের পরে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয়। মানুষ বাতাসে যে কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয়, তাতে কার্বন হল ওজন নিয়ন্ত্রণের প্রধান উৎস, অর্থাৎ, যদি আমরা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস (গভীর এবং দীর্ঘ) বজায় রাখি তবে আমরা আমাদের শরীর বজায় রাখতে পারি।
***

45. সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসী

(ক) সন্ত্রাসবাদ অন্যান্য যেকোনো 'বাদ' (যেমন সাম্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এমনকি ধর্মীয়তা) এর মতোই, কিন্তু এর কার্যকারিতা আরও জঘন্য এবং এটি ভয়ের চূড়ান্ত সীমা হতে পারে। যদিও সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসবাদ থেকে পরিচালিত হতে পারে অথবা তারা সন্ত্রাসবাদ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে অথবা একক বা বিচ্ছিন্ন দল হতে পারে অথবা ছোট দলে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারে, এমনকি যদি এটি তাদের ভ্রাতৃহত্যা, গণহত্যা এবং গণহত্যার পর্যায়ে যেতে বলে। তবে, খুব কম লোকই বলে যে সন্ত্রাসবাদ হল শয়তানের কঠোর অভিব্যক্তি যা জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে/সঞ্চার করে যাতে তাদের (শয়তান) সহজে চলতে পারে এবং তাদের যা ইচ্ছা তাই করতে দেয়, যার মধ্যে রয়েছে লক্ষ্যবস্তু নিপীড়ন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের সবচেয়ে ভয়াবহ হত্যা/হত্যা এবং তারপরে কেবল লুণ্ঠন এবং লুটপাটই নয় বরং দেশগুলির পর দেশ নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একমত হয় যা তাদেরকে আগামী বছরের জন্য ক্রমাগত প্রতারিত এবং লুটপাটের শিকার হতে দেয়।

৯/১১ আমেরিকায় ঘটেছিল এবং অনেক গণতান্ত্রিক মানুষ সমগ্র মুসলিম ভাইদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, এবং আফগানিস্তান, ইরাক আক্রমণের পরে এবং বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার সমস্ত দেশে নিরন্তর নজরদারি বজায় রেখেছিল। গান্ধীজিকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তার শহীদ হওয়ার জন্য সমগ্র আরএসএসকে দায়ী করা হয়েছিল, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।" এই ধরণের একটি অঞ্চল/ধর্ম/বর্ণ/ধর্ম/বর্ণ/লিঙ্গকে অপরাধী/সন্ত্রাসী এবং অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা, যা সাধারণত বিভিন্ন পরিকল্পিতভাবে করা হয় এবং বিভিন্ন সুবিধা আদায়ের জন্য খুব পদ্ধতিগতভাবে কার্যকর করা হয়, বলা যেতে পারে যে এটি অপরাধীর মধ্যে পাল্টা কিন্তু প্রকৃত সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য, যাকে শয়তানের বলা যেতে পারে।

(ক.১)। অস্ত্র বিক্রির জন্য কি কোনও শিল্প সাধারণত বিপণনের জন্য জমা করে রাখা অর্থ ব্যয় করে সন্ত্রাসী হামলা বা এমনকি যুদ্ধের পরিকল্পনা করা যায় না, এবং অস্ত্রের প্রাথমিক উৎপাদন কি সন্ত্রাসীদের বিচারের জন্য দেওয়া যায় না? জ্বালানি তেলের মজুদ, খনিজ সম্পদ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রির সাথে জড়িত বহুজাতিক সংস্থাগুলির অনেকেই চায় যে সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ অব্যাহত থাকুক এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করুক। এটা সাধারণ যে স্বৈরশাসকরা (সামরিক/সেনাবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত সরকার) যেকোনো বেসামরিক এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের চেয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহকারীদের সুরে আরও ভালোভাবে নাচতে পারে।

(খ) যদি কেউ অপরাধের অবহেলা বা প্রকাশ্য ও গোপন কার্যকলাপের কারণ সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে যেকোনো ঠাণ্ডা মাথায় অপরাধের বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন উল্লেখ

করতে পারেন। প্রথমেই অপরাধের সুবিধাভোগী এবং স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থ, নাম, খ্যাতি, ক্ষমতার অবস্থানের দিক থেকে তাদের উপার্জন খুঁজে বের করা হচ্ছে। একইভাবে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের দুর্ভোগের মাত্রাও নির্ধারণ করা হচ্ছে। আরও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই ঠাণ্ডা মাথায় অপরাধটি কি পুরনো শত্রুতার মীমাংসার ফল নাকি পরিবার, সমাজ, দেশ এবং বিশ্বে নতুন ক্ষমতার সমীকরণ তৈরির জন্য। তারপর **এখান থেকে আরও তদন্ত শুরু হয়, যা অনেক সময় এই তদন্তমূলক বিবরণগুলি অত্যন্ত গুরুতর এবং প্রকাশ করা খুব বিপজ্জনক, তাই এটি একটি গোপন নথি হিসাবে রয়ে যায়।**

যদি আমরা উপরোক্ত অপরাধের তালিকাটি গুরুত্ব সহকারে দেখি, তাহলে পরিস্থিতি ভীতিকর বলে মনে হয়। এটি আরও বেশি কারণ যখন কেউ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পরামর্শদাতা এবং বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলির সাথে কথা বলে তখন দেখা যায় যে আমেরিকায় ৯/১১, মিঃ এমকে গান্ধীর হত্যা, ভারতে সংসদ আক্রমণ এবং সাম্প্রতিক রোগের বিস্তারের মতো অপরাধ, যার পরে বিশ্বব্যাপী লকডাউন, যা আমরা দুই হাজার বিশ সাল থেকে প্রত্যক্ষ করছি, তার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতির সময় প্রয়োজন, তাও যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমর্থন এবং পর্যাপ্ত তহবিল প্রবাহ থাকে।

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে যখন জানা যায় যে দুটি বিশ্বযুদ্ধের অংশ ছিল এমন মানুষ এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও বিদ্যমান এবং যেকোনো সত্তা, গোষ্ঠী বা দেশ এমনকি সকলের উপর একই অনুশীলন পুনরাবৃত্তি করতে পারে। প্রস্তুতির এক ঝলক হলিউডের কয়েকটি সিনেমা, বিভিন্ন ভিডিও গেম, এই সহস্রাব্দের সূচনায় আবির্ভূত বিভিন্ন বিশেষ বক্তৃতা এবং দুই হাজার আঠারো সালে সম্প্রচারিত নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্ব নেতাদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। বলা হচ্ছে যে এখন এই তথাকথিত ধূর্ত শিল্প ও ছদ্ম-বিজ্ঞানের কর্তারা এমন যন্ত্র ব্যবহার করেছেন যা ইচ্ছামত ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন, ঝড় এবং ফলস্বরূপ বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ভূমিধ্বস সম্ভব করে তুলতে পারে এবং যেকোনো দেশ/অঞ্চলকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

(গ)। কোনও অঞ্চল/ধর্ম/বর্ণ/ধর্ম-বর্ণ/লিঙ্গের **প্রতি এই ধরণের ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা এবং পেশাদার অপরাধী/সন্ত্রাসী/শয়তানকে হস্তক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডের জন্য সুযোগ দেওয়া কি প্রশংসাযোগ্য হতে পারে, অন্তত এটি এমন কোনও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না"** কারণ এই ধরণের শত্রুতা এবং এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

(C.1)। শয়তান/সন্ত্রাসীরা হত্যাকাণ্ডে একরকমভাবে সর্বশক্তিমানের কাজে সাহায্য করছে – প্রধান খুনি এবং প্রধান স্রষ্টা। এটি কেবল শয়তানের/সন্ত্রাসীদের জন্য প্রার্থনা করে, যাতে তাদের হাত রক্তে রঞ্জিত না হয়। একজনের জীবনে কেবল দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থাকে, একজন যিনি জীবন দেন/জন্ম দেন এবং অন্যজন যিনি জীবন নেন/শেষ করেন, এবং তাই এটি সন্ত্রাসীদের ঘৃণা করে না এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও লড়াই করে না।

যেহেতু জীবন নেতিবাচক দিয়ে শুরু হয়; শিশুরা শুরুতেই না বলতে শুরু করে এবং তারপর ছোটবেলায় বুঝতে পারে কোথায় না বলতে হবে এবং কোথায় হ্যাঁ বলতে হবে, যতই শক্তিহীন মানুষ সবকিছুর জন্য হ্যাঁ বলে, তাই বলা যায় যে জীবনের বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ার সাথে সাথে সন্ত্রাসীরাও ভদ্রলোক হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কি একজন সন্ত্রাসী/শয়তানকেও উন্নতি করার এবং পরবর্তীকালে আসার সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না?

(C.2)। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য, সংবাদমাধ্যমের প্রচারণা এবং ঘৃণাকে বিরক্ত না করে এবং উৎসাহিত না করে একটি সুখী সমাজের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে হবে। আমরা মনে করি একটি সুরেলা সমাজ গঠনে সংবাদমাধ্যম তার দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করবে।

(ঘ) প্রায়শই দেখা যায় যে এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং যুদ্ধগুলি সম্প্রীতির জন্য কাজ করার জন্য ডানপন্থী মানুষকে একত্রিত করে। যদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে এটি ইঙ্গিত দেয় যে ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন এবং ডানপন্থী এবং হৃদয়বান মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সাধারণ জনগণ হিসেবে আমাদের উচিত ডানপন্থী এবং নেতৃত্বাধীন, প্রগতিশীল মানুষকে উৎসাহিত করা, তাহলে সন্ত্রাসবাদ নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে অথবা বরং তাদের বিকাশের জন্য সময়, স্থান এবং শক্তি থাকবে না এবং সন্ত্রাসীদের অঙ্কুরিত হতে হবে। আসুন প্রার্থনা করি যে এই সন্ত্রাসী এবং তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধীরা সাহস, স্বাধীনতা এবং ভালোবাসার পাঠ বুঝতে পারে এবং এর সম্পূর্ণরূপে জীবন উপভোগ করতে পারে। **

46. দুর্নীতি

ক) প্রকৃতির অশুচিতা/দুর্নীতি, যা বিবর্তন ও বিপ্লব, বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের জন্য দায়ী। খাদ্য ও উৎসবের দুর্নীতির কারণে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে সকল জীবই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে কতটা দুর্নীতি, কতটা মিশ্রণ, অথবা অন্যদিকে কতটা বিশুদ্ধতা এবং কতটা মৌলিকত্ব? কেন এবং কীসের জন্য?
বুদ্ধিমান উত্তর হল, যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গুলি (যার মাধ্যমে কেউ তার নিজের অনুভূতির বিচ্যুতিতে কাজ করতে পারে) তার নিজের হৃদয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যেকোনো কাজকে প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, অন্যথায় সেই কাজটি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

(খ) ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশ যত উন্নত হয়, দুর্নীতি ততই শারীরিক থেকে মানসিক পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়। প্রাথমিক এবং শারীরিক স্তরে, অনুন্নত দেশগুলি সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, উন্নয়নশীল দেশগুলি কম দুর্নীতিগ্রস্ত এবং উন্নত দেশগুলি এখনও কম দুর্নীতিগ্রস্ত; যেখানে উন্নত দেশগুলি সাধারণত অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় মানসিকভাবে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত।

এটা বোঝা যায় যে বেশিরভাগ সময় মানসিক দুর্নীতি অন্যান্য দুর্নীতির কারণ। মানসিক দুর্নীতি হল মন্দতার মূল, ধর্মহীনতার পথ এবং অসুখের পথ। ধার্মিকরা যখন সরে যায় এবং অভিজ্ঞ এবং বিভ্রান্তদের নেতৃত্ব দিতে দেয় তখন এই মন্দতা বৃদ্ধি পায়। ধার্মিকতা প্রত্যাহারের ফলে, দুর্নীতির সূক্ষ্ম ভারসাম্য (অর্থাৎ খাবারে লবণ) বিঘ্নিত হয় এবং বিশৃঙ্খল এমনকি অধর্মীয় (অধর্মীয়) পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করে।

(গ) সাধারণত, কোনও দেশে যদি কোনও প্রধান/প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিগ্রস্ত হন, তাহলে তিনি তার ট্রাস্টি/মন্ত্রীকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অধস্তনদের সৎ রাখতে বাধ্য থাকবেন। এর ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যেখানে মন্ত্রী তার ট্রাস্টিকেও দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং তার অধস্তনদের সৎ হিসেবে রাখতে পছন্দ করবেন এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে। একইভাবে যদি প্রধান/প্রধানমন্ত্রী অদক্ষ হন, তাহলে তিনি মন্ত্রীদের নির্বাচন করবেন, একজন দক্ষ মন্ত্রী অদক্ষ সচিবদের নির্বাচন করবেন এবং অদক্ষ সচিবরা অদক্ষ চেয়ারম্যান, পরিচালক, জেলা প্রশাসক ইত্যাদি নির্বাচন করবেন। উপরোক্ত উভয় উপায়েই এটি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অদক্ষ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

তাই দেখা উচিত যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে নির্বাচিত করা হয়। গণতন্ত্রের এটিই মূল ত্রুটি যেখানে প্রধানরা নির্বাচিত হন এবং সাধারণত মিডিয়ার হেরফের বা অন্যদের ব্যর্থতার মাধ্যমে। একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের এমন একটি প্রক্রিয়া থাকা দরকার যেখানে প্রধান নির্বাচিত হন ঋষি (কিছু ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন আলোকিত ব্যক্তিদের একটি দল) নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থাকতে পারেন অথবা

প্রয়োজনে অনির্বাচিতদের মধ্য থেকেও হতে পারেন, এবং এই ব্যবস্থা ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের ঐশ্বরিক গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

(ঘ)। সাধারণত সকলেই বোঝে যে সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং সুখী থাকা হল ধর্মের সাথে থাকা। ঋষিদের সজাগ দৃষ্টিতে দুর্নীতি (শারীরিক ও মানসিক) নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের সতর্কতা ব্যবস্থা এবং ন্যায় ব্যবস্থা (বিচার বিভাগ) এর যত্ন নিতে হবে এবং প্রয়োজনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, যা মন্দতার মূল কারণ। আমাদের মন্দতার নির্মূল এবং ধর্ম ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ***

47. ' অভিযোগ ও অভিযোগ', 'পরামর্শ ও প্রতিক্রিয়া' এবং জমা দেওয়া

প্রকৃতি কোনও উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেম প্রদান করেনি। প্রকৃতিতে সমস্ত সিস্টেম কমবেশি বন্ধ লুপ, কিছু ছোট লুপ অনুসরণ করে আবার অন্যগুলি দীর্ঘ লুপ অনুসরণ করে যেমন ঋতুচক্র, বায়ু, জল এবং শক্তির চক্র, পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের চক্র, জীবনচক্র এবং জীবনচক্র। সমস্যা দেখা দেয় যখন কেউ বা কোনও সিস্টেম জেনে বা অজান্তে, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছায়, কোনও বন্ধ লুপ বা চক্র/নেটওয়ার্কে বাধা সৃষ্টি করে বা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, উদাহরণস্বরূপ, মানবদেহে যদি জল পানে বিলম্ব হয়, প্রস্রাব এবং মলত্যাগের সমস্যা দেখা দেয়, একইভাবে বড় আকারের জল সঞ্চয় বাঁধ/বাঁধ তৈরি, বন উজাড়, প্রাণীদের চলাচল সীমিত করা ইত্যাদি সমস্যা সকল উদ্বেগের দিকে আসতে বাধ্য।

যখন কোনও ভুল ঘটে এবং নিয়মের বাইরে চলে যায়, তখন ক্ষতিগ্রস্ত এবং স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ এবং অভিযোগ, পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ে এগিয়ে আসার আশা করা হয় যাতে দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা সংস্থা সংশোধনমূলক পদক্ষেপ (যদি থাকে) গ্রহণ করতে পারে যাতে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। অভিযোগ এবং অভিযোগ এবং পরামর্শ পরিচালনায় সরলতার অভাব বা উন্নতির প্রয়োজন নির্দেশ করে, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া এবং জমা দেওয়া মানুষের উন্নতির আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এবং এটি প্রগতিশীল এবং মর্যাদাপূর্ণ সমাজের সূচক।

সমাজের বিভাগীয় বা সামগ্রিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরামর্শ এবং সুপারিশ গ্রহণের জন্য এবং আরও গবেষণার জন্য গবেষণা ও বিশ্লেষণ শাখায় নতুন বিষয় অফার করার জন্য সমাজ এবং সরকারকে একটি হস্তক্ষেপ ব্যবস্থা প্রদান করতে হবে।

পরামর্শ গ্রহণের বর্তমান রীতি খুবই অভদ্র, যেমন, "যারা তাদের পরামর্শ পাঠাতে চান তাদের অবশ্যই আগে থেকে পরিষ্কারভাবে টাইপ করা কাগজ পাঠাতে হবে এবং পরামর্শটি কমিটির হবে এবং এর উপর ব্যক্তির কোনও অধিকার থাকবে না।" অভিযোগ এবং অভিযোগ, পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া এবং জমা দেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থাটিও হাস্যকর বলে মনে হয় যখন মূল কাগজটি নিজেই সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয় যা জড়িত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শত্রুতা এবং তার পরবর্তী পরিণতির ঝুঁকিতে ফেলে। অভিযোগ এবং অভিযোগ, পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া এবং জমা দেওয়ার ব্যবস্থাটি এমন একটি সক্রিয় ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলার যোগ্য যেখানে প্রতিটি অবদানকারীকে ব্যক্তিগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং যদি ন্যায্যতা প্রমাণিত হয় তবে তাকে পুরস্কৃতও করা যেতে পারে।

স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে 'জ্ঞান ও সম্পদ কেন্দ্র' খোলা কি একটি বিকল্প হতে পারে? প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, অন্যান্য অবসরপ্রাপ্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সহ প্রবীণ নাগরিকদের একটি দল দ্বারা পরিচালিত একটি কেন্দ্র

কি একটি বিকল্প হতে পারে, যা কেবল সঠিক তথ্যই নয়, আন্তরিক পরামর্শ এবং অভাবীদের সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করবে?

এই ধরনের একটি কেন্দ্র খোলার ফলে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ কর্মীদের সম্মানজনক সম্পৃক্ততা এবং তাদের শক্তির যথাযথ মুক্তির সুযোগ তৈরি হবে। এই কার্যকলাপ প্রবীণ নাগরিকদের সম্পৃক্ততা এবং তাদের সহকারী হিসেবে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে।

পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া জীবন প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক উপাদান এবং জীবন ও জীবন বর্ধন প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত চক্র অনুসরণ করে।

জীবন এবং জীবন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। *****

***

48. গর্ব এবং আনন্দ

"অহংকার আসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে, যেখানে আনন্দ প্রকৃতির কোলে"। অহংকার নিহিত থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকা, আন্তঃনির্ভরশীলতাকে সম্মান করা, গ্রহণ করার জন্য প্রশান্তিতে থাকা এবং যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা এবং ক্ষমতার মধ্যে। দুর্বলদের দমন, শক্তিশালী/যোদ্ধাদের প্রতি অসম্মান এবং অসদাচরণ বা আত্ম-অপমানজনক প্রভাব গর্বের রঙকে কালো করে তোলে।

আমাদের কাজ, মর্যাদা বা মুদ্রাকে কম বা বেশি রাখলে গর্ব এড়িয়ে যায়। যখন একটি আপেল প্রতি পিস চার ডলার/ইউরো/পাউন্ডে বিক্রি হয়, তখন একজন ফরাসি বা ব্রিটিশের পক্ষে এটি কেনা সহজ, যেমন একজন ভারতীয়ের পক্ষে এটি কেনা সহজ, চার টাকায়। বৈষম্য এবং এর শৃঙ্খল প্রভাব শুরু হয় যখন এটি ভারতীয়দের দ্বারা প্রতি পিস দুই-তিনশ টাকায় কেনা হয়। মুদ্রা এবং মর্যাদার সমতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিনতে হবে এবং আপাতত আমাদের আধক্ষুধার্ত জীবনযাপন করতে হলেও তা বজায় রাখতে হবে।

আনন্দ আসে, যখন গর্ব তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায় এবং জাগ্রত অবস্থায়ও তাই থেকে যায়। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা এবং নদী সংযোগ প্রকল্প, বিশাল জলবিদ্যুৎ ও সেচ বাঁধ, গভীর সমুদ্র অনুসন্ধান এবং গভীর সমুদ্রে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার মতো প্রকৃতির হস্তক্ষেপে আত্ম-সংযম বজায় রাখার মাধ্যমে আনন্দ বজায় রাখা হয়। **

49. হিংসা, অহিংসা, শান্তি এবং ছন্দ

১) শেষ পর্যন্ত খেলা নির্ধারিত হয় শক্তি/শক্তি দ্বারা, যদি ক্ষমতা খারাপ মানুষ/রাক্ষস/অসুর/দৈত্য/দানবের সাথে থাকে তাহলে সমাজ ভীত, অনাচারী, দমনিত ইত্যাদি হবে এবং যদি শক্তি/শক্তি ভালো মানুষ/দেবতার সাথে থাকে তাহলে অবশ্যই সমাজ সদগুণে পরিপূর্ণ হবে।

২) যখন একজন মহাবীর জিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "সবাই বলে যে একজনের শক্তি এবং সচেতনতা থাকা উচিত, আপনার মতামত কী?" মহাবীর জৈন উত্তর দিয়েছিলেন যে সম্ভবত আমার মতে "এটা ভালো যে খারাপ লোকেরা দুর্বল এবং অজ্ঞ থাকে এবং ভালো লোকেরা শক্তিশালী থাকে, শক্তি ধারণ করে এবং সচেতন থাকে (জানি না কীভাবে এবং কখন দেশের জৈনদের মধ্যে অহিংসার এই অতিরঞ্জন জন্মায়)।"

৩) প্রকৃতিতে অদ্ভুত এবং বিরোধপূর্ণ ঘটনা ঘটে এবং আমাদের ইতিহাসে এর যথেষ্ট রেকর্ড রয়েছে। বুদ্ধ ও মহাবীরের অহিংসার অতিরঞ্জনের পরে ভারতে অবনতি ঘটেছিল এবং এখন, গান্ধীজী এবং তাঁর অনুসারীদের অহিংস আন্দোলনের পরে উন্নতি শুরু হয়েছে। "ভারতে যে কারণে পতন শুরু হয়েছিল তা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার কারণও হয়ে ওঠে।"

৪) সকলেই সহিংসতাকে মজা হিসেবে, অথবা মজা করার জন্য হত্যার বিরোধিতা করে। আল্লাহ আক্রমণকারীকে পছন্দ করেননি, কৃষ্ণও যুদ্ধ শুরু করেননি। কে কখনও অধর্মী (অধর্মী–কাফির) হয়? ধর্মযুদ্ধ/জিহাদ (যুদ্ধ) একটি বাধ্যতামূলক শর্ত যদি সমাজের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট অংশ অধর্মী (অধর্মী) অনুশীলন অনুসরণ বা সমর্থন শুরু করে। এই ধরণের সমস্ত ধর্মযুদ্ধ জিহাদ/যুদ্ধে শীর্ষ নেতা কৃষ্ণের মতো নিজের হাতে কাউকে হত্যা করেন না। কেবলমাত্র তারাই যুদ্ধের কেন্দ্রে অহিংস থাকতে পারেন; অন্যথায় মানুষ সাধারণের অহিংসা এবং বিশেষ করে (পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর) সহিংসতাকে সমর্থন করে।

৫) জীবনে লড়াই সর্বদা চলতে থাকে, এমনকি আমাদের শরীরেও, শ্বেতকণিকা ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, এবং এইভাবে শান্তি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ টুকরো টুকরো হয়ে যায় অর্থাৎ মৃত্যুর সময়। সাধারণত যা অর্জন করা হয় তা হল ছন্দ এবং এটিই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। **

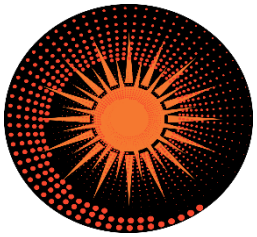

ধর্মের পুনরুত্থান

পর্ব-৩

অর্থনৈতিক উপকরণ টাকা এবং মুদ্রা

(ক)। টাকা

(ক.১)। টাকা তো টাকাই। টাকা কেবল লেনদেনযোগ্য মুদ্রা নয় যা আমরা আজ কাগজের নোট এবং ধাতব মুদ্রা হিসেবে দেখি, পাশাপাশি কয়েকটি পণ্যও, বরং বলা হয় (ভারতে) টাকা আটটি সম্পদের উৎসের উপর অবস্থিত: আধ্যাত্মিকতা, বস্তুগত সম্পদ, কৃষি, রাজপরিবার, জ্ঞান, সাহস, বংশধর এবং বিজয়।
খুব কম লোকই বলে; " *টাকা হি কর্মম তকা হি ধর্মম, তকা হি মোক্ষ প্রদয়তে, তকা বিন তক-তকম-তকি, তক-তক-তকতায়তে* "। (টাকাই কর্ম, টাকাই ধর্ম, টাকাই মোক্ষ (স্বাধীনতা)। টাকা ছাড়া মানুষ সন্দেহ ও ভয়ে ভীত থাকে এবং আশার আলোয় নিজের ঘড়ির দিকে অথবা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে), আবার কেউ কেউ বলে : "দারিদ্র্যের মতো দুঃখ নেই, আর সাধু-সন্তদের সাথে দেখা করার মতো আনন্দ নেই)। অর্থের গুরুত্ব সম্পর্কে এই সমস্ত উক্তি সত্ত্বেও, এটা সত্যিই অবাক করার মতো যে, কেন এবং কীভাবে সমগ্র সমাজ দরিদ্র হয়েছে এবং এখনও তাই আছে। এখানে এটাও লক্ষ করা যেতে পারে যে আনন্দ ধন-সম্পদে নয়, বরং সাধু-সন্তদের সান্নিধ্যে। মায়ে শক্তি, এবং এটি ইঁদুরকেও শক্তি প্রদান করে (পঞ্চতন্ত্রের গল্প), সাপ তাতে বসে তার উপর নজর রাখে, টাকার রক্ষক কুবেরকে সম্মান করা হয় এবং টাকার দেবী (মা লক্ষ্মী) হলেন তিনি যাঁর কাছে আমরা সকলেই প্রার্থনা করি।

(ক.২)। বর্তমান ব্যবস্থা, সমস্ত অর্থের প্রচলনের জন্য কোনও উপায় খুঁজে বের করার পরিবর্তে, 'কালো এবং সাদা' এর মতো অর্থের নামকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। টাকা টাকাই এবং শিশুরা শিশুই, তারা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন। কালো টাকা বা পতিতালয়ের উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে দেশের সকল ধরণের আইন (সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক) হয় নিপীড়ক, অস্পষ্ট, সন্দেহজনক বা অস্পষ্ট, অথবা সেকেলে এবং অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

সহবাসের ধরণ যাই হোক না কেন, সকল শিশুই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সকলেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ বহন করে। যেকোনো শিশুকে অবহেলা করা এবং তারপর পরিত্যাগ করা প্রকৃতির দ্বারা সর্বদা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, একাধিক উপায়ে, কিন্তু গোপনে। অর্থের ক্ষেত্রেও একই রকম, যেখানে অর্থকে সর্বদা সম্মান করা হয়।
খারাপ উপায়ে বা অনৈতিক অনুশীলনের মাধ্যমে উৎপাদিত অর্থ এবং বিচ্ছিন্নভাবে বা পতিতালয়ে জন্ম নেওয়া শিশুদের উপেক্ষা করা এবং বর্জন করা কোনও উদ্দেশ্য সাধন করে না, বরং এর প্রাপ্য হল সমস্ত অর্থ/শিশু গ্রহণ করা এবং আমাদের আইন-শৃঙ্খলার ফাঁকগুলি বন্ধ করা যাতে দুর্নীতি বিকশিত না হয় এবং পতিতালয়গুলি বৃদ্ধি না পায়। নিরাপদ গোপন এবং সুরক্ষিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি স্টপ গ্যাপ ব্যবস্থা হতে পারে।

(ক.৩)। একবার টাকা কালো হিসেবে নিয়োগ করা হলে, এটি সমালোচনা এবং হয়রানির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং তারপর এটি গোপনে সংরক্ষণ এবং প্রচলনের জন্য জোরপূর্বক ব্যবহার করা হয়। এমন সমস্ত অর্থ যা সহজে হিসাব করা যায় না এবং খারাপ নাম দিতে পারে, এমন একটি স্থান বা দেশে জমা এবং ব্যবহার করা শুরু হয়, যা এই ধরনের সমস্ত অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাকাউন্টধারীদের সম্মান, গোপনীয়তা, সুরক্ষা এবং সুরক্ষা প্রদানের দাবি করে। মোটামুটিভাবে বলা হয় যে এই ধরনের ব্যাংক এবং এই ধরনের দেশে আমানতের পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। এটি এত বিশাল যে একটি দেশ কেবল তার স্বার্থ থেকে উপকৃত হতে পারে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অনেক ছোট-ছোট দেশ (দ্বীপপুঞ্জ) বিশেষভাবে এই ধরণের কার্যক্রমের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

এটা বলা যেতে পারে যে ভারতের মতো দেশগুলি সত্যিই করুণ দেশ, অন্তত আমাদের প্রতি সহানুভূতি থাকা উচিত এবং নিজেদের সাহায্য করা উচিত। এক জায়গায় ভারত বলছে যে তারা দরিদ্র এবং অন্য জায়গায়, খুব কম দেশই কেবল ভারতীয় অর্থের স্বার্থে চলছে; কালো টাকার সংজ্ঞার সাথে কী বৈপরীত্য, কী লজ্জাজনক। টাকাই টাকা। কালো এবং সাদাকে ঝেড়ে ফেলা অর্থহীন বুদ্ধিমত্তার উচ্চতা। এটি আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে অদক্ষতা, অথবা বরং আইন-শৃঙ্খলার (কালো এবং সাদা) অবক্ষয়।

(ক.৪)। ভারতের জ্ঞান সম্পর্কে এত কথা বলার পরেও, এটা সত্যিই অবাক করার মতো যে, কেন এবং কীভাবে ভারত দরিদ্র হয়ে পড়েছে এবং এখনও তাই বিবেচিত হয়। ভারতীয় অর্থনীতি তখনই সমৃদ্ধ/উন্নত হবে যখন ভারত তার দারিদ্র্য, গৃহহীনতা বা কম অর্থের মূল কারণ খুঁজে পাবে।

কয়েকটি কারণ হতে পারে যেমন:
(i) মহাভারতের পর ভারত আর কোনও বড় যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। যা দেখা যাচ্ছে তা হল, অনেক ভারতীয় এখনও তাদের পূর্বের জয়ের স্মৃতিভ্রংশ এবং রাম-কথা এবং ভাগবতকথা (মহাভারত-কথা) এর গল্প আবৃত্তিতে ব্যস্ত। প্রকৃত কর্ম ছাড়া এত প্রার্থনা শোনা ঈশ্বরের (কৃষ্ণ এবং রাম) কাছে অবশ্যই বিরক্তিকর হবে।

(ii) রাজ্য ত্যাগ করে এবং তারপর সাধু হয়ে ভিক্ষা করে জীবনযাপন শুরু করার মাধ্যমে, বুদ্ধের (ভিক্ষা) সাধারণ ধারণার জন্ম দেয় যে অর্থ থাকা একটি অভিশাপ, এবং এই রাজারা এতটাই সোচ্চার এবং বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন যে এটি প্রমাণিত বলে মনে হচ্ছিল। দুর্ভাগ্যবশত এটি ভিক্ষাকে সম্মানিত করেছিল এবং এমনকি কখনও কখনও ভিক্ষুকরাও নিজেদের রাজাদের সাথে তুলনা করত।

(iii) কিছু ধর্মগ্রন্থ বলে; দরিদ্ররা ধন্য, ঈশ্বরের রাজ্য তাদের জন্য; এটি জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যকে আরও মহিমান্বিত করেছে এবং এর ফলে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(iv) খুব কম লোকই বলতে শুরু করে যে দারিদ্র্য হল গত জন্মে করা পাপের ফল এবং তাই এটি গৃহীত অসহায়ত্ব অর্জন করে এবং তারা আরও যোগ করতে শুরু করে যে সাধুর আশীর্বাদ পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারে এবং এইভাবে তথাকথিত অলৌকিক/যাদুকরদের গুন্ডা, লুটেরাদের সার্কাস শুরু হয়, যা সাধারণ মানুষকে প্রকৃত কর্ম/সংক্ষিপ্ততা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

(v) অনেকেই বলে যে টাকা চরিত্র নষ্ট করে এবং তাই টাকা না থাকাই ভালো বিকল্প।

(vi)। অনেকে অন্যদের টাকা থাকার জন্য সমালোচনা করে, কিন্তু একই সাথে ঈশ্বরের কাছে টাকা থাকার জন্য প্রার্থনা করে, কিন্তু যদি টাকা এই শ্রেণীর কাছে নিজেকে উপস্থাপন করে, তাহলে তারা তা ফেরত দেওয়ার বা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অজুহাত খুঁজে পায়। এই ধরনের পরস্পরবিরোধী অনুরোধ কি প্রকৃতি দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে?

(vii)। কিছু ধর্ম বলে যে তারা দিনে কমপক্ষে পাঁচবার সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করে এবং তাদের অনুসারীরা এত টাকা উপার্জনের জন্য খুব কম সময় পায়, কিন্তু তারা অন্যদের কাছেও তা থাকাকে ঘৃণা করে। বেশি বা সব সময় স্মরণ করা এবং কাজ করে আরও বেশি উপার্জন করা কি কোনও সমস্যা?

(ক.৫)। নানক বলেন; কাজ করো বট চাখো নাম জপো। মানুষ এবং সমাজ, যার অনুসরণে বলা হয়েছে, "কাজ করো, একসাথে খাও, এবং সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করো", আরও ধনী হতে দেখা যায়।

(খ). মুদ্রা

(খ.১)। বিনিময়ের মাধ্যমে, পণ্য ও পরিষেবা সরাসরি অন্যান্য পণ্য ও পরিষেবার সাথে বিনিময় করা হত। আধুনিক বিশ্বে পণ্য ও পরিষেবা বিনিময়ের প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে মুদ্রা বিনিময়কে প্রতিস্থাপন করেছে। মুদ্রাকে অর্থের একটি হাতিয়ার বলা যেতে পারে যা একটি নির্দিষ্ট দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য ও পরিষেবা বিনিময়ে মধ্যস্থতাকারী সাধারণ হর হিসেবে ব্যবহৃত হয় । যেমন ভারতে এটি রুপি, অন্যান্য দেশে যেমন ইয়েন, রিয়াল, রুবেল, পয়সা, ইউয়ান, দিনার, দিরহাম, ডলার, স্টার্লিং পাউন্ড, ইউরো ইত্যাদি। কাগজ বা মুদ্রার আকারে সরকার কর্তৃক জারি করা এবং অভিহিত মূল্যে গৃহীত এই ধরনের অর্থকে মুদ্রা বলা হয়।

অর্থের আক্ষরিক অর্থ হল শক্তি বা "উষ্ণ করা" এবং মুদ্রার অর্থ হল চলমান" বা "প্রবাহিত হওয়া"। এই ধরনের কাগজের বিল/টাকাকে আগে প্রতিনিধিত্বমূলক টাকা বলা হত যার অর্থ হল প্রতিটি মুদ্রা বা বিলের নিজস্ব কোনও মূল্য না থাকলেও, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের বিনিময়ে বিনিময় করা যেতে পারে কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি এটির গ্যারান্টি দেয়। ভারতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অর্থাৎ আরবিআই, ভারতীয় রুপি (INR) কে স্ট্যান্ডার্ড মুদ্রা হিসেবে জারি করেছে এবং এর মূল্য বাজারের কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

(খ.২)। শিল্প বিপ্লবের পর, পণ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যা শিল্পপতি এবং বণিকদের যতটা সম্ভব বেশি জায়গায় বাণিজ্য বাড়াতে বাধ্য করে, যার ফলে অর্থনীতিবিদদের স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে বাণিজ্যের জন্য কাগজের নোট এবং ধাতব মুদ্রার মতো সহজে লেনদেনযোগ্য এবং সাধারণ রূপান্তরযোগ্য উপকরণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্যের জন্য কিছু বিনিময় সূত্র বের করতে বাধ্য করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক বিনিময়ের উপর আরোপিত অনেক বিধিনিষেধ ডলারকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং মানদণ্ড মুদ্রায় পরিণত করার পথ প্রশস্ত করে এবং বিশ্বের মুদ্রা বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে পরিণত করে। তখন থেকে, ডলার বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছে। এর আলোকে, অন্যান্য মুদ্রার মতো ভারতীয় মুদ্রারও মূল্য নির্ধারণের জন্য ডলারের সাথে তুলনা করা হয়।

(খ.৩)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, সোভিয়েত ইউনিয়ন আরেকটি শক্তি কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং এর মুদ্রা রুবেল আন্তর্জাতিকভাবে একটি বাণিজ্যযোগ্য মুদ্রা হিসেবে রয়ে যায় কিন্তু এটি কেবলমাত্র তার শক্তি ব্লকের পাশেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পনেরোটি দেশে ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

(খ.৪)। খুব বেশি দূরে না গিয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বছরগুলিতে, সারা বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি মার্কিন সরকারকে প্রতি আউন্স সোনার (২৮.৩৪৯৫ গ্রাম সোনা)

জন্য ৩৫ ডলার দিতে পারত। অন্য কথায়, কাগজের টাকা আসল ধাতু দ্বারা সমর্থিত ছিল এবং কেউ চাইলে আইনত এটির সাথে বিনিময় করা যেত।

কিন্তু ১৯৭১ সালে আমেরিকা অন্যান্য দেশের সাথে এই চুক্তি বাতিল করে এবং বলে যে ডলার আর সোনা দিয়ে বিক্রি করা যাবে না। ১৯৭৬ সালে যখন সোনার মূল্য ছিল ৩৮ ডলার প্রতি আউন্স এবং এই অর্থ আর প্রতিনিধিত্বমূলক অর্থ হিসেবে থাকে না, যার অর্থ প্রতিটি মুদ্রা বা নোট একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বা কোনও পণ্যের সাথে বিনিময়ের নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

(খ.৫)। বিশ্বস্তরে, প্রতিনিধিত্বমূলক মুদ্রার পরে ফিয়াট মুদ্রার ধারণাটি আসে। ফিয়াট মুদ্রা হল এক ধরণের মুদ্রা যা সরকার কর্তৃক বৈধ দরপত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় কিন্তু এর কোনও অন্তর্নিহিত বা স্থির মূল্য নেই এবং সোনা বা রূপার মতো কোনও বাস্তব সম্পদ দ্বারা সমর্থিত নয়।

বলা হয়ে থাকে যে, ফিয়াট মুদ্রার মূল্য সরকার কর্তৃক নিশ্চিত করা হয় যে সরকার অর্থ ইস্যু করে। অধিকন্তু, সরকার অর্থনৈতিক ওঠানামার প্রতিক্রিয়ায় প্রচলিত অর্থের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেকোনো পরিমাণ মুদ্রা মুদ্রণের মাধ্যমে (তাও বিনিময়ে অর্থ প্রদানের জন্য মজুদে কিছু না রেখে)।

বলা হয়ে থাকে যে, ফিয়াট মুদ্রার মূল্য নির্ভর করে ইস্যুকারী সরকারের উপর জনগণের আস্থা এবং যা-ই হোক না কেন, তার আস্থা বজায় রাখার ক্ষমতা থেকে। ১৯৭৬ সালের পর, ডলার ইউরো, ব্রিটিশ পাউন্ড এবং জাপানি ইয়েনের মতো একটি ফিয়াট মুদ্রায় পরিণত হয়। ("ফিয়াট" শব্দটি ল্যাটিন উৎপত্তি এবং এটি সরকার বা অন্য কোনও কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তি কর্তৃক জারি করা একটি স্বেচ্ছাচারী আদেশকে বোঝায়। কাগজের মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে, ফিয়াট মুদ্রা এই ভীতিকর ধারণাকে বোঝায় যে আমাদের ডলারের মূল্য কেবল সরকার বলে বলেই আছে)।

(খ.৬)। যদি আমরা আজকের মুদ্রার দিক থেকে দেখি, তাহলে বলা যেতে পারে যে যে বিশ্বে বস্তুগতভাবে বর্তমান জিনিসপত্র (বিনিময়) দিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছিল, তারা প্রথমে প্রতিনিধিত্বমূলক মুদ্রার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারপর ফিয়াট মুদ্রার ধারণায় রূপান্তরিত হয় এবং এখন ডিজিটাল মুদ্রা/মুদ্রার দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ডিজিটাল টাকা হল এমন এক ধরণের মুদ্রা যা সরকার বা বহুজাতিক বা যেকোনো ব্র্যান্ড কর্তৃক আইনি দরপত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় কিন্তু এর কোনও অন্তর্নিহিত বা স্থির মূল্য নেই এবং সোনা বা রূপার মতো কোনও বাস্তব সম্পদ বা বিশেষ করে কোনও সরকার দ্বারা সমর্থিত নয়। জানা গেছে যে একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন বিশ্বকে ডিজিটাল লেনদেনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং মার্কিন কংগ্রেসে এমন একটি ফাউন্ডেশনের ঘোষণা অনুসারে কমপক্ষে ২০১৫ সাল থেকে অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (যেমন ভারতে আরবিআই) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে বলে জানা গেছে। সুইডেন এবং ভারতে নগদীকরণ এই দিকের একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে।

(খ.৭)। বলা হয় যে, টাকাই টাকা, যেখানে অনেকে বলে যে, "টাকাই কর্ম (কাজ, কাজ এবং কর্মের পাশাপাশি একজনের দক্ষতা), টাকাই ধর্ম (ধর্ম), টাকাই মোক্ষ (স্বাধীনতা) প্রদানকারী, টাকা ছাড়া মানুষ সন্দেহ ও ভীতিতে থাকে এবং স্থিরভাবে আশা নিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়," তাই এটা স্পষ্ট যে সবাই টাকা পেতে পছন্দ করবে।

যারা জীবনে সন্তুষ্ট এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী তারা এত টাকা পেতে চায় যা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে পারে, কিন্তু যারা জীবনে সন্তুষ্ট নয় এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী নয় তারা তাদের কোষাগারে যতটা সম্ভব টাকা রাখতে চায় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে এবং আরও কিছু হতে পারে। এই অতৃপ্ত এবং অবিশ্বাসী মানুষদের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে যে তারা কেবল সব ধরণের কাজই করবে না, বরং তারা সব ধরণের খেলা, কৌশল, ধূর্ততা এমনকি ধমক দেওয়া এবং দখলদারিত্বের মাধ্যমে যতটা সম্ভব টাকা পেতে পারে, যদি না সমস্ত উপলব্ধ অর্থের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।

(খ.৮) তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভারতীয় দিক থেকে আসি, ১৯১৩ সালে যখন ডলার প্রথম আন্তর্জাতিকীকরণ করা হয়, তখন এক ভারতীয় টাকার মূল্য ছিল নব্বই ডলার। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের সময় তা ৪.১৬ টাকায় এক ডলারে পরিণত হয়, ১৯৪৮ সালে তা ৩.৩১ টাকায়, ১৯৫০ সালে তা ৪.৭৬ টাকায় পরিণত হয় এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তা বহাল থাকে। ১৯৭১ সালে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোনাকে ডলারের সাথে বিযুক্ত করার ঘোষণা দেয় (যা প্রতি আউন্স সোনার জন্য ৩৫ ডলার = ২৮.৩৪৯৫ গ্রাম) তখন এক ডলার ছিল ৭.৪৯ টাকার সমতুল্য, আরও পরে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে ডলারকে সোনার সাথে বিযুক্ত করে (যখন প্রতি আউন্স সোনা ছিল ৩৮ ডলার – ২৮.৩৪৯৫ গ্রাম) ১৯৭৬ সালে এক ডলার ছিল ৮.৯৬ টাকার সমতুল্য, ১৯৯০ সালে ১৭.৫ টাকায় এক ডলার, ১৯৯৬ সালে তা ছিল ৪.৫ টাকায়। ৩৫.৪৩, ১৯৯৮ সালে ছিল ৪১.২৬ টাকা, ১৯৯৯ সালে ছিল ৪৩.০৬ টাকা, ২০০৪ সালে ছিল ৪৫.৩২ টাকা, ২০০৯ সালে ছিল ৪৮.৪১ টাকা, ২০১৪ সালে ছিল ৬২.৩৩ টাকা, ২০১৯ সালে ছিল ৭০.৩৯ টাকা, যা এখন ২০২৩ সালে প্রতি ডলারে ৮২.৫৬ টাকা (ইন্টারনেটে চেক করা যাবে)।

ভারতে সোনার দামের কথা বলতে গেলে (প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট) ১৯৬৪ সালে ছিল ৬৩.২৫ টাকা, ১৯৭১ সালে (যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলারকে সোনার দামের সাথে আলাদা করে) ১৯৩.০০ টাকা, ১৯৭৬ সালে (যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলারকে সোনার দামের সাথে আলাদা করে) ৪৩২.০০ টাকা, ১৯৯০ সালে ৩,২০০.০০ টাকা , ১৯৯১ সালে যখন ভারতের অর্থনীতি খোলা হয়েছিল তখন সোনার দাম ছিল ৩,৪৬৬.০০ টাকা, ২০০৪ সালে ৫,৮৫০.০০ টাকা, ২০০৯ সালে ১৪৫০০ টাকা, ২০১৪ সালে ২৮,০০৬.৫০ টাকা, ২০১৯ সালে ৩৫২২০ টাকা এবং এখন ২০২৩ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩,২০০ টাকা। ৬১,৮৪০.০০

। (উপরের তথ্য ২৮.০৫.২০২৩ তারিখে বিভিন্ন অফিসিয়াল সাইট থেকে ইন্টারনেট থেকে নেওয়া)।

ভারত সোনার দ্বিতীয় বৃহত্তম ভোক্তা (চীনের পরেই)। এবং সোনার দ্বিতীয় বৃহত্তম আমদানিকারক এবং এটি ভারতের মোট আমদানির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ভারতীয়রা সোনাকে গহনা হিসেবে এবং বিনিয়োগ হিসেবে কেনার প্রবণতা রাখে কারণ মিডিয়া এটিকে একটি নিরাপদ এবং ভালো বিনিয়োগ হিসেবে চিত্রিত করছে। এই কারণে ভারতে সোনার দাম বিশেষ করে ফসল কাটার মৌসুমে, উৎসব এবং বিবাহের সময় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সোনার দামকে সাধারণত প্রভাবিত করে এমন কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ: (i). সোনার উৎপাদন, (ii). বাজারে একটি নির্দিষ্ট বছরে সোনার সরবরাহ এবং চাহিদা, (iii). কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্থিতিশীলতা এবং এর আর্থিক নীতি এবং কৌশল যা অর্থনীতিতে ঋণ প্রবাহিত করে, (iv). গহনা শিল্পের স্বাস্থ্য, এবং পরিশেষে, (v). সরকারি রিজার্ভের শক্তি।

তাছাড়া, বিশ্ববাজারের গতিবিধিও সোনার মূল্য নির্ধারণ করে। তেল এবং ডলারের তুলনায় মূল্যবান ধাতুটি বিনিয়োগকারীদের জন্য নিরাপদ বলে মনে করা হয়, তাই যখন মানুষ তেল এবং ডলারের দামে অস্থিরতা অনুভব করে তখন তারা সোনাকে পছন্দ করে। আরও রাজনৈতিক কারণ এবং নির্বাচন এবং সরকার এবং তার নীতির পরিবর্তনের মতো ঘটনাগুলিও ভারতে সোনার দামকে প্রভাবিত করে।

(খ.৯)। আবারও ভারতের দিকে আসি, যদি আমরা উপরের পয়েন্ট নং (ক.২.ছ) ঘনিষ্ঠভাবে দেখি, তাহলে ভারতের আর্থিক যাত্রার মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন, যে ১৯৬৪ সালে প্রতি দশ গ্রামে সোনার দাম ৬৩.২৫ টাকা ছিল, যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,০০০ টাকা। ৬১,৮৪০.০০ (২৮.০৫.২০২৩ তারিখে), যা প্রায় হাজার গুণ কমেছে। আরও যদি আমরা একই সময়ের জন্য ডলারের দাম দেখি, যা ১৯৬৪ সালে ৪.৭৬ টাকার সমান ছিল, এখন প্রায় বিশ গুণ কমে ৮২.৫৬ টাকা। কিন্তু যদি আমরা ১৯১৩ সালে আন্তর্জাতিকভাবে ডলার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডলারের বিনিময়ে নব্বই ডলার পাওয়া যেত, তাহলে সেই সময়ে এক ভারতীয় টাকা, যা প্রতি ডলারে ৮২.৫৬ টাকায় নেমে এসেছে (২৮.০৫.২০২৩ তারিখে) অর্থাৎ একশো দশ বছরে নয়শ বার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

(খ.১০)। উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি বিশেষ করে স্বাধীন ও স্বাধীন ভারতে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন এবং এটি ইঙ্গিত দেয় যে দেশটি মূলত তথাকথিত উপনিবেশবাদ থেকে এখন আরও পরিশীলিত এবং কঠোর নব্য-উপনিবেশবাদে পরিণত হয়েছে। এর প্রধান সমাধান এবং ফিয়াট মুদ্রা এবং ডিজিটাল অর্থের বিকল্প হল পণ্যদ্রব্য অর্থ বিনিময়, যা একটি বাস্তব সম্পদ দ্বারা সমর্থিত। তথাকথিত হার্ড মুদ্রার (ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং, ইউরো, ইয়েন) অস্থিরতা এবং ডিজিটাল অর্থের সম্পূর্ণ অনিশ্চিত আচরণের মধ্যে, যদিও কয়েকটি

দেশের রাষ্ট্রপতিরা সোনায় ব্যবসা করার প্রস্তাব করেছেন, প্রশ্ন ওঠে যে যদি সোনাকে তথাকথিত পাওয়ার ব্লক দ্বারা সমানভাবে অস্থির করা হয়?

এর সমাধান হলো মৌলিক বিনিময় ব্যবস্থায় ফিরে আসা, যা পরিবর্তিত বিন্যাসে করা যেতে পারে। এবং অন্তত ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে শুরু করা। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যেসব মানুষ, সম্প্রদায় এবং দেশ প্রয়োজনের সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তে পণ্য/সেবার বিনিময়ে/প্রতিদানে কিছুই দিতে পারে না, তাদের জন্য সমাজ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির একটি সদিচ্ছা/দাতব্য পুল তৈরি করা প্রয়োজন যাতে তারা এই ধরনের অভাবীদের সাহায্য/সহযোগিতা করতে পারে। বলা হয় যে, যারা বিনিময়ে কোনও অর্থ/উপাদান দিতে পারে না, তাদের শুভকামনা এবং আশীর্বাদই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা যতটা সম্ভব সাহায্য/সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য।

(খ.১১)। জালিয়াতি থেকে রক্ষা পেতে এবং পণ্যের দামের মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রার ওঠানামা/অবমূল্যায়নের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য, ব্যাংকে টাকা রাখার চেয়ে জিনিসপত্র ঘরে এবং দেশে সংরক্ষণ করা ভালো, একইভাবে সোনা ও রূপা সহ বিভিন্ন ধরণের পণ্যের লেনদেন করা ভালো, তারপর নগদে – শারীরিকভাবে বা ডিজিটালভাবে। কিন্তু ভারতের মতো দেশের জন্য, যদি তারা অন্ধকার শাসনের অবসান ঘটাতে এবং ন্যায়সঙ্গত শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে ভারতকে সোনার প্রতি/প্রার্থনার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে এবং কেবল কেনা এবং ব্যবহার বন্ধ করা উচিত নয়, বরং তাদের কাছে থাকা সমস্ত সোনা ত্যাগ করতে হবে এবং তা বিস্মৃতিতে রেখে দিতে হবে, তাহলেই কেবল ভারত পরিবেশ অর্জন করতে পারবে।" **

বন্দনা চৌধুরী

সম্পাদনা করেছেন– নরেন্দ্র আগরওয়াল

লেখক

Bandana Chaudhary

বন্দনা চৌধুরী, জন্ম ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। তিনি একজন আগ্রহী পর্যবেক্ষক, নীরব কর্মী এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের প্রকাশক, যেমন: মিতা-জীবনধারার এজেন্ডা, দিব্যতন্ত্র (ঐশ্বরিক গণতন্ত্র), সনাতনী বৈশ্বিক ব্যবস্থ, পরাঞ্জলি, ধর্যতে ইতি ধর্ম এবং কাম কি বাত এবং সর্বশেষ বিকল্প অর্থনীতি-প্রাকৃতিক পদ্ধতিগত অর্থনীতি। তিনি ইউটিউব চ্যানেলে 'দ্য ডিভাইনক্রেট' এবং 'বেহতারবিহারবেহতারভারত' নামে বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক সাক্ষাৎকার/বক্তৃতাও প্রদান করেছেন।

সম্পাদক: নরেন্দ্র আগরওয়াল

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণকারী নরেন্দ্র আগরওয়াল, সিস্টেমে জমে থাকা ময়লা এবং ময়লা পরিষ্কার করার জন্য এবং কীভাবে প্রতিষ্ঠানগুলিকে টেকসইভাবে পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর বাসযোগ্য পরিবেশের বিধানের জন্য দায়ী বলা যেতে পারে তার জন্য তার সময় ব্যয় করছেন। তিনি গত বিশ বছর ধরে এই লক্ষ্যে সচেতনভাবে কাজ করছেন এবং বলা যেতে পারে যে তিনি ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে যোগাযোগ ও যোগাযোগ করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে "মিতা-জীবনধারার এজেন্ডা" নামে একটি বিস্তৃত এবং মৌলিক "সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক" এজেন্ডা লিখেছিলেন।

*****

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:

- **ওয়েবসাইট**: resurrectionofdharma.com
- **ইমেইল**: resurrectionofdharma@gmail.com
- **মোবাইল নম্বর**: +৯১-৯২০২৯৭৪১২১

ধর্মের পুনরুত্থান